মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমারী আত তাবরিযী

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

মূল ঃ আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমারী আত্‌-তাবরিযী রঃ

অনুবাদ ঃ মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
এম. এম (ফার্স্ট ক্লাস) ; এম. এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৫৫

১ম প্রকাশ

রজব	১৪২৬
শ্রাবণ	১৪১২
আগস্ট	২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MISHKATUL MASABIH 3rd Volume. Translated by Maolana A. B. M. A. Khalaque Majumder. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 130.00 Only.

بسم الله الرحمن الرحيم

আরজ

'মিশকাতুল মাসাবীহ্' সংকলনটি প্রিয়নবী, শেষনবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিঃসৃত অমীয় বাণী হাদীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলন। এ সংকলনে 'সিহাহ সিত্তাহ' তথা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও জামে' তিরমিযীসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থের প্রায় সব হাদীসই সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ সংকলন গ্রন্থটি মূলত ইমাম মুহীউস সুন্নাহ হযরত আবু মুহাম্মাদ হোসাইন ইবনে মাসউদুল কারা বাগাবীর 'মাসাবীহুস্ সুন্নাহ্' গ্রন্থের বর্ধিত কলেবর। এতে রয়েছে ছয় হাজার হাদীস। আর 'মাসাবীহুস্ সুন্নায়' আছে চার হাজার চার শত চৌত্রিশটি হাদীস।

মোটকথা, 'মিশকাতুল মাসাবীহ্' তথা মিশকাত শরীফ হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য বিরাট সংকলন। গোটা মুসলিম বিশ্বে এ সংকলনটি বহুলভাবে সমাদৃত। মুসলিম জাহানের সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'মিশকাতুল মাসাবীহ' পাঠ্যভুক্ত।

আল্লাহর হাজার শোকর। তিনি আমাকে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এ সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত না হলে দীনকে আজ বাস্তবে যেভাবে বুঝেছি, শুধু মাদরাসায় পড়ে, কামিল হাদীস অধ্যয়ন করে তা বুঝতে পারিনি। তবে মাদরাসায় পাঠই পরবর্তী পর্যায়ে আমার দীন ইসলামকে বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে অবশ্যই। আর এ বুঝতে পারার মধ্য দিয়ে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন ও চর্চা করার কতো যে প্রয়োজন এদেশে, তাও উপলব্ধি করেছি। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে ১৯৭১ সনের দুঃসহ কারাজীবনে প্রথম অনুবাদের কাজে হাত দেই প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন "রাহে আমল"-এর মাধ্যমে। এরপর আমার রচিত "শিকল পরা দিনগুলো" সহ চারটি মৌলিক গ্রন্থ ও হযরত আবু বকর সহ ১০/১২টি গ্রন্থ অনুবাদ করি।

এ অমূল্য গ্রন্থখানি অনুবাদে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে এরপরও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সহৃদয় পাঠক দয়া করে এসব ত্রুটি নির্দেশ করলে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইলো। মুসলিম মিল্লাত এর থেকে উপকৃত হলেই আমাদের সকলের শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ্।

—অনুবাদক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্, আধুনিক প্রকাশনী মিশকাতুল মাসাবীহ তথা মিশকাত শরীফের বাংলা তৃতীয় খণ্ড কিছু বিলম্বে হলেও প্রকাশ করতে পেরেছে।

বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে যেভাবে অনৈতিকতা, ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহী কর্মকাণ্ডের ব্যাপক সয়লাব প্রচার-প্রপাগাণ্ডা শুরু হয়েছে, এ অবস্থায় কুরআন মজীদসহ আল্লাহর প্রিয় ও সবচেয়ে সফল রাসূলের সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং চর্চা হওয়া খুবই প্রয়োজন।

নতুন করে সহজ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় মিশকাতুল মাসাবীহর এ অনুবাদ গ্রন্থ বাংলা ভাষাভাষী ভাইদের হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে অনেক উপকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আধুনিক প্রকাশনী প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত মিশকাতুল মাসাবীহর এ সংকলনটি বাংলা অনুবাদ করেছেন, প্রখ্যাত আলেম, মর্দে মুজাহিদ, গ্রন্থকার, গবেষক, অনুবাদক জনাব মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও মূল আরবী সহ এ সংকলনটি তিনি মুসলিম মিল্লাতের কাছে তুলে ধরেছেন। এ সওয়াবে জারিয়ার মতো একটি মহত ও প্রশংসনীয় কাজ সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

—আমীন।

সূচীপত্র

কিতাবুল জানাযা

কিতাবুয যাকাত ১২৩

কিতাবুস সাওম (রোযা)

কিতাবু ফাযায়েলুল কুরআন

৫

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

(জানাযা)

'জানায়েয' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো 'জানাযা'। 'জানাযা' শব্দটির অর্থ হলো লাশ, মৃতদেহ। কিন্তু এখানে সামগ্রীক অর্থে এর ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ একজন লোকের অসুখে পড়া থেকে শুরু করে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত তার কাজ, রোগীর ব্যাপারে আত্মীয়-স্বজনের ও অন্যান্য মুসলমানের করণীয় কাজকেও বুঝানো হয়েছে। অসুখ-বিসুখে ধৈর্য ধরা, অসুখের কষ্টে মৃত্যু কামনা না করা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ না হওয়া, আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করা রোগীর কাজ।

রোগীর সেবা-যত্ন করা, খোঁজ খবর রাখা, রোগীকে দেখতে যাওয়া, তাকে সান্ত্বনা দেয়া, মৃত্যু মুহূর্তে তাকে কালেমা পড়ানো, মৃত্যুর পর তার নামাযে জানাযায় উপস্থিত হওয়া, দাফন কাফনে অংশ নেয়া আপনজন আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য মুসলমানের কর্তব্য কাজ।

এছাড়াও এতে আছে মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত 'রূহ' থাকবে কোথায় ও কিভাবে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোগীকে দেখতে যাওয়া ও রোগের সওয়াব

١٤٣٧- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوْا الْعَانِىَ - رواه البخارى

১৪৩৭। হযরত আবু মূসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্ষুধাতুরকে খাবার দিও, অসুস্থ লোককে দেখতে যেও। বন্দী ব্যক্তিকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করো।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ ক্ষুধায় কাতর লোককে খাবারের ব্যবস্থা করা নবীর সুন্নাত। তবে ক্ষুধায় কাতর হয়ে যদি অস্থির হয়ে পড়ে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে এমন লোককে খাবারের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য কর্তব্য।

এভাবে অসুস্থ লোককে দেখতে যাওয়া, খোঁজ-খবর নেয়া, সেবা-যত্ন করাও নবীজীর সুন্নাত। যে অসুস্থ ব্যক্তির এসব করার কোনো আপনজন নেই তার এসব কাজ সমাধা করা একজন মুসলমানের অবশ্য করণীয়। এদিকে আজকাল মুসলিম মিল্লাতের কোনো

লক্ষ্য নেই। এ স্থান দখল করেছে খৃস্টান মিশনারীরা। মুসলিম মিল্লাতকে এ দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে হবে—এ হাদীসে বন্দী লোককে মুক্ত করার ব্যাপারেও নির্দেশ এসেছে। এখানে যারা অন্যায়ভাবে শত্রুর হাতে বন্দী হবে তাদের প্রতিও লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে। এসব কাজ মুসলিম মিল্লাতের ঐতিহ্য। এসবের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

١٤٣٨۔وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ ـ

متفق عليه

১৪৩৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেন, এক মুসলমানের উপর আর এক মুসলমানের পাঁচটি হক বর্তায়। (১) সালামের জবাব দেয়া, (২) রোগী দেখতে যাওয়া, (৩) জানাযায় শামিল হওয়া, (৪) দাওয়াত গ্রহণ করা ও (৫) হাঁচির জবাব দেয়া।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে পাঁচটি হকের কথা বলা হয়েছে। অন্য হাদীসে ছয়টি ও সাতটির কথাও উল্লেখ আছে। মনে করতে হবে 'হকের' সংখ্যা উল্লেখ করে প্রকৃতপক্ষে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং মুসলমানের উপর মুসলমানের অনেক হক তা বুঝানো উদ্দেশ্য। যখন যা এসে উপস্থিত হবে, তা আদায় করতে হবে। হাদীসে যেসব হকের কথা বলা হয়েছে, এগুলো শুধু মুসলমান কেনো সকল পাড়া প্রতিবেশীর প্রতিই আরোপ করা কর্তব্য। একটা নিবিড় সহানুভূতিশীল ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সৎ-সরল ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এ ধরনের আচরণ করা অপরিহার্য। মানুষের প্রতি মানুষের এসব হক আদায় করে আল্লাহর রাসূল একটি জাহেলী সমাজকে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি, বন্ধুভাবাপন্ন এক সুন্দর সুশীল সমাজে পরিণত করেছিলেন তার সাক্ষী বিশ্ববাসী। ইসলামের ইতিহাস স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস।

١٤٣٩۔وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيْلَ مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهُ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ ـ رواه مسلم

১৪৩৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টি হক আছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল এ হকগুলো কি কি ? জবাবে তিনি বলেন, (১) কোনো মুসলমানের সাথে দেখা হলে, সালাম দেবে, (২) তোমাকে কেউ দাওয়াত দিলে, তা কবুল করবে, (৩) তোমার কাছে কেউ কল্যাণ কামনা করলে তাকে কল্যাণের পরামর্শ দেবে, (৪) হাঁচি দিলে তার জবাব ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে, (৫) কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে যাবে, (৬) কারো মৃত্যু ঘটলে তার জানাযায় শরীক হবে।–মুসলিম

١٤٤٠۔ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَاَجَابَةِ الدَّاعِىْ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَنَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيْرِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْمَيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَاٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وفى رِوَايَةٍ وَعَنِ الشُّرْبِ فِى الْفِضَّةِ فَاِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيْهَا فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيْهَا فِى الْاٰخِرَةِ ـ متفق عليه

১৪৪০। হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে সাতটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবার সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে (১) রোগীর খোঁজ খবর নিতে, (২) জানাযায় শরীক হতে, (৩) হাঁচির আলহামদুলিল্লাহর জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলতে, (৪) সালামের জবাব দিতে, (৫) দাওয়াত দিলে তা কবুল করতে, (৬) কসম করলে তা পূর্ণ করতে, (৭) মযলুমের সাহায্য করতে হুকুম করেছেন। এভাবে তিনি আমাদেরকে (১) সোনার আংটি পরতে, (২) রেশমের, (৩) ইস্তেবরাক, (৪) দীবাজ পরতে, (৫) লাল নরম গদীতে বসতে, (৬) কাচ্ছি ও রূপার পাত্র ব্যবহার করতে, কোনো কোনো বর্ণনায় (৭) রূপার পাত্রে পান করতে, নিষেধ করেছেন।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের কিছু কিছু বিধি-নিষেধের ব্যাখ্যা আগের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 'কসম' পূর্ণ করার অর্থ হলো কেউ কসম করলে কসম অনুযায়ী কাজ করা। তা ভঙ্গুর করলে ক্ষতিপূরণ দেয়া।

'ইস্তেবরাক' হলো, রেশমের মোটা কাপড়। এ ধরনের কাপড় ব্যবহারও নিষেধ। 'লাল নরম গদী'—এগুলো হলো অহংকারের প্রতীক। তাই নিষেধ। অহংকার করা মানুষের শোভা পায় না। লাল রং ব্যবহার পুরুষের জন্য নিষেধ। এতেও অহংকার আছে। 'কাচ্ছি'—সে সময়ে মিসরে তৈরি এক ধরনের রেশমের পোশাক। রেশম পুরুষের জন্য ব্যবহার করা হারাম। সোনা রূপার পাত্র পুরুষ নারী উভয়ের জন্য নিষেধ। এসবে অহংকারের ভাব নিহিত।

١٤٤١۔ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ ـ رواه مسلم

১৪৪১। হযরত সওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান তার কোনো অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখার জন্য যখন যেতে থাকে, সে ফিরে আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে।–মুসলিম

١٤٤٢۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا

عَلِمْتَ اِنَّ عَبْدِىْ فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَّهُ لَوَجَدْتَّنِىْ عِنْدَهُ يَا
ابْنَ اٰدَمَ اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا
عَلِمْتَ اَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ
ذٰلِكَ عِنْدِىْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تُسْقِنِىْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ
الْعَالَمِيْنَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تُسْقِهِ اَمَا اَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ

- رواه مسلم

১৪৪২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে বনী আদম! আমি অসুস্থ ছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে আসোনি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি তোমাকে কিভাবে দেখতে যাবো ? তুমি তো বিশ্বজাহানের রব! আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিলো। তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, আমাকে অবশ্যই তার কাছে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি তোমাকে কিভাবে খাবার দিতাম। তুমি তো বিশ্বজাহানের রব। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানো না, আমার অমুক বান্দাহ তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলো ? তুমি তাকে খাবার দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, সে সময় যদি তুমি তাকে খাবার দিকে তাহলে তা এখন আমার কাছে পেতে। হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে পিপাসা নিবারণের জন্য পানি চেয়েছিলাম। তুমি পানি দিয়ে তখন আমার পিপাসা নিবারণ করোনি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি কিভাবে তোমার পিপাসা নিবারণ করতাম। তুমি তো বিশ্বজাহানের রব। আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিলো, তুমি তখন তাকে পানি দাওনি। যদি তুমি সে সময় তাকে পানি দিতে, তাহলে তা এখন আমার কাছে পেতে।—মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে তিনটি কাজকে আল্লাহর রাসূল একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এ কাজগুলো দুনিয়ায় আল্লাহর কোনো বান্দাহ সমাপন করলে কিয়ামতের দিন তার কি উপকারে আসবে। আল্লাহ রূপকভাবে বান্দার কাছে তার চাইবার কথা উল্লেখ করে মূলত দনিয়ার মানুষের কাছে মানুষের চাওয়াকে বুঝিয়েছেন। দুনিয়ায় যদি এ কাজগুলো কোনো বান্দা করে তাহলে দুনিয়াতেই এর বিনিময় আল্লাহর কাছে পেয়ে যেতো। আর আখিরাতে তো এ কাজের পুরা বিনিময় পাবার সুযোগ থেকেই যেতো। কিয়ামত সংঘটিত হতে এখনো বাকী। কাজেই দুনিয়াতেই অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়া, পিপাসার্তকে পানি দেয়া—এ পুণ্য কাজগুলো করা পরকালীন জীবনের জন্য খুবই কল্যাণের কাজ। এ কাজগুলো করাও তেমন কোনো কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। মনোযোগ ও আন্তরিকতা দিয়ে এ কাজগুলো করাই আল্লাহর রাসূলের এ হাদীসের মূল উদ্দেশ্য।

١٤٤٣۔وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى اَعْرَابِىِّ يَّعُوْدُهٗ وَكَانَ اِذَا دَخَلَ عَلٰى مَرِيْضٍ يَّعُوْدُهٗ قَالَ لَابَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاۤءَ اللّٰهُ فَقَالَ لَهٗ لَابَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاۤءَ اللّٰهُ قَالَ كَلَّا بَلْ حُمّٰى تَفُوْرُ عَلٰى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْدُهُ الْقُبُوْرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَنَعَمْ اِذًا ـ

رواه البخارى

১৪৪৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একজন বেদুঈনকে তার অসুস্থ অবস্থায় দেখতে গেলেন। আর কোনো রোগীকে দেখতে গেলে তিনি বলতেন, 'ভয় নেই, আল্লাহ চাহেতো তুমি খুব শীঘ্রই ভালো হয়ে যাবে। এ রোগ তোমার পবিত্র হবার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।' এ নিয়ম অনুযায়ী তিনি বেদুঈনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ভয় নেই, তুমি ভালো হয়ে যাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় এটা তোমার পবিত্র হবার কারণ হয়ে যাবে।' তাঁর কথা শুনে বেদুঈন বললো, কখনো নয়। বরং এটা এমন এক জ্বর, যা একজন বৃদ্ধ লোকের শরীরে ফুটছে। এটা তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। তার কথা শুনে এবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তুমি যদি তাই বুঝ তবে তোমার জন্য তা-ই হবে।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন অসুস্থ বেদুঈনকেও দেখতে গিয়েছেন—এটা কতো বড়ো শারাফাতের দৃষ্টান্ত। রোগী দেখতে গেলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিতেন। 'ভালো হয়ে যাবে'। 'এ কিছু না'। 'এ রোগ তোমার গুনাহ মাফ হবার কারণ হবে।' এ বেদুইনকেও তিনি তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী একথাগুলো বললেন। কিন্তু বেদুইন কথাগুলো আল্লাহর রাসূলের মুখ থেকে বের হবার পরও আল্লাহর নিয়ামতে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করছে আর বলছে—এটা এমন জ্বর যা শরীরে বিধছে ও ফুটছে। এটা রোগীকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। তার এ অস্বীকার ও অবিশ্বাস দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তবে তোমার তাই হবে।" কোনো মুরব্বীর আশাবাদী কথার সামনে এরূপ নিরাশাবাদী কথা বলা অনুচিত।

রুগ্ন ব্যক্তির জন্য রাসূলের দোয়া

١٤٤٤۔وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَكٰى مِنَّا اِنْسَانٌ مَسَحَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ قَالَ اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَاۤئُكَ شِفَاءً لَّايُغَادِرُ سَقَمًا ـ متفق عليه

১৪৪৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো অসুখ হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত রোগীর গায়ে বুলিয়ে দিয়ে বলতেন, হে মানুষের রব! এ ব্যক্তির রোগ দূর করে দাও। তাকে নিরাময় করে দাও।

নিরাময় করার মালিক তুমি। তোমার নিরাময় ছাড়া আর কোনো নিরাময় নেই। এমন নিরাময় যা কোনো রোগকে বাকী রাখে না।–বুখারী, মুসলিম

١٤٤٥- وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ اِذَا اشْتَكَى الْاِنْسَانُ الشَّئَ مِنْهُ اَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ اَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِاِصْبَعِهِ بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا - متفق عليه

১৪৪৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এ হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো মানুষ তার দেহের কোনো অংশে ব্যথা পেলে অথবা কোথাও ফোঁড়া বাঘী উঠলে বা আহত হলে আল্লাহর নবী এর উপর তাঁর আঙুল বুলাতে বুলাতে বলতেন, "আল্লাহর নামে আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারো মুখের থুথুর সাথে মিশে আমাদের রোগীকে ভালো করবে, আমাদের মহান রবের নির্দেশে।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুখের থুথু নিজের শাহাদাত আঙুলের তালুতে নিতেন। তারপর তা মাটিতে ঘষে আহত বা রুগ্ন স্থানের উপর আঙুল বুলাতেন আর এ দোয়াটি পড়তেন।

١٤٤٦- وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اشْتَكٰى نَفَثَ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكٰى وَجَعَهُ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ كُنْتُ اَنْفُثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِيْ كَانَ يَنْفُثُ وَاَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيُّ ﷺ - متفق عليه وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَتْ كَانَ اِذَا مَرِضَ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ - متفق عليه

১৪৪৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলে 'মুআব্বিযাত' অর্থাৎ সূরা নাস ও ফালাক পড়ে নিজের শরীরের উপর ফুঁ দিতেন এবং নিজের হাত দিয়ে শরীর মুছে ফেলতেন। তিনি মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলে আমি মুআব্বিযাত পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁ দিতাম, যেসব মুআব্বিযাত পড়ে তিনি নিজে ফুঁ দিতেন। তবে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত দিয়েই তাঁর শরীর মুছে দিতাম।–বুখারী, মুসলিম

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা রাঃ বলেছেন, তাঁর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি 'মুআব্বিযাত' পড়ে তার গায়ে ফুঁ দিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ কুরআনের শেষ দুই সূরা ফালাক ও নাস অথবা সূরা আল কাফেরুন ও ইখলাস অথবা যেসব আয়াতে আল্লাহর যিকির আছে, এসবকে মুআব্বিযাত বলা হয়।

١٤٤٧- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ الْعَاصِ اَنَّهُ شَكٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعًا يَّجِدُهُ فِيْ جَسَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِيْ يَاْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ

ثَلْثًا وَّقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ مَا كَانَ بِىْ - رواه مسلم

১৪৪৭। হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর শরীরে পাওয়া একটি ব্যথার কথা জানালেন। একথা শুনে আল্লাহর নবী তাঁকে বললেন, যে জায়গায় তুমি ব্যথা অনুভব করো সেখানে তোমার হাত রাখো। তারপর তিনবার বিসমিল্লাহ আর সাতবার বলো, اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ অর্থাৎ "আমি আল্লাহর সম্মান ও তাঁর ক্ষমতার আশ্রয় নিচ্ছি, যা আমি অনুভব করছি ও আশংকা করছি এর ক্ষতি হতে। হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস বলেন, আমি তা করলাম। ফলে আমার শরীরে যা ব্যথা বেদনা ছিলো তা আল্লাহ দূর করে দিলেন।—মুসলিম

রাসূলের অসুস্থতা ও জিবরাঈল আঃ-এর দোয়া

١٤٤٨- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّوْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ - رواه مسلم

১৪৪৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। একবার হযরত জিবরাঈল আঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থতা অনুভব করছেন ? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ ! জিবরাঈল আঃ বললেন, আপনাকে কষ্ট দেয় এমনসব বিষয়ে আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড় ফুঁক দিচ্ছি প্রত্যেক ব্যক্তির অকল্যাণ হতে অথবা তিনি বলেছেন, প্রত্যেক বিদ্বেষী চোখের অকল্যাণ হতে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি।—মুসলিম

দুর্ঘটনা হতে আল্লাহর আশ্রয়ে দেয়া

١٤٤٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ اُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ وَّيَقُوْلُ اِنَّ اَبَاكُمَا يُعَوِّذُبِهَا اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ - رواه البخارى وَفِىْ اَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ بِهِمَا عَلٰى لَفْظِ التَّثْنِيَةِ -

১৪৪৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাঃ হযরত হাসান ও হোসাইন রাঃ-কে এ ভাষায় দোয়া করে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করতেন। তিনি বলতেন, 'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার মাধ্যমে প্রত্যেক শয়তানের অনিষ্ট হতে, প্রত্যেক ধ্বংসকারী হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ধ্বংস হতে, প্রত্যেক

কুদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ হতে তোমাদেরকে আল্লাহর আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। তিনি আরো বলতেন, তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম আঃ এ কালেমার দ্বারা তাঁর সন্তান হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাককে আল্লাহর হাওলা করতেন। বুখারী মাসাবীহ-এর অধিকাংশ সংস্করণে 'বিহা' শব্দের জায়গায় 'বিহিমা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

١٤٥٠ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّصِبْ مِنْهُ ـ رواه البخارى

১৪৫০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদগ্রস্ত করেন।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে বুঝা গেলো বিপদাপদ শুধু আল্লাহর ক্রোধের কারণেই হয় না। কল্যাণের জন্যও আল্লাহ কখনো কখনো বান্দাকে বিপদ আপদে নিপতিত করে থাকেন। বিপদে ধৈর্যধারণ করলে ও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহ এর দ্বারা কল্যাণও দান করে থাকেন।

দুঃখ কষ্ট গুনাহ মোচন করে

١٤٥١ـ وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَّصَبٍ وَّلَا وَصَبٍ وَّلَا هَمٍّ وَّلَا حُزْنٍ وَّلَا أَذًى وَّلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ـ متفق عليه

১৪৫১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাঃ বলেছেন, মুসলমানের এমন কোনো বিপদ, কোনো রোগ, কোনো ভাবনা, কোনো চিন্তা, কোনো দুঃখ কষ্ট, এমনকি তার গায়ে একটি কাঁটাও ফুটে না, যার দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহগুলো মাফ না করেন।–বুখারী, মুসলিম

١٤٥٢ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِيْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَجَلْ إِنِّيْ أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذٰلِكَ لِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ أَجَلْ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُّصِيْبُهُ أَذًى مِّنْ مَّرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ سَيِّاٰتِهٖ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ـ متفق عليه

১৪৫২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি সে সময় জ্বরে ভুগছিলেন। আমি আমার হাত দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর

রাসূল! আপনার তো বেশ জ্বর! জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাদের দুজনে যা ভোগে তা ভুগছি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন, আমি বললাম, এর কারণ, আপনার জন্য দুই গুণ পুরস্কার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুসলমানের এমন কোনো বিপদাপদ, কোনো রোগ-শোক, চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট এমন কি গায়ে একটি কাঁটাও ফুটে না, যার দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহগুলো মাফ করে না দেন।–বুখারী, মুসলিম

١٤٥٣- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَارَأَيْتُ اَحَدًا اَلْوَجَعُ عَلَيْهِ اَشَدُّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

متفق عليه

১৪৫৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বেশী রোগযন্ত্রণা হয়েছে এমন কাউকে দেখিনি।
–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও শান বাড়াবার জন্য তাঁকে অধিক দুঃখ-কষ্ট দেয়া হয়েছে।

মৃত্যু কষ্ট উঁচু মর্যাদার লক্ষণ

١٤٥٤- وَعَنْهَا قَالَتْ مَاتَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ حَاقِنَتِىْ وَذَاقِنَتِىْ فَلاَ اَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ اَبَدًا بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ .

১৪৫৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুক ও চিবুকের মাঝে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর মৃত্যু কষ্টকে আমি খারাপ মনে করি না।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো আমি খুব কাছ থেকে আল্লাহর রাসূলের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখেছি। যদি মৃত্যুযন্ত্রণা খারাপই হতো, তাহলে তা কখনো আল্লাহর রাসূলকে স্পর্শ করতো না। এ কারণে কারো মৃত্যুযন্ত্রণা দেখলে আমি একে খারাপ মনে করি না।

মু'মিন-মুনাফিকের দৃষ্টান্ত

١٤٥٥- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرِّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَّتَعْدِلُهَا اُخْرٰى حَتّٰى يَاْتِىْ اَجَلُهٗ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الْاَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ الَّتِىْ لاَيُصِيْبُهَا شَىْءٌ حَتّٰى يَكُوْنَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَّاحِدَةً - متفق عليه

১৪৫৫। হযরত কা'ব ইবনে মালেক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিনের দৃষ্টান্ত হলো, ক্ষেতের তরু-তাজা ও

কোমল শষ্য শাখার মতো, যাকে বাতাস এদিক ওদিক ঝুকিয়ে ফেলে। একবার এদিকে কাত করে ফেলে। আবার সোজা করে দেয়। এভাবে তার আয়ু শেষ হয়ে যায়। আর মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হলো শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পিপুল গাছের মতো। একেবারে ভূমিতে কাত হয়ে পড়ার আগে এ গাছে ঝটকা লাগে না।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে মু'মিনদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে ক্ষেতের তরুতাজা ও কোমল শস্য শাখার সাথে। বাতাসের দোলায় শাখাগুলো কখনো এদিক কখনো ওদিক ঝুকে যায়। আবার সোজা হয়েও দাঁড়ায়। বাতাসের দোলায় শাখাগুলো দুদিকে যতই নুইয়ে পড়ুক না কেনো শেষ পর্যন্ত স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। মুমিনের অবস্থাও তাই। দুনিয়ার বিপদাপদ দুঃখ-কষ্ট রোগ-জড়া যতই তাকে দুর্বল করুক না কেনো, সে ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠে দাঁড়ায়। উৎসাহ-উদ্দীপনা ফিরে পায়। কর্মকাণ্ডে লেগে যায়। মুনাফিকের অবস্থা এর বিপরীত। পিপুল গাছের সাথে তার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। পিপুল গাছ দৃশ্যত এক জ ায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসের ঝটকা এর গায়ে লাগে না। কিন্তু যখন এর শেষ সময় এসে যায় পলকে মাটিতে পড়ে যায়। মুনাফিকের জীবন দৃশ্যত যত সুন্দর ও সমৃদ্ধই হোক না কেনো, বিপদাপদ যতই ওদেরকে স্পর্শ না করুক, যখন পতিত হবে একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

١٤٥٦۔ وَعَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لاَتَزَالُ الرِّيْحُ تُمَيِّلُهُ وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيْبُهُ الْبَلاَءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْاَرْزَةِ لاَتَهْتَزُّ حَتّٰى تُسْتَحْصَدَ ـ متفق عليه

১৪৫৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিনের দৃষ্টান্ত হলো ওই শস্য ক্ষেতের মতো। শষ্য ক্ষেতকে যেভাবে বাতাস সবসময় ঝুকিয়ে রাখে, ঠিক এভাবে মুমিনকে বিপদাপদ বালা-মুসিবত ঘিরে থাকে। আর মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হলো, পিপুল গাছের মতো। পিপুল গাছ বাতাসের দোলায় ঝুকে না পড়লেও পরিশেষে শিকড়সহ উপড়ে পড়ে যায়।
-বুখারী, মুসলিম

রোগকে গালি না দেয়া

١٤٥٧۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اُمِّ السَّائِبِ فَقَالَ مَالَكِ تُزَفْزِفِيْنَ قَالَتِ الْحُمّٰى لاَبَارَكَ اللّٰهُ فِيْهَا فَقَالَ لاَتُسَبِّى الْحُمّٰى فَاِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ ـ رواه مسلم

১৪৫৭। হযরত জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সায়েবের কাছে গেলেন। তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে ? তুমি কাঁদছো কেনো ? উম্মে সায়েব বললো, আমার জ্বর উঠেছে। আল্লাহ এর ভালো না করুন। তার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জ্বরকে গালি দিও না। কারণ জ্বর বনী আদমের গোনাহগুলোকে এভাবে দূর করে দেয়, যেভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের সকল গুনাহ খাতা তার এক রাতের জ্বরে মাফ করে দেন। এভাবে আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে, মু'মিনের এক রাতের জ্বর এক বছরের গুনাহখাতাকে দূর করে দেয়।

অসুস্থ বা সফরে থাকলে, না করা নফল আমলের সওয়াব পাওয়া যায়

١٤٥٨ـ وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهٗ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا ـ رواه البخارى

১৪৫৮। হযরত আবু মূসা আশআরী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ রোগে অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে তার আমলনামায় তাই লেখা হয়, যা সে সুস্থ অবস্থায় বা বাড়ীতে থাকলে লেখা হতো।–বুখারী

মহামারীর মৃত্যুতে শাহাদাতের মর্যাদা

١٤٥٩ـوَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ ـ متفق عليه

১৪৫৯। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাউনের মৃত্যু মুসলমানদের জন্য শাহাদাতের মর্যাদা।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'তাউন' এক ধরনের মহামারীর নাম। যেমন কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি। এ ধরনের যে কোনো মহামারীতে কোনো মু'মিন মারা গেলে সে শাহাদাতের মর্যাদা পাবে।

এ হাদীসে একথা বলা হয়েছে, যে এলাকায় এ ধরনের মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে সে এলাকায় আবহাওয়া, জলবায়ু, মানুষের দেহ, মোটকথা সব জিনিসেই এসব রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাপকভাবে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ অবস্থায় যদি মু'মিনরা আল্লাহর উপর ভরসা করে, ধৈর্য না হারায়, রোগের ভয়ে এলাকা ছেড়ে না পালায়। সামর্থানুসারে প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করার পরও যদি এ মহামারীতে মারা যায়। সে ব্যক্তিই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। এ হাদীসের মর্ম তা-ই।

١٤٦٠ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ متفق عليه

১৪৬০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহীদরা পাঁচ প্রকার–(১) মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, (২) পেটের অসুখে আক্রান্ত মৃত ব্যক্তি, (৩) পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, (৪) দেয়াল চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং (৫) আল্লাহর পথে জিহাদ করে মৃত ব্যক্তি।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মহামারীতে মৃত শহীদের ব্যাখ্যা আগের হাদীসে দেয়া হয়েছে। পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি যদি আত্মহত্যার ইচ্ছায় পানিতে ডুবে না মরে তাহলেই শাহাদাতের মর্যাদা পাবে। এভাবে নদ-নদীতে, সাগরে, কোনো বড়ো জলাশয়ে জলযান ডুবে মৃত্যুবরণ করলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। যদি কোনো গুনাহ করতে যাবার ইচ্ছায় জলযানে আরোহণ না করে।

তবে প্রকৃত শহীদ হলেন তারা, যারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। অন্যরা সকলে শাহাদাতের সওয়াব বা মর্যাদা প্রাপ্ত হবে।

এভাবে যালিমের নির্যাতনে মারা গেলে, ঘোড়া, উট, হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মারা গেলেও শাহাদাতের মর্যাদাপ্রাপ্তির কথা অন্যান্য হাদীসে উল্লেখ আছে।

মহামারী কবলিত অঞ্চলে অবস্থান

١٤٦١ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنَ فَأَخْبَرَنِى اَنَّهُ عَذَابٌ يَّبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاَنَّ اللّٰهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ مِنْ اَحَدٍ يَّقَعُ الطَّاعُوْنَ فَيَمْكُثُ فِىْ بَلَدِهٖ صَابِرًا مُّحْتَسِبًا يَّعْلَمُ اَنَّهُ لَايُصِيْبُهُ اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيْدٍ ـ رواه البخارى

১৪৬১। হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহামারীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি আমাকে বললেন, এটা এক রকম আযাব। আল্লাহ যার উপর চান এ আযাব পাঠান। কিন্তু মু'মিনদের জন্য তা করেছেন রহমত হিসেবে। তোমাদের যে কোনো লোক মহামারী কবলিত এলাকায় সওয়াবের আশায় সবরের সাথে অবস্থান করে এবং আস্থা রাখে যে, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাছাড়া তার আর কিছু হবে না। তার জন্য রয়েছে একজন শহীদের সওয়াব।–বুখারী

١٤٦٢ـ وَعَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطَّاعُوْنُ رِجْزٌ اُرْسِلَ عَلٰى طَائِفَةٍ مِّنْ بَنِىْ اِسْرَئِيْلَ اَوْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِهٖ بِاَرْضٍ فَلاَ تُقْدِمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِّنْهُ ـ متفق عليه

১৪৬২। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাউন' বা মহামারী হলো এক রকমের আযাব। এ 'তাউন' বনী ইসরাঈলের একটি দলের উপর নিপতিত হয়েছিলো। অথবা তিনি বলেছেন, তোমাদের আগে যারা ছিলো তাদের উপর নিপতিত হয়েছিলো। তাই তোমরা কোনো জায়গায় 'তাউনের' প্রাদুর্ভাব ঘটেছে শুনলে সেখানে যাবে না। আবার তোমরা যেখানে থাকো, মহামারী শুরু হয়ে গেলে সেখান থেকে পালিয়ে বের হয়ে যেও না।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ বনী ইসরাঈলের একটি দল বলতে এখানে ওই দলকে বুঝানো হয়েছে যাদের প্রতি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন اُدْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا অর্থাৎ তোমরা প্রবেশ করো দরজায় সিজদারত অবস্থায়। কিন্তু এ হুকুম তারা মানেনি। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর আকাশ হতে আযাব পাঠিয়েছেন فَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ। এ আযাবই ছিলো 'তাউন'।

١٤٦٣ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ ـ رواه البخارى

১৪৬৩। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি যখন আমার কোনো বান্দাকে তার প্রিয় দুটি জিনিস দিয়ে বিপদগ্রস্ত করি, আর সে এর উপর ধৈর্যধারণ করে। আমি তাকে এ দুটি প্রিয় জিনিসের বিনিময়ে জান্নাত দান করবো। প্রিয় দুটো জিনিস বলতে আল্লাহর রাসূল দুটো চোখ বুঝিয়েছেন।–বুখারী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোগীকে দেখার ফল

١٤٦٤ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً اِلاَّ صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِيَ وَاِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً اِلاَّ صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ ـ رواه الترمذى وابو داؤد

১৪৬৪। হযরত আলী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে মুসলমান সকাল বেলায় কোনো অসুস্থ মুসলমানকে দেখতে যায়, তার জন্য সন্ধা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা দোআ করতে থাকে। যদি সে তাকে সন্ধায় দেখতে যায়, তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত দোআ করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরি হয়।

–তিরমিযী ও আবু দাউদ

١٤٦٥ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ عَادَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ وَّجَعٍ كَانَ بِعَيْنَيَّ ـ رواه الترمذى وابو داؤد

১৪৬৫। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে আমার চোখের অসুখ হলে দেখতে আসলেন।–তিরমিযী ও আবু দাউদ

١٤٦٦ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّا فَاَحْسَنَ الْوَضُوْءَ وَعَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سِتِّيْنَ خَرِيْفًا ـ رواه ابو داؤد

১৪৬৬। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে ভালো করে অযু করে তার কোনো অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, তাকে জাহান্নাম থেকে ষাট বছরের পথ দূরে রাখা হবে।–আবু দাউদ

١٤٦٧ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا فَيَقُوْلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ اِلاَّ شُفِيَ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ قَدْ حَضَرَ اَجَلُهٗ ـ رواه ابو داؤد والترمذى

১৪৬৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক মুসলমান আর এক অসুস্থ মুসলমানকে দেখতে গিয়ে যদি বলেন, 'আমি মহান আল্লাহর দরবারে দোআ করছি তিনি যেনো আপনাকে আরোগ্য দান করেন, যিনি মহান আরশের রব। তাহলে তাকে অবশ্যই আরোগ্য দান করা হয়। যদি তার জীবনের শেষ সময় উপস্থিত না হয়।
–আবু দাউদ ও তিরমিযী

١٤٦٨ـ وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِّنَ الْحُمّٰى وَمِنَ الْاَوْجَاعِ كُلِّهَا اَنْ يَّقُوْلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَّيُعْرَفُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ وَهُوَ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ ـ

১৪৬৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাদেরকে জ্বরসহ অসুখ বিমুখ হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য এভাবে দোআ করতে শিখিয়েছেন, "মহান আল্লাহর নামে মহান আল্লাহর কাছে সব রক্তপূর্ণ শিরার অপকার হতে ও জাহান্নামের গরমের ক্ষতি হতে। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল ছাড়া এ হাদীস কেউ বর্ণনা করেননি। আর ইবরাহীম হলেন দুর্বল বর্ণনাকারী।"–তিরমিযী

١٤٦٩ـ وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اشْتَكٰى مِنْكُمْ شَيْئًا اَوِ اشْتَكَاهُ اَخٌ لَّهٗ فَلْيَقُلْ رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ اغْفِرْلَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا

اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ اَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ فَيَبْرَأُ

- رواه ابو داؤد

১৪৬৯। হযরত আবুদ দারদা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ ব্যথা বেদনা অনুভব করলে অথবা তার কোনো মুসলিম ভাই তার নিকট ব্যথা বেদনার কথা বললে, সে যেনো দোআ করে, "আমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানে আছেন। হে রব! তোমার নাম পূত-পবিত্র। তোমার নির্দেশ আকাশ ও পৃথিবীতে উভয় স্থানে প্রযোজ্য। আকাশে যেভাবে তোমার অগণিত রহমত আছে, ঠিক সেভাবে তুমি পৃথিবীতেও তোমার অগণিত রহমত ছড়িয়ে দাও। তুমি আমাদের ইচ্ছাকৃত অপরাধ ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করে দাও। তুমি পূত-পবিত্র লোকদের রব। তুমি তোমার রহমতগুলো হতে বিশেষ রহমত ও তোমার শেফাসমূহ হতে বিশেষ শেফা এ ব্যথা-বেদনার প্রতি পাঠিয়ে দাও। এ দোআ তার সকল ব্যথা-বেদনা দূর করে দেবে।–আবু দাউদ

١٤٧٠-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُوْدُ مَرِيْضًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا اَوْ يَمْشِيْ لَكَ اِلٰى جَنَازَةٍ - رواه ابو داؤد

১৪৭০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে সে যেনো বলে, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাহকে সুস্থ করে দাও। সে যাতে তোমার জন্য শত্রুকে আঘাত করতে পারে। অথবা তোমার সন্তুষ্টির জন্য জানাযায় অংশ নিতে পারে।"–আবু দাউদ

١٤٧١- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اُمَيَّةَ اَنَّهَا سَاَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ وَعَنْ قَوْلِهِ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَ بِهِ فَقَالَتْ مَاسَاَلَنِيْ عَنْهَا اَحَدٌ مُّنْذُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هٰذِهِ مُعَاتَبَةُ اللّٰهِ الْعَبْدَ بِمَا يُصِيْبُهُ مِنَ الْحُمّٰى وَالنَّكْبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِيْ يَدِ قَمِيْصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا حَتّٰى اِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الْاَحْمَرُ مِنَ الْكِيْرِ - رواه الترمذى

১৪৭১। তাবেয়ী আলী ইবনে যায়েদ উমাইয়া ইবনে যায়েদ তাবেয়ী হতে বর্ণনা করেন। উমাইয়া একদিন– اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ "তোমাদের অন্তরে যা আছে তোমরা যদি তা প্রকাশ করো অথবা গোপন করো, আল্লাহ্

সে সম্পর্কে তোমাদের হিসাব নিবেন।" এবং – وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ "যে অন্যায় কাজ করবে সে তার শাস্তি ভোগ করবে।"—এ দুটি আয়াতের ব্যাপারে হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে হযরত আয়েশা রাঃ বললেন, আমি এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করার পর এ পর্যন্ত কেউ আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেনি। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, এ দুটি আয়াতে সে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তাহলো দুনিয়ায় বান্দাহর যে জ্বর ও দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি হয়, তা দিয়ে আল্লাহ যে শাস্তি দেন তা, এমনকি বান্দা জামার পকেটে যে সম্পদ রাখে, তারপর হারিয়ে ফেলে তার জন্য অস্থির বেকারার হয়ে যায়—এটাও এ শাস্তির মধ্যে গণ্য। অবশেষে বান্দাহ তার গুনাহগুলো হতে পবিত্র হয়ে বের হয়। যেভাবে সোনা হাপরের আগুনে পরিষ্কার হয়ে বের হয়।–তিরমিযী

١٤٧٢ـ وَعَنْ اَبِیْ مُوْسٰی اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيُصِيْبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا اَوْ دُوْنَهَا اِلاَّ بِذَنْبٍ وَّمَا يَعْفُوا اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ اَكْثَرُ وَقَرَأَ وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ـ رواه الترمذى

১৪৭২। হযরত আবু মূসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বড় হোক আর ছোট হোক, বান্দাহ যেসব দুঃখ-কষ্ট পায়, নিশ্চয়ই তা তার অপরাধের কারণে। তবে আল্লাহ যা ক্ষমা করে দেন তা এর চেয়েও অনেক বেশী। একথার সমর্থনে আল্লাহর রাসূল এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন– وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ "অর্থাৎ তোমাদের উপর যেসব বিপদ আপদ নিপতিত হয়, তা তোমাদের কর্মফলের কারণে। আর আল্লাহ ক্ষমা করে দেন অনেক অনেক বেশি।"–তিরমিযী

١٤٧٣ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا كَانَ عَلٰی طَرِيْقَةٍ حَسَنَةٍ مِّنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيْلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهٖ اُكْتُبْ لَهٗ مِثْلَ عَمَلِهٖ اِذَا كَانَ طَلِيْقًا حَتّٰی اُطْلِقَهٗ اَوْ اَكْفِتَهٗ اِلَیَّ ـ

১৪৭৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যখন ইবাদাতের কোনো সুন্দর নিয়ম-পদ্ধতি পালন করে চলতে শুরু করার পর যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে (ইবাদাতের ধারা বন্ধ হয়ে যায়)। তখন তার আমলনামা লিখার জন্য নিযুক্ত ফেরেশতাকে বলা হয়, এ বান্দা সুস্থ অবস্থায় যে আমল করতো (অসুস্থ অবস্থায়ও) তার আমলনামায় তা লিখতে থাকো। যে পর্যন্ত না তাকে মুক্ত করে দেই অথবা আমার কাছে ডেকে আনি।

١٤٧٤ـ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا ابْتَلَی الْمُسْلِمُ بِبَلاَءٍ فِیْ جَسَدِهٖ قِيْلَ

لِلْمَلَكِ اُكْتُبْ لَهٗ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُ فَاِنْ شَفَاهُ غَسَّلَهٗ وَطَهَّرَهٗ وَاِنْ قَبَضَهٗ غَفَرَ لَهٗ وَرَحِمَهٗ ـ رواهما فى شرح السنه

১৪৭৪। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমানকে শারীরিক বিপদে ফেলা হলে ফেরেশতাদেরকে বলা হয়, এ বান্দাহ যে নেক কাজ নিয়মিত করতো, তার জন্য তাই তার আমলনামায় লিখতে থাকো। এরপর তাকে আল্লাহ আরোগ্য দান করলে গুনাহখাতা হতে ধুয়ে পাকসাফ করে নেন। আর যদি তাকে উঠিয়ে নেন, তাকে মাফ করে দেন এবং তার প্রতি রহমত করেন। এ হাদীস দুটি শরহে সুন্নায় বর্ণিত।

١٤٧٥ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَلْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَّالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ وَّصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَّالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَّصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ وَّالَّذِىْ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيْدٌ وَّالْمَرْاَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدٌ ـ رواه مالك وابو داؤد والنسائى

১৪৭৫। হযরত জাবির ইবনে আতীক রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে নিহত শহীদ ছাড়াও সাত ধরনের শহীদ রয়েছে। এরা হলেন (১) মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি, (২) পানিতে ডুবে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৩) যাতুল জনব রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৪) পেটের রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৫) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৬) কোনো প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং (৭) প্রসবকালে মৃত্যুবরণকারী মহিলা।–মালেক, আবু দাউদ ও নাসাঈ

ব্যাখ্যা ঃ এর আগে এক হাদীসে শাহাদাতের ৫টি ধরনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদীসে ৭টির কথা উল্লেখ হয়েছে। এতে কোনো গড়মিল হয়নি, বরং পরে আল্লাহর রাসূল শাহাদাতের আরো একাধিক ধরণকে বাড়িয়ে দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদায় নম্বর বাড়িয়ে উম্মতকে ধন্য করেছেন।

١٤٧٦ـ وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلٰى حَسَبِ دِيْنِهٖ فَاِنْ كَانَ فِىْ دِيْنِهٖ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاءُهٗ وَاِنْ كَانَ فِىْ دِيْنِهٖ رِقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ فَمَا زَالَ كَذَالِكَ حَتّٰى يَمْشِىْ عَلٰى اَرْضٍ مَا لَهٗ ذَنْبٌ ـ رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ

১৪৭৬। হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূলকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর নবী ! কাদেরকে বিপদাপদ দিয়ে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নবীদেরকে। তারপর তাদের পরে যারা উত্তম তাদেরকে। মানুষকে

আপন আপন দীনদারীর অনুপাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। দীনদারীতে যে যতোবেশী মযবুত হয় তার বিপদাপদও ততবেশী কঠিন হয়। দীনের ব্যাপারে যদি মানুষের দুর্বলতা থাকে, তার বিপদও ছোট ও সহজ হয়। এভাবে তার বিপদ হতে থাকে। এ নিয়েই সে মাটিতে চলাফেরা করতে থাকে। তার কোনো গুনাহখাতা থাকে না।—তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

মৃত্যু কষ্টে আখেরাতের কল্যাণ

١٤٧٧ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اَغْبِطُ اَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِى رَاَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ـ رواه الترمذى والنسائى

১৪৭৭। হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলের মৃত্যু কষ্ট দেখার পর আর কারো সহজভাবে মৃত্যু হতে দেখলে ঈর্ষা করি না।
–তিরমিযী ও নাসাঈ

١٤٧٨ـ وَعَنْهَا قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَّهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِى الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ اَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ ـ رواه الترمذى وابن ماجة

১৪৭৮। হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি তাঁর মৃত্যুবরণ করার সময় দেখেছি। তাঁর কাছে একটি পানিভরা বাটি ছিলো। এ বাটিতে তিনি বারবার হাত ডুবাতেন। তারপর হাত দিয়ে নিজের চেহারা মুছতেন ও বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মৃত্যু যন্ত্রণায় সাহায্য করো।"
–তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ঃ সাকরাতুল মাউত বা মৃত্যুকষ্টে আল্লাহর নবী বারবার বাটিতে রাখা পানিতে হাত ভিজিয়ে মৃত্যুকষ্টের উত্তাপ ঠাণ্ডা করার জন্য চেহারা মুছতেন। আল্লাহর রাসূলের এ মৃত্যুকষ্ট উম্মতের জন্য একটা বড়ো শিক্ষা। তাঁরই যখন এ অবস্থা হয়েছে, তখন নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিবে। ধৈর্যের সাথে মৃত্যুর কষ্ট সহ্য করার জন্য তৈরি হবে। মৃত্যুকষ্ট হওয়া কোনো খারাপ লক্ষণ নয়।

দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির চেয়ে উত্তম

١٤٧٩ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتّٰى يُوَافِيَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ رواه الترمذى

১৪৭৯। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে কল্যাণ দিতে ইচ্ছা করলে

আগেভাগে দুনিয়াতেই তাকে তার গুনাহখাতার কিছু শাস্তি দিয়ে দেন। আর কোনো বান্দাহর অকল্যাণ চাইলে দুনিয়ায় তার পাপের শাস্তিদান হতে বিরত থাকেন। পরিশেষে কিয়ামতের দিন তাকে তার পূর্ণ শাস্তি দিবেন।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এখানে কল্যাণ বলতে আল্লাহর রাসূল পরকালীন জীবনের সফলতা ও কল্যাণকে বুঝিয়েছেন। দুনিয়ার শাস্তি পরকালীন শাস্তির তুলনায় খুবই হালকা ও নগণ্য। তাই আল্লাহ তার নেক বান্দাদেরকে দুনিয়াতে সংক্ষিপ্ত জীবনে গুনাহখাতার কিছু শাস্তি ভোগ করিয়ে পরকালের অনাদি অনন্ত জীবনের কষ্ট-দুঃখ কমিয়ে দেন। এটাই বান্দাহর জন্য শ্রেষ্ঠ কল্যাণ।

আর আল্লাহর যেসব বান্দা নাফরমানীর দ্বারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে, তারা আখিরাতের জীবনে দুর্ভাগা ও হতভাগা। দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট কম দিয়ে পরকালের অনন্ত দিনে তাদের শাস্তি বাড়িয়ে দেন। পরকালের ভয়াবহ ও অনন্ত শাস্তি। এটাই তাদের অকল্যাণ। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ যাদের কল্যাণ চান দুনিয়াতে তাদের কিছুটা শাস্তি দেন। আর যাদের অকল্যাণ চান, দুনিয়ায় তাদের শাস্তি দেন না।

١٤٨٠ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عُظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عُظْمِ الْبَلاَءِ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَّضِىَ فَلَهُ الرِّضَاءُ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ ـ رواه الترمذى وابن ماجة

১৪৮০। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বড় বিপদাপদের পরিণাম বড় পুরস্কার। আল্লাহ তাআলা কোনো জাতিকে ভালোবাসলে তাদেরকে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। তাই যারা এতে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে তাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে জাতি এতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।–তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

মু'মিন দুনিয়ায় বিপদে থাকে আখিরাতে থাকবে আরামে

١٤٨١ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ اَوِالْمُؤْمِنَةِ فِى نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ وَوَلَدِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْئَةٍ ـ رواه الترمذى وروى مَالِكٌ نَحْوَهٗ وَقَالَ التِّرْمِذِىْ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১৪৮১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিন নারী-পুরুষের বিপদাপদ লেগেই থাকে। এ বিপদাপদ তার শারীরিক, তার ধন-সম্পদের, তার সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে হতে পারে। আল্লাহর সাথে মিলিত হবার আগ পর্যন্তই তা চলতে থাকে। আর আল্লাহর সাথে তার মিলিত হবার পর তার উপর গুনাহের কোনো বোঝাই থাকে না।–তিরমিযী। মালেক রহঃ এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

١٤٨٢ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ نِ السُّلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سَبَقَتْ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهٖ ابْتَلَاهُ اللّٰهُ فِىْ جَسَدِهٖ اَوْ فِىْ مَالِهٖ اَوْ فِىْ وَلَدِهٖ ثُمَّ صَبَّرَهٗ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِىْ سَبَقَتْ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ـ رواه احمد وابو داؤد

১৪৮২। মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ সুলামী তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দাদা বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর তরফ হতে কোনো মানুষের জন্য যখন কোনো মর্যাদা নির্ধারিত হয়, যা সে আমল দিয়ে লাভ করতে পারে না, তখন আল্লাহ তাকে তার শরীরে অথবা তার সন্তান-সন্ততির উপর বিপদ ঘটিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন। এতে তাকে ধৈর্যধারণ করার শক্তি দান করেন। যাতে সে ওই মর্যাদা লাভ করতে পারে, যা আল্লাহর তরফ হতে তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।–আহমাদ ও আবু দাউদ

দুনিয়া মুমিনের কয়েদখানা কাফিরের বিলাসখানা

١٤٨٣ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شِخِّيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُثِّلَ ابْنُ اٰدَمَ وَاِلٰى جَنْبِهٖ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ مَنِيَّةً اِنْ اَخْطَاتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِى الْهَرَمِ حَتّٰى يَمُوْتَ ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ـ

১৪৮৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদম সন্তানকে তার চারদিকে নিরানব্বইটি বিপদ পরিবেষ্টিত অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি এ বিপদগুলোর সবগুলোই তার ক্ষতি করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে অন্তত বার্ধক্যকরণ বিপদে পতিত হয়। পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে।–তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্মাথ হলো মানুষের জন্ম অসংখ্য বালা-মুসিবতের মধ্য দিয়েই হয়। যদি এ সকল বালা-মুসিবত কাটিয়ে কেউ জীবন অতিবাহিত করে যেতে পারেও ; তারপরও তার জন্য পড়ে থাকে বৃদ্ধবয়সে উপনীত হবার বিপদ।

মোটকথা দুনিয়া মু'মিনের জন্য বিপদে ভরা কারাগার বিশেষ। আর কাফিরের জন্য ছায়ানট। তাই মুমিনকে সকল বিপদে আপদে ধৈর্যধারণ করে চলতে হবে।

١٤٨٤ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوَدُّ اَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِيْنَ يُعْطٰى اَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ اَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِى الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ ـ

رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ـ

১৪৮৪। হযরত জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন ভোগ-বিলাসে জীবনযাপন কারীরা যখন দেখবে বিপদাপদগ্রস্ত লোকদেরকে সওয়াব দেয়া হচ্ছে, তখন তারা আক্ষেপ করবে। বলবে, আহা! তাদের চামড়া যদি কাঁচি দিয়ে দুনিয়াতে কেটে ফেলা হতো!–তিরমিযী ; তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

অসুখ গুনাহর কাফ্ফারা

١٤٨٥ـ وَعَنْ عَامِرِ نِ الرَّامِ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَسْقَامَ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ عَافَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى مِنْ ذُنُوْبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ وَاِنَّ الْمُنَافِقَ اِذَا مَرِضَ ثُمَّ اُعْفِىَ كَانَ كَالْبَعِيْرِعَقَلَهُ اَهْلُهُ ثُمَّ اَرْسَلُوْهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوْهُ وَلِمَ اَرْسَلُوْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْاَسْقَامُ وَاللّٰهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ فَقَالَ قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا ـ رواه ابو داؤد

১৪৮৫। হযরত আমের রাম রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন অসুখ-বিসুখ প্রসঙ্গে বললেন, মু'মিনের অসুখ হবার পর, পরিশেষে আল্লাহ তাকে আরোগ্য করেন। এ অসুখ তার জীবনের অতীতের গুনাহর জন্য কাফ্ফারা। আর ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা। কিন্তু মনাফিকের অসুখ বিসুখ হলে তাকেও আরোগ্যদান করা হয়, সেই উটের মতো যাকে মালিক বেঁধে রেখেছিলো তারপর ছেড়ে দিলো। সে বুঝলো না কেনো তাকে বেঁধে রেখেছিলো। কেনোইবা তাকে ছেড়ে দিলো। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, হে আল্লাহর রাসূল ! অসুখ বিসুখ আবার কি ? আল্লাহর শপথ আমার কোনো সময় অসুখ হয়নি। আল্লাহর রাসূল বললেন, আমাদের কাছ থেকে সরে যাও। তুমি আমাদের মধ্যে গণ্য নও।–আবু দাউদ

রোগী দেখতে গেলে সান্ত্বনা দেয়া

١٤٨٦ـ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِىْ اَجَلِهِ فَاِنَّ ذٰلِكَ لاَيَرُدُّ شَيْئًا وَّيَطِيْبُ بِنَفْسِهِ ـ رواه الترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

১৪৮৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কোনো রোগীকে দেখতে গেলে, তার জীবনের ব্যাপারে তাকে সান্ত্বনা যোগাবে। এ সান্ত্বনা তার তাকদীর পরিবর্তন করতে পারবে না বটে, কিন্তু তার মন প্রশান্তি লাভ করবে।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

١٤٨٧- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِيْ قَبْرِهِ - رواه احمد والترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

১৪৮৭। হযরত সুলায়মান ইবনে সুরাদ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকে তার 'পেটের অসুখ' হত্যা করেছে, তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে না।–আহমাদ, তিরমিযী। কিন্তু তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٤٨٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدِمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَاْسِهٖ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ - رواه البخارى

১৪৮৮। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী যুবক আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমত করতেন। তাঁর মৃত্যুশয্যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার পাশে বসে বললেন, হে অমুক! তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। যুবকটি তার পাশে থাকা পিতার দিকে তাকালো। পিতা তাকে বললো, আবুল কাসেমের কথা মেনে নাও। যুবকটি ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে বের হয়ে এসে বললেন, আল্লাহর শোকর। তিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।–বুখারী

١٤٨٩- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادٰى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّاْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا - رواه ابن ماجة

১৪৮৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রোগীকে দেখার জন্য যায়, আসমান থেকে একজন ফেরেশতা তাকে লক্ষ্য করে বলেন, ধন্য হও তুমি, ধন্য হোক তোমার এ পথ চলা। জান্নাতে তুমি একটি মনযিল তৈরি করে নিলে।–ইবনে মাজাহ

١٤٩٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا اَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ بَارِئًا - رواه البخارى

১৪৯০। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অসুখে মৃত্যুবরণ করেছেন, সে অসুখের সময় একদিন হযরত আলী রাঃ তার কাছ থেকে বের হয়ে এলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আবু হাসান ! আজ সকালে আল্লাহর রাসূলের অবস্থা কেমন যাচ্ছে ? হযরত আলী বললেন, আলহামদুলিল্লাহ সকাল ভালোই যাচ্ছে।–বুখারী

তাওয়াক্কুলের পর চিকিৎসাও করা যায়

١٤٩١ـ وَعَنْ عَطَاءِ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلاَ اُرِيْكَ امْرَأَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ هٰذِهِ الْمَرْاَةُ السَّوْدَاءُ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُصْرَعُ وَاِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ فَقَالَ اِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُّعَافِيْكِ فَقَالَتْ اَصْبِرُ فَقَالَتْ اِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ لاَّ اَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا ـ متفق عليه

১৪৯১। হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ্ তাবেয়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্বাস রাঃ আমাকে একবার বললেন, হে আতা! আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাবো না ? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে এ কালো মহিলাটিকে দেখো। এ মহিলাটি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই। রোগের ভয়াবহতার কারণে আমি উলঙ্গ হয়ে যাই। আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করুন। তার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল বললেন, যদি তুমি চাও, সবর করতে পারো। তাহলে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি চাও, আমি তোমার আরোগ্যের জন্য দোআ করি। তাহলে আমি দোআ করবো। আল্লাহ যেনো তোমাকে ভালো করে দেন। জবাবে মহিলাটি বললো, আমি সবর করবো। তারপর মহিলাটি আবার বললো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি উলঙ্গ হয়ে যাই। দোআ করুন আমি যেনো উলঙ্গ হয়ে না পড়ি। আল্লাহর রাসূল তার জন্য দোআ করলেন।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ মহিলার নাম সুঈরা অথবা সুকীরা ছিলো। এক বর্ণনায় পাওয়া যায় মহিলাটি হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাঃ-এর দাসী ছিলো। হাদীসে বিপদে আপদে অসুকে বিমুখে ধৈর্যধারণের প্রতি তালকীন করা হয়েছে। যেসব মুমিন রোগে ভোগে ও অধৈর্য না হয় আল্লাহ তার সব গুনাহ মাফ করে তাকে জান্নাতবাসী করবেন।

١٤٩٢ـ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اِنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ هَنِيْئًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرَضٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْحَكَ مَا يُدْرِيْكَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ ابْتَلاَهُ بِمَرَضٍ فَكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ ـ رواه مالك مرسلا

১৪৯২। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ তাবেয়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে এক ব্যক্তির মৃত্যু হলো। এ সময় আর এক ব্যক্তি বললে, লোকটির ভাগ্য ভালো। মারা গেলো কিন্তু কোনো রোগে ভুগেনি। তার একথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আহ্! তোমাকে কে বললো, লোকটির ভাগ্য ভালো ? যদি আল্লাহ তাআলা লোকটিকে কোনো রোগে ফেলতেন, আর তার গুনাহ মাফ করে দিতেন তাহলেই না কতো ভালো হতো।–মালেক মুরসালরূপে

বিপদাপদ গুনাহর আধিক্য কমিয়ে দেয়

١٤٩٣ـ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ وَالصُّنَابِحِيِّ اَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلٰى رَجُلٍ مَرِيْضٍ يَعُوْدَانِهِ فَقَالاَ لَهُ كَيْفَ اَصْبَحْتَ قَالَ اَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ قَالَ شَدَّادُ اَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا فَانِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ انَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اذَا اَنَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِىْ عَلٰى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَانَّهُ يَقُوْمُ مِنْ مَضْجَعِهٖ ذٰلِكَ كَيَوْمٍ وَلَّدَتْهُ اُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِىْ وَابْتَلَيْتُهُ فَاَجْرُوْا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُوْنَ لَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ ـ رواه احمد

১৪৯৩। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস ও হযরত সুনাবেহী রাঃ থেকে বর্ণিত। তাঁরা দু'জনে একবার এক রোগীকে দেখতে গেলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ সকালটা তোমার কেমন যাচ্ছে ? রোগীটি বললো, আল্লাহর রহমতে ভালোই যাচ্ছে। তার কথা শুনে শাদ্দাদ বললেন, তোমার গুনাহ মার্জনা ও অপরাধ মাফ হবার শুভ সংবাদ ! কারণ আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দাদের মধ্যে কোনো মু'মিন বান্দাকে রোগাক্রান্ত করি। আমার এ রোগগ্রস্ত করা সত্ত্বেও যে আমার শোকর আদায় করবে, সে তার এ রোগশয্যা হতে সদ্যপ্রসূত শিশুর মতো সব গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে উঠবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমি আমার বান্দাকে বন্দী করে রেখেছি, রোগগ্রস্ত করে রেখেছি। তাই তোমরা তার সুস্থ অবস্থায় তার জন্য যা লিখতে তা-ই লিখো।–আহমাদ

١٤٩٤ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا كَثُرَتْ ذُنُوْبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتَلاَهُ اللّٰهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ ـ رواه احمد

১৪৯৪। হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দাহর গুনাহ যখন বেশী হয়ে যায়, এসব গুনাহর কাফ্ফারার মতো কোনো নেক আমল তার না থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদে ফেলে চিন্তাগ্রস্ত করেন। যাতে এ চিন্তাগ্রস্ততা তার গুনাহর কাফ্ফারা করে দিতে পারে।–আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ তিবরানীর এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ প্রত্যেক চিন্তিত ও বিমর্ষিত হৃদয়কে ভালোবাসেন।

অসুস্থকে দেখা সৌভাগ্যের কাজ

١٤٩٥ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوْضُ الرَّحْمَةَ حَتّٰى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيْهَا ـ رواه مالك واحمد

১৪৯৫। হযরত জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক কোনো রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার জন্য রওয়ানা হয় সে আল্লাহর রহমতের সাগরে সাঁতার কাটতে থাকে। যে পর্যন্ত রোগীর বাড়ী গিয়ে না পৌছে। আর বাড়ী পৌছার পর রহমতের সাগরে ডুব দেয়।–মালেক ও আহমাদ

١٤٩٦ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَصَابَ اَحَدُكُمُ الْحُمّٰى فَاِنَّ الْحُمّٰى قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنْقِعْ فِىْ نَهْرٍ جَارٍ وَلْيَسْتَقْبِلْ جَرْيَتَهُ فَيَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُوْلَكَ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلْيَغْمِسْ فِيْهِ ثَلٰثَ غَمَسَاتٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ لَّمْ يَبْرَأْ فِىْ ثَلٰثٍ فَخَمْسٌ فَاِنْ لَّمْ يَبْرَأْ فِىْ خَمْسٍ فَسَبْعٌ فَاِنْ لَّمْ يَبْرَأْ فِىْ سَبْعٍ فَتِسْعٌ فَاِنَّهَا لَاتَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعًا بِاِذْنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

১৪৯৬। হযরত সাওবান রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো জ্বর হলে, আর জ্বর আগুনের অংশ, আগুনকে পানি দিয়ে নিভানো হয়। সে যেনো ফজরের নামাযের পর সূর্য উঠার আগে প্রবাহিত নদীতে ঝাপ দেয় আর ভাটার দিকে এগিয়ে যায়। এরপর বলে, হে আল্লাহ শেফা দান করো তোমার বান্দাহকে। সত্যবাদী প্রমাণ করো তোমার রাসূলকে। ওই ব্যক্তি যেনো নদীতে তিন দিন তিনটি করে ডুব দেয়। এতে যদি তার জ্বর না সারে তবে পাঁচ দিন। তাতেও না সারলে, সাত দিন। সাত দিনেও যদি আরোগ্য না হয় তাহলে নয় দিন। আল্লাহর রহমতে জ্বর এর অধিক আগে বাড়বে না।–তিরমিযী। তিনি হাদীসটি গরীব বলেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপরে উল্লেখিত হাদীসে যে চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে, তা প্রত্যেক জ্বরের জন্য নয় বরং বিশেষ জ্বরের জন্য।

١٤٩٧ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ذُكِرَتِ الْحُمّٰى عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاتَسُبَّهَا فَاِنَّهَا تَنْفِى الذُّنُوْبَ كَمَا تَنْفِى النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ ـ

رواه ابن ماجة

১৪৯৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একবার জ্বর সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এ সময় এক লোক জ্বরকে গালি দিলো। একথা শুনে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জ্বরকে গালি দিও না। কারণ জ্বর গুনাহগুলোকে দূর করে দেয় যেভাবে কামারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।–ইবনে মাজাহ

কামিল মু'মিন কেনো জ্বরে আক্রান্ত হয়

١٤٩٨ـ وَعَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَادَ مَرِيْضًا فَقَالَ اَبْشِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ هِيَ نَارِيْ اُسَلِّطُهَا عَلٰى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُوْنَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

ـ رواه احمد وابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان

১৪৯৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক অসুস্থ লোককে দেখতে গিয়ে বললেন, সুসংবাদ! আল্লাহ তাআলা বলেন, তা আমার আগুন। আমি দুনিয়াতে এ আগুনকে আমার মু'মিন বান্দাহর কাছে পাঠাই। যাতে এ আগুন কিয়ামতে তার জাহান্নামের আগুনের পরিপূরক হয়ে যায়।–আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী–শোআবুল ঈমান

দারিদ্র ও রোগে গুনাহ মাফ হয়

١٤٩٩ـ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لاَ اُخْرِجُ اَحَدًا مِّنَ الدُّنْيَا اُرِيْدُ اَغْفِرَلَهُ حَتّٰى اَسْتَوْفِيَ كُلَّ خَطِيْئَةٍ فِيْ عُنُقِهٖ بِسُقْمٍ فِيْ بَدَنِهٖ وَاِقْتَارٍ فِيْ رِزْقِهٖ ـ رواه رزين

১৪৯৯। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার মহান প্রতিপালক বলেন, আমার ইয্যত ও প্রতাপের শপথ, আমি দুনিয়া হতে কাউকে বের করে আনবো না যাকে আমি মাফ করে দেবার ইচ্ছা পোষণ করি। যতক্ষণ তার ঘাড়ে থাকা প্রত্যেকটি গুনাহকে তার দেহের কোনো রোগ অথবা রিযিকের সংকীর্ণতা দিয়ে বিনিময় করে না দেই।–রাযীন

١٥٠٠ـ وَعَنْ شَقِيْقٍ قَالَ مَرِضَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَعُدْنَاهُ فَجَعَلَ يَبْكِيْ فَعُوْتِبَ فَقَالَ اِنِّيْ لاَ اَبْكِيْ لِاَجْلِ الْمَرَضِ لِاَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمَرَضُ كَفَّارَةٌ وَاِنَّمَا اَبْكِيْ اَنَّهُ اَصَابَنِيْ عَلٰى حَالِ فَتْرَةٍ وَلَمْ يُصِبْنِيْ فِيْ حَالِ اجْتِهَادٍ لِاَنَّهُ يُكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنَ الْاَجْرِ اِذَا مَرِضَ مَا كَانَ يُكْتَبُ لَهُ قَبْلَ اَنْ يَّمْرَضَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ الْمَرَضُ ـ رواه رزين

১৫০০। হযরত শাকীক রঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ অসুস্থ হলে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। আমাদেরকে দেখে তিনি

কাঁদতে শুরু করলেন। তা দেখে তাঁকে কেউ খারাপ বলতে লাগলেন। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলতে লাগলেন, আমি অসুখের জন্য কাঁদছি না। আমি শুনেছি, আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেন, অসুখ হচ্ছে গুনাহর কাফ্‌ফারা। আমি বরং কাঁদছি এজন্য যে, এ অসুখ আসলো আমার বুড়ো বয়সে। আমার শক্তি-সামর্থ থাকার সময়ে আসলো না। কারণ মানুষ যখন অসুস্থ হয় তার জন্য সেই সওয়াব লেখা হয়, যা তার অসুস্থ হবার আগে তার জন্য লেখা হতো। কারণ অসুস্থতা তাকে ওই ইবাদাত করতে বাধা দেয়।–রযীন

ব্যাখ্যা ঃ যৌবন বয়সে অসুস্থ হলে সে অবস্থায় অনেক সওয়াব লেখা হয়। আর বৃদ্ধ কালের অসুস্থতায় সওয়াব কম লেখা হয়। কারণ বৃদ্ধকালে মানুষ নেক আমল কম করতে পারে। এ কারণেই হযরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, হায় ! যদি যুবক বয়সে অসুস্থ হতাম; তাহলে সওয়াব বেশী পেতাম।

١٥٠١ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَيَعُوْدُ مَرِيْضًا اِلاَّ بَعْدَ ثَلْثٍ ـ رواه ابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان ـ

১৫০১। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো রোগীকে তিন দিন আগে দেখতে যেতেন না।
–ইবনে মাজাহ, আর বায়হাকী শোআবুল ঈমানে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটিকে কেউ কেউ দুর্বল হাদীস বরং মওযু হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। নতুবা দেখতে যাবার জন্য কতদিন আগে অসুখ হয়েছে তা গণনার কোনো দরকার নেই। যখনই সুযোগ হবে দেখতে যাবে।

١٥٠٢ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ يَدْعُوْلَكَ فَاِنَّ دُعَاءَهٗ كَدُعَاءِ الْمَلٰئِكَةِ ـ رواه ابن ماجة

১৫০২। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি কোনো অসুস্থ লোককে দেখতে গেলে, তোমার জন্য তাকে দোয়া করতে বলবে। কারণ রুগ্ন লোকের দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মতো।–ইবনে মাজাহ

রোগীর কাছে গালগল্প না করা

١٥٠٣ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ تَخْفِيْفُ الْجُلُوْسِ وَقِلَّةُ الصَّخَبِ فِى الْعِيَادَةِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَ لَغَطُهُمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ قُوْمُوْا عَنِّىْ ـ رواه رزين

১৫০৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোগীকে দেখতে যাবার পর নিয়ম হলো, রোগীর কাছে বসা। তার কাছে উচ্চস্বরে কথা না বলা।

হযরত ইবনে আব্বাস তাঁর একথার সমর্থনে বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুশয্যায় তাঁর কাছে লোকেরা কথাবার্তা ও মতভেদ বেশী করতে শুরু করলে তিনি বলেন, তোমরা আমার কাছ থেকে সরে যাও।–রাযীন

রোগী দেখতে গেলে তার কাছে কম সময় থাকা

١٥٠٤ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِيَادَةُ فُوَاقُ نَاقَةٍ وَفِيْ رِوَايَةِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلاً اَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ ـ رواه البيهقى فى شعب الايمان

১৫০৪। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোগী দেখা কিছু সময়। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের বর্ণনা অনুযায়ী, রোগীকে দেখার উত্তম নিয়ম হলো তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়া।–বায়হাকী শোআবুল ঈমান

ব্যাখ্যা ঃ রোগী দেখে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া হলো সাধারণ নিয়ম। অবস্থা ভেদে এর ব্যতিক্রমও আছে। রোগীর একান্ত আপন ও অন্তরঙ্গ কেউ যদি তাকে দেখতে আসে এবং রোগী তার কাছে তার বেশী সাহচর্য চায়। তাহলে এখানে রোগীর মনের প্রশান্তির জন্য বেশী সময় কাটানো খারাপ নয়।

রোগী যা খেতে চায় তা খেতে দেয়া

١٥٠٥ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَادَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُ مَا تَشْتَهِىْ قَالَ اَشْتَهِىْ خُبْزُ بُرٍّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ اِلٰى اَخِيْهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اشْتَهٰى مَرِيْضُ اَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ ـ رواه ابن ماجة

১৫০৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একজন রোগীকে দেখতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি খেতে তোমার মন চায়? জবাবে সে বললো, গমের রুটি। একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের যার কাছে গমের রুটি আছে সে যেনো তা তার ভাইয়ের জন্য পাঠায়। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কোনো রোগী কিছু খেতে চাইলে, তাকে তা খাওয়াবে।–ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো এমন খাবার যা রোগীর অসুখের ব্যাপারে ক্ষতিকারক না হয়।

١٥٠٦ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ تُوُفِّىَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَالَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهٖ قَالُوْا وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهٖ قِيْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهٖ اِلٰى مُنْقَطِعِ اَثَرِهٖ فِى الْجَنَّةِ ـ رواه النسائ وابن ماجه.

১৫০৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মদীনায় মারা গেলেন, মদিনায়ই তার জন্ম হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নামাযে জানাযা পড়ালেন। তারপর তিনি বললেন, হায়! এ ব্যক্তি যদি তার জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় মৃত্যুবরণ করতো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এটা কেনো ? হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোথাও কোনো লোক মৃত্যুবরণ করলে তার মৃত্যুস্থান ও জন্মস্থানের মধ্যকার জায়গা জান্নাতের জায়গা হিসেবে গণ্য করা হয়।–নাসাঈ, ইবনে মাজাহ

١٥٠٧ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ ـ

ـ رواه ابن ماجة.

১৫০৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় মারা যায় সে শহীদ।–ইবনে মাজাহ

١٥٠٨ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ مَرِيْضًا مَّاتَ شَهِيْدًا اَوْ وُقِىَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِىَ وَرِيْحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهٖ مِنَ الْجَنَّةِ ـ رواه ابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان

১৫০৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রুগ্ন অবস্থায় মারা যায়, সে শহীদ হয়ে মারা গেল ; তাকে কবরের ফিতনা হতে রক্ষা করা হবে। এছাড়াও সকাল সন্ধ্যায় তাকে জান্নাত থেকে রিযিক দেয়া হবে।–ইবনে মাজাহ, বায়হাকী শোআবুল ঈমান

١٥٠٩ـ وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلٰى فُرُشِهِمْ اِلٰى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِى الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُوْنِ فَيَقُوْلُ الشُّهَدَاءُ اِخْوَانُنَا قُتِلُوْا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُوْلُ الْمُتَوَفَّوْنَ اِخْوَانُنَا مَاتُوْا عَلٰى فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا فَيَقُوْلُ رَبُّنَا اُنْظُرُوْا اِلٰى جِرَاحَتِهِمْ فَاِنْ اَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُوْلِيْنَ فَاِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَاِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ اَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ ـ رواه احمد والنسائى.

১৫০৯। হযরত ইরবাজ ইবনে মারিয়া রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। শহীদগণ এবং যারা বিছানায় মৃত্যুবরণ করেছে তারা আল্লাহ তাআলার নিকট প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণকারীদের ব্যাপারে ঝগড়া করবে। শহীদগণ বলবে, “এরা আমাদের ভাই। কেননা আমাদেরকে যেভাবে নিহত করা হয়েছে, এভাবে এদেরকেও নিহত করা হয়েছে।” আর বিছানায় মৃতুবরণকারীগণ বলবে, “এরা আমাদের

ভাই। এ লোকেরা এভাবে বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, যেভাবে আমরা মরেছি।" তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এদের জখমগুলোকে দেখা হোক। এদের জখম যদি শহীদদের জখমের মতো হয়ে থাকে, তাহলে এরাও শহীদদের মধ্যে গণ্য হবে এবং তাদের সাথে থাকবে। বস্তুত যখন দেখা হবে, তখন তাদের জখম শহীদদের জখমের মতো হবে।–আহমাদ, নাসাই

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মূল মর্ম হলো প্লেগে মৃত্যুবরণকারীগণ আদালতে আখিরাতে শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন এবং শহীদদের সাথে থাকবেন। বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করলেও প্লেগে মৃত্যুবরণ কারীগণের শরীর নেজার আঘাতে হতাহতদের মতো আহত থাকবে। তাই আল্লাহ তাআলা প্লেগে মৃত্যুবরণকারীদের শহীদের মর্যাদা দেবেন।

١٥١٠ـ وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُوْنِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ وَالصَّابِرُ فِيْهِ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدٍ ـ رواه احمد.

১৫১০। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়লে ওখান থেকে ভেগে যাওয়া হলো যুদ্ধের ময়দান থেকে ভেগে যাবার মতো। প্লেগ ছাড়িয়ে পড়লে ওখানে ধৈর্যধারণ করে অবস্থানকারী শহীদের সওয়াব পাবে।–আহমাদ

١ـ بَابُ تَمَنَّى الْمَوْتِ وَذِكْرُهُ

১-মৃত্যু কামনা ও মৃত্যুকে স্মরণ করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٥١١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ ـ

رواه البخارى.

১৫১১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো মৃত্যু কামনা না করে। যদি সে নেক্‌কার হয়, তাহলে হতে পারে সে আরো বেশী নেক কাজ করার সুযোগ পাবে। আর যদি বদকার হয়, তাহলে হতে পারে (সে তওবা করে) আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি হাসিল করার সুযোগ পাবে।–বুখারী

١٥١٢ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلاَ يَدْعُ بِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُ اَنَّهُ اِذَا مَاتَ انْقَطَعَ اَمَلُهُ وَاَنَّهُ لاَيَزِيْدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ اِلاَّ خَيْرًا ـ رواه مسلم.

১৫১২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো মৃত্যু কামনা না করে। মৃত্যু আসার আগে মৃত্যুর জন্য দোয়াও না করে। কেননা মানুষ মরে গেলে তার সব আশা ভরসা ছিন্ন হয়ে যায়। আর মু'মিনের হায়াত বাড়লে তার ভালো কাজই বৃদ্ধি পায়।–মুসলিম

١٥١٣ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ فَانْ كَانَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّى وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ ـ متفق عليه.

১৫১৩। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো তার কোন দুঃখ কষ্টের কারণে মৃত্যুর আকাঙ ক্ষা না করে। যদি এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা করতেই হয় তাহলে যেনো সে বলে, "আল্লাহুম্মা আহয়িনী মায়াকানাতিল হায়াতু খাইরান লি ওয় তাওয়াফ্‌ফানি ইযা কানাতিল ওয়াফাতু খাইরাল লি।" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার জীবন আমার জন্য যতক্ষণ কল্যাণকর হয়, আমাকে বাঁচিয়ে রেখো। আর আমাকে মৃত্যুদান করো যদি মৃত্যুই আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়।–বুখারী, মুসলিম

١٥١٤ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَوْ بَعْضُ اَزْوَاجِهِ اِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللّٰهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَىْءٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا اَمَامَهُ فَاَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ وَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا حُضِرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَعُقُوْبَتِهِ فَلَيْسَ شَىْءٌ اَكْرَهَ اِلَيْهِ مِمَّا اَمَامَهُ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ـ متفق عليه وفى رواية عائشة والموت قبل لقاء الله.

১৫১৪। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্য পসন্দ করে, আল্লাহও তার সান্নিধ্য পসন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্য অপসন্দ করে, আল্লাহও তার সান্নিধ্য অপসন্দ করেন। (একথা শুনে) হযরত আয়েশা অথবা তাঁর স্ত্রীদের কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আমরাতো মৃত্যুকে অপসন্দ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ব্যাপারটি তা নয়। বরং এর অর্থ হলো, যখন মু'মিনের মৃত্যু আসে তখন তাকে শুভ সংবাদ দেয়া হয়, তার উপর আল্লাহ সন্তুষ্টি ও মর্যাদার। তখন সামনে পাওয়া এসব জিনিস হতে বেশী পসন্দনীয় জিনিস আর কিছু থাকে না। তাই সে আল্লাহর সান্নিধ্য পসন্দ করে। আল্লাহও তার সান্নিধ্য পসন্দ করেন। আর কাফের ব্যক্তির কাছে মৃত্যু হাজীর হলে, তাকে আল্লাহর আযাব ও তার পরিণতির 'খোশ খবর' দেয়া হয়।

তখন এ কাফির ব্যক্তির সামনে পাবার এসব খোশ খবরের চেয়ে বেশী অপছন্দনীয় জিনিস আর কিছু থাকে না। অতএব, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপসন্দ করে আল্লাহ তাআলাও তার সাক্ষাত অপসন্দ করেন।–বুখারী, মুসলিম। আয়েশা রাঃ-এর বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, "মৃত্যু হলো আল্লাহ্ তাআলার সাথে সাক্ষাতের আগে।"

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর সান্নিধ্য বলতে এ হাদীসে 'মৃত্যু' অর্থ করা হয়নি, যা 'উম্মুল মু'মিনীন' মনে করেছিলেন। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ব্যাপারটা তা নয়।' আর ব্যাপারটা এও নয় যে, প্রকৃতগত মৃত্যুকে মানুষ ভালোবাসবে। আর কার্যত মৃত্যু কামনা করবে।

আল্লাহর সান্নিধ্য বলতে বুঝানো হয়েছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অনুসন্ধানী হয়, তাঁর সান্নিধ্যের প্রতি অনুরাগী থাকে। সে ব্যক্তি মৃত্যুর মাধ্যমেই তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া যায় বলে মৃত্যুকে পসন্দ করে। কারণ তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মর্যাদার খোশ খবর, আল্লাহর সান্নিধ্যের দিকে তাকে টেনে নিয়ে যায়। কাফের ব্যক্তির ব্যাপারটি এর সম্পূর্ণ উল্টো।

١٥١٥ـ وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيْحٌ اَوْ مُسْتَرَاحٌ مِّنْهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاالْمُسْتَرِيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَّصَبِ الدُّنْيَا وَ اَذَاهَا اِلَى رَحْمَةِ اللّٰهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ـ متفق عليه.

১৫১৫। হযরত আবু কাতাদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সঃ-এর সামনে দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল রাসূলুল্লাহ্ সঃ (জানাযা দেখে) বললেন, এ ব্যক্তি শান্তি পাবে, অথবা এর থেকে অন্যরা শান্তি পাবে। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! শান্তি পাবে কে, অথবা ওই ব্যক্তি কে যার থেকে অন্যরা শান্তি পাবে ? রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, আল্লাহর মু'মিন বান্দাহ মৃত্যুর দ্বারা দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট হতে শান্তি পায়। আর আল্লাহর রহমতের দিকে অগ্রসর হয়। আর গুনাহগার বান্দাহর মৃত্যুর মাধ্যমে তার অনিষ্ট ও ফাসাদ হতে মানুষ, শহর বন্দর গাছ-পালা ও জন্তু-জানোয়ার সবকিছুই শান্তি লাভ করে।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হলো মু'মিনের মৃত্যু হলে সে দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট হতে মুক্তি পায়। আমল করার কষ্ট তাকে আর করতে হয় না। দুনিয়ার কষ্ট যেমন ঠাণ্ডা গরম রিক্ততা দারিদ্র ইত্যাদি হতেও নাজাত পায়। আর ফাজের ফাসেক গুনাহগার ব্যক্তি মারা গেলে তার থেকে আল্লাহর মু'মিন বান্দারা শান্তি পায়। কারণ গুনাহগার মুরতাদ ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে। শরীআতের বিরুদ্ধে কথা বলে। মু'মিন বান্দারা এর প্রতিবাদ করে। ফাসেকরা পাল্টা এদেরকে নানাভাবে কষ্ট দেয় ও নানাভাবে বিপন্ন করে তুলে। যদি মু'মিনরা চুপ থাকে। তাদের দ্বারা মানুষ বিভ্রান্ত হয়। দীনের ক্ষতি সাধন হয়। এ ধরনের ফাসেকের মৃত্যু ঘটলে, মানুষ সহ সব সৃষ্টি তার অপপ্রচার ও অনিষ্ট থেকে মুক্তি পায়।

١٥١٦ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِيْ فَقَالَ كُنْ فِيْ

الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وكَانَ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ السَّمَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ ـ رواه البخارى.

১৫১৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হাত দিয়ে আমার দুই কাঁধ ধরলেন। তারপর বললেন, দুনিয়ায় তুমি এমনভাবে থাকো, যেমন তুমি একজন গরীব অথবা পথের পথিক। (এর পর থেকে) হযরত ইবনে ওমর (মানুষদেরকে) বলতেন, "সন্ধ্যা হলে আর সকালের অপেক্ষা করবে না। আর যখন সকাল হবে, সন্ধ্যার অপেক্ষা করবে না। এভাবে নিজের সুস্থ্যতার সুযোগ গ্রহণ করবে তোমার অসুস্থ্যতার আগে ও তোমার জীবনের সুযোগ গ্রহণ করবে তোমার মৃত্যুর আগে।–বুখারী

١٥١٧ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثَةِ اَيَّامٍ يَقُوْلُ لاَ يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ ـ رواه مسلم.

১৫১৭। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে মৃত্যুর তিন দিন আগে একথা বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আল্লাহর উপর ভালো ধারণা পোষণ করা ছাড়া তোমাদের কেউ যেনো মৃত্যুবরণ না করে।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা করুণাময় রহমশীল, ক্ষমাকারী, এ বিশ্বাসে অটল থাকবে। আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করবে। তাহলেই আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٥١٨ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ شِئْتُمْ اَنْبَاْتُكُمْ مَا اَوَّلُ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا اَوَّلُ مَايَقُوْلُوْنَ لَهُ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ اَحْبَبْتُمْ لِقَائِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ يَا رَبَّنَا فَيَقُوْلُ لِمَ فَيَقُوْلُوْنَ رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَ مَغْفِرَتَكَ فَيَقُوْلُ قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِىْ ـ رواه فى شرح السنة وابو نعيم فى الحلية.

১৫১৮। হযরত মায়াজ ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন আমাদেরকে উদ্দেশ করে) বললেন, তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে কি ওই কথাটি বলে দেবো, যে কথাটি আল্লাহ

তাআলা সর্বপ্রথম কিয়ামাতের দিন মু'মিনদেরকে বলবেন। আমরা নিবেদন করলাম, অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, মু'মিনদেরকে বলবেন, তোমরা কি আমার সাক্ষাতকে ভালোবাসতে ? মু'মিনগণ আরজ করবেন, নিশ্চয়ই হে আমাদের রব (আমরা আপনার সাক্ষাতকে ভালোবাসতাম)! তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার সাক্ষাৎকে তোমরা কেনো ভালোবাসতে ? মু'মিনরা উত্তরে বলবে, আমরা আপনার ক্ষমা ও মাগফিরাত কামনা করছি, তাই। তারপর আল্লাহ বলবেন, তোমাদের জন্য মাগফিরাত করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে।"–শারহে সুন্নাহ আবু নাঈম হিলয়াতে।

١٥١٩ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ ـ رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة.

১৫১৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা দুনিয়ার ভোগ বিলাস বিনষ্টকারী জিনিস, মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করো।–তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ

١٥٢٠ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِّاَصْحَابِهِ اسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. قَالُوْا اِنَّا نَسْتَحْيِىْ مِنَ اللّٰهِ يَانَبِىَّ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ قَالَ لَيْسَ ذَالِكَ وَلٰكِنْ مَّنَ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّاْسَ وَمَا وَعٰى وَ يَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوٰى وَالْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى ـ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيٰى مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ ـ رواه احمد والترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

১৫২০। হযরত ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আল্লাহর সাথে লজ্জা করার মতো লজ্জা করো। সাহাবীগণ বললেন, আমরা আল্লাহর সাথে লজ্জা করছি, হে আল্লাহর রাসূল! সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লজ্জার মতো লজ্জা এটা নয় যা তোমরা বলছো, 'আমরা লজ্জা করছি'। বরং আসল লজ্জা হলো, যে ব্যক্তি লজ্জার হক আদায় করে সে যেনো মাথা ও মাথার সাথে যা কিছু আছে তার হিফাযত করে। পেট ও পেটের সাথে যা কিছু আছে তারও হিফাযত করে। তার উচিৎ মৃত্যুকে ও তার হাড়গুলো যে পঁচে গলে যাবে তা স্মরণ করে। যে ব্যক্তি পরকালের কল্যাণ চায়, সে দুনিয়ার চাকচিক্য ও জৌলুশ ছেড়ে দেয়। অতএব, যে ব্যক্তি এসব কাজ করলো, সেই ব্যক্তিই আল্লাহর সাথে লজ্জার হক আদায় করলো।–আহমাদ, তিরমিযী তারা বলেছেন এ হাদীসটি গরীব।

١٥٢١ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ ـ رواه البيهقى فى شعب الايمان.

১৫২১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মু'মিনদের তোহ্ফা হলো মৃত্যু।–বায়হাকী, শোয়াবিল ঈমান।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ মু'মিনের জন্য মৃত্যু হলো আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে তোহ্ফা স্বরূপ। কারণ মু'মিন মৃত্যুর মাধ্যমে আখিরাতের ফল ও সওয়াব এবং ওখানে মর্যাদার আসন লাভ করে।

١٥٢٢ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ ـ

رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة.

১৫২২। হযরত বুরায়দা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, মু'মিন কপালের ঘামের সাথে মৃত্যুবরণ করে।–তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাজাহ।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তি যতোদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকে হালাল রুজি রোজগারের সন্ধানে পরিশ্রম করে ইবাদাত বন্দেগীতে মগ্ন থাকে। কেউ কেউ বলেন, মৃত্যুর সময় মু'মিনের কপালে ঘাম আসে। এটা তার সৌভাগ্য ও কল্যাণের লক্ষণ।

١٥٢٣ـوَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ اَخْذَةُ الْاَسَفِ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَاَزَادَ الْبَيْهَقِىُّ فِى شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَرَزِيْنٌ فِىْ كِتَابِهِ اَخْذَةُ الْاَسَفَ لِلْكَافِرِ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِ.

১৫২৩। হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে খালিদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, আকস্মিক মৃত্যু (আল্লাহর গযবের) পাকড়াও।–(আবু দাউদ) বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে এবং রাজীন তাঁর কিতাবে এ ভাষা নকল করেছেন যে, আকস্মিক মৃত্যু গযবের পাকড়াও কাফিরের জন্য। কিন্তু মু'মিনের জন্য রহমত)।

ব্যাখ্যা ঃ 'আকস্মিক মৃত্যু আল্লাহর গজবের আলামত, কারণ আকস্মিক মৃত্যুবরণকারী আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে না। তাওবা ইসতিগফার করতে, গুনাহ্ খাতা মাফ করে নেবার সুযোগ পায় না। তবে এ হাদীসের মর্ম কাফিরদের ব্যাপারে প্রযোজ্য বলে আলেমগণ মনে করেন। হাদীসের শেষ ভাগে বায়হাকী ও রাজীন তাই নকল করেছেন। মোটকথা আকস্মিক মৃত্যু ভালো নেক লোকদের জন্য। আর বদ লোকদের জন্য খারাপ জিনিস।

١٥٢٤ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى شَابٍ وَّهُوَ فِى الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ اَرْجُوا اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاِنِّىْ اَخَافُ ذُنُوْبِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ ﷺ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِى قَلْبِ عَبْدٍ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطَنِ اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَايَرْجُوْ وَاٰمَنَهٗ مِمَّا يَخَافُ ـ رواه الترمذى و ابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِىّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

১৫২৪। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এক যুবকের কাছে গেলেন। যুবকটি সে সময় মৃত্যু শয্যায় শায়ীত ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার মনের অবস্থা এখন কি ? যুবকটি উত্তর দিলো, আমি আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। হে আল্লাহর রাসূল! কিন্তু এরপরও আমি আমার গুনাহ্ খাতার জন্য ভয় পাচ্ছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সময়ে এ যুবকের মতো আল্লাহর বান্দাহর মনে যে ভয় ও আশার সঞ্চার হয় আল্লাহ তা'আলা তাকে তাই দান করেন, গুনাহকে ভয় করে যে আশা সে পোষণ করে।"

–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইমাম তিরমিযী বলেন এ হাদীসটি গরীব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٥٢٥ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ فَانَّ هَوْلَ الْمُطَّلَعِ شَدِيْدٌ وَاِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ اَنْ يَّطُوْلَ عُمْرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْاِنَابَةَ ـ

رواه احمد.

১৫২৫। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মৃত্যু কামনা করো না। কেননা মৃত্যু যন্ত্রণা খুবই কঠিন জিনিস। মানুষের জীবন দীর্ঘ হওয়া নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দেন।–আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে 'মোত্তালা' শব্দ এসেছে। এর অর্থ হলো ওই উঁচু জায়গা যেখানে উঠে কোনো জিনিস দেখে। এখানে এ শব্দ দিয়ে সাকরাতুল মউত বা মৃত্যু যন্ত্রণা বুঝানো হয়েছে। মানুষ প্রথমতঃ মৃত্যু যন্ত্রণায়ই লিপ্ত হয়।

তাই মৃত্যু কামনা না করা উচিত। মৃত্যু কামনা করায় কোনো লাভ নেই। এটা ভালো কাজও নয়। এটা অধৈর্যের ও হতাশার লক্ষণ। মু'মিনের মনে এমন কামনার উদ্রেক হওয়া নিষেধ।

١٥٢٦ـ وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ جَلَسْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَّرَنَا وَرَقَّقَنَا فَبَكٰى سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فَاَكْثَرَ الْبُكَاءَ فَقَالَ يَالَيْتَنِىْ مُتُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا سَعْدُ اَعِنْدِىْ تَتَمَنَّى الْمَوْتَ فَرَدَّدَ ذَالِكَ ثَلٰثُ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ اِنْ كُنْتَ خُلِقْتَ لِلْجَنَّةِ فَمَا طَالَ عُمْرُكَ وَحَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌلَّكَ ـ رواه احمد.

১৫২৬। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলাম। তিনি আমাদেরকে অনেক নসীহত করলেন। আখিরাতের ভয় দেখিয়ে আমাদের মনকে বিগলিত করে ফেললেন। এ অবস্থায় হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস কাঁদতে লাগলেন, এবং বেশ কতক্ষণ

কাঁদলেন। তারপর বললেন, হায়! আমি যদি (শিশুকালেই) মারা যেতাম (তাহলে তো গুনাহ্ করতাম না আখিরাতের আযাব হতেও মুক্ত থাকতাম) একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে সাআদ! তুমি আমার সামনে মৃত্যু কামনা করছো। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর তিনি বললেন, সাআদ! তোমাকে যদি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তাহলে তোমার বয়স যতো দীর্ঘ হবে এবং যতো ভালো আমল তুমি করবে ততোই তোমার জন্য উত্তম হবে।–আহমাদ

١٥٢٧۔ وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى خَبَّابٍ وَّقَدِ اكْتَوٰى سَبْعًا فَقَالَ لَوْلَا اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَتَمَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَمْلِكُ دِرْهَمًا وَاِنَّ فِىْ جَانِبِ بَيْتِىَ الْاٰنَ لَاَرْبَعِيْنَ اَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ ثُمَّ اُتِىَ بِكَفَنِهٖ فَلَمَّا رَاٰهُ بَكٰى وَقَالَ لٰكِنْ حَمْزَةُ لَمْ يُوْجَدْ لَهٗ كَفَنٌ اِلَّا بُرْدَةٌ مَّلْحَاءُ اِذَا جُعِلَتْ عَلٰى رَأْسِهٖ قَلَصَتْ عَنْ قَدَمَيْهِ وَاِذَا جُعِلَتْ عَلٰى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهٖ حَتّٰى مُدَّتْ عَلٰى رَأْسِهٖ وَجُعِلَ عَلٰى قَدَمَيْهِ الْاِذْخِرُ ۔ رواه احمد والترمذى الا انه لم يَذْكُرْ ثُمَّ اُتِىَ بِكَفَنِهٖ الى اخره.

১৫২৭। হযরত হারিছা ইবনে মোদাররব (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার হযরত খাব্বাবের নিকট গেলাম (সে সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন) তিনি তার শরীরে সাত জায়গায় দাগ লাগিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ্র কাছে 'তোমরা মৃত্যু কামনা করো না' না শুনতাম, তাহলে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ্র সাথে আমার নিজেকে এরূপ দেখতে পেয়েছি যে, আমি একটি দিরহামেরও মালিক ছিলাম না। আর এখন আমার ঘরের কোণেও চল্লিশ হাজার দিরহাম পড়ে আছে। হযরত হারিছা বলেন, তারপর হযরত খাব্বাবের কাছে তার কাফনের কাপড় আনা হলো (যা খুবই উত্তম দামী কাপড় ছিলো) তিনি তা দেখে কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, যদিও এ কাপড় জায়েয কিন্তু হযরত আমীরে হামযার জন্য পুরো কাফনের কাপড় পাওয়া যায়নি। শুধু একটি কালো ও সাদা পুরাতন চাদর ছিলো। মাথা ঢাকলে পা খালি হয়ে যেতো। আবার পা ঢাকলে মাথা খালি হয়ে যেতো। অবশেষে এ চাদর দিয়েই মাথা ঢেকে দেয়া হয়েছিলো। আর পা ঢেকে দেয়া হয়েছিলো ইজখার ঘাস দিয়ে।–(আহমাদ, তিরমিযী)। কিন্তু ইমাম তিরমিযী ثُمَّ اُتِىَ بِكَفَنِهٖ হতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এ শব্দগুলো উল্লেখ করেননি।

٢ - بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ

২-মৃত্যু পথ যাত্রীর কাছে যা পড়া হয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٥٢٨- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ - مسلم.

১৫২৮। হযরত আবু সাঈদ ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যায় তাকে কালেমায়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর' তালকীন দিও। –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মৃত্যুর সময় এমনভাবে এ কলেমা পড়তে হবে যাতে মৃত্যুপথ যাত্রীর কানে এ শব্দগুলো যায়। সে সাথে সাথে মনে মনে কলেমা পড়তে পারে। তবে পড়ার জন্য নির্দেশ দেয়া যাবে না। এটা মোস্তাহাব।

١٥٢٩- وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ - رواه مسلم.

১৫২৯। "হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তির কাছে কিংবা কোনো মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে যাবে ভালো ভালো কথা বলবে। কারণ তোমরা তখন যা বলো, ফেরেশতারা (সাথে সাথে) আমীন আমীন বলেন।"-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্মবাণী হলো রোগী বা মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে এমন লোকের কাছে গেলে উত্তম উত্তম কথাবার্তা বলবে ও রোগীর জন্য আরোগ্যের দোয়া করবে। ওখানে অর্থহীন কথা আলোচনা করা ঠিক নয়। কারণ এ সময় ফেরেশতারাও উপস্থিত থাকেন। তাঁরা আলোচনার সাথে 'আমীন' 'আমীন' বলেন।

١٥٣٠- وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا اَمَرَهُ اللّٰهُ بِهٖ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهُمَا اِلاَّ اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهٗ خَيْرًا مِّنْهَا فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ مِّنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اِنِّىْ قُلْتُهَا فَاَخْلَفَ اللّٰهُ لِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ - رواه مسلم

১৫৩০। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো মুসলমান (কোনো ছোট বড়) বিপদে পতিত হয় এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী একথাগুলো বলে, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" অর্থাৎ "আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" "আল্লাহুম্মা আজিরনি ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফলী খাইরাম মিনহা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমার বিপদের জন্য আমাকে সওয়াব দাও। আর (এ বিপদে) যে জিনিস আমার হাত থেকে চলে গেছে তার উত্তম বিনিময় আমাকে দান করো"। তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে এ জিনিসের উত্তম বিনিময় দান করেন। হযরত উম্মে সালামা রাঃ বলেন, যখন আবু সালামা (অর্থাৎ তাঁর স্বামী) মারা গেলেন, আমি বললাম, "আবু সালামা রাঃ হতে উত্তম কোনো মুসলমান হতে পারে ? এ আবু সালামা, যিনি সকলের আগে সপরিবারে রাসূলুল্লাহর কাছে হিজরত করেছেন। তারপর আমি উপরোক্ত বাক্যগুলো পড়েছিলাম। বস্তুত আল্লাহ তাআলা আমাকে আবু সালামার স্থলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন (অর্থাৎ তাঁর সাথে উম্মে সালামার বিয়ে হয়েছে)।–মুসলিম

١٥٣١ـ وَعَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهٗ فَاَغْمَضَهٗ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الرُّوْحَ اِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِهٖ فَقَالَ لَاتَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهٗ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ ـ

رواه مسلم

১৫৩১। হযরত উম্মে সালামা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ আবু সালমার (আমার প্রথম স্বামী) কাছে আসলেন যখন তাঁর চোখ স্থির হয়ে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সঃ চোখগুলো বন্ধ করে দিলেন। তারপর তিনি বললেন, যখন রূহ কবজ করা হয় তখন তার দৃষ্টিশক্তিও চলে যায়। আবু সালামার পরিবার (একথা শুনে বুঝলেন, আবু সালামা ইন্তিকাল করেছেন)। তারা সকলে কাঁদতে ও চিল্লাতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের জন্য কল্যাণের দোয়া করো। কারণ তোমরা ভালো মন্দ যে দোয়াই করো ফেরেশতারা (সাথে সাথে) আমীন' আমীন বলে। তারপর তিনি এ দোয়া পাঠ করলেন, "আল্লাহুমাগফির লি আবি সালমাহ, ওয়ারফা দারাজাতাহু ফিল মাহাদিয়্যিন, ওয়াখলুকহু ফি আকাবিহি ফিল গাবিরীন, ওয়াগফিরলানা ওয়া লাহু ইয়া রাব্বাল আলামীন, ওয়াফসাহু লাহু ফি কাবরিহী, ওয়া নাওয়্যির লাহু ফিহি" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আবু সালামাকে মাফ করে দাও। হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। তার ছেড়ে যাওয়া লোকদের জন্য তুমি সহায় হয়ে যাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ও তাকে মাফ করে দাও। তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও। তার জন্য কবরকে নূরের আলোতে আলোকিত করে দাও।–মুসলিম

١٥٣٢۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ ۔ متفق عليه

১৫৩২। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁর পবিত্র শরীরের উপর ইয়ামিনী চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিলো।"–বুখারী ও মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٥٣٣۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِهٖ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ۔ رواه ابوداؤد

১৫৩৩। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।–আবু দাউদ

١٥٣٤۔ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِقْرَءُوْا سُوْرَةَ يٰسٓ عَلٰى مَوْتَاكُمْ ۔ رواه احمد وابوداؤد وابن ماجة

১৫৩৪। হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তির সামনে সূরা ইয়াসিন পড়ো।–আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ।

ব্যাখ্যা ঃ 'মৃত ব্যক্তি' অর্থ হলো মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি। এ সূরায় আল্লাহর যিকির, কিয়ামতের অবস্থা, জন্মমৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাই এ সূরাটি তখন পড়তে বলা হয়েছে। এছাড়া যেসব সূরায় এ ধরনের আলোচনা হয়েছে সেগুলোও পড়া যেতে পারে।

١٥٣٥۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَّهُوَ يَبْكِيْ حَتّٰى سَالَ دُمُوْعُ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى وَجْهِ عُثْمَانَ ۔ رواه الترمذى وابوداؤد وابن ماجة.

১৫৩৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান ইবনে মাযউনের মৃত্যুর পর তাঁকে চুমু দিয়েছেন। এরপর অঝোরে কেঁদেছেন, এমন কি তাঁর চোখের পানি হযরত ওসমানের চেহারায় টপকে পড়েছে।–তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

١٥٣٦ـ وَعَنْهَا قَالَتْ اِنَّ اَبَابَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ ـ

رواه الترمذى وابن ماجة

১৫৩৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এ হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁকে (চেহারা মুবারকে) চুমু খেয়েছিলেন।–তিরমিযী, ইবনে মাযাহ

١٥٣٧ـ وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ اَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَالَ اِنِّىْ لاَ اُرٰى طَلْحَةَ اِلاَّ قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوتُ فَاٰذِنُوْنِىْ بِهٖ وَعَجِّلُوْا فَاِنَّهٗ لاَيَنْبَغِىْ لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ اَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ اَهْلِهٖ ـ رواه ابوداؤد

১৫৩৭। হযরত হোসাইন ইবনে ওয়াহওয়াহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তালহা ইবনে বারাআ অসুখে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি তাঁর পরিবারের লোকজনকে বললেন, আমার মনে হচ্ছে তালহার উপর মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দিয়েছে। অতএব তার মৃত্যুর সাথে সথেই আমাকে খবর দিবে (যাতে আমি জানাযা পড়াবার জন্য আসতে পারি)। আর তোমরা তার দাফন কাফনের কাজ তাড়াতাড়ি করবে। কারণ মুসলমানের লাশ তার পরিবারের মধ্যে বেশীক্ষণ ফেলে রাখা ঠিক নয়।–আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٥٣٨ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِنُوْا مَوْتَاكُمْ "لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ" قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ لِلْاَحْيَاءِ قَالَ اَجْوَدُ وَاَجْوَدُ ـ رواه ابن ماجة

১৫৩৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মৃত্যুপথযাত্রীকে এ কালেমা পড়ার তালকীন দেবে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশীল আযীম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সুস্থ জীবিত ব্যক্তিদেরকে এ কালেমা শিখানো কেমন ? তিনি বললেন, খুব উত্তম, খুব উত্তম।–ইবনে মাযাহ

١٥٣٩ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ فَاِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا اخْرُجِىْ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِى الْجَسَدِ

الطَّيِّبِ أُخْرُجِيْ حَمِيْدَةً وَّأَبْشِرِيْ بِرَوْحٍ وَّرَيْحَانٍ وَّرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلاَ تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هٰذَا ؟ فَيَقُوْلُوْنَ فُلاَنٌ فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِى الْجَسَدِ الطَّيِّبِ ادْخُلِيْ حَمِيْدَةً وَّأَبْشِرِيْ بِرَوْحٍ وَّرَيْحَانٍ وَّرَبٍّ غَيْرِ - غَضْبَانَ فَلاَ تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى تَنْتَهِيَ اِلَى السَّمَاءِ الَّتِيْ فِيْهَا اللّٰهُ فَاِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوْءُ قَالَ اخْرُجِيْ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ كَانَتْ فِيْ الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ اُخْرُجِيْ ذَمِيْمَةً وَّأَبْشِرِيْ بِحَمِيْمٍ وَّغَسَّاقٍ وَّاٰخَرَ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٍ فَمَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هٰذَا ؟ فَيُقَالُ فُلاَنٌ فَيُقَالُ لاَ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيْثَةِ كَانَتْ فِى الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ ارْجِعِيْ ذَمِيْمَةً فَاِنَّهَا لاَ تُفْتَحُ لَكِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَصِيْرُ اِلَى الْقَبْرِ - رواه ابن ماجة

১৫৩৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট ফেরেশতাগণ আগমন করেন। যদি সে ব্যক্তি নেক ও সালেহ হয় (তার রূহকে রহমতের) ফেরেশতাগণ বলেন, হে পবিত্র নফস যা পবিত্র শরীরে ছিলে বের হয়ে আসো। আল্লাহ ও মাখলুকের নিকট তোমার প্রশংসা করা হয়েছে। তোমার জন্য আনন্দ ও প্রশান্তির শুভ সংবাদ, জান্নাতের পবিত্র রিযিকের, আর আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের, যিনি তোমার উপরে রাগান্বিত নন। তার নিকট ফেরেশতাগণ অনবরত একথা বলতে থাকবেন যে পর্যন্ত রূহ বের হয়ে না আসবে। তারপর ফেরেশতাগণ তা নিয়ে আকাশের দিকে চলে যাবেন। আকাশের দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হয়, যেখানে আল্লাহ আছেন। আর যদি লোকটি খারাপ হয় (অর্থাৎ কাফির হয়) তখন রূহ কবয করার ফেরেশতা বলেন, হে খবীছ জীবন যা খবীছ শরীরে ছিলে, এ অবস্থায়ই শরীর হতে বের হয়ে এসো। তোমার জন্য গরম পানি, পুঁজ ও অন্যান্য ধরনের আহারের শুভসংবাদ অপেক্ষা করছে। এ মৃতুপথযাত্রীর কাছে বার বার ফেরেশতারা একথা বলতে থাকবে, যে পর্যন্ত তার রূহ বের হয়ে না আসবে। তারপর তারা তার রূহকে আসমানের দিকে নিয়ে যাবে। তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হবে। জিজ্ঞেস করা হবে, এ ব্যক্তি কে? জবাব দেয়া হবে, 'অমুক ব্যক্তি'। এবার বলা হবে, এ খবীছ জীবনের জন্য কোনো স্বাগতম নেই, যা অপবিত্র দেহে ছিলো। তুমি ফিরে চলে যাও, তোমার বদনাম করা হয়েছে। তোমার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হবেনা। বস্তুত তাকে আসমান থেকে ফেলে দেয়া হবে এবং সে কবরের মধ্যে এসে পড়বে।–ইবনে মাযাহ

١٥٤٠ـ وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا خَرَجَتْ رُوْحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا قَالَ حَمَّادُ فَذَكَرَ مِنْ طِيْبِ رِيْحِهَا وَ ذَكَرَ الْمِسْكَ قَالَ وَيَقُوْلُ اَهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْاَرْضِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكِ وَعَلٰى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِيْنَهُ فَيُنْطَلَقُ بِهٖ اِلٰى رَبِّهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ انْطَلِقُوْا بِهٖ اِلٰى اٰخِرِ الْاَجَلِ قَالَ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا خَرَجَتْ رُوْحُهُ قَالَ حَمَّادٌ وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا وَّيَقُوْلُ اَهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ خَبِيْثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْاَرْضِ فَيُقَالُ انْطَلِقُوْا بِهٖ اِلٰى اٰخِرِ الْاَجَلِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَرَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَيْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلٰى اَنْفِهٖ هٰكَذَا ـ

رواه مسلم.

১৫৪০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন মু'মিনদের রূহ (তার শরীর থেকে) বের হয়, তখন দুজন ফেরেশতা তার কাছে আসেন, তাকে নিয়ে আকাশের দিকে রওনা হন। হযরত হাম্মাদ বলেন, এরপর রাসূল সাঃ অথবা আবু হুরাইরা রাঃ ঐ ব্যক্তির রূহের খুশবু ও মিশকের উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ সুগন্ধি বের হচ্ছিলো। তারপর রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন আকাশবাসীরা বলবে, পাক-পবিত্র রূহ জমিন হতে এসেছে। তারপর তার রূহকে উদ্দেশ্য করে বলবে, তোমার শরীরের উপর আল্লাহ রহমত করুন, কারণ তুমি একে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছো। এরপর এরা একে আল্লাহর কাছে আরশে আযীমে নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ হুকুম দেবেন, তাকে নিয়ে যাও, কিয়ামত পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যখন কাফের ব্যক্তির রূহ তার শরীর থেকে বের করে আনা হয়, তখন তার বদরূহ ও লাআনাতের উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর যখন তাদের রূহ আকাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে তখন আকাশবাসী বলেন, একটি নাপাক রূহ জমিন হতে এসেছে, তাকে নিয়ে যাও এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদরের কোণা তার নাকের উপর এভাবে রেখেছেন।–মুসলিম

١٥٤١ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا اُحْتُضِرَ الْمُؤْمِنُ اَتَتْ مَلٰئِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُوْلُوْنَ اخْرُجِيْ رَاضِيَةً مَّرْضِيًّا عَنْكِ اِلٰى رَوْحِ اللّٰهِ وَ رَيْحَانٍ وَّرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَتَخْرُجُ كَاَطْيَبِ رِيْحِ الْمِسْكِ حَتّٰى اَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتّٰى يَاْتُوْا بِهٖ اَبْوَابَ السَّمَاءِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا اَطْيَبَ هٰذِهِ الرِّيْحَ الَّتِيْ جَاءَتْكُمْ مِنَ الْاَرْضِ فَيَاْتُوْنَ بِهٖ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَهُمْ اَشَدُّ فَرَحًا بِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ بِغَائِبِهٖ يَقْدَمُ عَلَيْهِ فَيَسْاَلُوْنَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ فَيَقُوْلُوْنَ

دَعُوْهُ فَانَّهُ كَانَ فِيْ غَمِّ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ قَدْمَاتَ اَمَا اَتَاكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ قَدْ ذُهِبَ بِهٖ اِلٰى اُمِّهِ الْهَاوِيَةِ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا اُحْتُضِرَ اَتَتْهُ مَلٰئِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحٍ فَيَقُوْلُوْنَ اخْرُجِىْ سَاخِطَةً مَسْخُوْطًا عَلَيْكِ اِلٰى عَذَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَاَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَةٍ حَتّٰى يَاْتُوْنَ بِهٖ اِلٰى بَابِ الْاَرْضِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا اَنْتَنَ هٰذِهِ الرِّيْحَ حَتّٰى يَاْتُوْنَ بِهٖ اَرْوَاحَ الْكُفَّارِ ـ رواه احمد والنسائى

১৫৪১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন মু'মিনের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, ফেরেশতারা সাদা রেশমী কাপড় নিয়ে আসেন এবং রূহকে বলেন, তুমি আল্লাহ তাআলার উপর সন্তুষ্ট, আল্লাহও তোমার উপর সন্তুষ্ট এ অবস্থায় দেহ হতে বেরিয়ে এসো এবং আল্লাহ তাআলার করুণা, উত্তম রিযিক ও পরওয়ারদিগারের দিকে চলো, যিনি তোমার উপর রাগান্বিত নন। বস্তুতঃ মিশকের খুশবুর মতো রূহ দেহ হতে বেরিয়ে আসে। ফেরেশতাগণ (তাযীম তাকরীম) সহকারে তাকে হাতে হাতে নিয়ে চলে। এমন কি আসমানের দরজা পর্যন্ত নিয়ে আসে। ওখানে ফেরেশতাগণ পরস্পর বলাবলি করেন, কি পবিত্র খুশবু বাতাস যা জমিনের দিক হতে আসছে। তারপর তাকে মু'মিনদের রূহের কাছে (ইল্লিয়্যীনে) আনা হয়। ওই রূহগুলো এ রূহটিকে দেখে এভাবে খুশী হয়ে যায়, যেভাবে তোমাদের কেউ (সফর হতে ফিরে এলে তোমরা) এ সময় খুশী হয়ে যাও। তারপর সব রূহগুলো এ রূহটিকে জিজ্ঞেস করে, অমুক কি করে ? অমুক কি করে? তারা নিজেরা আবার বলাবলি করে, এখন এ রূহকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ কিছু জিজ্ঞেস করো না।) এখন যে দুনিয়ার শোকতাপে আছে। তারপর একটু স্বস্তির পরে (সে নিজেই বলে) অমুক ব্যক্তি যার সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞেস করেছিলে, সে মরে গেছে। সে কি তোমাদের কাছে আসেনি ? রূহগুলো বলে, তাকে তো তার (হাবিয়া জাহান্নামে) নিয়ে যাওয়া হয়েছে। (ঠিক এভাবে কোনো কাফিরের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তার কাছে আযাবের ফেরেশতা খারাপ কাপড়ের বিছানা নিয়ে আসেন, আর তার রূহকে বলেন, হে রূহ! আল্লাহর আযাবের দিকে বেরিয়ে এসো। এ অবস্থায় যে, তুমি আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট ছিলে, তিনিও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট। তারপর রূহ তার (কাফির ব্যক্তির) দেহ থেকে মুর্দার দুর্গন্ধ নিয়ে বেরিয়ে আসবে। ফেরেশতারা একে জমিনের দরজার দিকে নিয়ে যাবে। সেখানে ফেরেশতারা বলবে, কত খারাপ এ দুর্গন্ধ! তারপর এ রূহটিকে কাফিরদের রূহের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।–আহমাদ, নাসাই

ব্যাখ্যা ঃ মু'মিনের রূহ আ'লায়ে ইল্লিনে পৌঁছলে ওখানকার রূহগুলো উৎফুল্ল হয়ে যায়। যেমন দুনিয়ায় কোনো আপন মানুষ অনেক দিন পর আপনজনদের কাছে ফিরে আসলে তারা উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়। তারা পরিচিত অনেক লোকজনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, যাদেরকে তারা দুনিয়ায় ছেড়ে এসেছে। তারপর তারা নিজেরাই আবার বলে এখন থাকুক, সে একটু স্বস্তি নিক।

١٥٤٢ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ

الْاَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَاَنَّ عَلٰى رُءُوْسِنَا الطَّيْرَ وَفِىْ يَدِهٖ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهٖ فِى الْاَرْضِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ اِذَا كَانَ فِى انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَاِقْبَالٍ مِّنَ الْاٰخِرَةِ نَزَلَ اِلَيْهِ مَلاَئِكَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ بِيْضُ الْوُجُوْهِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِّنْ اَكْفَانِ الْجَنَّةِ حَنُوْطُ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَجْلِسُوْا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيْئُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتّٰى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهٖ فَيَقُوْلُ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِىْ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيْلُ كَمَا تَسِيْلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَاءِ فَيَاْخُذُهَا فَاِذَا اَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوْهَا فِىْ يَدِهٖ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتّٰى يَاْخُذُوْهَا فَيَجْعَلُوْهَا فِىْ ذٰلِكَ الْكَفَنِ وَفِىْ ذٰلِكَ الْحَنُوْطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَاَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ قَالَ فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا فَلاَ يَمُرُّوْنَ يَعْنِىْ بِهَا عَلٰى مَلاَءٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ اِلاَّ قَالُوْا مَا هٰذَا الرُّوْحُ الطَّيِّبُ فَيَقُوْلُوْنَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ بِاَحْسَنِ اَسْمَائِهِ الَّتِىْ كَانُوْا يُسَمُّوْنَهُ بِهَا فِى الدُّنْيَا حَتّٰى يَنْتَهُوا بِهَا اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُوْنَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوْهَا اِلَى السَّمَاءِ الَّتِىْ تَلِيْهَا حَتّٰى يُنْتَهٰى بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوْا كِتَابَ عَبْدِىْ فِىْ عِلِّيِّيْنَ وَاَعِيْدُوْهُ اِلَى الْاَرْضِ فَاِنِّى مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيْهَا اُعِيْدُهُمْ وَمِنْهَا اُخْرِجُهُمْ تَارَةً اُخْرٰى قَالَ فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِىْ جَسَدِهٖ فَيَاتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ فَيَقُوْلاَنِ مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ دِيْنِىَ الْاِسْلاَمُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَاٰمَنْتُ بِهٖ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِىْ فَاَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى

الْجَنَّةِ قَالَ فَيَاتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا فَيُفْسَحُ لَهُ فِى قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيْهِ رَجُلٌ اَحْسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيْحِ فَيَقُوْلُ اَبْشِرْ بِالَّذِى يَسُرُّكَ هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِىْ كُنْتَ تُوْعَدُ فَيَقُوْلُ لَهُ مَنْ اَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيْئُ بِالْخَيْرِ فَيَقُوْلُ اَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُوْلُ رَبِّ اَقِمِ السَّاعَةَ رَبِّ اَقِمِ السَّاعَةَ حَتّٰى اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِىْ وَمَالِىْ قَالَ وَاِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ اِذَا كَانَ فِى اِنْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَاِقْبَالٍ مِّنَ الْاٰخِرَةِ نَزَلَ اِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلاَئِكَةٌ سُوْدُ الْوُجُوْهِ مَعَهُمُ الْمُسُوْحُ فَيَجْلِسُوْنَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيْئُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتّٰى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُوْلُ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ اخْرُجِى اِلٰى سَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ قَالَ فَتَفَرَّقُ فِىْ جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْزَعُ السُّفُّوْدُ مِنَ الصُّوْفِ الْمَبْلُوْلِ فَيَأْخُذُهَا فَاِذَا اَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوْهَا فِى يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتّٰى يَجْعَلُوْهَا فِىْ تِلْكَ الْمُسُوْحِ وَتَخْرُجُ مِنْهَا كَاَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَةٍ وُّجِدَتْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا فَلاَ يَمُرُّوْنَ بِهَا عَلٰى مَلاَءٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ اِلاَّ قَالُوْا مَا هٰذَا الرُّوْحُ الْخَبِيْثُ فَيَقُوْلُوْنَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ بِاَقْبَحِ اَسْمَائِهِ الَّتِى كَانَ يُسَمّٰى بِهَا فِى الدُّنْيَا حَتّٰى يَنْتَهٰى بِهِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلاَ يُفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْخِيَاطِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوْا كِتَابَهُ فِى سِجِّيْنٍ فِى الْاَرْضِ السُّفْلٰى فَتُطْرَحُ رُوْحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَأَ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ - فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِى جَسَدِه وَيَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِه فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهُ هَاهُ لاَاَدْرِىْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا دِيْنُكَ ؟ فَيَقُوْلُ هَاهُ هَاهُ لاَ اَدْرِىْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيْكُمْ ؟ فَيَقُوْلُ هَاهُ هَاهُ لاَ اَدْرِى فَيُنَادِى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَاَفْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى النَّارِ فَيَاْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا

وَسَمُوْمِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلاَعُهُ وَيَاْتِيْهِ رَجُلٌ قَبِيْحُ الْوَجْهِ قَبِيْحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيْحِ فَيَقُوْلُ اَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُوْءُكَ هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ فَيَقُوْلُ مَنْ اَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيْءُ بِالشَّرِّ فَيَقُوْلُ اَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيْثُ فَيَقُوْلُ رَبِّ لاَتُقِمِ السَّاعَةَ وَفِيْ رِوَايَةٍ نَحْوَهُ وَزَادَا فِيْهِ اِذَا خَرَجَ رُوْحُهُ صَلّٰى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَفُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ بَابٍ اِلاَّ وَهُمْ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ اَنْ يُعْرَجَ بِرُوْحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ وَتُنْزَعُ نَفْسُهُ يَعْنِي الْكَافِرَ مَعَ الْعُرُوْقِ فَيَلْعَنُهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ بَابٍ اِلاَّ وَهُمْ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ اَنْ لاَّ يُعْرَجَ رُوْحُهُ مِنْ قِبَلِهِمْ ـ رواه احمد.

১৫৪২। হযরত বারায়া ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক আনসারীর জানাযায় কবরের কাছে গেলাম। (তখনো কবর তৈরী করা শেষ হয়নি বলে) লাশ কবরস্থ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় বসে থাকলেন। আমরাও তাঁর আশে পাশে (চুপচাপ) বসে আছি, যেমন আমাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। রাসূলুল্লাহর হাতে ছিলো একটি কাঠ। তা দিয়ে তিনি (নিবিষ্টভাবে) মাটি নাড়া চাড়া করছিলেন। তারপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো। একথা তিনি দুই বার কি তিনবার বললেন। তার পর তিনি বললেন। মু'মিন বান্দাহ দুনিয়ার জীবন শেষ করে পরকালের দিকে যখন ফিরে (মৃত্যুর কাছাকাছি হয়) তখন আসমান থেকে খুবই আলোকজ্জ্বল চেহারার কিছু ফেরেশতা তার কাছে যান। তাঁদের চেহারা যেনো সূর্য। তাঁদের সাথে (জান্নাতের রেশমী কাপড়ের) কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি থাকবে। তারা তার দৃষ্টির দূর সীমায় বসবে। তারপর মালাকুল মউত আসবেন, তার মাথার কাছে বসবেন ও বলবেন, হে পবিত্র আত্ম! আল্লাহর মাগফিরাত ও তার সন্তুষ্টির কাছে পৌছবার জন্য দেহ থেকে বেরিয়ে আসো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একথা শুনে মু'মিন বান্দার রূহ তার দেহ হতে এভাবে বেরিয়ে আসে যেমন মোশক হতে পানির ফোটা বেয়ে পড়ে। তখন মালাকুল মউত এ রূহকে নিয়ে নেন। মালাকুল মউত তাকে নেবার পর অন্যান্য ফেরেশতাগণ এ রূহকে মালাকুল মউতের হাতে এক পলকের জন্যও থাকতে দেন না। তাদের হাতে নিয়ে নেন ও তাদের হাতে থাকা কাফন ও খুশবুর মধ্যে রেখে দেন। তখন এ রূহ হতে উত্তম সুগন্ধি ছড়াতে থাকে যা তার পৃথিবীতে পাওয়া সর্বোত্তম সুগন্ধির চেয়ে উত্তম সুগন্ধির মতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর ওই ফেরেশতারা এ রূহকে নিয়ে আকাশের দিকে রওয়ানা হন (যাবার পথে) সাক্ষাত হওয়া ফেরেশতাদের কোনো একটি দলও এ 'পবিত্র রূহ কার' জিজ্ঞেস করতে ছাড়েননি। তারা উত্তর দিয়েছে অমুকের

পুত্র অমুক। তাকে তার উত্তম নাম ও যেসব নামে তাকে দুনিয়ায় ডাকা হতো, পরিচয় দিতে দিতে চলতেন। এভাবে তারা এ রূহকে নিয়ে প্রথম আসমানে পৌঁছেন ও আসমানের দরজা খোলাতেন, যা তাদের জন্য খুলে দেয়া হতো। প্রত্যেক আসমানের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ এদের সাথে দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত যেতো। এভাবে সাত আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া হতো। (এ সময়) আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, এ বান্দার আমলনামা 'ইল্লিয়্যীনে' লিখে রাখো আর রূহকে জামীনে (কবরে) পাঠিয়ে দাও (যাতে কবরের) সওয়াল জবাবের জন্য তৈরি থাকে। কারণ আমি তাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। আর মাটিতেই তাদেরকে ফেরৎ পাঠিয়েছি। আর এ মাটি হতেই আমি তাদেরকে আবার উঠাবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর আবার এ রূহকে নিজের দেহের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। তারপর তার কাছে দুজন ফেরেশতা (মুনকির নাকীর) এসে তাকে বসিয়ে নেন। তারপর তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার 'রব' কে ? সে উত্তর দেয়, আমার 'রব' 'আল্লাহ'। আবার তারা দু'জন জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি ? তখন সে উত্তর দেয়, আমার দীন 'ইসলাম'। আবার তারা দুই ফেরেশতা প্রশ্ন করেন, এ ব্যক্তি কে ? যাঁকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিলো। সে ব্যক্তি উত্তর দিবে, ইনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর তারা দুজন বলবেন, তুমি কিভাবে জানলে ইনি রাসূল। ওই ব্যক্তি বলবে, আমি 'আল্লাহর কিতাব' পড়েছি, তাই আমি তাঁর উপর ঈমান এনেছি ও তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী (আল্লাহ) আহ্বান করে বলবেন, আমার বান্দাহ সত্যবাদী। অতএব তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছাও, তাকে পরিধান করাও জান্নাতের পোশাক পরিচ্ছদ, তার জন্য জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দাও। (তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে দরজা দিয়ে তার জন্য জান্নাতের হাওয়া ও খুশবু আসতে থাকবে। তারপর তার কবরকে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর একজন সুন্দর চেহারার লোক ভালো কাপড় চোপড় পরে সুগন্ধি লাগিয়ে তার কাছে আসবে। তাকে বলবে, তোমার জন্য শুভ সংবাদ, যা তোমাকে খুশী করবে। এটা সেদিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাকে দেয়া হয়েছিলো। সে ব্যক্তি বলবে, তুমি কে ? তোমার চেহারার মতো লোক কল্যাণ নিয়েই আসে। তখন সেই ব্যক্তি বলবে, আমি তোমার নেক আমল। মু'মিন ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! তুমি কিয়ামত কায়েম করে ফেলো। হে আল্লাহ! তুমি কেয়ামত কায়েম করে ফেলো। আমি যেনো আমার পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদের কাছে যেতে পারি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কাফির ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন শেষ করে যখন আখেরাতের দিকে পদার্পণ করবে, আসমান থেকে আযাবের ফেরেশতাগণ নাযিল হয়ে আসবে। তাদের চেহারা নিকষ কালো। তাদের সাথে কাঁটাযুক্ত কাফনের কাপড় থাকবে। তারা চোখের দৃষ্টির শেষ সীমায় এসে বসবে। তারপর মালাকুল মউত আসবেন ও তার মাথার কাছে বসবেন এবং বলবেন, হে নিকৃষ্ট আত্মা! আল্লাহর আযাবে লিপ্ত হবার জন্য তাড়াতাড়ি দেহ হতে বের হয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কাফেরের রূহ এ কথা শুনে তার গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মালাকুল মউত তার রূহকে শক্তি প্রয়োগ করে টেনে হেঁচড়ে বের করে নিয়ে আসেন, যে

ভাবে লোহার গরম শলাকা ভিজা পশম হতে টেনে বের করা হয় (আর এতে পশম আটকে থাকে)।

মালাকুল মউত রূহ বের করে আনার পর অন্যান্য ফেরেশতাগণ এ রূহকে মালাকুল মউতের হাতে এক পলকের জন্য থাকতে দেন না বরং তারা নিয়ে (কাফনের কাপড়ে) মিশিয়ে দেন। এ রূহ হতে মুর্দারের দুর্গন্ধ বের হয় যা দুনিয়ায় পাওয়া যেতো। এ ফেরেশতারা এরূহকে নিয়ে আসমানের দিকে চলে যান। যখন ফেরেশতাদের কোনো দলের কাছে পৌছেন, তারা জিজ্ঞেস করে, এ নাপাক রূহ কার ? ফেরেশতারা জবাব দেয়, এটা হলো অমুক ব্যক্তির সন্তান অমুক। তাকে খারাপ নাম ও খারাপ বিশেষণে ভুষিত করেন, যেসব নামে তাকে দুনিয়ায় ডাকা হতো। এভাবে যখন আসমান পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়া হতো, তার জন্য আসমানের দরজা খুলতে বলা হতো। কিন্তু আসমানের দরজা তার জন্য খোলা হতো না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দলিল হিসাবে) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, (অনুবাদ) "ওই কাফিরদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবেনা, আর না তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যে পর্যন্ত উট সুঁইয়ের ছিদ্র পথে প্রবেশ করবে।" এবার আল্লাহ তাআলা বলবেন, তার আমলনামা সিজ্জীনি লিখে দাও যা যমীনের নীচ তলায়। বস্তুত কাফিরদের রূহ (নিচে) নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়া হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর কথার স্বপক্ষে) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "(অনুবাদ) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করেছে, সে যেনো আকাশ হতে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাকে পশু পাখী ঠুকরিয়ে নেয় (অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যায়)। অথবা ঝড়ো বাতাস তাকে (উড়িয়ে নিয়ে) দূরে নিক্ষেপ করে ফেলে দেয় অর্থাৎ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়)" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর তার রূহকে তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। (এসময়) দুই জন ফেরেশতা তার কাছে আসেন। বসিয়ে দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার রব কে ? (সে কাফের ব্যক্তি কোনো সদুত্তর দিতে না পেরে) বলবে, "হায়! হায়! আমি কিছু জানিনা।" তারপর তারা দুইজন জিজ্ঞেস করবেন, "তোমার দীন কি ?" সে (কাফের ব্যক্তি) বলবে, "হায়! হায়! আমি কিছু জানি না।" তারপর তারা দুজন জিজ্ঞেস করবেন, "এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিলো ?" সে বলবে, "হায়! হায়! আমি কিছু জানি না।" তখন আসমান থেকে একজন আহবানকারী আহবান করে জানাবেন। এ ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে, অতএব, তার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও, তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। (তখন সেই দরজা দিয়ে তার কাছে) জাহান্নামের ও গরম বাতাস আসতে থাকবে। তার কবরকে এতো সংকীর্ণ করা হবে যে, (দুই পাশ মিলে যাবার পর) তার পাঁজরের এদিকের (হাড়গুলো) ওদিকে, ওদিকেরগুলো এদিকে বের হয়ে আসবে। তারপর তার কাছে একটি কুৎসিত চেহারার লোক আসবে, তার পরণে থাকবে ময়লা নোংরা কাপড়। তার থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকবে। এ কুৎসিত লোকটি (কবরে শায়িত লোকটিকে) বলতে থাকবে, তুমি একটি খারাপ খবরের সংবাদ শুনো যা তোমাকে চিন্তায় ও শোকে-দুঃখে লিপ্ত করবে। আজ ওইদিন, যে দিনের ওয়াদা (দুনিয়ায়) তোমাকে করা হয়েছিলো। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে ? তোমার চেহারা এতো কুৎসিত যে, এরা

খারাপ ছাড়া কোনো (ভালো) খবর নিয়ে আসতে পারে না। সে লোকটি বলবে, "আমি তোমার বদ আমল"। একথা শুনে ওই মুর্দা ব্যক্তি বলবে। হে আমার পরোয়ারদিগার! "তুমি কিয়ামাত কায়েম করো না।

আর একটি বর্ণনায় এতটুকু বেশী বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তার (মু'মিনের) রূহ বের হয়ে যায়, আসমান ও যমীনের মধ্যে যতো ফেরেশতা ও আকাশের সব ফেরেশতা তার উপর রহমত পাঠাতে থাকে। তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক আসমানের দরজার ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার কাছে এ মু'মিনের রূহ তার কাছ থেকে আসমানের দিকে নিয়ে যাবার আবেদন জানায় (যাতে এ ফেরেশতা মু'মিনের রূহের সাথে চলার মর্যাদা লাভ করতে পারে।) আর কাফেরের রূহ তার রগের সাথে সাথে টেনে বের করা হয়। অতএব, আসমান ও জমিনের মধ্যে যতো ফেরেশতা ও আকাশের সব ফেরেশতা তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকে। আসমানের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। সমস্ত দরজার প্রত্যেক ফেরেশতা (আল্লাহর নিকট) আবেদন জানায়, তার দরজা কাছ দিয়ে যেনো তার রূহকে আকাশে উঠানো না হয়।–আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ 'ইল্লিয়্যীন' হলো সাত আসমানে একটি জায়গার নাম। এখানে নেক লোকদের 'আমল নামা' বিদ্যমান থাকে। মুমিনদের রূহ এখানে প্রথমে পৌছে। আর 'সিজ্জীন' হলো সপ্তম যমীনের নীচে জাহান্নামের একটি গভীরতম স্থানের নাম। এখানে জাহান্নামীদের আমলনামা রাখা হয়।

١٥٤٣ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا اَلْوَفَاةُ اَتَتْهُ أُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ، فَقَالَتْ : يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ! إِنْ لَقِيْتَ فُلاَنًا فَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّى السَّلاَمَ. فَقَالَ : غَفَرَ اللّٰهُ لَكِ يَا أُمَّ بِشْرٍ! نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ : يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! اَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "إِنَّ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ" ؟ قَالَ : بَلٰى، قَالَتْ : فَهُوَ ذَاكَ ـ

رواه ابن ماجه والبيهقى فى كتاب "البعث والنشور.

১৫৪৩। হযরত আবদুর রহমান ইবনে কা'আব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (আমার পিতা) হযরত কা'বের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে হযরত ইবনে মারুর কন্যা হযরত উম্মে বিশর তার কাছে এলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আবু আবদুর রহমান! (হযরত কা'আবের ডাক নাম) আপনি মৃত্যুবরণ করার সময় (আলামে বারযাখে) অমুক ব্যক্তির সাথে দেখা হলে তাকে আমার সালাম বলবেন। একথা শুনে হযরত কা'আব বললেন, হে উম্মে বিশর! আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। ওখানে আমার সবচেয়ে বেশী ব্যস্ততা থাকবে। তখন উম্মে বিশর বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাঃ-কে একথা বলতে শুনেননি ? 'আলামে

বারযাখে' মুমিনদের রূহ সবুজ পাখির কালেবে থেকে জান্নাতের গাছসমূহ হতে ফল ফলাদি খেতে থাকবে। হযরত কা'আব বললেন, হাঁ, আমি শুনেছি। উম্মে বিশর বললেন, এটা হলো সেটা (অর্থাৎ আপনি এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন বলে আশা করা যায়।
–ইবনে মাযাহ, বায়হাকী

١٥٤٤۔وَعَنْهُ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ تَعْلُقُ فِيْ شَجَرِ الْجَنَّةِ، حَتّٰى يُرْجِعَهُ اللّٰهُ فِيْ جَسَدِهٖ يَوْمَ يَبْعَثُهُ". رواه مالك والنسائى، والبيهقي فىْ كتاب "البعث والنشور".

১৫৪৪। "হযরত আবদুর রহমান ইবনে কা'আব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা (হযরত কা'আব) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মু'মিনের রূহ (আলমে বারযাখে) পাখীর কালেবে থেকে জান্নাতের গাছ থেকে ফল ফলারী খেতে থাকবে যে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাকে উঠাবার দিন এ রূহ তার শরীরে ফিরিয়ে না দেবেন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন)।"–মালিক, নাসাই, বায়হাকী

١٥٤٥۔ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَمُوْتُ ، فَقُلْتُ : اِقْرَأْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ السَّلَامَ. رواه ابن ماجه

১৫৪৫। হযরত মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একবার) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহর কাছে গিয়েছিলাম, তখন তিনি মৃত্যু শয্যায়। আমি তাঁর কাছে আরয করলাম, (আপনি আলামে বারযাখে পৌঁছে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার সালাম দেবেন।"-ইবনে মাজাহ

٣۔ باب غسل الميت وتكفينه

৩-মাইয়্যেতের গোসল ও কাফন

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٥٤٦۔ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ : اَغْسِلْنَهَا ثَلٰثًا أَوْخَمْسًا اَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ. فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ، فَأَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ : "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ" وفِيْ رِوَايَة : "اِغْسِلْنَهَا وِتْرًا : ثَلٰثًا أَوْ خَمْسًا أَوْسَبْعًا، وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ

الْوُضُوءِ مِنْهَا" وَقَالَتْ : فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا ـ متفق عليه

১৫৪৬। হযরত উম্মে আতিয়াহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা (যায়নাবকে) গোসল করাচ্ছিলাম, এ সময় তিনি আমাদের কাছে এলেন। তিনি বললেন, তোমরা তিনবার, পাঁচবার, প্রয়োজন বোধ করলে এর চেয়ে বেশী পানি ও বরই পাতা দিয়ে তাকে গোসল দাও। আর শেষ বার দিবে 'কাফুর'। অথবা বলেছেন, কাফুরের কিছু অংশ পানিতে ঢেলে দিবে, গোসল করাবার পর আমাকে খবর দিবে। তাঁকে গোসল করাবার পর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর দিলাম। তিনি এসে তহবন্দ বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, এ তহবন্দটি তাঁর শরীরের সাথে লাগিয়ে দাও। আর এক বর্ণনার ভাষা হলো, তাকে বেজোড়া তিন অথবা পাঁচ অথবা সাতবার (পানি ঢেলে) গোসল দাও। আর গোসল ডান দিক থেকে ওযুর জায়গাগুলো দিয়ে শুরু করবে। হযরত 'উম্মে আতিয়াহ্ রাঃ বলেন, আমরা তার চুলকে তিনটি বেনী বানিয়ে পেছনের দিকে ছেড়ে দিলাম।–বুখারী, মুসলিম

١٥٤٧ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَّمَانِيَةٍ، بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَعِمَامَةٌ ـ

متفق عليه.

১৫৪৭। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে। যা সাদা ইয়েমেনী ও সুহূলে উৎপাদিত রুই ছিলো। এতে কোনো সিলাই করা কূর্তা ছিলো না, পাগড়ীও ছিলো না।–বুখারী, মুসলিম

١٥٤٨ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ". رواه مسلم.

১৫৪৮। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন তোমাদের কোনো ভাইকে কাফন দিবে। তার উচিত উত্তম কাফন দেয়া।–মুসলিম

١٥٤٩ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : إِنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اغْسِلُوْهُ بِمَا وَّسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تَمَسُّوْهُ بِطِيْبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ : فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" متفق عليه.ـ سَنَذْكُرُ حَدِيْثَ خَبَّابٍ : قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فِيْ "بَابِ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ ؛ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

১৫৪৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (হজ্জের সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। তার উটটি (তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিলো) তার ঘাড় ভেঙে দিলো। তিনি এহরাম বাঁধা ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দাও। আর তাকে তার দুটি কাপড় দিয়ে কাফন দাও, তার গায়ে কোনো সুগন্ধি মাখিও না, তার মাথাও ঢেকো না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন 'লাব্বাইক' বলা অবস্থায় উঠানো হবে।–বুখারী ও মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٥٥٠ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلْبِسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ، وَمِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الأَثْمِدُ، فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ". رواه أبوداؤد ،والترمذى وروى ابن ماجه الى "مَوْتَاكُمْ".

১৫৫০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে, কারণ সাদা কাপড়ই সবচেয়ে ভালো কাপড়। আর মুর্দারকে সাদা কাপড় দিয়েই কাফন দিবে। তোমাদের জন্য সুরমা হলো 'ইসমিদ' কারণ এ সুরমা ব্যবহারে তোমাদের চোখের পাপড়ি নতুন করে গজায় ও চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে।–আবু দাউদ, তিরমিযী। ইবনে মাযাহ্ এ বর্ণনাটিকে মাওতাকুম পর্যন্ত উদ্ধৃত করেছেন।"

١٥٥١ـ وَعَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لاَ تُغَالُوْا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيْعًا. رواه أبو داؤد.

১৫৫১। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কাফনে খুব বেশী মূল্যবান কাপড় ব্যবহার করবে না। কারণ এ কাপড় খুব তাড়াতাড়ি ছিনিয়ে নেয়া হয়।–আবু দাউদ

١٥٥٢ـ وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ،أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ، فَلَبِسَهَا، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهُ ﷺ يَقُوْلُ : "الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِيْ ثِيَابِهِ الَّتِيْ يَمُوْتُ فِيْهَا ـ رواه أبوداود

১৫৫২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি নতুন কাপড় আনালেন এবং তা পরিধান করলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ-কে বলতে শুনেছি, মুর্দাকে (হাশরের দিন) এ কাপড়েই উঠানো হবে, যে কাপড়ে সে মৃত্যুবরণ করে।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে কিয়ামতের দিন মানুষ নগ্ন অবস্থায় উঠবে।

١٥٥٣- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ، خَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ - رواه أبو داؤد

১৫৫৩। হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম 'কাফন' হলো "হুল্লাহ্", আর সর্বোত্তম কুরবানীর পশু হলো শিংওয়ালা দুম্বা।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ হুল্লাহ অর্থ হলো মূলত কাফনের কাপড়। এর মধ্যে চাদর, লুঙ্গী ও নীচের কামিস গণ্য।

١٥٥٤- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلٰى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيْدُ وَالْجُلُوْدُ، وَأَنْ يُدْفَنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ - رواه أبوداؤد، وابن ماجه.

১৫৫৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহোদ যুদ্ধের 'শহীদদের' শরীর থেকে লোহা, (হাতিয়ার, শিরস্ত্রান) চামড়া ইত্যাদি (যা রক্তমাখা নয়) খুলে ফেলার ও তাদেরকে তাদের রক্তমাখা কাপড়চোপড় ও রক্তসহ দাফন করতে নির্দেশ দেন।–আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٥٥٥- عَنْ سَعْدِبْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اُتِىَ بِطَعَامٍ وكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّىْ كُفِّنَ فِى بُرْدَةٍ اِنْ غُطِّىَ رَأْسُهٗ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَ اِنْ غُطِّىَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهٗ وَأُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّىْ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَابُسِطَ اَوْ قَالَ اُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا اُعْطِيْنَا وَلَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِىْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ - رواه البخارى،

১৫৫৫। হযরত সা'দ ইবনে ইবরাহীম হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা ইবরাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রোযা রেখেছিলেন। (সন্ধ্যায়) তাঁর খাবার আনানো হলো। (তখন) তিনি বললেন, "হযরত মাসআব ইবনে উমাইর রাঃ যাকে ওহোদ যুদ্ধে শহীদ করে দেয়া হয়েছিলো, আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। কিন্তু তাঁকে শুধু একটি চাদর দিয়ে দাফন করা হয়েছিলো। এ একটি কাপড় দিয়ে যদি মাথা ঢাকা হতো পা খুলে যেতো আর পা ঢাকা হলে মাথা খুলে যেতো। (সর্বশেষে (চাদর দিয়ে) তার মাথা ঢেকে পাগুলোর উপর 'ইযখির' (ঘাস) দেয়া হয়েছিলো।) (হাদীসের রাবী) হযরত ইবরাহীম বলেন, আমার মনে হয় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ একথাও বলেছেন, হযরত হামযা যাকেও (ওহোদ যুদ্ধে) শহীদ করে দেয়া হয়েছিলো, আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, (মাসআবের মতো) তাঁরও এক চাদরে দাফন নসীব হয়েছিলো। (এখন মুসলমানদের দারিদ্র আল্লাহর ফযলে দূর হয়েছে) আমাদের জন্য এখন দুনিয়া বেশ প্রশস্ত হয়েছে, যা প্রকাশ্য। অথবা তিনি বলেছেন, "দুনিয়া এখন আমাদেরকে এতো পর্যাপ্ত পরিমাণে দেয়া হয়েছে যে, আমার ভয় হয় আমাদের নেক কাজের বিনিময় ফল আমরা পূর্বাহ্নেই দুনিয়াতে পেয়ে যাই কিনা। অতপর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ কাঁদতে লাগলেন, এমন কি পরিশেষে সামনের খাবার ছেড়ে দিলেন।-বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ বুঝা গেলো, তিন বা দুই টুকরো কাপড় না পেলে এক কাপড়ে দাফন করা যায়। না পেলে কোনো কাপড় ছাড়াই ঘাস-পাতা দিয়ে দাফন করবে।

١٥٥٦ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ اُبَىٍّ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَاَمَرَبِهِ فَاُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَنَفَثَ فِيْهِ مِنْ رِّيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ قَالَ وَ كَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيْصًا ـ متفق عليه.

১৫৫৬। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনাফিক দরপতি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে নামিয়ে ফেলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে কবর থেকে উঠাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। কবর থেকে উঠাবার পর রাসূলুল্লাহ তাকে তাঁর দুই হাঁটুর উপর রাখলেন। নিজের মুখের পবিত্র থুথু তার মুখে দিলেন। নিজের জামা তাকে পরালেন। হযরত জাবের রাঃ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই হযরত আব্বাসকে নিজের জামা পরিয়েছিলেন।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মদীনায় মুনাফিকদের বিখ্যাত নেতা ছিলো। ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য কোনো চেষ্টা প্রচেষ্টা সে বাদ রাখেনি। এর পরও রাসূলুল্লাহ সঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর লাশের সাথে এতো ইহসান কেনো করলেন এটা একটা প্রশ্ন।

এর কারণ হিসেবে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, হযরত আব্বাস রাঃ বদরের যুদ্ধের অনেক আগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। কিন্তু কিছু অপারগতার কারণে তিনি তা প্রকাশ করেননি। ঠিক এ অবস্থায় তাকে মুশরিকদের পক্ষ হয়ে বদরের যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাসের ইসলাম গ্রহণের

কথা জানতেন বলে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যুদ্ধে তাঁকে হত্যা না করার জন্য। যুদ্ধ শেষে হযরত আব্বাসকে বন্দী করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হয়। তখন তাঁর গায়ে কোনো কাপড় ছিলো না। তিনি দীর্ঘদেহী হবার কারণে কারো জামা তার গায়ে লাগেনি। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও ছিলো দীর্ঘদেহী মানুষ। এ অবস্থায় সে হযরত আব্বাসকে তার জামা দান করেছিলো। অনন্যোপায় হয়ে তখন তা গ্রহণও করা হয়েছিলো। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর মৃত্যুর পর তার সাথে এ ইহ্সানের আচরণ করেছিলেন।

٤- بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَازَةِ وَالصَّلٰوةِ عَلَيْهَا

৪-জানাযার সাথে যাওয়া ও জানাযার নামাযের বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٥٥٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ تَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. متفق عليه.

১৫৫৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জানাযা নামায তাড়াতাড়ি পড়বে। কারণ জানাযা যদি নেক মানুষের হয় তাহলে তার জন্য কল্যাণ। কাজেই তাকে কল্যাণের দিকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও। যদি সে এরূপ না হয়, তাহলে সে খারাপ। তাই তাকে তাড়াতাড়ি নিজের ঘাড় থেকে নামিয়ে দাও।–বুখারী, মুসলিম

١٥٥٨- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِيْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِاَهْلِهَا يَاوَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ. رواه البخارى

১৫৫৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জানাযা প্রস্তুত হয়ে গেলে লোকেরা যখন তাকে কাঁধে নেয় সে জানাযা যদি নেক লোকের হয় তাহলে সে নিজ লোকদেরকে বলে, (আমাকে আমার মঞ্জিলের দিকে) তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো। আর যদি বদ লোকের হয়, সে

তার নিজ লোকদেরকে বলে, হায়! হায়! আমাকে কোথায় নিয়ে চলছো। মুর্দারের কথার এ আওয়াজ মানুষ ছাড়া সবাই শুনে। যদি মানুষ এ আওয়াজ শুনতো তাহলে বেহুশ হয়ে ঘুরে পড়ে যেতো।—বুখারী

١٥٥٩ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ. - متفق عليه

১৫৫৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে এ হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন কোনো লাশ দেখবে, দাঁড়িয়ে যাবে। যারা জানাযার সাথে থাকবে তারা যেনো জানাযা লোকদের কাঁধ থেকে মাটিতে অথবা কবরে রাখার আগে না বসে।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য হলো মাইয়্যেতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। আর জানাযা দেখলে যেনো বেপরোয়া ভাব না দেখায়। বরং ভয়ে ভীত হয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকে। এমন দিন তার জন্যও অপেক্ষা করছে, এ কথা যেনো মনে উদ্রেক হয়।

١٥٦٠ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ انَّهَا يَهُوْدِيَّةٌ فَقَالَ انَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَاذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا. متفق عليه

১৫৬০। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি জানাযা যাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও তার সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো এক ইয়াহুদী মহিলার জানাযা। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, মৃত্যু একটি ভীতিপ্রদ বিষয়। অতএব যখনই তোমরা জানাযা দেখবে দাঁড়িয়ে যাবে।—বুখারী, মুসলিম

١٥٦١ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا وَ قَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِيْ فِي الْجَنَازَةِ - رواه مسلم. وَفِيْ رواية مالك وابى داؤد قَامَ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ.

১৫৬১। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাযা দেখে দাঁড়াতে দেখলাম। তাই আমরাও তার সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি যখন বসলেন, আমরাও বসলাম।—(মুসলিম) ইমাম মালিক ও আবু দাউদের বর্ণনার ভাষা হলো, "তিনি জানাযা দেখে দাঁড়াতেন, তারপর তিনি বসতেন।"

١٥٦٢ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ

اَلْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلَ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ. متفق عليه.

১৫৬২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জানাযায় ঈমান ও ইহ্তিসাবের সাথে অংশগ্রহণ করে, এমন কি তার জানাযার নামায পড়ে কবরে দাফন করা পর্যন্ত সাথে থাকে। তাহলে এ ব্যক্তি দুই 'কীরাত' সওয়াব নিয়ে ফিরে আসলো। প্রত্যেক কীরাত ওহোদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি শুধু জানায়ার নামায পড়লো কিন্তু দাফন করার আগে ফিরে গেলো সে ব্যক্তি এক 'কীরাত' সওয়াব নিয়ে ফিরে আসলো।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এক দীনারের বিশ ভাগের এক ভাগকে এক কীরাত বলে। বাংলাদেশের আড়াই টাকা হলো এক কীরাত।

١٥٦٣- وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَعٰى لِلنَّاسِ النَّجَاشِىَّ الْيَوْمَ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ. متفق عليه.

১৫৬৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর মৃত্যুসংবাদ তাঁর মৃত্যুর দিনই মানুষদেরকে শুনিয়েছেন (অথচ তিনি মারা গিয়েছিলেন সুদূর হাবশায়)। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে ঈদগায় গেলেন। সেখানে সকলকে জানাযার নামাযের জন্য তিনি সারিবদ্ধ করালেন এবং চার তাকবীর বললেন।–বুখারী, মুসলিম

١٥٦٤- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ زَيْدُ ابْنُ اَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلٰى جَنَائِزِنَا اَرْبَعًا وَّ اَنَّهٗ كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا. رواه مسلم

১৫৬৪। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাঃ আমাদের জানাযায় চার তাকবীর বলতেন। এক জানাযায় তিনি পাঁচ তাকবীরও বললেন। আমরা তখন তাঁকে (এর কারণ) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ তাকবীর দিয়েছেন।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো জানাযা নামাযে পাঁচ তাকবীরও দিয়েছেন। কিন্তু চার তাকবীরের সংখ্যাই বেশী। তাই উলামায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে জানাযা নামায চার তাকবীরেই আদায় করার কথা বলেছেন।

জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া

১৫৬৫- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ لِتَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رواه البخارى

১৫৬৫। হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাসের পেছনে এক জানাযার নামায পড়েছি। তিনি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েছেন এবং বলেছেন, আমি সূরা ফাতিহা এজন্য পড়েছি, তোমরা যেনো জানতে পারো সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এটাই ইমাম শাফেয়ী রহঃ এর কোন মত। অন্য ইমামগণের মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা পড়েছেন, প্রমাণ নেই। যারা পড়েছেন তা ছানা বা দোয়া হিসেবে পড়েছেন।

জানাযার নামাযে মুর্দারের জন্য দোয়া

১৫৬৬- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. وَفِىْ رِوَايَةٍ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ قَالَ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا ذٰلِكَ الْمَيِّتَ. رواه مسلم

১৫৬৬। হযরত আওফ ইবনে মালিক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে জানাযা পড়াতেন। জানাযায় যেসব দোয়া তিনি পড়েছেন তা আমি মুখস্ত করেছি। তিনি বলতেন, (অনুবাদ) "হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করে দাও, তার উপর রহম করো, তাকে নিরাপদে রাখো। তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করো, তাকে উত্তম মেহমানদারী করো (জান্নাতে), তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও। তাকে পানি, বরফ ও ঠাণ্ডা (পানি) দিয়ে গোসল দেওয়াও। গুনাহ খাতা হতে তাকে পবিত্র করো, যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করো। তার (বর্তমান) ঘরের চেয়ে উত্তম ঘর তাকে (জান্নাতে) দান করো, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবারও (পরকালে) দান করো। তার

(দুনিয়ার) স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী (আখিরাতে) তাকে দিও। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। অপর এক বর্ণনার ভাষায়—তার কবরের ফেতনা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে বাঁচাও। এ দোয়া শোনার পর আমার বাসনা জাগতো, এ মাইয়্যেত যদি আমি হতাম।-মুসলিম

মসজিদে জানাযার নামায

١٥٦٧۔ وَعَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّىَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَتْ ادْخُلُوْا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتّٰى اُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَاُنْكِرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ابْنَىْ بَيْضَاءَ فِى الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَّ اَخِيْهِ. رواه مسلم

১৫৬৭। হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ মৃত্যুবরণ করলে (তাঁর লাশ বাড়ী হতে 'জান্নাতুল বাকী'তে, দাফনের জন্য আনার পর) হযরত আয়েশা রাঃ বললেন, তার জানাযা মসজিদে আনো, তাহলে আমিও জানাযা পড়তে পারবো। লোকেরা (জানাযা মসজিদে আনতে) অস্বীকার করলেন (মসজিদে জানাযার নামায কিভাবে পড়া যেতে পারে)। তখন হযরত আয়েশা রাঃ বললেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বায়দা' নাম্নী মহিলার দুই ছেলে সুহায়েল ও তার ভাইয়ের নামাযে জানাযা মসজিদে পড়িয়েছেন।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস অনুযায়ী বুঝা যায় মসজিদে জানাযার নামায পড়া জায়েয। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম আয়েশা রাঃ-এর কথায় বাধা দেয়ায় বাহ্যত মনে হয়, মসজিদে জানাযার নামায পড়া ঠিক নয়। এর থেকে বুঝা যায় কোনো ওযরের কারণে রাসূলুল্লাহ মসজিদেও জানাযার নামায পড়েছেন। কোনো ওযর না থাকলে মসজিদের বাইরে কোনো মাঠে জানাযার নামায পড়াই উত্তম। হযরত আয়েশা রাঃ মহিলা হবার কারণে বাইরে যেতে অসুবিধা। আর তিনি হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাই তিনি তার জানাযাকে মসজিদে আনতে বলেন। মসজিদেও জানাযার নামায পড়া যায়, দলীল হিসেবে, রাসূলুল্লাহ সঃ বায়যার দুই ছেলে সুহায়েল ও সাহলের নামাযে জানাযা মসজিদে পড়িয়েছেন বলে হযরত আয়েশা রাঃ উল্লেখ করেছেন। এও হতে পারে এ সময় হযরত আয়েশা রাঃ ই'তেকাফে ছিলেন।

জানাযার নামাযে ইমাম দাঁড়াবার স্থান

١٥٦٨۔ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى امْرَاَةٍ مَّاتَتْ فِىْ نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسْطَهَا ۔ متفق عليه

১৫৬৮। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর পেছনে এক মহিলার জানাযার নামায পড়েছি। মহিলাটি নিফাস অবস্থায় মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে জানাযার জন্য তার মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন।–বুখারী, মুসলিম

কবরের উপর জানাযার নামায

١٥٦٩ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ مَتٰى دُفِنَ هٰذَا قَالُوْا الْبَارِحَةَ قَالَ اَفَلاَ اٰذَنْتُمُوْنِىْ قَالُوْا دَفَنَّاهُ فِى ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا اَنْ نُوْقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ. متفق عليه

১৫৬৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক কবরের কাছ দিয়ে গেলেন, যাতে রাতের বেলা কাউকে দাফন করা হয়েছিলো। তিনি বললেন, একে কখন দাফন করা হয়েছে ? সাহাবীগণ জবাব দিলেন গত রাতে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে খবর দাওনি কেনো ? সাহাবীগণ বললেন, আমরা তাকে অন্ধকার রাতে দাফন করেছি, তাই আপনাকে ঘুম থেকে জাগানো ভালো মনে করিনি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন, আমরাও তার পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সঃ তার নামাযে জানাযা পড়ালেন।–বুখারী, মুসলিম

١٥٧٠ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ اَوْشَابٌّ فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا اَوْعَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ قَالَ اَفَلاَ كُنْتُمْ اٰذَنْتُمُوْنِىْ قَالَ فَكَاَنَّهُمْ صَغَّرُوا اَمْرَهَا اَوْ اَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّوْنِىْ عَلٰى قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ فَصَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلٰى اَهْلِهَا وَاِنَّ اللّٰهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِىْ عَلَيْهِمْ. متفق عليه وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ.

১৫৭০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন কালো মহিলা অথবা একটি যুবক (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মসজিদে নববী ঝাড়ু দিতো। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে পেলেন না। তিনি তখন সেই মহিলা অথবা যুবকটির খোঁজ নিলেন। লোকেরা বললো, সে ইন্তেকাল করেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেনো ? (তাহলে আমিও জানাযায় শরীক থাকতাম।) বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা এ মহিলা বা যুবকটির ইন্তেকালকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, তাকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে আমাকে বলো। তারা তাঁকে তার কবর দেখিয়ে দিলেন। তখন তিনি তার (কাছে গেলেন ও) কবরে জানাযা নামায পড়লেন, তারপর বললেন, এ কবরগুলো কবরবাসীদের জন্য ঘন অন্ধকারে ভরা ছিলো। আর আমার নামায পড়ার কারণে আল্লাহ তাআলা কবরগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন।–বুখারী মুসলিম, এ হাদীসের ভাষা হলো মুসলিম শরীফের।

জানাযার নামাযে ৪০জন মানুষ উপস্থিত হওয়ার সওয়াব

١٥٧١ـ وَعَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ بِقُدَيْدٍ اَوْبِعُسْفَانَ فَقَالَ يَاكُرَيْبُ انْظُرْمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَخَرَجْتُ فَاذَانَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوْا لَهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُوْلُ هُمْ اَرْبَعُوْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَخْرِجُوْهُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ رَّجُلٍ مُسْلِمٍ يَّمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا الاَّ شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ.

رواه مسلم.

১৫৭১। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ-এর আযাদ করা গোলাম হযরত কুরাইব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে আব্বাসের এক ছেলে (মক্কার নিকটবর্তী) 'কুদাইদ' অথবা 'উসফান' নামক স্থানে মারা গেলে তিনি আমাকে বললেন, হে কুরাইব! জানাযার জন্য কেমন লোক জমা হয়েছে দেখো। হযরত কুরাইব বলেন, আমি বের হয়ে দেখলাম, জানাযার জন্য কিছু লোক একত্রিত হয়েছে। অতপর তাকে আমি এ খবর জানালাম। তিনি বললেন, তোমার হিসাবে তারা কি চল্লিশজন হবেন? আমি জবাব দিলাম হ্যাঁ। ইবনে আব্বাস রাঃ তখন বললেন, তাহলে নামাযের জন্য তাকে বের করে আনো। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি, কোনো মুসলিম মারা গেলে আল্লাহর সাথে শরীক করেনি এমন চল্লিশজন লোক যদি তার নামাযে জানাযা পড়ে তাহলে আল্লাহ তাআলা এ মাইয়্যেতের জন্য তাদের সুপারিশ কবুল করেন।–মুসলিম

জানাযার নামাযে একশত লোক থাকা সওয়াব

١٥٧٢ـ وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ الاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ. ـ رواه مسلم

১৫৭২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির নামাযে জানাযায় একশতজন মুসলমানের দল হাযির থাকবে, এদের প্রত্যেকেই তার জন্য শাফাআত (মাগফিরাত কামান) করবে। তাহলে তার জন্য তাদের এ শাফাআত (কবুল হয়ে যাবে।–মুসলিম

মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা

١٥٧٣ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ مَا وَجَبَتْ فَقَالَ هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا

فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ لِلّٰهِ فِى الْاَرْضِ ـ متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ.

১৫৭৩। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (একবার) এক জানাযায় গেলেন। যেখানে তারা তার প্রশংসা করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ তা শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। (ঠিক) এভাবে তারা আর এক জানাযায় গেলেন সেখানে তারা তার বদনাম করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সঃ শুনে বললেন ওয়াজিব হয়ে গেছে। একথা শুনে হযরত উমর জানতে চাইলেন। কি ওয়াজিব হয়ে গেছে ? (হে আল্লাহর রাসূল!) রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, যে ব্যক্তির তোমরা প্রশংসা করেছো, তার জন্য জান্নাত প্রাপ্তি ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যার বদনাম করেছো, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তারপর তিনি বললেন, তোমরা মাটিতে আল্লাহর সাক্ষী (বুখারী, মুসলিম)। অন্য আর এক বর্ণনার ভাষা হলো তিনি বলেছেন, 'মুমিন আল্লাহর তাআলার সাক্ষী)।"

١٥٧٤ـ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ قُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ. رواه البخارى

১৫৭৪। হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে কোনো মুসলিম ব্যক্তির ভালো হবার ব্যাপারে চারজন লোক সাক্ষ্য দিলে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা আরয করলাম যদি তিনজন (সাক্ষ্য দেয়)। তিনি বললেন, তিনজন দিলেও। আমরা (আবার) আরয করলাম যদি দুজন সাক্ষী দেয় তিনি বললেন, দুজন সাক্ষ্য দিলেও। তারপর আমার আর একজনের (সাক্ষ্যের) ব্যাপারে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।–বুখারী

মৃত ব্যক্তিকে গালি দিও না

١٥٧٥ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا ـ رواه البخارى.

১৫৭৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গালি দিও না। কেননা তারা নিশ্চিতভাবে তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে গেছে।–বুখারী

ওহোদের শহীদদের দাফন কাফন

١٥٧٦ـ وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى اَحَدِهِمَا

قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَغْسِلُوْا ـ رواه البخارى.

১৫৭৬। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহোদের শহীদদের দুই দুই জনকে এক কাপড়ে জমা করেন। তারপর বলেন কুরআন পাক এদের কার বেশী মুখস্ত আছে ? এরপর দুই জনের যার বেশী কুরআন মুখস্ত আছে বলে ইশারা করা হয়েছে, তাকে আগে কবরে রাখেন এবং বলেন কিয়ামতের দিন আমি এদের জন্য সাক্ষ্য দিব। তারপর তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় তাদেরকে দাফন করার নির্দেশ দেন। তাদের নামাযে জানাযাও পড়াননি গোসলও দেয়া হয়নি।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী রঃ আমল করেছেন। ইমাম আবু হানীফার শুধু জানাযা দেবার পক্ষে। তবে যারা দীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে শহীদ হননি বরং অন্য কারণে ইন্তেকাল করেছে এবং হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী যাদের শাহাদাতের মর্যাদা পাবার কথা, তাদের গোসল ও জানাযার নামায পড়তে হবে।

١٥٧٧ـ وَعَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِفَرَسٍ مُعْرُوْرٍ فَرَكِبَهُ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَ نَحْنُ نَمْشِىْ حَوْلَهُ ـ رواه مسلم

১৫৭৭। হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জীন ছাড়া একটি ঘোড়া আনা হলো। (এ অবস্থায়ই) তিনি ঘোড়ার উপর আরোহণ করলেন। এরপর ইবনে দাহ্দাহ্ রাঃ-এর নামাযে জানাযা সেরে তিনি ফিরে আসলেন। আমরা তাঁর পাশে পাশে পায়ে হেঁটে চলছিলাম।–মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জানাযার সাথে চলার নিয়ম

١٥٧٨ـ وَعَنِ الْمُغِيْرَةَ ابْنُ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيْرُخَلْفَ الْجَنَازَةِ وَ الْمَاشِىْ يَمْشِىْ خَلْفَهَا وَاَمَامَهَا وَعَنْ يَمِيْنَهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيْبًا مِنْهَا وَالسِّقْطُ يُصَلِّىْ عَلَيْهِ وَيُدْعٰى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ-رواه ابوداؤد وفى رِوَيَةِ اَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِىِّ وَالنَّسَائِىِّ وابْنِ مَاجَةَ قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِىْ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلِّىْ عَلَيْهِ وَفِى الْمَصَابِيْحِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ زِيَادٍ.

১৫৭৮। হযরত মুগীরা ইবনে শোবা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরোহী চলবে জানাযার পেছনে পেছনে, আর পায়ে হাঁটা ব্যক্তিরা চলবে জানাযার সামনে পেছনে ডানে বামে, জানাযার কাছ ঘেষে। আর বাচ্চাকাচ্চারা নামায পড়বে, তাদের মাতাপিতার মাগফিরাত ও রহমতের জন্য তারা দোয়া করবে। (আবু দাউদ) ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, নাসাই ও ইবনে মাজাহর এক বর্ণনায় রাবী বলেছেন, আরোহীরা জানাযার পেছনে থাকবে। আর পায়ে চলা ব্যক্তিরা আগেপিছে যেভাবে পারে হাঁটবে। ছোট বাচ্চাদের জন্যও নামায পড়তে হবে। মাসাবী হতে এ বর্ণনাটি মুগীরা ইবনে যিয়াদ হতে বর্ণিত।

١٥٧٩ـ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ ـ رواه احمد وأبوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة وَ قَالَ التِّرمِذِيُّ وَاَهْلُ الْحَدِيْثِ كَاَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مُرْسَلاً.

১৫৭৯। তাবেয়ী হযরত যুহরী হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন তাবেয়ী হযরত সালেম থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা থেকে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর উমরকে জানাযার আগে আগে হেঁটে চলতে দেখেছি।–আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী নাসাই ও ইবনে মাযাহ। ইমাম তিরমিযী ও আহলে হাদীসগণ বলেছেন হাদীসটি মুরসাল।

ব্যাখ্যা ঃ জানাযার আগে সবসময় যাননি। এখানে কোনো কারণে হয়তো গিয়েছেন।

١٥٨٠ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَنَازَةُ مَتْبُوْعَةٌ وَّلاَ تَتْبَعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا رواه الترمذى وابوداؤد وابن ماجة قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَ اَبُوْ مَاجِدِ الرَّاوِيُّ رَجُلٌ مَجْهُوْلٌ.

১৫৮০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লাশের অনুসরণ করা হয়। লাশ কারো অনুসরণ করে না। যে ব্যক্তি জানাযায় লাশের আগে যাবে সে জানাযার সাথে নয়।–তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, বর্ণনাকারী আবু মাজেদ অজ্ঞাত লোক)।

জানাযা কাঁধে নেয়া

١٥٨١ـ وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ رُوِىَ فِى شَرْحِ السُّنَّةِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَمَلَ جَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ.

১৫৮১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার অনুসরণ করেছে এবং জীবনে তিনবার জানাযার লাশ বহন করেছে। তাহলে সে এ ব্যাপারে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। (তিরমিযী) তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব। আর শরহে সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে মুআয রাঃ-এর লাশ দুই কাঠের মাঝে ধরে বহন করেছেন।

জানাযার সাথে সওয়ারীর উপর আরোহণ

١٥٨٢ـ وَعَنْ ثَـوْبَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ جِنَازَةٍ فَرَاٰى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ اَلَاتَسْتَحْيُوْنَ اَنَّ مَلٰئِكَةَ اللّٰهِ عَلٰى اَقْدَامِهِمْ وَاَنْتُمْ عَلٰى ظُهُوْرِ الدَّوَابِّ ـ رواه الترمذى وابن ماجة وَرَوٰى اَبُوْ دَاؤُدَ نَحْوَهٗ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْقُوْفًا.

১৫৮২। হযরত সাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একদিন) একব্যক্তির নামাযে জানাযার জন্য রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সাথে বের হলাম। তিনি কিছু লোককে বাহনে বসা অবস্থায় দেখে বললেন, তোমরা কি লজ্জাবোধ করছো না ? আল্লাহর ফেরেশতাগণ নিজের পায়ে হেঁটে চলছেন, আর তোমরা পশুর পিঠে বসে যাচ্ছো।–তিরমিযী, ইবনে মাযাহ। ইমাম আবু দাউদ ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হযরত সাওবান থেকে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ সম্ভবত তারা লাশের খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তাই একথা বলেছেন। নতুবা হযরত মুগীরা রাঃ-এর হাদীসে তো সওয়ারীর উপর আরোহণ করে যাবার কথা আছে।

জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়া

١٥٨٣ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَاَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ـ رواه الترمذى وابوداؤد وابن ماجة.

১৫৮৩। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন।
–তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ।

মাইয়্যেতের জন্য খালেসভাবে দোয়া করা

١٥٨٤ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ ـ رواه ابوداؤد وبن ماجة ـ

১৫৮৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা জানাযা নামায পড়ার পর মাইয়্যেতের জন্য খালেস দিলে দোয়া করবে।–আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ

জানাযার দোয়া

١٥٨٥ـ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وصَغِيْرِنَا وكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ"ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ اَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ الْاَشْهَلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَاُنْثَانَا، وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِيْمَانِ وَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِسْلَامِ وَفِيْ اٰخِرِهِ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

১৫৮৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে জানাযা পড়তেন, তখন বলতেন, "আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়্যিতেনা ও শাহিদিনা ওয়া গায়িবানা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহইয়িহী আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান।" "আল্লাহুম্মা লাতাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফতিন্না বা'দাহু–(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ। ইমাম নাসাই, আবী ইবরাহীম ইবনে আশহালী হতে, তিনি তার পিতা হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি, ওয়া উনসানা' পর্যন্ত তার কথা শেষ করেছেন—আর আবু দাউদের বর্ণনায়, 'ফাআহইয়িহী আলাল ঈমান ওয়া তাওয়াফ্ফাহু আলাল ইসলাম, ওয়ালা তুদাল্লানা বা'দাহু" উল্লেখ আছে।)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উল্লিখিত দোয়াগুলোর অর্থ হলো "হে আল্লাহ! ক্ষমা করো তুমি আমাদের জীবিত ও মৃতদেরকে, আমাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিতদেরকে। আমাদের ছোট ও বড়দেরকে, আমাদের পুরুষ ও নারীদেরকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের যাকে জীবিত রাখবে, জীবিত রাখবে ইসলামের উপর। আর যাকে মৃত্যু দিবে, মৃত্যু দিবে ঈমানের সাথে, আল্লাহ! এ জানাযায় আসার সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না। বিপদে ফেলো না আমাদেরকে তার মৃত্যুর পরে।" আবু দাউদের বর্ণনায় যেটুক বেশী আছে তার অর্থ হলো, "তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না।

একজন মাইয়্যেতের জন্য রাসূলের দোয়া

١٥٨٦ـ وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ

الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ اَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - رواه ابوداؤد وابن ماجة.

১৫৮৬। হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে একজন মুসলিম ব্যক্তির নামাযে জানাযা পড়ালেন। আমরা তাঁকে (এ নামাযে) পড়তে শুনেছি, "আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলান ইবনে ফুলান ফি যিম্মাতিকা, ওয়া হাবলি জাওয়ারিকা ফাকিহী মিন ফিতনাতিল কাবরি ওয়া আযাবিন্নার। ওয়া আনতা আহলুল ওফায়ি ওয়াল হাক্কি। আল্লাহুম্মাগফীর লাহু ওয়ারহামহু, ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।"–আবু দাউদ ইবনে মাযাহ।

(এ দোয়াটির বাংলা অনুবাদ হলো—"হে আল্লাহ! অমুকের ছেলে অমুককে তোমার যিম্মায় ও তোমার প্রতিবেশী সুলভ নিরাপত্তায় সোপর্দ করলাম। অতএব, তুমি তাকে কবরের ফিতনা ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। তুমি ওয়াদা রক্ষাকারী ও সত্যের অধিকারী। হে আল্লাহ ! তুমি তাকে মাফ করে দাও, তার উপর রহমত বর্ষণ করো, তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।")

মৃত ব্যক্তির বদনাম না করা

١٥٨٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَّسَاوِيْهِمْ - رواه ابوداؤد والترمذى.

১৫৮৭। হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নেক কাজগুলোই স্মরণ করবে। খারাপ কাজগুলোর আলোচনা হতে বেঁচে থাকবে।

জানাযার নামাযে ইমাম দাঁড়াবার জায়গা

١٥٨٨- وَعَنْ نَافِعٍ اَبِىْ غَالِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلٰى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاؤُا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوْا يَا اَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسْطِ السَّرِيْرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ هٰكَذَا رَاَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ - رواه الترمذى وابن ماجة وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ دَاوُدَ نَحْوَهُ مَعَ زِيَادَةٍ وَفِيْهِ فَقَامَ عِنْدَ عَجِيْزَةِ الْمَرْأَةِ.

১৫৮৮। হযরত নাফে' (যার ডাকনাম) আবু গালিব রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আনাস ইবনে মালেকের সাথে এক জানাযায় (হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের) নামায পড়েছি। হযরত আনাস (যিনি ইমাম ছিলেন) জানাযার মাথার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। এরপর লোকেরা কুরাইশ বংশের এক মহিলার লাশ নিয়ে এলেন এবং বললেন, হে আবু হামযা (এটা হযরত আনাসের ডাক নাম) এ জানাযার নামায পড়িয়ে দিন। (একথা শুনে) হযরত আনাস খাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়িয়ে দিলেন। এটা দেখে হযরত আলা ইবনে যিয়াদ বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে দাঁড়িয়ে নামাযে জানাযা পড়াতে দেখেছেন, যেভাবে আপনি এ মহিলার নামায মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও পুরুষটির জানাযা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে পড়িয়েছেন। হযরত আনাস রাঃ বললেন, হাঁ দেখেছি (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)। ইমাম আবু দাউদ এ হাদীসটিকে আরো বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় فقام حيال وسط السرير-এর স্থলে فقام عند عجيزة المرأة "অর্থাৎ মহিলার জানাযায় তার খাটের মধ্যভাগে দাঁড়িয়েছিলেন" উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٥٨٩۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حَنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنَ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيْلَ لَهُمَا اِنَّهَا مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ اَىْ مِنْ اَهْلِ الذمَّةِ فَقَالاَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيْلَ لَهٗ اِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ اَلَيْسَتْ نَفْسًا ۔ متفق عليه

১৫৮৯। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) সাহল বিন হানীফ ও হযরত কায়েস ইবনে সা'দ রাঃ কাদেসিয়া নামক স্থানে বসেছিলেন। এ সময়ে তাদের কাছ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করে যাচ্ছিলো। তা দেখে তারা উভয়েই দাঁড়িয়ে গেলেন। তাদের (দাঁড়াতে দেখে) বলা হলো, এ জানাযা যমিনবাসীর অর্থাৎ যিম্মির। তখন উভয় সাহাবী বললেন, (তাতে কি হয়েছে ? এভাবে একদিন) রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে দিয়েও একটি জানাযা যাচ্ছিলো। তা দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাকেও বলা হয়েছিলো, 'এটা একজন ইহুদীর জানাযা।' একথা শুনে তিনি বললেন, এটা কি মানুষ নয় ?–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কাদেসিয়া একটি জায়গার নাম। কূফা হতে পনর ক্রোশ দূরে অবস্থিত। হাদীসে বর্ণিত ঘটনা এ জায়গায় ঘটেছিলো। বর্ণনায় যিম্মিদেরকে যমিনবাসী বা মাটি ওয়ালা বলা হয়েছে—হয়তো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক অথবা তারা মুসলমানদের জায়গা জমি চাষাবাদ করে খেতো বলে। 'এটা কি মানুষ নয় ? বলে নবী করীম সঃ বুঝাতে

চেয়েছেন যে, ধর্মের দিক দিয়ে যা-ই হোক, কিন্তু মানুষের জানাযা তো। এ জানাযা দেখেও তো মনে রেখাপাত হতে পারে, সে মুসলিম হোক অমুসলিম হোক আমাকেও তো মরতে হবে। মনে এ অনুভূতি সৃষ্টি হবার কারণেই রাসূলুল্লাহ সাঃ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। সাহাবা দু'জনও এ কারণেই জানাযা দেখে দাঁড়িয়েছেন।

١٥٩٠- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَبِعَ جَنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ فِى اللَّحْدِ فَعُرِضَ لَهُ حِبْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ لَهُ اِنَّا هٰكَذَا نَصْنَعُ يَامُحَمَّدُ قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ خَالِفُوْهُمْ - رواه الترمذى ابوداؤد وابن ماجة وَقَالَ التِّرمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَبِشْرُبْنُ رَافِعٍ الرَّاوِىْ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

১৫৯০। হযরত ওবাদাহ ইবনুস সামিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো জানাযার সাথে গেলে যতোক্ষণ পর্যন্ত জানাযা কবরে রাখা না হতো বসতেন না। একবার এক ইয়াহুদী আলেম রাসুলুল্লাহ সামনে এসে আরয করলো। হে মুহাম্মাদ! আমরাও এরূপ করি। অর্থাৎ মুর্দা কবরে রাখার আগে বসি না। বর্ণনাকারী বলেন, এর পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জানাযা কবরে রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন না) বসে যেতেন। তিনি বলতেন, তোমরা ইহুদীদের বিপরীত করবে (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। বিশার ইবনে রাফে বর্ণনাকারী শক্তিশালী নয়।

জানাযা দেখলে দাঁড়ানো প্রয়োজন নেই

١٥٩١- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِى الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَ اَمَرَنَا بِالْجُلُوْسِ - رواه احمد.

১৫৯১। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথম দিকে) আমাদেরকে জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে যেতে বলেছেন। (পরে) তিনি নিজে বসে থাকতেন। আমাদেরকেও বসে থাকতে নির্দেশ দেন।–আহমাদ

١٥٩٢- وَعَنْ مُحَمَّدِبْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اِنَّ جَنَازَةً مَّرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَّابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ اَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِيٍّ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ جَلَسَ. رواه النسائى

১৫৯২। হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একটি জানাযা হযরত হাসান ইবনে আলী রাঃ ও হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলো। (জানাযা দেখে) হযরত হাসান দাড়িয়ে গেলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস দাঁড়ালেন না। হযরত হাসান (ইবনে আব্বাসকে দাঁড়াননি দেখে) বললেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি একজন ইহুদীর লাশ দেখে দাঁড়িয়ে যাননি? ইবনে আব্বাস বললেন, হ্যাঁ দাঁড়িয়েছিলেন (প্রথম দিকে) শেষে আর দাঁড়াননি।–নাসাঈ

জনৈক ইহুদীর লাশ দেখে রাসূল দাঁড়িয়ে ছিলেন

١٥٩٣- وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ النَّاسُ حَتّٰى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُوْدِيٍ وَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى طَرِيْقِهَا جَالِسًا وَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوْا رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍ فَقَامَ - رواه النسائى.

১৫৯৩। হযরত জাফর সাদেক ইবনে মুহাম্মদ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা মুহাম্মদ বাকের হতে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত হাসান ইবনে হযরত আলী রাঃ (এক জায়গায়) বসেছিলেন। তাঁর সম্মুখ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। লোকেরা (এসময়) দাঁড়িয়ে গেলো। তা অতিক্রম করে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলো। তা দেখে হযরত হাসান বললেন, (একবার) একটি ইহুদীর লাশ যাচ্ছিলো আর সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তার পাশে বসেছিলেন। ইয়াহুদীর লাশ তাঁর মাথার চেয়ে উপরে উঠুক তা তিনি অপসন্দ করলেন। তাই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।–নাসাঈ

١٥٩٤- وَعَنْ أَبِى مُوْسٰى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَرَّتْ بِكَ جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ فَقُوْمُوْا لَهَا فَلَسْتُمْ لَهَا تَقُوْمُوْنَ إِنَّمَا تَقُوْمُوْنَ لِمَنْ مَّعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ - رواه احمد.

১৫৯৪। হযরত আবু মূসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কাছ দিয়ে কোনো ইহুদী, নাসারা অথবা মুসলমানের লাশ অতিবাহিত হতে দেখলে দাঁড়িয়ে যাবে।তোমাদের এ দাঁড়ানো লাশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নয়। বরং লাশের সাথে যেসব ফেরেশতা থাকে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য।–আহমাদ

١٥٩٥-وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَقِيْلَ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ إِنَّمَا قُمْتُ لِلْمَلَائِكَةِ - رواه النسائى

১৫৯৫। হযরত আনাস রাঃ বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিলো। তা দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবাগণ আরয করলেন। এটা তো একজন ইহুদীর জানাযা (একে দেখে দাঁড়াবার কারণ কি?) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জানাযার সম্মানে দাঁড়াইনি। তাদের সম্মানে দাঁড়িয়েছি যারা জানাযার সাথে আছে (অর্থাৎ ফেরেশতা)।–নাসাঈ

١٥٩٦ـ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوْفٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ اَوْجَبَ فَكَانَ مَالِكٌ اِذَا اسْتَقَلَّ اَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ صُفُوْفٍ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ رواه ابوداود وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ كَانَ مَالِكُ ابْنُ هُبَيْرَةَ اِذَا صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فَتَقَالَ النَّاسُ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ اَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ اَوْجَبَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهٗ ـ رواه الترمذى.

১৫৯৬। হযরত মালেক ইবনে হুবাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো মুসলমানের মৃত্যু ঘটলে তিন সারি বিশিষ্ট জামায়াত দ্বারা যদি তার নামাযে জানাযা পড়া সম্পন্ন হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত, মাগফিরাত ওয়াজিব করে দেন। এ কারণে হযরত মালিক ইবনে হুবাইরা জানাযার নামাযে উপস্থিত মানুষের সংখ্যা কম দেখলেও তাদেরে এ হাদীস অনুযায়ী তিন সারিতে বিভক্ত করে দাঁড় করাতেন।–আবু দাউদ

আর ইমাম তিরমিযীর একক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, মালেক ইবনে হুবাইরা যখন নামাযে জানাযা পড়তেন, আর (উপস্থিতে) মানুষের সংখ্যা কম দেখতেন, তাদের তিন ভাগে বিভক্ত করে দিতেন। আর বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির নামাযে জানাযা তিন সারি লোকে পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। ইবনে মাজাহও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٩٧ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَ اَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا اِلَى الْاِسْلاَمِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلاَنِيَّتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهٗ ـ رواه ابوداؤد.

১৫৯৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে জানাযায় এ দোয়া পড়তেন, "আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বুহা, ওয়া আন্‌তা খালাক্‌তাহা, ওয়া আন্‌তা হাদাইতাহা ইলাল ইসলাম ওয়া আন্‌তা কাবাযত রূহাহা, ওয়া আন্‌তা আ'লামু বিসিররিহা ওয়া আলানিয়াতিহা, জি'না শুফাআ আ ফাগফির লাহু।–আবু দাউদ

এ দোয়াটির অর্থ হলো, "হে আল্লাহ! এ (জানাযার) ব্যক্তির তুমিই 'রব'। তুমিই তাকে সৃষ্টি করেছো, তুমিই তাকে ইসলামে দীক্ষিত করেছো, তুমিই তার রূহ কবয করেছো তুমিই তার গোপন ও প্রকাশ্য (সব কিছু) জানো। আমরা তার জন্য তোমার কাছে সুপারিশ করতে এসেছি, তুমি তাকে মাফ করে দাও।"

١٥٩٨ـ وَعَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَلٰى صَبِيٍّ لَّمْ يَعْمَلْ خَطِيْئَةً قَطُّ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ رواه مالك.

১৫৯৮। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আবু হুরাইরা রাঃ-এর পেছনে এমন একটি ছেলের নামাযে জানাযা পড়লাম, যে কোনো গুনাহের কাজ কখনো করেনি। আমি হযরত আবু হুরাইরা রাঃ-কে তার জন্য দোয়া করতে শুনলাম, 'আল্লাহুম্মা আয়িজহু মিন আযাবিল কাবরে', (অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি এ ছেলেটিকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করো।'–মালেক

١٥٩٩وَعَنِ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا قَالَ يَقْرَأُ اَلْحَسَنُ عَلَى الطِّفْلِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَّفَرَطًا وَّذُخْرًا وَّ اَجْرًا.

১৫৯৯। হযরত ইমাম বুখারী রঃ "তা'লীক" পদ্ধতিতে (অর্থাৎ সহীহ বুখারীর তরজমানুল বাবে সনদ ছাড়া, এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন), হযরত হাসান বসরী রঃ বাচ্চার জানাযার নামাযে প্রথমতাকবীরের পর "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকার" জায়গায় সূরা ফাতিহা পড়তেন। (আর তৃতীয় তাকবীরে) এ দোয়া পড়তেন, "আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা সালাফান ওয়া ফারাতান ওয়া যুখরান ওয়া আজরান" (হে আল্লাহ! এ ছেলেটিকে (কিয়ামতের দিন) আমাদের অগ্রবর্তী ব্যবস্থাপক, রক্ষিত ভাণ্ডার ও সওয়াবের কারণ বানাও।)

١٦٠٠ـ وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الطِّفْلُ لاَ يُصَلّٰى عَلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُوْرَثُ حَتّٰى يَسْتَهِلَّ ـ رواه الترمذى وابن ماجة الاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَلاَ يُوْرَثُ.

১৬০০। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (অপূর্ণাঙ্গ) বাচ্চাদের জন্য না নামাযে জানাযা পড়তে হবে, না তাকে কারো ওয়ারিস বানানো যাবে, আর না তার কোনো ওয়ারিস হবে। যদি সে জন্মের সময় কোনো শব্দ করে না থাকে।–তিরমিযী ইবনে মাযাহ। কিন্তু ইবনে মাজাহ لاَيُوْرَثُ শব্দ উল্লেখ করেননি।

١٦٠١ـ وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّقُوْمَ الْاِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَّالنَّاسُ خَلْفَهٗ يَعْنِى اَسْفَلَ مِنْهُ ـ رواه الدارقطنى فِى الْمُجْتَبٰى فِى كِتَابِ الْجَنَائِزِ.

১৬০১। হযরত আবু মাসউদ আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামকে কোনো কিছুর উপর (একা) দাঁড়িয়ে ও মুক্তাদীগণ নীচে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।–দারু কুতনী

ব্যাখ্যা ঃ জানাযার নামাযসহ সব নামাযেই এ একই হুকুম।

٥ـ بَابُ دَفْنِ الْمَيِّتِ

৫-মৃত ব্যক্তির দাফন-এর বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٦٠٢ـ عَنْ عَامِرِبْنِ سَعْدِبْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَ قَّاصٍ قَالَ فِىْ مَرْضِهِ الَّذِىْ هَلَكَ فِيْهِ الْحَدُوْا لِىْ لَحْدًا وَّانْصِبُوْا عَلَىَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ رواه مسلم.

১৬০২। তাবেয়ী হযরত আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার পিতা হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ রোগাক্রান্ত অবস্থায় মৃত্যু শয্যায় বলেন, আমাকে দাফন করার জন্য লাহদ (বগলী) কবর খুদবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাফন করার জন্য যেভাবে কবর খোদা হয়েছিল সেভাবে আমার উপরেও কাঁচা ইট দাড় কারিয়ে দেবে।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ লাহদ অর্থই হলো 'বগলী' কবর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এ ধরনের কবর করা হয়েছিলো। তাই এমন কবর করা সুন্নাত। যদি তা করতে অসুবিধা না থাকে। আমার উপরেও কাঁচা ইট খাড়া করে দেবার অর্থ হলো কাঁচা ইট দিয়ে কবরের মুখ বন্ধ করা। নবী করীম সঃ-এর কবরও কাঁচা ইট দিয়ে বন্ধ করা হয়েছিলো।

কবরে কাপড় বিছানো

١٦٠٣ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ فِى قَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَطِيْفَةٌ حَمْرَاءُ ـ رواه مسلم.

১৬০৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে একটি লাল চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছিলো। -মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'শোকরান' নামে রাসূলের একজন খাদেম ছিলো। সে সবার অজান্তে রাসূলের ব্যবহৃত একটি চাদর কবরে বিছিয়ে দিয়েছিলো। কারণ হিসেবে সে বলেছিলো, তাঁর চাদর তাঁরপর আর কেউ ব্যবহার করুক, এটা তার পসন্দ হয়নি। সাহাবা কেরাম তার একাজ পসন্দ করেননি। কেউ কেউ বলেন, কবর বন্ধ করার আগে এ চাদর উঠিয়ে ফেলা হয়। সে যাই হোক, রাসূলের ব্যাপার ছিলো স্বতন্ত্র। ওলামায়ে কিরাম কবরে কোনো চাদর বা এ ধরনের অন্য কিছু বিছিয়ে দেয়া মাকরূহ মনে করেন।

١٦٠٤ـ وَعَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِىِّ ﷺ مُسَنَّمًا ـ رواه البخارى

১৬০৪। হযরত সুফইয়ান তাম্মার হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরকে উটের পিঠের মতো (মুসান্নাম) উঁচু দেখেছেন।—বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম শাফেয়ী ছাড়া সকল ইমাম কবরের উপরিভাগ উটের পিঠের মতো খাড়া করে উঠানোই ঠিক মনে করেছেন। এ হাদীস তাঁদের দলীল। ইমাম শাফেয়ী কবরের উপরিভাগ সমতল হওয়া ভালো মনে করেছেন।

কবর বেশী উঁচু করা নিষেধ

١٦٠٥ـ وَعَنْ اَبِىْ الْهَيَّاجِ الْاَسَدِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ عَلِىٌّ اَلاَ اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَّ تَدَعَ تِمْثَالاً اِلاَّ طَمَسْتَهٗ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا اِلاَّ سَوَّيْتَهٗ ـ رواه مسلم

১৬০৫। তাবেয়ী হযরত আবুল হাইয়্যাজ আল আসাদী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী রাঃ আমাকে বলেছেন, "আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজের জন্য পাঠাবো না, যে কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তাহলো যখন তোমার চোখে কোনো মূর্তি পড়বে তা একেবারে নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বে না। আর উঁচু কোনো কবর দেখলে তা সমতল না করে রাখবে না।—মুসলিম

কবরে ঘর বা দালান বানানো নিষেধ

١٦٠٦ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّجَصَّصَ الْقَبْرُ وَاَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهِ وَاَنْ يُّقْعَدَ عَلَيْهِ ـ رواه مسلم.

১৬০৬। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে চুনকাম করতে, এর উপর ঘর বানাতে বা এবং বসতে নিষেধ করেছেন।—মুসলিম

কবরের ব্যাপারে কিছু নির্দেশ

١٦٠٧ـ وَعَنْ اَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا اِلَيْهَا ـ رواه مسلم.

১৬০৭। হযরত আবু মারসাদ গানাবী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে ফিরে নামায পড়বে না।—মুসলিম

কবরের উপর বসা নিষেধ

١٦٠٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ اِلٰى جِلْدِهٖ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ - رواه مسلم.

১৬০৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো অঙ্গারের উপর বসা, আর এ অঙ্গারে (পরনের) কাপড়-চোপড় জ্বালায় তার শরীর পর্যন্ত পৌঁছলেও তার কবরের উপর বসা হতে উত্তম।–মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সিন্ধুকী কবর খোদা জায়েয

١٦٠٩- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا يَلْحَدُ وَالْاٰخَرُ لَا يَلْحَدُ فَقَالُوْا اَيُّهُمَا جَاءَ اَوَّلاً عَمِلَ عَمَلَهُ فَجَاءَ الَّذِىْ يَلْحَدُ فَلَحِدَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - رواه فى شرح السنة.

১৬০৯। হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় দু ব্যক্তি ছিলেন (তারা কবর খুড়তেন)। তাদের একজন (হযরত আবু তালহা আনসারী) লহ্দী (বোগলী) কবর খুড়তেন আর দ্বিতীয়জন (হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ) লহ্দী কবর খুড়তেন না (বরং সিন্ধুকী কবর খুড়তেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হলে সাহাবীগণ (সম্মিলিতভাবে বললেন), এ দু ব্যক্তির যিনি আগে আসবেন তিনিই কবর খুদবেন। পরিশেষে তিনিই আগে আসলেন যিনি লহ্দী কবর খুড়তেন (অর্থাৎ হযরত আবু তালহা আনসারী।) তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য লহ্দী কবর খুড়লেন।-শরহে সুন্নাহ

বুগলী কবরের মর্যাদা

١٦١٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا - رواه الترمذى وابوداؤر والنسائى وابن ماجة وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ.

১৬১০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লহ্‌দী কবর আমাদের জন্য। আর শাক্ক (সিন্ধুকী) কবর আমাদের অপরদের জন্য।-(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ। আর ইমাম আহমাদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে।

ব্যাখ্যা ঃ ওলামায়ে কেরাম এ হাদীসের কয়েকটি অর্থ করেছেন। সর্বোত্তম অর্থ হলো 'লহ্‌দ' অর্থাৎ বুগলী কবর আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্য আর 'শাক্ক' অর্থাৎ সিন্ধুকী কবর আম্বিয়া ছাড়া অন্যদের জন্য। আমাদের অর্থ মুসলমান, অন্যদের অর্থ ইহুদী খৃষ্টান। অথবা আমাদের অর্থ মদীনাবাসী, অন্যদের অর্থ মক্কাবাসী বলেও কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন।

কবর গভীর করা ভালো

١٦١١- وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ اُحُدٍ احْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَاَعْمِقُوْا وَاَحْسِنُوْا وَاَدْفِنُوْا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِيْ قَبْرٍ وَّاحِدٍ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا - رواه احمد وَال ترمذى وابوداؤد والنسائى وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ وَاَحْسِنُوْا.

১৬১১। হযরত হিশাম ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিন বলেছেন, কবর খুদো, কবরকে প্রশস্ত করো, বেশ গভীর করে খুদো এবং এগুলোকে ভালো করে করো। এক-একটি কবরে দুই-দুই, তিন তিন জন করে দাফন করো। আর তাদের যার বেশী করে কুরআন মুখস্থ আছে তাকে কবরে আগে রাখো।–আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ। ইমাম ইবনে মাজা 'ওয়া আহসিনূ' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

উহুদের শহীদদের শাহাদাতের স্থানে দাফন

١٦١٢- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِيْ بِاَبِيْ لِتَدْفِنَهُ فِيْ مَقَابِرِنَا فَنَادٰى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رُدُّوا الْقَتْلٰى اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ - رواه احمد والترمذى وابوداؤد والنسائى والدارمي وَلَفْظُهُ لِلتِّرْمِذِيِّ.

১৬১২। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আমার ফুফু আমার পিতার (আবদুল্লাহর) লাশ আমাদের কবরস্থানে দাফন করার জন্য নিয়ে আসলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে একজন আহবানকারী আহবান জানালেন, শহীদদেরকে তাঁদের শাহাদাতের জায়গায় পৌঁছিয়ে দাও। আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী ; হাদীসের শব্দগুলো হলো তিরমিযীর।

١٦١٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ ـ رواه الشافعي.

১৬১৩। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরে নামানোর সময় মাথার দিক দিয়ে নামানো হয়েছে।
–শাফেয়ী

١٦١٤ـ وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلاً فَأُسْرِجَ لَهٗ بِسِرَاجٍ فَاَخَذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَقَالَ رَحِمَكَ اللّٰهُ اِنْ كُنْتَ لَاَوَّاهًا تَلاَّءً لِلْقُرْاٰنِ ـ رواه الترمذى وَقَالَ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ اِسْنَادُهٗ ضَعِيْفٌ.

১৬১৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রাতের বেলা মাইয়্যেত রাখার জন্য কবরে নামলেন। তার জন্য চেরাগ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তিনি মাইয়্যেতকে কেবলার দিক থেকে ধরলেন (তাকে কবরে রাখলেন) এবং এ দোয়া পড়লেন, রাহেমাকাল্লাহু ইন কুনতা লাআওয়াহান তাল্লায়ান লিল কুরআনি (অনুবাদ) আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। (তুমি আল্লাহর ভয়ে) যদি কাঁদতে, আর কুরআনে কারীম বেশী বেশী পড়তে (এ দুটি কারণে তুমি রহমত ও মাগফিরাতের উপযোগী।
–তিরমিযী শারহে সুন্নায় বলা হয়েছে এ বর্ণনার সনদ দুর্বল।

١٦١٥ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اُدْخِلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَفِىْ رِوَايَةٍ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ رواه احمد والترمذي وابن ماجة وروى.ابوداؤد الثانية

১৬১৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখতেন, বলতেন, 'বিসমিল্লাহ,ওয়া বিল্লাহী ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি'। অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'ওয়াআলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি'। অর্থ ঃ আল্লাহর নামে ও আল্লাহর হুকুম মুতাবিক রাসূলুল্লাহর মিল্লাতের উপর কবরে নামাচ্ছি। অন্য বর্ণনায় মিল্লাতে রাসূলের জায়গায় সুন্নাতে রাসূলিল্লাহি উল্লেখিত হয়েছে।

١٦١٦ـ وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ مُرْسَلاً اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَثٰى عَلٰى الْمَيِّتِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا وَاَنَّهٗ رَشَّ عَلٰى قَبْرِ ابْنِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَ وَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ ـ رواه فى شرح السنة روى الشافعى مِنْ قَوْلِهٖ رَشَّ.

১৬১৬। হযরত ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হযরত ইমাম বাকের রঃ হতে মুরসাল হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দুই হাতে মুষ্টি ভরে মাটি নিয়ে মাইয়্যেতের কবরের উপর তিনবার দিয়েছেন। তিনি তার পুত্র ইবরাহীমের কবরে পানি ছিটিয়েছেন এবং চিহ্ন রাখার জন্য কবরের উপর কংকর দিয়েছেন। শারহে সুন্নাহ ; ইমাম শাফেয়ী "পানি ছিটিয়েছেন" থেকে (শেষ পর্যন্ত) বর্ণনা করেছেন।

١٦١٧۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّجَصَّصَ الْقُبُوْرُ وَاَنْ يُّكْتَبَ عَلَيْهَا وَاَنْ تُوْطَاَ ۔ رواه الترمذى.

১৬১৭। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে সিমেন্ট চুন দিয়ে কোন কাজ করতে, তার উপর কিছু লিখতে অথবা খোদাই করে কিছু করতে নিষেধ করেছেন।–তিরমিযী

রাসূলের কবরেও পানি ছিটানো হয়েছিলো

١٦١٨۔ وَعَنْهُ قَالَ رُشَّ قَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ الَّذِىْ رَشَّ الْمَاءَ عَلٰى قَبْرِهٖ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ بِقِرْبَةٍ بَدَاَ مِنْ قِبَلِ رَاْسِهٖ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى رِجْلَيْهِ ۔ رواه البيهقى فِىْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ.

১৬১৮। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ থেকে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাঁর কবরে হযরত বেলাল রাঃ ইবনে রাবাহ পানি ছিটিয়েছিলেন। তিনি মোশক দিয়ে তাঁর মাথা থেকে আরম্ভ করে পা পর্যন্ত পানি ছিটান।–বায়হাকী

কবরের উপর চিহ্ন রাখা যায়

١٦١٩۔ وَعَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِىْ وَدَاعَةَ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ اُخْرِجَ بِجَنَازَتِهٖ فَدُفِنَ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً اَنْ يَّاْتِيَهٗ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهَا فَقَامَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِىْ يُخْبِرُنِىْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ ذِرَاعَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَاْسِهٖ وَقَالَ اُعْلِمُ بِهَا قَبْرَ اَخِىْ وَاَدْفِنُ اِلَيْهِ مَنْ مَّاتَ مِنْ اَهْلِىْ ۔ رواه ابوداؤد

১৬১৯। হযরত মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদাআহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওসমান ইবনে মাযউনের মৃত্যুর পর তাঁর লাশ বের করে এনে দাফন করা হলো। (দাফন কাজ শেষ হবার পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কবরের চিহ্ন রাখার

জন্য এক ব্যক্তিকে হুকুম দিলেন একটি বড়) পাথর আনার জন্য। লোকটি পাথর উঠিয়ে আনতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ সঃ তা উঠিয়ে আনার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের দুই হাতের আস্তিন গুটিয়ে নিলেন। হাদীসের রাবী বলেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে রাসূলের এ হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলতেন, যখন তিনি হাতা গুটাচ্ছিলেন—মনে হচ্ছে এখনো আমি রাসূলের পবিত্র বাহুদ্বয়ের শুভ্রতার চমক অনুভব করছি। রাসূলুল্লাহ সঃ সেই পাথরটি উঠিয়ে এনে হযরত ওসমানের কবরের মাথার দিকে রেখে দিলেন এবং বললেন, আমি এ পাথর দেখে আমার ভাইয়ের কবর চিনতে পারবো। এখন আমার পরিবারের যে মারা যাবে তাকে এর পাশে দাফন করবো।"

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ওসমান ইবনে মাযউন রাসূলুল্লাহ সঃ-এর দুধ ভাই ছিলেন। প্রথম দিকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর আগে মাত্র তেরোজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। মদীনায় মুহাজির মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবরের পাশে সবার আগে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর পুত্র হযরত ইবরাহীমকে দাফন করা হয়। কবর চেনার জন্য এরূপ কোন পাথর ইত্যাদির চিহ্ন রাখা জায়েয। পরিবারের লোকজনকে যথাসম্ভব এক স্থানে কবর দেয়া ভালো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমারের কবর

١٦٢٠ـ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّاهُ اكْشِفِيْ لِيْ عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لِيْ عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُوْرٍ لاَمُشْرِفَةٍ وَّلاَ لاَطِئَةٍ مَطْبُوْحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ ـ رواه ابوداؤد.

১৬২০। তাবেয়ী হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাঃ-এর কাছে গেলাম। আরয করলাম, হে আমার মা! যিয়ারত করার জন্য আমাকে রাসূলুল্লাহ সাঃ ও তাঁর দুই সাথী (আবু বকর ও উমরের) কবর খুলে দিন। তিনি তিনটি কবরই খুলে দিলেন। আমি দেখলাম, তিনটি কবরই না খুব উঁচু না মাটির সাথে একেবারে সমতল। বরং মাটি হতে এক বিঘত উঁচু ছিলো। আর এ কবরগুলোর উপর (মদীনার পাশের) আরসা ময়দানের লাল কংকরগুলো বিছানো ছিলো।–আবু দাউদ

١٦٢١ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ بَعْدُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ ـ رواه ابوداؤد والنسائى وابن ماجة وَزَادَ فِيْ اٰخِرِهٖ كَانَّ عَلٰى رُؤُسِنَا الطَّيْرَ.

১৬২১। হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সাথে আনসারের এক ব্যক্তির জানাযার জন্য বের হলাম। আমরা

কবরস্থানে পৌঁছে (দেখলাম এখনো কবর তৈরী না হবার কারণে) দাফনের কাজ শুরু হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলার দিকে মুখ করে বসে গেলেন, আমরাও তাঁর সাথে বসে গেলাম।–আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। ইবনে মাজাহ হাদীসের শেষে বাড়িয়েছেন كان على رؤسنا الطير অর্থাৎ যেমন নাকি আমাদের মাথার উপর পাখি বসেছিলো। (আমরা খুব চুপচাপ মাথা ঝুকিয়ে বসে ছিলাম)।

মৃত ব্যক্তির নিন্দা করা নিষেধ

١٦٢٢ـ وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.. رواه مالك وابوداؤد وابن ماجة.

১৬২২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙা, জীবিতকালে তার হাড় ভাঙবার মতোই।–মালিক আবু দাউদ ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির অর্থ হলো, জীবিত ব্যক্তির বেইজ্জতি ও কুৎসা রটনা যেমন নিষিদ্ধ তেমনি মৃত ব্যক্তির অমর্যাদা ও কুৎসা রটনাও ঠিক নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কন্যার মৃত্যুতে রাসূলের চোখে পানি

١٦٢٣ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تُدْفَنُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَاَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فقال هَلْ فِيْكُمْ مِنْ اَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَا قَالَ فَانْزِلْ فِىْ قَبْرِهَا فَنَزَلَ فِىْ قَبْرِهَا.

رواه البخارى.

১৬২৩। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর কন্যা (হযরত উম্মে কুলসুমের) দাফনের সময় উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে বসেছিলেন, আমি দেখলাম, তাঁর দুচোখ বেয়ে পানি পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সঃ (সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে) বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ এমন আছে, যে গত রাতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়নি ? হযরত আবু তালহা রাঃ বললেন, হ্যাঁ আমি। তিনি বললেন, (মাইয়্যেতকে কবরে রাখার জন্য) তুমিই কবরে নামো। তখন তিনি কবরে নামলেন।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ স্ত্রীর সাথে সহবাসকারী লোকের জন্য কবরে লাশ নামানো নিষিদ্ধ নয়। ফেরেশতারা এ কাজ থেকে মুক্ত। তাই যে ব্যক্তি অন্ততঃ আজ সহবাস না করে থাকে সে ফেরেশতা সদৃশ। তাকে দিয়েই তিনি প্রিয়তমা কন্যার লাশ কবরে রাখতে চেয়েছেন।

একজন গায়রে মুহাররাম ব্যক্তি দিয়ে লাশ কবরে নামানোর ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তর হলো, এটা শুধু রাসূলের বৈশিষ্ট্য। অন্য কারো জন্য নয়। অথবা জায়েয, একথা বুঝাবার জন্য।

হযরত আমর ইবনে আসের অসিয়ত

١٦٢٤ـ وَعَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ قَالَ لِإِبْنِهِ وَهُوَ فِيْ سِيَاقِ الْمَوْتِ اِذَا اَنَا مِتُّ فَلاَ تَصْحَبْنِيْ نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ فَاِذَا دَفَنْتُمُوْنِيْ فَشُنُّوْا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ اَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِيْ قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَّيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتّٰى اَسْتَانِسَ بِكُمْ وَاَعْلَمَ مَاذَا اُرَاجِعُ بِه رُسُلَ رَبِّيْ ـ رواه مسلم.

১৬২৪। হযরত আমর ইবনুল আস রাঃ মৃত্যুর সময় তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে অসিয়ত করেছিলেন, আমি যখন মারা যাবো, আমার জানাযার সাথে যেনো মাতম করার জন্য কোনো রমণী না থাকে, আর না থাকে যেনো কোন আগুন। আমাকে দাফন করার সময় আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি ঢালবে। দাফনের পরে দোয়া ও মাগফিরাতের জন্য এতো সময় (আমার কবরের কাছে) অপেক্ষা করবে, একটি উট যবেহ করে তার গোশত বন্টন করতে যতো সময় লাগে। তাহলে আমি তোমাদের কারণে একটু আরাম পাবো এবং (নির্ভয়ে) জেনে নেবো, আমি আমার রবের ফেরেশতাদের নিকট কি জবাব দিচ্ছি।–মুসলিম

দাফন যথাসম্ভব শীঘ্র করা

١٦٢٥ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَلاَ تَحْبِسُوْهُ وَاَسْرِعُوْابِهِ اِلٰى قَبْرِهِ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةَ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ ـ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلَيْهِ.

১৬২৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ মারা গেলে, তাকে আটকিয়ে রেখো না। বরং তার কবরে তাকে তাড়াতাড়ী পৌছে দিও। তার (কবরে দাঁড়িয়ে) মাথার কাছে সূরা বাকারার প্রাথমিক আয়াতগুলো (অর্থাৎ শুরু হতে মুফলেহুন' পর্যন্ত) আর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো (অর্থাৎ 'আমানার রাসূলু হতে শেষ পর্যন্ত) পড়বে।–বায়হাকী এ বর্ণনাটিকে শোয়াবুল ঈমানে উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, এটি মওকূফ হাদীস।

হযরত আয়েশা ভাইয়ের কবরের পাশে

١٦٢٦ـ وَعَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِى بَكْرٍ بِالْحُبْشِىِّ وَهُوَ مَوْضِعٌ فَحُمِلَ اِلٰى مَكَّةَ فَدُفِنَ بِهَا فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ اَتَتْ قَبْرَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَتْ

وَكُنَّا كَنَدْمَانِىْ جَذِيْمَةَ حِقْبَةً : مِنَ الدَّهْرِ حَتّٰى قِيْلَ لَنْ يَّتَصَدَّعَا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَاَنِّىْ وَمَالِكًا :لِطُوْلِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا

ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَادُفِنْتَ اِلاَّ حَيْثُ مِتَّ وَلَوْ شَهِدْتُّكَ مَا زُرْتُكَ ـ

رواه الترمذى.

১৬২৬। তাবেয়ী হযরত ইবনে আবু মুলাইকাহ রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হুবশী নামক স্থানে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের মৃত্যু হলো, তাঁর লাশ মক্কায় নিয়ে এসে এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাঃ (মক্কায় হজ্জ করতে) এলে তিনি আবদুর রহমানের (ভাইয়ের) কবরের কাছে এলেন। ওখানে তিনি (কবি তামীম ইবনে নুওয়াইরার কবিতার এ দুটি পংক্তি) আবৃত্তি করেন–

ওয়া কুন্না কান্দামানী জাযিমাতা হিকবাতান
মিনাদ দাহরি হাত্তা কীলা লাই ইয়াতাসাদ্দাআন

ফালাম্মা তাফার্‌রাকনা কাআন্নি ওয়া মালিকান
লিতাওলিজতিমায়ীন লাম নাবিত লাইলাতাম মাআন।

অর্থাৎ আমরা দু ভাই বোন, জাযিমার সে দু ভাইয়ের মতো অনেক দিন পর্যন্ত একত্রে কালযাপন করছিলাম। আমাদের এ অবস্থা দেখে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, এরা তো কখনো (একে অপর থেকে) পৃথক হবে না। কিন্তু যখন আমরা দুজন অর্থাৎ আমি ও মালেক একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম, তখন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এক সাথে থাকার পরও মনে হলো, আমরা একটি রাতের জন্যও একত্রে এক জায়গায় ছিলাম না।

এরপর হযরত আয়েশা রাঃ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি তোমার ইন্তিকালের সময় তোমার কাছে থাকতাম, তাহলে আমি তোমাকে এখানেই দাফন করতাম, যেখানে তুমি মৃত্যুবরণ করেছিলে। কারণ মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যুর জায়গা হতে অন্য কোথাও সরিয়ে না নিয়ে ওই জায়গায় দাফন করাই উত্তম, যেখানে সে মৃত্যুবরণ করেছে। আর আমি যদি তোমার মৃত্যুর সময় তোমার কাছে থাকতাম তাহলে আজ তোমার কবরের পাশে আমি আসতাম না।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ কবিতার এ দুটি পংক্তি তামীম ইবনে নুওয়াইরা তার ভাই মালিক ইবনে নুওয়াইরার মৃত্যুতে 'শোকগাঁথা' হিসেবে গেয়েছিলো। হযরত আবু বকর' সিদ্দীকের খিলাফতকালে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের হাতে মালিক বিন নুওয়াইরা এক যুদ্ধে নিহত হয়। এ কবিতায় তামীম বিন নুওয়াইরা নিজকে জাযীমার দুই সহোদর ভাইয়ের সাথে দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদের দুই ভাইয়ের গভীর সম্পর্ক ও দীর্ঘ দিনের সান্নিধ্য প্রকাশ করেছে।

কোনো কালে ইরাকে একজন বাদশাহ্ ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো 'জাযীমা'। আরব দেশ তখন এ বাদশাহর অধীনে ছিলো। তাঁর ছিলো দুজন সহচর। তারা দুজন আবার সহোদরও ছিলো। একজনের নাম মালেক অপরজনের নাম ছিলো আকীল। দুই ভাই একত্রে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ছিলো জাযীমা বাদশাহর সহচর ও পরামর্শদাতা হিসেবে। এরপর নোমান নামক জনৈক ব্যক্তি এ দু ভাইকে মেরে ফেলে। "মাকামাতে হারীরী" নামক বিখ্যাত আরবী সাহিত্য গ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে বিস্তৃতভাবে।

যাই হোক তামীম বিন নুওয়াইরা তার ভাই মালিক বিন নুওয়াইরার মৃত্যুতেও জাযীমার বাদশাহর সেই দুই সহচর সহোদর ভাইয়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, তারা যেভাবে দীর্ঘ চল্লিশ বছর এক সাথে থাকার পর মৃত্যু তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, তদ্রূপ মালিক বিন নুওয়াইরার মৃত্যুতেও তামীম বিন নুওয়াইরার কাছেও মনে হচ্ছে তারা দু ভাইও একত্রে একসাথে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছে। তাদের একজন থেকে অন্যজনের বিচ্ছেদ ঘটবে, কেউ তা ভাবেনি। কিন্তু মালেক বিন নুওয়াইরার মৃত্যু তামীমকে বিচ্ছেদ করে দিয়েছে। তার মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন একত্রে থাকার পরও দু ভাই একরাতও একত্রে থাকেনি। ঠিক কবিতার এ পংক্তিটিই হযরত আয়েশা রাঃ তার ভাই আবদুর রহমান বিন আবু বকরের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করেছিলেন।

এ হাদীসের মূলকথা হলো, যে ব্যক্তি যেখানে মৃত্যুবরণ করে সেখানেই তাকে দাফন করা উত্তম।

١٦٢٧ـ وَعَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ سَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَعْدًا وَّرَشَّ عَلٰى قَبْرِهٖ مَاءً ـ رواه. ابن ماجة.

১৬২৭। হযরত আবু রাফে রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দের লাশকে মাথার দিক থেকে ধরে কবরে নামিয়েছেন। তারপর তিনি তাঁর কবরে পানি ছিটিয়ে দিয়েছেন।–ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ঃ মাথার দিক থেকে ধরে কবরে নামানো হযরত ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব। একথা আগেও বলা হয়েছে। এ হাদীসও তাঁর দলীল। হানাফী মাযহাব মতে, এভাবে কবরে নামানো কোনো প্রয়োজনের কারণে ছিলো অথবা এভাবে নামানোও জায়েয তা বুঝাবার জন্য। এ ব্যাপারে পূর্ণ ব্যাখ্যা এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

١٦٢٨ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ ثُمَّ اَتَى الْقَبْرَ فَحَثٰى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ ثَلاَثًا ـ رواه ابن ماجة.

১৬২৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি জানাযার নামায পড়ালেন। তারপর তিনি তার কবরের কাছে এলেন এবং তার কবরে মাথার কাছে তিন মুষ্টি মাটি রাখলেন।

–ইবনে মাজাহ

কবরে হেলান দিয়ে শোয়া বা বসা নিষেধ

١٦٢٩ـ وَعَنْ عَمْرِوْ بنِ حَزْمٍ قَالَ رَأَنِى النَّبِىُّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلٰى قَبْرٍ فَقَالَ لاَتُؤْذِ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ اَوْلاَ تُؤْذِهِ. رواه احمد.

১৬২৯। হযরত আমর ইবনে হাযম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে কবরে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখে বললেন, তুমি এ কবরবাসীকে কষ্ট দিও না। অথবা বললেন, তুমি একে কষ্ট দিও না।–আহমাদ

٦ـ البُكَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ

৬-মৃত ব্যক্তির জন্য শোক

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٦٣٠ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَيْفِ الْقَيْنِ وكَانَ ظِئْرًا لِاِبْرَاهِيْمَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوفٍ وَاَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرٰى فَقَالَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَلاَ نَقُوْلُ اِلاَّ مَايَرْضٰى رَبُّنَا وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَااِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ ـ متفق عليه.

১৬৩০। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবু সায়ফ কর্মকারের ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সঃ-এর পুত্র হযরত ইবরাহীমের দাইমার স্বামী। রাসূলুল্লাহ সঃ হযরত ইবরাহীমকে কোলে তুলে নিলেন, চুমু খেলেন ও তাঁকে শুঁকলেন। এরপর আমরা আবার একদিন আবু সায়ফের ঘরে গেলাম। এ সময় নবীযাদা মৃত্যু শয্যায়। (তার এ অবস্থা দেখে) রাসূলুল্লাহ সঃ-এর দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এ অবস্থা দেখে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ইবনে আওফ! এটা আল্লাহর রহমত। তারপরও তাঁর দু'চোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগলো। তিনি বললেন, চোখ পানি বহাচ্ছে, হৃদয় শোকাহত। কিন্তু এরপরও তোমার বিচ্ছেদে আমার মুখ দিয়ে এমন শব্দ বেরুচ্ছে যার জন্য আমার পরওয়ারদিগার আমার উপর সন্তুষ্ট। আমি তোমার বিচ্ছেদে হে ইবরাহীম! খুবই শোকসন্তপ্ত।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ তাঁকে শুঁকলেন অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহীমের গায়ে তার মুখ ও নাক এমন ভাবে রাখলেন, মনে হচ্ছিলো যেনো তিনি তাঁর গা হতে সুগন্ধি গ্রহণ করছেন, তখন ইবরাহীম তাঁর দাইমার ঘরে লালিত হচ্ছিলেন। তার বয়স হয়েছিলো ষোল সতের মাস। তার মৃত্যুর সময় রাসূলের চোখ দিয়ে পানি পড়তে দেখে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বিস্ময় প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা রহমতের কান্না। অধৈর্যের কান্না নয়। মানবীয় স্বভাবের কারণে আপন জনের মৃত্যুতে এ সময় কান্না আসা স্বাভাবিক।

١٦٣١ـ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ اِلَيْهِ اَنَّ ابْنًا لِّيْ قُبِضَ فَأْتِنَا فَاَرْسَلَ يَقْرَئُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُبْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُبْنُ جَبَلٍ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُبْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِىُّ وَ نَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهٰذَا فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ فَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.متفق عليه

১৬৩১। "হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা (হযরত যায়নাব) কাউকে দিয়ে তাঁর কাছে খবর পাঠালেন যে, আমার ছেলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে, তাই তিনি যেনো তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসেন। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ তাঁকে সালাম পাঠিয়ে খবর পাঠালেন যে, যে জিনিস (অর্থাৎ সন্তান) আল্লাহ নিয়ে নেন তা তাঁরই। আর যে জিনিস তিনি দিয়ে রেখেছেন তাও তাঁরই। প্রতিটি জিনিসই তার কাছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। অতএব অদম্য ধৈর্য ও ইহতেসাবের সাথে থাকতে হবে। (শোকে দুঃখে বিহ্বল না হওয়া উচিত)। নবী কন্যা আবার তাঁকে কসম দিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে যাবার জন্য খবর পাঠালেন। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা, মাআয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবেত সহ কিছু লোককে সাথে নিয়ে ওখানে গেলেন। বাচ্চাটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে তুলে দেয়া হলো। তখন তার শ্বাস ওঠা নামা করছে। বাচ্চার এ অবস্থা দেখে রাসূলের চোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগলো। হযরত সা'দ রাসূলের চোখে পানি দেখে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল এটা কি ? রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, এটা আল্লাহর রহমত। তিনি তাঁর রহমদিল বান্দাহর মনে (এ রহমত) সৃষ্টি করে দেন।"–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের যুগে আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগের শোক বিধুর বুক ফাটা আহাজারী, কান্নাকাটি, নিষিদ্ধ ছিলো। তাই হযরত সা'দ রাসূলের চোখে পানি দেখে তাঁকে একথা বলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সঃ জবাবে বলেন, এ কান্না নিষেধ নয়। এ কান্না হলো আপন জনের মৃত্যুতে মানুষের মনে আল্লাহ প্রদত্ত মায়ামমতা ও রহমতের বহিঃপ্রকাশ।

١٦٣٢۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكٰى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوٰى لَهٗ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهٗ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ وَّسَعْدِبْنِ اَبِى وَقَّاصٍ وَّعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهٗ فِىْ غَاشِيَةٍ فَقَالَ قَدْ قُضِىَ قَالُوْا لَاَيَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا رَاَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِىِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ لَايُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُّعَذِّبُ بِهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى لِسَانِهٖ اَوْ يَرْحَمُ وَاِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهٖ عَلَيْهِ.

متفق عليه.

১৬৩২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। তিনি ওখানে প্রবেশ করে সা'দ ইবনে ওবাদাকে বেহুশ অবস্থায় পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মারা গেছে? সাহাবী জবাব দিলেন, জী না, হে আল্লাহর রাসূল! তখন নবী করীম সঃ কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সঃ-কে কাঁদতে দেখে সাহাবীগণও কাঁদতে লাগলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, সাবধান তোমরা শুনে রাখো চোখের পানি ফেলা ও মনের শোকের কারণে আল্লাহ তাআলা কাউকে শাস্তি দেবেন না। তিনি তার মুখের দিকে ইশারা করে বললেন, অবশ্য আল্লাহ এজন্য আযাবও দেন আবার রহমতও করেন। আর মৃতকে তার পরিবার পরিজনের বিলাপের কারণে আযাব দেয়া হয়।"–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সঃ মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "এজন্য আল্লাহ আযাবও দেন আবার রহমত করেন", একথার অর্থ হলো বিপদ আপদে মুখ দ্বারা কোন নাশোকরী ও আল্লাহর শানে কোনো বেআদবীর শব্দ বের হলে এবং জাহেলী প্রথা মতো শোক গাঁথা গাইলে আল্লাহ আযাব দিবেন। এ সময় যদি মুখ দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করা হয় তাহলে আল্লাহ রহমত করবেন। পরিবার পরিজনের এ ধরনের জাহেলী রীতির শোকগাঁথা, বুকফাটা কান্না-কাটিও মৃত ব্যক্তির আযাবের কারণ হয়।

١٦٣٣۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ. متفق عليه.

১৬৩৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (মৃত ব্যক্তির শোকে) নিজের মুখাবয়বে আঘাত করে, জামার গলা ছিড়ে ফেলে ও আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগের মতো হাহুতাশ করে বিলাপ করে, সে আমাদের দলের মধ্যে গণ্য নয়।–বুখারী, মুসলিম

١٦٣٤۔ وَعَنْ اَبِی بُرْدَةَ قَالَ اُغْمِیَ عَلٰی اَبِیْ مُوْسَی الْاَشْعَرِیِّ فَاَقْبَلَت امْرَاَتُهُ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ تُصِیْحُ بِرَنَّةٍ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَلَمْ تَعْلَمِیْ وَكَانَ یُحَدِّثُهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَا بَرِیْءٌ مِّمَّنْ حَلَقَ وَصَلَقَ وَخَرَقَ ۔ متفق علیه ولفظه لمسلم.

১৬৩৪। তাবেয়ী আবু বুরদা বিন্ আবু মূসা (রা) বলেন ঃ একবার আমার পিতা আবু মূসা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এতে (আমার বিমাতা) তাঁর স্ত্রী আবদুল্লাহ্‌র মা বিলাপ করতে লাগল। অতপর তিনি সংজ্ঞা লাভ করলেন এবং আবদুল্লাহ্‌র মাকে একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তার সাথে সম্পর্কহীন যে মাথার চুল ছিঁড়ে, উচ্চস্বরে বিলাপ করে এবং জামার গলা ফাঁড়ে।–বুখারী ও মুসলিম ; কিন্তু পাঠ মুসলিমের।

١٦٣٥۔ وَعَنْ اَبِیْ مَالِكٍ نِ الْاَشْعَرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ فِیْ اُمَّتِیْ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِیَّةِ لَایَتْرُكُوْنَهُنَّ الْفَخْرُ فِی الْاَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِی الْاَنْسَابِ وَالْاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّیَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَعَلَیْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّدِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ ۔ رواه مسلم

১৬৩৫। হযরত আবু মালেক আশআরী রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলিয়াত যুগের চারটি বিষয় রয়ে গেছে যা তারা ছাড়ছে না, (১) নিজের গুণের গর্ব, (২) কারো বংশের নিন্দা, (৩) গ্রহ-নক্ষত্র যোগে বৃষ্টি চাওয়া এবং (৪) বিলাপ করা। অতপর তিনি বলেন, বিলাপকারিণী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, কিয়ামতের দিন তাকে উঠান হবে—তখন তার গায়ে থাকবে আলকাতরার জামা ও ক্ষতের পিরান।–মুসলিম

١٦٣٦۔ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِیُّ ﷺ بِامْرَاَةٍ تَبْكِیْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِی اللّٰهَ وَاصْبِرِیْ قَالَتْ اِلَیْكَ عَنِّیْ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِیْبَتِیْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِیْلَ لَهَا اِنَّهُ النَّبِیُّ ﷺ فَاَتَتْ بَابَ النَّبِیِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهٗ بَوَّابِیْنَ فَقَالَتْ لَمْ اَعْرِفْكَ فَقَالَ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰی. متفق علیه.

১৬৩৬। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একজন মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে একটি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো, ধৈর্যধারণ করো। মহিলাটি বললো, আপনি আমার কাছ থেকে চলে যান, আমার উপর পতিত বিপদ তো আপনাকে স্পর্শ করেনি। মহিলাটি তাঁকে চিনতে পারেনি। পরে মহিলাটিকে বলা হলো, ইনি

আল্লাহর রাসূল। তখন মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর বাড়ীর দরজায় এলো। সেখানে কোনো দারোয়ান বা পাহারাদার মোতায়েন ছিলো না। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ সাঃ তাকে বললেন, 'সবরতো তাকেই বলা হয় যা বিপদের প্রথম অবস্থায় ধারণ করা হয়।'–বুখারী, মুসলিম

١٦٣٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ الاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ. متفق عليه.

১৬৩৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা গেলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তবে কসম পুরা করার জন্য (ক্ষণিকের তরে) প্রবেশ করানো হবে।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর বাণী ....وانْ مِّنْكُمْ الاَّ وَارِدُهَا 'কসম, তোমাদের কেউ ওতে জাহান্নামে প্রবেশ না করে থাকবে না'–আল্লাহর এ শপথ পূরণ করার জন্য কেউ শাস্তিযোগ্য গুনাহর কাজ করে থাকলে নিমিষের জন্য সে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ জাহান্নামের উপর পুল পার হয়ে যাবার সময় তা ঘটে যাবে। গায়ে কোনো আছড় লাগবে না।

١٦٣٨- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنِسْوَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِلاَيَمُوْتُ لِاحْدٰكُنَّ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ الاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ اَوِ اثْنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَوِ اثْنَانِ رواه مسلم. وَفِى رِوَايَةٍ لَّهُمَا ثَلاَثَةٌ لَّمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ.

১৬৩৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের কিছু সংখ্যক মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের যে কোনো মহিলারই তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করবে, আর এ মহিলা (এজন্য) ধৈর্যধারণ করে সওয়াবের প্রত্যাশা করবে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (একথা শুনে) তাদের একজন বললো, যদি দুই সন্তান মৃত্যুবরণ করে, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, হ্যাঁ। দুজন মৃত্যুবরণ করলেও। (মুসলিম) বুখারী মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, এমন তিন সন্তান মারা গেলে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি (তাদের জন্য এ শুভ সংবাদ)।

١٦٣٩- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَالِعَبْدِىْ الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ الاَّ الْجَنَّةَ - رواه البخارى

১৬৩৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি যখন আমার কোনো মু'মিন বান্দাহর প্রিয় জিনিসকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেই আর এ বান্দাহ এজন্য সবর অবলম্বন করে সওয়াবের প্রত্যাশী হয়। তাহলে আমার কাছে তার জন্য জান্নাতের চেয়ে উত্তম কোনো পুরস্কার নেই।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় জিনিস নিজ সন্তান, মাতা-পিতা ইত্যাদি হতে পারে। তবে শিশু সন্তান বলেই অনেকে মনে করেন। এ আপনজনের মৃত্যুতে আল্লাহর হুকুমের উপরে সন্তুষ্ট থেকে সবর করলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন পুরস্কার হিসেবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শোকে মাতমকারিণীদের প্রতি অভিসম্পাত

١٦٤٠۔ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ ۔ رواه ابوداؤد.

১৬৪০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোকে মাতমকারিণী ও তা শ্রবণকারিণীদের উপর অভিসম্পাত করেছেন।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য পুরুষ মহিলা সকল মাতমকারীর জন্য একই হুকুম। তবে বিশেষত নারীরাই মাতম করে ও শুনে। এ কারণেই হাদীসে বিশেষভাবে তাদের কথাই বলা হয়েছে।

মু'মিন বিপদে ও আনন্দে শোকর সবর করে

١٦٤١۔ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَه خَيْرٌ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَشَكَرَ وَاِنْ اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ اللّٰهَ وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُوْجَرُ فِىْ كُلِّ اَمْرِهٖ حَتّٰى فِى اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا اِلٰى فِى امْرَأَتِهٖ. ۔

رواه البيهقى فى شعب الايمان.

১৬৪১। হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিনের কাজ বড় বিস্ময়কর। সুখের সময় আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করে, আবার বিপদে পড়লেও আল্লাহর প্রশংসা ও ধৈর্যধারণ করে। অতএব, মু'মিনকে প্রতিটি কাজে প্রতিদান দেয়া হয়। এমন কি তার স্ত্রীর মুখে খাবারের লোকমা তুলে দেবার সময়েও।–বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান

١٦٤٢۔ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُّؤْمِنٍ اِلاَّ وَلَهٗ بَابَانِ بَابٌ يَّصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهٗ وَبَابٌ يَّنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهٗ فَاِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ ۔ رواه الترمذى.

১৬৪২। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য দুটি দরজা আছে। একটি দরজা দিয়ে তার নেক আমল উপরের দিকে উঠে। আর দ্বিতীয় দরজা দিয়ে তার রিযিক নীচে নেমে আসে। যখন সে মৃত্যুবরণ করে, এ দুটি দরজা তার জন্য কাঁদে। আল্লাহ তাআলার এ বাণী থেকে একথাটি বুঝা যায়, তিনি বলেছেন, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ অর্থাৎ এ কাফিরদের জন্য না আকাশ কাঁদে না যমীন।-তিরমিযী

মরে যাওয়া মুসলিম শিশু সন্তান আখিরাতের সম্পদ

١٦٤٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ اُمَّتِىْ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِّنْ اُمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَّا مُوَفَّقَةُ فَقَالَتْ فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ فَرَطٌ مِّنْ اُمَّتِكَ قَالَ فَاَنَا فَرَطُ اُمَّتِىْ لَنْ يُّصَابُوْا بِمِثْلِى. رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

১৬৪৩। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের যে ব্যক্তির দুটি সন্তান ছোট কালে মারা যাবে, আল্লাহ তাআলা এ দুটি সন্তানের কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (একথা শুনে) হযরত আয়েশা রাঃ বললেন, আপনার উম্মতের যে ব্যক্তির একটি শিশু সন্তান মারা যাবে ? তিনি বললেন, যার একটি শিশু সন্তান মারা যাবে তার জন্যও এ শুভ সংবাদ। হযরত আয়েশা রাঃ এবার বললেন, যার একটি বাচ্চাও মরেনি, তার জন্য কি শুভ সংবাদ ? তিনি বললেন, আমিই আমার উম্মতের জন্য এ অবস্থানে। কারণ আমার মৃত্যুর চেয়ে আর বড়ো কোনো মুসিবত তাদের স্পর্শ করতে পারে না।-তিরমিযী, তিনি বলেছেন এ হাদীস গরীব।

ব্যাখ্যা ঃ 'ফারাত' ওই ব্যক্তিকে বলে, যে ব্যক্তি কোনো প্রতিনিধি দলের আগে গন্তব্যে গিয়ে সেখানে তাদের জন্য সবকিছুর সুব্যবস্থা করে রাখে। এখানে 'ফারাত' অর্থ হলো ওই সন্তান যে শিশু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে আখিরাতে পৌঁছে গিয়ে তার মাতা-পিতার জন্য সবকিছুর সুবন্দোবস্ত করে রাখে। মাতা-পিতার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে।

١٦٤٤- وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلٰئِكَتِهٖ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهٖ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَ اسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ابْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

رواه احمد والترمذى.

১৬৪৪। হযরত আবু মূসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার কোনো বান্দাহর সন্তান মারা গেলে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবয করেছো ? তারা বলেন, জি হ্যাঁ, কবয করেছি। তারপর তিনি বলেন, তোমরা আমার বান্দার হৃদয়ের ফুলকে কবয করেছো ? তারা বলেন, জি হ্যাঁ করেছি। তারপর আল্লাহ বলেন, (এ ঘটনায়) আমার বান্দাহ কি বলেছে ? তারা বলেন, সে তোমার প্রশংসা করেছে। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন," পড়েছে। এবার আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দাদের জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করো, এ ঘরের নাম রাখো 'বায়তুল হাম্‌দ'।–আহমাদ ও তিরমিযী

বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেয়া

١٦٤٥ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَزّٰى مُصَابًا فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهٗ مَرْفُوْعًا اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيِّ ابْنِ عَاصِمٍ الرَّاوِيْ وَقَالَ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مَوْقُوْفًا.

১৬৪৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দিবে, তাকেও বিপদগ্রস্তের সমান সওয়াব দেয়া হবে (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমি এ হাদীসটিকে আলী ইবনে আসেম ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি হতে 'মরফূ' হিসেবে পাইনি। ইমাম তিরমিযী একথাও বলেন যে, কোনো কোনো মুহাদ্দিস এ বর্ণনাটিকে মুহাম্মাদ ইবনে সূকা হতে এ সনদে 'মাওকূফ' হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন।

١٦٤٦ـ عَنْ اَبِيْ بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَزّٰى ثَكْلٰى كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

১৬৪৬। হযরত আবু বারযাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সন্তানহারা নারীকে সান্ত্বনা যোগাবে তাকে জান্নাতে খুবই উত্তম পোশাক পরানো হবে।–তিরমিযী, তিনি এ হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য খাবার পাঠানো

١٦٤٧ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ اَتَاهُمْ مَايَشْغُلُهُمْ. - رواه الترمذى. وَاَبُوْدَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

১৬৪৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত জা'ফরের ইন্তেকালের খবর আসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আহলে বায়তকে) বললেন, তোমরা জা'ফরের পরিবার পরিজনের জন্য খাবার তৈরী করো। তাদের উপর এমন এক বিপদ এসে পড়েছে যা তাদেরকে পাকসাক করে খেতে বারণ করবে।–তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাতমের কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়

١٦٤٨- عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يُنِيْحَ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَانِيْحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. متفق عليه.

১৬৪৮। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করা হয় কিয়ামতের দিন তাকে এ মাতমের জন্য শাস্তি দেয়া হবে।–বুখারী, মুসলিম

١٦٤٩-وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ تَقُوْلُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِاَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَمَا اَنَّهُ لَمْ يَكْذِبُ وَلٰكِنَّهُ نَسِىَ اَوْ اَخْطَاَ اِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى يَهُوْدِيَّةٍ يُبْكٰى عَلَيْهَا فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهَا. متفق عليه.

১৬৪৯। হযরত আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশাকে বলতে শুনেছি। তাকে একথা বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতদের কান্নাকাটির কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। হযরত আয়েশা রাঃ বলেছেন, আল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে (ইবনে ওমরের ডাক নাম) মাফ করুন। তিনি মিথ্যা কথা বলেননি। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন অথবা ইজতিহাদী ভুল করেছেন। বরং (ব্যাপার হলো) একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ইহুদী মহিলার কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখলেন তার কবরের পাশে লোকজন কাঁদছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর আত্মীয়স্বজনরা তার জন্য কাঁদছে, আর এ মহিলাকে তার কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা রাঃ-এর কথার অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মহিলার কুফরীর কারণে তাকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে বলেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ এ অর্থ বুঝেছেন যে, সামগ্রিকভাবে আত্মীয় স্বজনের কান্নাকাটির কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবরে আযাব দেয়া হয়। হযরত আয়েশা রাঃ-এর এ ব্যাখ্যাকেও কেউ কেউ তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ রাসূলের বর্ণিত এ কবরে আযাবের কথা অন্যান্য সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়েছে।

١٦٥٠ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ تُوفِّيَتْ بِنْتٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَانِّىْ لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ اَلاَ تَنْهٰى عَنِ الْبُكَاءِ فَانَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ انَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ بَعْضَ ذٰلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ فَاذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةَ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هٰؤُلاَءِ الرَّكْبُ فَنَظَرْتُ فَاذَا هُوَ صُهَيْبٌ قَالَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ فَرَجَعْتُ اِلٰى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا اَنْ اُصِيْبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِىْ يَقُوْلُ وَا اَخَاهُ وَا صَاحِبَاهْ فَقَالَ عُمَرُ يَاصُهَيْبُ اَتَبْكِىْ عَلَىَّ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ عُمَرَ لاَ وَاللّٰهِ مَا حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلٰكِنَّ انَّ اللّٰهَ يَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَسْبُكُمُ الْقُرْاٰنُ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى قَالَ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ فَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا ـ متفق عليه

১৬৫০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফানের কন্যা মক্কায় মৃত্যুবরণ করলেন, আমরা তার জানাযা ও দাফনের কাজে শরীক হবার জন্য মক্কায় এলাম। হযরত ইবনে ওমর ও হযরত ইবনে আব্বাসও এখানে আসলেন। আমি এ দুজনের মধ্যে বসেছিলাম। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত ওমর ইবনে ওসমানকে, যিনি তাঁর দিকে মুখ করে

বসেছিলেন বললেন, তুমি (পরিবারের লোকজনকে আওয়াজ করে মাতমের মত) রোনাজারী করতে কেনো নিষেধ করছো না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার পরিজনের কান্নাকাটির জন্য আযাব দেয়া হয়। তখন হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বললেন, হযরত ওমর রাঃ এ ধরনের কথা বলতেন। তারপর তিনি ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, আমি যখন হযরত ওমর রাঃ-এর সাথে মক্কা হতে ফেরার পথে 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছলাম, হঠাৎ করে হযরত ওমর একটি কাঁকর গাছের নীচে এক কাফেলা দেখতে পেলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি ওখানে গিয়ে দেখো তো কাফেলায় কে কে আছে ? আমি ওখানে গিয়ে হযরত সুহাইবকে দেখতে পাই। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আমি ফিরে এসে হযরত ওমরকে খবর বললাম। হযরত ওমর রাঃ বললেন, তাকে ডেকে আনো। আমি আবার সুহাইবের নিকট গেলাম। তাকে বললাম, চলুন, আমীরুল মু'মিনীন ওমরের সাথে দেখা করুন। এরপর যখন মদীনায় হযরত ওমরকে আহত করে দেয়া হলো, হযরত সুহাইব কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে এলেন এবং বলতে থাকলেন, হায় আমার ভাই, হায় আমার প্রভু! (এটা কি হলো!) সেই অবস্থায়ই হযরত ওমর বললেন, হে সুহাইব! তুমি আমার জন্য কাঁদছো অথচ রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার পরিজনের কান্নাকাটির দরুণ আযাব দেয়া হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, যখন ওমর রাঃ ইন্তেকাল করলেন, আমি একথা হযরত আয়েশা রাঃ-এর কাছে বললাম। তিনি শুনে বলতে লাগলেন, আল্লাহ তাআলা হযরত ওমরের উপর রহমত করুন। কথা এটা নয়। রাসূলুল্লাহ সঃ একথা বলেননি যে, পরিবার পরিজনের কান্নাকাটির জন্য মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়। বরং আল্লাহ তাআলা পরিবার পরিজনের কান্নাকাটির জন্য কাফেরের আযাব বাড়িয়ে দেন। তারপর হযরত আয়েশা বললেন, কুরআনের এ আয়াতই দলীল হিসেবে তোমাদের জন্য যথেষ্ট وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى 'অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এ আয়াতের মর্মবাণীও প্রায় এ রকমই, وَاللّٰهُ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই হাসান ও কাঁদান। হযরত ইবনে আবু মুলাইকা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এসব কথা শুনার পর কিছুই বললেন না।

–বুখারী, মুসলিম

١٦٥١ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ وَاَنَا اَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ تَعْنِىْ شَقَّ الْبَابِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ اِنْهَا هُنَّ فَذَهَبَ فَاَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللّٰهِ غَلَبْنَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَزَعَمْتُ اَنَّهُ قَالَ فَاحْثُ فِىْ اَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللّٰهُ اَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَآ اَمَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৬৫১। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মূতার যুদ্ধে) ইবনে হারেছা, জাফর ও ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের খবর যখন রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে এসে পৌছলো তিনি (মসজিদে নববীতে) বসে পড়লেন। তাঁর চেহারায় শোক-দুঃখের ছায়া পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। আমি দরজার ফোকর দিয়ে তাঁর অবস্থা দেখছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর খিদমতে আসলো ও বলতে লাগলো, জাফরের পরিবারের মেয়েরা এরূপ এরূপ করছে (অর্থাৎ তাদের কান্নাকাটির কথা উল্লেখ করলো)। রাসূলুল্লাহ সঃ তাকে ওদের কাছে গিয়ে কাঁদতে নিষেধ করতে হুকুম দিলেন। লোকটি চলে গেলো। (কিছুক্ষণ পর) দ্বিতীয় বার ফিরে এসে বললো, মহিলারা কোনো কথা মানছে না। আবারও তিনি তাদেরে কাঁদতে নিষেধ করতে তাকে বলে পাঠালেন। লোকটি চলে গেলো। তাদেরকে নিষেধ করলো। (কিছুক্ষণ পর) সে তৃতীয়বার ফিরে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তারা আমার উপর বিজয়ী হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমার কথা মানছে না। হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, আমার ধারণা হলো, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, তাদের মুখে মাটি ঢেলে দাও। হযরত আয়েশা বলেন, আমি মনে মনে (ওই ব্যক্তিকে) বললাম, তোমার মুখে ছাই পড়ুক, তুমি কেনো রাসূলুল্লাহ সঃ যে হুকুম দিচ্ছেন তা পালন করলে না। আর তুমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে দুঃখ দেবার কারণ হয়েছো।–বুখারী, মুসলিম

١٦٥٢ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيْبٌ وَفِى اَرْضِ غُرْبَةٍ لَاَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ اِذَا اَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تُرِيْدُ اَنْ تُسْعِدَنِىْ فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تُدْخِلِى الشَّيْطَانَ بَيْتًا اَخْرَجَهُ اللّٰهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ اَبْكِ ـ

رواه مسلم.

১৬৫২। হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার (প্রথম স্বামী) আবু সালামা মৃত্যুবরণ করলে আমি বললাম, আবু সালামা মুসাফির ছিলেন, মুসাফিরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন। অর্থাৎ মক্কার লোক মদীনায় মৃত্যুবরণ করলেন। আমি তাঁর জন্য এমনভাবে কাঁদবো যে, আমার কান্নাকাটি সম্পর্কে লোকেরা আলোচনা করবে। আমি কান্নকাটি করার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ একজন মহিলা আসলো যে কান্নাকাটিতে আমার সাথে শরীক হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলো। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে হাযির। তিনি বললেন, তোমরা কি এমন ঘরে শয়তানকে প্রবেশ করাতে চাও, যে ঘর থেকে আল্লাহ তাআলা শয়তানকে দুবার বের করে দিয়েছেন ? উম্মে সালামা বলেন, তাঁর কথা শুনে আমি (কান্নাকাটি) করা হতে বিরত হয়ে গেলাম। আর আমি কখনো এভাবে কাঁদিনি। –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ "আল্লাহ দুবার এ ঘর থেকে শয়তান বের করে দিয়েছেন—একথার অর্থ হলো তারা দুইবার হিজরত করেছেন। একবার হাবশায়, দ্বিতীয়বার মদীনায়।

١٦٥٣ـ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ أُغْمِىَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ

أُخْتُهُ عُمْرَةُ تَبْكِيْ وَاجَبَلاَهْ وَاكَذَا وَاكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِيْنَ اَفَاقَ مَا قُلْتِ شَيْئًا اِلاَّ قِيْلَ لِيْ اَنْتَ كَذٰلِكَ زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ ـ

رواه البخارى

১৬৫৩। হযরত নু'মান ইবনে বশীর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, (কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে) বেহুশ হয়ে গেলেন। তাঁর বোন আমরাহ এতে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, হে পাহাড়তুল্য ভাই! হে আমার এরূপ ভাই! ওরূপ ভাই! অর্থাৎ এভাবে তাঁর ভাইয়ের গুণাবলী গুণে গুণে বর্ণনা করতে লাগলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার হুশ ফিরে এলে বোনকে বললেন, তুমি আমাকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছো, আমাকে তখনই বলা হয়েছে যে, তুমি এ রকম এ রকম, অর্থাৎ তুমি কি এসব গুণে গুণী ?। (অন্য এক বর্ণনায় বাড়িয়ে বলা হয়েছে, যখন আবদুল্লাহ (মূতার যুদ্ধে) শাহাদাতবরণ করেন তখন তার বোন আমরাহ তাঁর জন্য কাঁদেননি।–বুখারী

١٦٥٤ـ وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِمْ فَيَقُوْلُ وَاجَبَلاَهْ وَاسَيِّدَاهُ وَنَحْوَ ذٰلِكَ اِلاَّ وُكِّلَ اللّٰهُ بِهٖ مَلَكَيْنِ يَلْهَزَانِهٖ وَ يَقُوْلاَنِ اَهٰكَذَا كُنْتَ ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ.

১৬৫৪। হযরত আবু মূসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায় এবং সে সময় তার আপন-জনদের ক্রন্দনকারীরা একথা বলে কাঁদে, হে আমার পাহাড়তুল্য অমুক! হে সরদার! ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন আল্লাহ তাআলা এ মৃত ব্যক্তির জন্য দুজন ফেরেশতা নির্দিষ্ট করে দেন, যে তার বুকে ধাক্কা মেরে মেরে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এমনই ছিলে ? (তিরমিযী) এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান।

١٦٥٥ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَاتَ مَيِّتٌ مِّنْ اٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِيْنَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُنَّ يَاعُمَرُ فَاِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَّالْقَلْبُ مُصَابٌ وَالْعَهْدُ قَرِيْبٌ ـ

رواه احمد والنسائى

১৬৫৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের কোনো এক সদস্য মারা গেলেন (হযরত যায়নাব)। তখন কিছু মহিলা একত্রিত হয়ে তাঁর জন্য কাঁদতে লাগলেন। এসব দেখে হযরত ওমর রাঃ দাঁড়িয়ে গেলেন, তিনি (নিকটাত্মীয়দের) কাঁদতে নিষেধ করলেন, আর (অপরিচিতদেরকে) ভাগিয়ে দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সঃ এ অবস্থা দেখে বললেন, ওমর! এদের এদের অবস্থায় ছেড়ে দাও। কারণ এদের চোখগুলো কাঁদছে, হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত, আর মৃত্যুর সময়ও নিকটবর্তী।–আহমাদ, নাসাঈ

ব্যাখ্যা ঃ যদি আওয়াজ করে মাতম না করে, শুধু চোখের পানি ফেলে কান্নাকাটি করে, তাহলে এমন কান্নাকাটি করা নিষেধ নয়। তাই রাসূলুল্লাহ সঃ হযরত ওমরকে ওদের কান্নাকাটিতে বারণ করতে নিষেধ করেছেন।

١٦٥٦ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَكَتِ النِّسَاءُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهِ فَاَخَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ مَهْلاً يَّاعُمَرُ ثُمَّ قَالَ اِيَّاكُنَّ وَنَعِيْقَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ اِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَمِنَ الْقَلْبِ فَمِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الرَّحْمَةِ وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَمِنَ اللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ ـ رواه احمد.

১৬৫৬। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কন্যা যয়নাব রাঃ মারা গেলে মহিলারা কাঁদতে লাগলেন। হযরত ওমর রাঃ (এ অবস্থা দেখে) হাতের কোড়া দিয়ে তাদের মারতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে নিজ হাত দিয়ে ওমরকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, ওমর! কোমলতা অবলম্বন করো। আর মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের গলার স্বরকে শয়তান থেকে দূরে রাখো (অর্থাৎ চিৎকার দিয়ে দিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে করে কেঁদো না।) তারপর বললেন, যা কিছু চোখ হতে (অশ্রু) ও হৃদয় হতে (দুঃখ বেদনা, শোক-তাপ) বের হয় তা আল্লাহর তরফ থেকে বের হয়, এটা রহমতের কারণে হয়। আর যা কিছু হাত ও মুখ হতে বের হয় (বিলাপ ও রোনাজারী) তা শয়তানের তরফ হতে বের হয়।—আহমাদ

١٦٥٧ـ وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا قَالَ لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلٰى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتْ فَسَمِعَتْ صَائِحًا يَقُوْلُ اَلاَ هَلْ وَجَدُوْا مَا فَقَدُوْا فَاَجَابَهُ اٰخَرُ بَلْ يَئِسُوْا فَانْقَلَبُوْا.

১৬৫৭। হযরত ইমাম বুখারী সনদবিহীন তা'লীক পদ্ধতিতে উল্লেখ করেন যে, যখন হযরত হাসান ইবনে আলীর রাঃ ছেলে (ইমাম) হাসান মারা গেলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁর কবরের উপর এক বছর পর্যন্ত তাবু খাটিয়ে রেখেছিলেন। যখন তাবু ভাঙলেন, অদৃশ্য হতে কারো আওয়াজ শুনতে পেলেন, "(কবরের উপর) এ তাবু খাটিয়ে কি তারা হারানো ধন ফিরে পেয়েছে ?" তারপর এ অদৃশ্য কথার জবাবে আবার অদৃশ্য হতে অন্য কারো আওয়াজ শুনতে পেলেন—না ; বরং নিরাশ হয়েছে, অতপর ফিরে গিয়েছে।—বুখারী

١٦٥٨ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَاَبِىْ بَرْزَةَ قَالاَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جَنَازَةٍ فَرَاٰى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوْا اَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُوْنَ فِىْ قُمُصٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُوْنَ اَوْ بِصَنِيْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُوْنَ ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ

اَنْ اَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُوْنَ فِىْ غَيْرِ صُوَرِكُمْ قَالَ فَاَخَذُوْا اَرْدِيَتَهُمْ وَلَمْ يَعُوْدُوْا لِذٰلِكَ ـ رواه ابن ماجة.

১৬৫৮। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন ও আবু বারযাহ হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সাথে এক জানাযায় গিয়েছিলাম। ওখানে তিনি এমন কিছু লোককে দেখলেন যারা শোক প্রকাশের জন্য তাদের গায়ের চাদর খুলে দূরে নিক্ষেপ করে পাজামা পরে হাঁটছে। (এ অবস্থা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি জাহেলিয়াতের কার্যক্রমের উপর আমল করছো অথবা জাহেলিয়াতের কার্যক্রমের মতো কার্যক্রম অবলম্বন করছো ? তারপর তিনি বললেন, (তোমাদের এ অশোভন কাজ দেখে) আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি তোমাদের জন্য এমন বদ দোয়া করি যাতে তোমরা ভিন্ন আকৃতিতে (অর্থাৎ বানর বা শুয়রের আকৃতিতে) ঘরে ফিরে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, (একথা শুনে) তারা তাদের চাদরগুলো গায়ে জড়িয় নিলো। অতপর আর কখনো তারা এমনটি করেনি।–ইবনে মাজাহ

١٦٥٩ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ ـ

رواه احمد وابن ماجة.

১৬৫৯। হযরত ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জানাযার সাথে মাতমকারী মহিলা থাকে সে জানাযায় শরীক হতে নিষেধ করেছেন।–আহমাদ ও ইবনে মাজাহ

মৃত শিশু সন্তানরা মাতাপিতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে

١٦٦٠ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ مَاتَ ابْنٌ لِىْ فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ هَلْ سَمِعْتُ مِنْ خَلِيْلِكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلاَمُهُ شَيْئًا يُطَيِّبُ بِاَنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا ؟ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ ﷺ قَالَ صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الْجَنَّةِ يَلْقٰى اَحَدُهُمْ اَبَاهُ فَيَاخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ فَلاَ يُفَارِقُهُ حَتّٰى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ـ

رواه مسلم واحمد واللفظ له.

১৬৬০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, আমার একটি পুত্র সন্তান মারা গেছে, যার জন্য আমি শোকাহত। আপনি কি আপনার বন্ধু থেকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক) এমন কোন কথা শুনেছেন, (যা আমাদের মৃত শিশু সন্তানদের) তরফ থেকে আমাদের হৃদয়কে খুশী করে দেয়। (একথা শুনে) হযরত আবু হুরাইরা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি, মুসলমানদের শিশুরা জান্নাতে সাগরের

মাছের মতো সাতরাতে অর্থাৎ কার্যকর থাকবে। যখন তাদের কারো পিতাকে তারা পাবে তখন সেই শিশু তার পিতার কাপড়ের কোণা টেনে ধরবে। পিতাকে যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে পৌঁছে না দিবে তাকে আর ছাড়বে না।—মুসলিম, আহমাদ, ভাষা ইমাম আহমাদের।

ব্যাখ্যা ঃ পিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করায় এখানে পিতার কথা উল্লেখিত হয়েছে। মূলত অন্যান্য হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী মাতাপিতা দুজনকেই ছোট বয়সে মারা যাওয়া শিশু সন্তানরা জান্নাতে নিয়ে যাবে।

١٦٦١- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَّفْسِكَ يَوْمًا نَّأْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ فَقَالَ اَجْتَمِعْنَ فِىْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِىْ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَاَتَاهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَامِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَثَةً اِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوِ اثْنَيْنِ فَاَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ - رواه البخارى.

১৬৬১। হযরত আবু সাঈদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন মহিলা এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষরাতো আপনার পবিত্র বাণী শুনে শুনে উপকৃত হচ্ছে, আপনি আপনার তরফ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যেদিন আমরা আপনার খিদমতে উপস্থিত হবো। আপনি আমাদেরকে ওইসব কথা শুনাবেন, যা আল্লাহ আপনাকে বলেছেন। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, ঠিক আছে! তোমরা অমুক দিন অমুক স্থানে উপস্থিত থাকবে। অতএব মহিলাগণ সেখানে একত্রিত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে ওইসব কথা শিক্ষা দিলেন, যা আল্লাহ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতপর তিনি বললেন, তোমাদের যে মহিলার তিনটি সন্তান তার আগে মৃত্যুবরণ করেছে, সে সন্তান তার ও জাহান্নামের মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়াবে। তখন তাদের একজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আগে দুই সন্তান মৃত্যুবরণ করে এবং সে কথাটি দুবার পুনরাবৃত্তি করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন—দুজন হলেও, দুজন হলেও, দুইজন হলেও।—বুখারী

١٦٦٢- وَعَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُّسْلِمَيْنِ يُتَوَفّٰى لَهُمَا ثَلاَثَةٌ اِلاَّ اَدْخَلَهُمَا اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمَا فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ اَوِاثْنَانِ قَالُوْا اَوْ وَاحِدٌ قَالَ اَوْ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِىْ

بِيَدِهٖ اِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ اُمَّهٗ بِسَرَرِهٖ اِلَى الْجَنَّةِ اِذَا احْتَسَبَتْهُ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَرَوَى اِبْنُ مَاجَةَ مِنْ قَوْلِهٖ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهٖ.

১৬৬২। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, দুজন মুসলিম ব্যক্তির অর্থাৎ মাতা-পিতার তিনটি সন্তান (তাদের আগে) মারা যাবে, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর বিশেষ রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুজন মারা গেলেও ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দুটি মারা গেলেও। সাহাবীগণ পুনরায় আরয করলেন, একটি মারা গেলেও ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একটি মারা গেলেও। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যাঁর হাতে আমার জীবন নিহিত তাঁর শপথ করে বলছি, যদি কোনো মহিলার গর্ভপাত হওয়া সন্তানও হয় আর সে মা ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা করে, তাহলে সে সন্তানও তার নাড়ী ধরে টেনে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে (আহমাদ। আর ইবনে মাজাহ এ বর্ণনা وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত উদ্ধৃত করেছেন)।

١٦٦٣ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً مِّنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْثَ كَانُوْا لَهٗ حِصْنًا حَصِيْنًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍ قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ قَالَ وَاثْنَيْنِ قَالَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ اَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ قَدَّمْتُ وَاحِدًا قَالَ وَوَاحِدًا ـ رواه الترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

১৬৬৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির আগে তার তিনটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান মারা যাবে, তারা তার জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য বড় মযবুত আশ্রয় স্থল হয়ে যাবে। (একথা শুনে) হযরত আবু যার রাঃ বললেন, আমি তো দুটি শিশু সন্তান (আমার আগে) পাঠিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, দুটি হলেও। কারীদের ইমাম হযরত উবাই ইবনে কাআব, যার ডাকনাম ছিলো আবদুল মানযার, তিনি বললেন, আমিও তো একজন পাঠিয়েছি অর্থাৎ আমার একটি সন্তান মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একটি হলেও।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।) ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।

١٦٦٤ـ وَعَنْ قُرَّةَ الْمُزَنِىِّ اَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْتِىَ النَّبِىَّ ﷺ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهٗ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَتُحِبُّهٗ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَبَّكَ اللّٰهُ كَمَا اُحِبُّهٗ فَفَقَدَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَا فَعَلَ ابْنُ فُلاَنٍ؟ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا تُحِبُّ اَنْ لاَّتَاْتِىَ بَابًا مِّنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ اِلاَّ وَجَدْتَهٗ يَنْتَظِرُكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ لَهٗ خَاصَّةً اَمْ لِكُلِّنَا قَالَ بَلْ لِّكُلِّكُمْ ـ رواه احمد.

১৬৬৪। হযরত কুর্‌রা মুযানী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতেন। তার সাথে তার একটি ছেলেও থাকতো। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি তোমার ছেলেকে বেশী ভালোবাসো ? সে ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা আপনাকে ভালোবাসুন, আমি তাকে যেরূপ ভালোবাসি। অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে যেমন ভালোবাসেন, আমিও তাকে তেমন ভালোবাসি। (কিছু দিন পর একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটিকে তার পিতার সাথে দেখতে পেলেন না।) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তির সন্তানের কি হলো ? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ? তার ছেলেটি তো মারা গেছে। (এরপর ওই ব্যক্তি উপস্থিত হলে) রাসূলুল্লাহ সঃ তাকে বললেন, তুমি কি একথা পসন্দ করো না যে, তুমি (কিয়ামতের দিন) জান্নাতের যে দরযাতেই যাবে, সেখানেই তোমার সন্তানকে তোমার জন্য অপেক্ষারত দেখতে পাবে। এক ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল ? এ শুভসংবাদ কি শুধু এ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, না সকলের জন্য ? তিনি বললেন, সকলের জন্য।–আহমাদ

١٦٦٥ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ اِذَآ اَدْخَلَ اَبَوَيْهِ النَّارَ فَيُقَالُ اَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ اَدْخِلْ اَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتّٰى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ ـ رواه ابن ماجة.

১৬৬৫। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গর্ভপাতে নষ্ট হওয়া সন্তানও তার পিতামাতাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবার ইচ্ছা করবার সময় তার 'রবের' সাথে বিতর্ক করবে। বস্তুত তখন বলা হবে, হে গর্ভপাতে নষ্ট হওয়া সন্তান! তোমার মাতাপিতাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। তখন সেই অপূর্ণাঙ্গ সন্তান তার মাতাপিতাকে নিজের নাড়ী দিয়ে টেনে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবে।–ইবনে মাজাহ

١٦٦٦ـ وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى لَمْ اَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ ـ

رواه ابن ماجة

১৬৬৬। হযরত আবু উমামা রাঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, "আল্লাহ তাআলা (মানুষকে উদ্দেশ্য করে) বলেন, হে বনী আদম! তোমরা যদি বিপদের প্রথম সময়ে ধৈর্যধারণ করো এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের প্রত্যাশা করো, তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কোনো সওয়াবে সন্তুষ্ট হবো না।

–ইবনে মাজাহ

١٦٦٧ـ وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ وَّلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيْبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَاِنْ طَالَ عَهْدُهَا فَيُحْدِثُ لِذٰلِكَ اسْتِرْجَاعًا اِلاَّ جَدَّدَ

اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى لَهٗ عِنْدَ ذٰلِكَ فَاَعْطَاهُ مِثْلَ اَجْرِهَا يَومَ اُصِيْبَ بِهَا ـ

رواه احمد والبيهقى فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ.

১৬৬৭। হযরত হোসাইন ইবনে আলী রাঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, কোনো মুসলমান নর-নারী কোনো বিপদে আপদে পড়ার পর তা যতো দীর্ঘ সময় পরই মনে পড়ুক যদি সে (আবার) "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়ে, তাহলে সে সময় তাকে আল্লাহ ওই সওয়াবই দিবেন যে সওয়াব সে বিপদে পতিত হবার প্রথম দিন পেয়েছে।–আহমাদ, বায়হাকী ফী শোয়াবিল ঈমান।

١٦٦٨ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ اَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ فَاِنَّهٗ مِنَ الْمُصَائِبِ.

১৬৬৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে সে যেনো 'ইন্না লিল্লাহি .... রাজিউন' পড়ে। কারণ এটাও একটা বিপদ।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ জুতার ফিতা ছিড়ে যাবার মতো ছোট কোন বিপদে পড়লেও ইন্নালিল্লাহি ....পড়া উচিত। বড় বিপদে পড়লে তো এ দোয়া পড়া একান্ত উচিত।

١٦٦٩ـ وَعَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ يَا عِيْسٰى اِنِّىْ بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ اُمَّةً اِذَا اَصَابَهُمْ مَايُحِبُّوْنَ حَمِدُوا اللّٰهَ وَاِنْ اَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُوْنَ احْتَسَبُوْا وَصَبَرُوْا وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُوْنُ هٰذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ قَالَ اُعْطِيْهِمْ مِّنْ حِلْمِىْ وَعِلْمِىْ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ.

১৬৬৯। হযরত উম্মে দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু দারদা রাঃ - কে বলতে শুনেছি, তিনি আবুল কাসেমকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে ঈসা! আমি তোমার পরে এমন এক উম্মত পাঠাবো যারা তাদের পসন্দনীয় জিনিস পেলে আল্লাহর প্রশংসা করবে, আর কোনো বিপদে পড়লে সওয়াবের আশা করবে ও ধৈর্যধারণ করবে। অথচ এ সময় তাদের কোনো জ্ঞান ও ধৈর্যশক্তি থাকবে না। এ সময় হযরত ঈসা আঃ নিবেদন করবেন, হে আমার রব! তাদের জ্ঞান ও ধৈর্য না থাকলে এটা কেমন করে হবে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমি আমার সহনশক্তি ও জ্ঞান হতে তখন তাদের কিছু দান করবো। (উপরের দুটি হাদীসই বায়হাকী ফী শোআবিল ঈমানে বর্ণিত হয়েছে)।

٧ـ بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

৭-কবর যিয়ারাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٦٧٠ـ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاَمْسِكُوْا مَابَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ اِلاَّ فِيْ سِقَاءٍ فَاَشْرِبُوْا فِى الْاَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرِبُوْا مُسْكِرًا ـ رواه مسلم.

১৬৭০। হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। (কিন্তু এখন আমি) তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নির্দেশ দিচ্ছি। (ঠিক) এভাবে আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা যতোদিন খুশী তা রাখতে পারো ও খেতে পারো। আর আমি তোমাদেরকে 'নাবীয (নামক শরাব) মোশক ছাড়া অন্য কোনো পাত্রে রেখে পান করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা তা যে কোনো পাত্রে রেখে পান করতে পারো। কিন্তু সাবধান 'নেশা করার' কোনো জিনিস কখনো পান করবে না।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'নাবীয' হলো কয়েকদিন ধরে পানিতে ভিজিয়ে খেজুর বা আঙুর দিয়ে তৈরী এক বিশেষ ধরনের পানীয়। নেশাযুক্ত হবার আগ পর্যন্ত তা খাওয়া হালাল। ইসলামের প্রথম সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ 'নাবীয' মোশকে রাখার জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ মোশক হালকা পাতলা হয়। একবার রাখা নাবীয তাড়াতাড়ী গরম হয়ে নেশাযুক্ত হয়ে পড়ে না। এর কিছুদিন আগেই মদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছিলো। আরব জাতি মাদকাসক্ত জাতি ছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ সঃ সতর্কতামূলক মোশক ছাড়া অন্য কোনো পাত্রে এ নাবীয ভিজিয়ে রেখে খেতে নিষেধ করেছেন। যখন মদ একেবারেই হারাম ঘোষণা হয়ে গেলো, মুসলমানদের ঈমানও মযবুত হয়ে গেলো। কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদের আর জাহেলিয়াতের মদ পান প্রথায় ফিরে যাওয়ার আশংকা ছিল না ; তখন রাসূলুল্লাহ সঃ যে কোনো পাত্রে নাবীয রেখে তা খেতে অনুমতি দিয়েছেন।

মূলকথা, মদের নিষিদ্ধতার আসল কারণ হলো 'নেশাগ্রস্ত' হওয়া। মুসলমানরা আর নেশাগ্রস্ত জিনিস খাবে না নিশ্চিন্ত হবার পর রাসূলুল্লাহ সঃ প্রাথমিক নির্দেশ রহিত করে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহর নিজের মায়ের কবর যিয়ারত

١٦٧١ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِىُّ ﷺ قَبْرَ اُمِّهٖ فَبَكٰى وَاَبْكٰى مَنْ حَوْلَهٗ

فَقَالَ اسْتَاذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ اَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِّىْ وَاسْتَاذَنْتُهُ فِىْ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاُذِنَ فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَانَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ - رواه مسلم.

১৬৭১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নিজের মায়ের কবরে গেলেন। যেখানে তিনি নিজেও কাঁদলেন তার চার দিকের লোকদেরকেও কাঁদালেন। তারপর তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইলাম আমার মায়ের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তারপর আমি আমার মায়ের কবরের কাছে যাবার অনুমতি চাইলাম। এ অনুমতি আমাকে দেয়া হলো। অতএব তোমরা কবরের কাছে যাবে। কারণ কবরের কাছে গেলে মৃত্যুর কথা মনে পড়ে।–মুসলিম

١٦٧٢- وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ - رواه مسلم.

১৬৭২। হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কবরস্থানে গেলে এ দোয়া পড়তে শিখিয়েছেন ঃ 'আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ারে মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহেকূনা নাসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়াতাহ (অর্থাৎ হে কবরবাসী মু'মিন মুসলমানগণ! আমরাও ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আমরা আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসসহ বেশ কিছু হাদীস থেকে বুঝা যায়, মৃত ব্যক্তিরা দুনিয়াবাসীর কথা শুনেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এটাই মত। রাসূল সঃ কবরবাসীদের প্রতি সালামের বিভিন্ন দোয়া শিখিয়েছেন। তাঁর শিখানো যে কোনো দোয়া পড়লেই চলবে।

١٦٧٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِقُبُوْرٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

১৬৭৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) মদীনার কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি কবরস্থানের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরি, ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম, ওয়াআনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল

আছারে। (অর্থাৎ হে কবরবাসী! তোমাদের উপর সালাম পেশ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের ও তোমাদের মাফ করুন। তোমরা আমাদের আগে (কবরে) পৌঁছেছো আর আমরাও তোমাদের পেছনে আসছি। তিরমিযী, তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٦٧٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاَتَاكُمْ مَّاتُوْعَدُوْنَ غَدًا مُّوَجَّلُوْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ - رواه مسلم

১৬৭৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসতেন, শেষ রাতে তিনি উঠে বাকী'তে (মদীনার কবরস্থানে) চলে যেতেন। (ওখানে গিয়ে) তিনি বলতেন, "আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমিল মু'মিনীন। ওয়া আতাকুম মা তাআদূনা গাদানী মুআজ্জালূনা। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বেকুম লাহেকুন। আল্লাহুম্মাগফির লি আহলে বাকীয়িল গারকাদে।" অর্থাৎ হে মু'মিনের দল তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদেরকে কালকের (কিয়ামতের) যে ওয়াদা (সওয়াব অথবা শাস্তি) করা হয়েছিলো তা কি তোমরা পেয়ে গেছো? তোমাদেরকে (একটি সুনির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত) সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। আর নিশ্চয়ই আমরাও যদি আল্লাহ চান, তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবোই। হে আল্লাহ! বাকী'য়ে গারকাদ বাসীদেরকে তুমি মাফ করে দাও।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'গারকাদ' এক রকম গাছের নাম। ওখানে এ গাছ ছিলো বলে রাসূলুল্লাহ সাঃ এ কবরস্থানকে গারকাদের বাকী বলেছেন।

١٦٧٥- وَعَنْهَا قَالَتْ كَيْفَ اَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَعْنِيْ فِيْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ قَالَ قُوْلِيْ اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ - رواه مسلم

১৬৭৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (রাসূলুল্লাহর কাছে আরয করলাম) হে আল্লাহর রাসূল! কবর যিয়ারতের সময় আমি কি বলবো? তিনি বললেন, তুমি বলবে, আসসালামু আলা আহলিদ দিয়ারে মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা। ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়াল মুসতাখিরীনা। ওয়াইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহেকুন। অর্থাৎ সালাম বর্ষিত হোক মু'মিন মুসলমানের বাসস্থানের অধিবাসীদের প্রতি। রহম করুন আল্লাহ, আমাদের যারা প্রথমে চলে গেছে আর যারা পরে

আসবে তাদের উপর, আমরাও ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হবো।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের একটি বর্ণনা নকল করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন জানাশুনা ও পরিচিতি মু'মিন ভাইয়ের কবরের কাছে গিয়ে তার উপর সালাম দিবে। তখন কবরবাসী তাকে চিনবে। তার সালামের জবাবও দিবে।

١٦٧٦ـ وَعَنْ مُحَمَّدِبْنِ النُّعْمَانِ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَلَهُ وَكُتِبَ بَرًّا - رواه البيهقى فى شُعَبُ الاِيْمَانِ مُرْسَلاً.

১৬৭৬। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে নোমান রঃ হতে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসটির সনদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি জুমাবারে নিজের মাতা পিতা অথবা তাদের দু'জনের একজনের কবর যিয়ারত করবে (সেখানে তাদের জন্য দোয়ায়ে মাগফিরাত করবে) তাদের মাফ করে দেয়া হবে। (যিয়ারতকারীর আমলনামায়ও মাতা পিতার সাথে) সদারচণকারী হিসেবে লিখা হবে।–বায়হাকী মুরসাল হাদীস হিসাবে শোয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেন।

١٦٧٧ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ - رواه ابن ماجة

১৬৭৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। (কিন্তু এখন) তোমরা কবর যিয়ারত করবে। কারণ কবর যিয়ারত (মৃত্যুর কথা স্মরণ হলে) দুনিয়ার আকর্ষণ কমিয়ে দেয় ও পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।–ইবনে মাজাহ

١٦٧٨ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِى وَابْنِ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَالَ قَدْ رَاٰى بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ هٰذَا كَانَ قَبْلَ اَنْ يُرَخِّصَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَلَمَّا .رَخَّصَ دَخَلَ فِىْ رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةَ الْقُبُوْرِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَ كَثْرَةِ جَزْعِهِنَّ تَمَّ كَلاَمُهُ.

১৬৭৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে বেশী বেশী যিয়ারতকারী মহিলাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন

(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।) ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। তিনি আরো বলেছেন, এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো আলেমের ধারণা (কবরে গমনকারী মহিলাদের উপর রাসূলের অভিসম্পাত করা) ছিলো কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ সময়ের। কিন্তু কবর যিয়ারতের হুকুম দেবার পর পুরুষ মহিলা সকলেই এ হুকুমের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়। এর বিপরীতে কোনো কোনো আলেম বলেন। মহিলারা অপেক্ষাকৃত অধৈর্য ও অসহিষ্ণু ও কোমলমতি বলে রাসূলুল্লাহ সঃ তাদের কবরে যাওয়াকে অপসন্দ করেছেন। তাই কবর যিয়ারতে যাওয়া মহিলাদের জন্য এখনো নিষিদ্ধ। হযরত ইমাম তিরমিযীর কথা পূর্ণ হলো।

١٦٧٩۔وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَدْخُلُ بَيْتِيَ الَّذِيْ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنِّيْ وَاضِعٌ ثَوْبِيْ وَاَقُوْلُ اِنَّمَا هُوَ زَوْجِيْ وَاَبِيْ فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللّٰهِ مَادَخَلْتُهُ اِلاَّ وَاَنَا مَشْدُوْدَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِيْ حَيَاءً مِّنْ عُمَرَ ۔ رواه احمد

১৬৭৯। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন আমার ওই ঘরে প্রবেশ করতাম যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে আছেন। আমি আমার শরীর হতে চাদর খুলে রাখতাম। আমি মনে মনে বলতাম, তিনি তো আমার স্বামী, আর অপরজনও আমার পিতা (আর দুজনই আমার পরিচিত কাজেই হিজাবের কি প্রয়োজন ?) কিন্তু যখন ওমরকে এখানে তাঁদের সাথে দাফন করা হলো, আল্লাহর কসম, তখন থেকে আমি যখনই ওই ঘরে প্রবেশ করেছি, ওমরের কারণে লজ্জা করে আমার শরীরে চাদর পেচিয়ে রেখেছি।–আহমাদ

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

(যাকাত)

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٦٨٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ - متفق عليه

১৬৮০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল রাঃ-কে ইয়েমেনে পাঠাবার সময় বললেন, মুআয! তুমি আহলে কিতাবদের (ইহুদী ও খৃষ্টান) নিকট যাচ্ছো। তাদেরকে প্রথমতঃ কালেমা শাহাদাতের দাওয়াত দেবে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে তাদের কাছে ঘোষণা দেবে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাদের উপর দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা এর প্রতি আনুগত্য করলে তাদেরকে জানাবে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, তাদের ধনীদের থেকে তা গ্রহণ করে তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা এ হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে তুমি (মনে রাখবে যাকাত উঠাবার সময়) উত্তম উত্তম মাল গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে, আর মযলুমের ফরিয়াদ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা মযলুমের ফরিয়াদ আর আল্লাহ তাআলার মধ্যে কোনো আড়াল থাকে না।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ইয়েমেনে কাফির, মুশরিক ও যিম্মি অধিবাসী থাকলেও আহলে কিতাব তথা ইহুদী খৃস্টানদের সংখ্যাই ছিলো বেশী। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআযকে ওখানে পাঠানোর সময় বিশেষ করে আহলি কিতাবদের কথা উল্লেখ করেছেন।

١٦٨١- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَّلاَ فِضَّةٍ لاَّيُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلاَّ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَّارٍ

فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَ ظَهْرُهُ كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ امَّا الَى الْجَنَّةِ وَامَّا الَى النَّارِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْابِلُ قَالَ وَلاَ صَاحِبُ ابِلٍ لاَّ يُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا الاَّ اذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ اَوْفَرَ مَاكَانَتْ لاَيَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِداً تَطَاهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَعُضُّهُ بِاَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ امَّا الِىَ الْجَنَّةِ وَامَّا الَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَّلاَ غَنَمٍ لاَيُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا الاَّ اذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَّيَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَّيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْجَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَاُهُ بِاَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ امَّا الَى الْجَنَّةِ وَامَّا الَى النَّارِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْخَيْلُ قَالَ فَالْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ هِىَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَّهِىَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَّهِىَ لِرَجُلٍ اَجْرٌ فَاَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَّبَطَهَا رِيَاءً وَّفَخْراً وَّنِوَاءً عَلٰى اَهْلِ الْاسْلاَمِ فَهِىَ لَهُ وِزْرٌ وَاَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَّبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ ظُهُوْرِهَا وَلاَرِقَابِهَا فَهِىَ لَهُ سَتْرٌ وَّاَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَّبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِاَهْلِ الْاسْلاَمِ فِىْ مَرْجٍ وَّرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرْجِ اَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَىْءٍ الاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا اَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَّكُتِبَ لَهُ عَدَدَ اَرْوَاثِهَا وَاَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَّلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ الاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ اٰثَارِهَا وَاَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَّلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلٰى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَيُرِيْدُ اَنْ يَّسْقِيَهَا الاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ مَاشَرِبَتْ حَسَنَاتٍ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْحُمُرُ؟ قَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَىَّ فِىْ الْحُمُرِ شَىْءٌ الاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَّرَهُ. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَّرَهُ ـ رواه مسلم

১৬৮১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সোনা রূপার, (নেসাব পরিমাণ) মালিক হবে এবং তার হক (যাকাত) আদায় না করে তাহলে তার জন্য কিয়ামতের দিন আগুনের পাত বানানো হবে (অর্থাৎ এ পাত হবে সোনা রূপার।) এগুলোকে আগুনে এমনভাবে গরম করা হবে যে তা আগুনের পাত হয়ে যাবে। ওইসব পাত জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। সে পাত দিয়ে তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। তারপর এ পাত (ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর তার শরীর থেকে) পৃথক করা হবে। আবার আগুনে গরম করে তার শরীরে লাগানো হবে। আর লাগানোর সময়ের মেয়াদ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। (এ অবস্থা চলবে) বান্দার (জান্নাত জাহান্নামের) ফায়সালা হওয়া পর্যন্ত। তারপর সে তার পথ দেখবে হয় জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! (এতো হলো সোনা-রূপার যাকাত না দেবার শাস্তি), উটের (যাকাত না দেবার পরিণাম কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি উটের মালিক হবে এবং এর হক (যাকাত) আদায় না করবে—আর যে দিন উটকে পানি খাওয়ানো হবে সেদিন তাকে দুহানোও তার একটা হক—তাহলে কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তিকে সমতল ভূমিতে উটের সামনে মুখের উপর উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে। তার সব উট গুণে গুণে (আনা হবে) মোটা তাজা একটি বাচ্চাও কম হবে না (অর্থাৎ সব উট সেখানে থাকবে)। এসব উট মালিককে নিজেদের পায়ের নীচে ফেলে পিষবে, দাঁত দিয়ে কামড়াবে। (এসব কাজ সেরে) এ উটগুলো চলে গেলে, আবার আর একদল উট আসবে। আর যেদিন এমন হবে, সে দিনের মেয়াদ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এমনকি বান্দার হিসাব নিকাশ শেষ হয়ে যাবে। আর ওই ব্যক্তি জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে নিজের পথ ধরবে। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! গরু ছাগলের যাকাত আদায় না করা (মালিকদের) কি অবস্থা হবে ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি গরু ছাগলের মালিক আর এর হক (যাকাত) সে আদায় না করবে কিয়ামতের দিন এদের সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলা হবে। তার সব গরু ও ছাগলকে (ওখানে আনা হবে, যার) একটুও কম হবে না। গরু ছাগলের শিং বাঁকা ও ভাঙা হবে না। শিং ছাড়াও কোনটা হবে না। বস্তুত এ গরু ছাগলগুলো এদের শিং দিয়ে মালিককে গুতো মারবে, নিজেদের খুর দিয়ে পিষবে। এভাবে একদলের পর আর এক দল আসবে। আর এ সময়ের মেয়াদও হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এর মধ্যে বান্দার হিসাব কিতাব হয়ে যাবে। আর সেই ব্যক্তি জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে তার পথ দেখতে পাবে।

সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়ার (যাকাত আদায় না করা লোকদের) অবস্থা কি হবে ? রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, ঘোড়া তিন প্রকারের। এক রকম ঘোড়া, যা মানুষের জন্য গুনাহর কারণ হয়। দ্বিতীয় রকম ঘোড়া, যা মানুষের জন্য পর্দা। আর তৃতীয় রকম ঘোড়া মানুষের জন্য সওয়াবের কারণ।

যে ঘোড়া (মালিকের জন্য) গুনাহর কারণ হয়, তাহলো ওই মালিকের ঘোড়া, যেগুলোকে মালিক মুসলমানদের উপর তার গৌরব, অহংকার ও শৌর্যবীর্য দেখাবার জন্য পালে। আর যেসব ঘোড়া মালিকের জন্য পর্দা হবে, সেগুলো ওই মালিকের ঘোড়া, যেসব ঘোড়ার মালিক আল্লাহর পথে (কাজ করার জন্য) পালে। সেগুলোর পিঠ, ঘাড়ের ব্যাপারে আল্লাহর হককে ভুলে যায় না। আর যেসব ঘোড়া মানুষের জন্য সওয়াবের কারণ, তাহলো ওই ব্যক্তির ঘোড়া যেগুলোকে মালিক আল্লাহর পথে (লড়াই করতে)

মুসলমানদের জন্য পালে। এদেরকে সবুজ চত্বরে রাখে। বস্তুত যখন এসব ঘোড়া আসে ও বিচরণ ভূমিতে সবুজ ঘাস খায়, তখন ওই (ঘাসের সংখ্যার সমান) সওয়াব তার মালিকের জন্য লিখা হয়। এমন কি এসব ঘোড়ার গোবর ও পেশাবের পরিমাণও তার জন্য সওয়ার হিসাবে লিখা হয়। আর যে ঘোড়া রশি ছিড়ে একটি কি দুটি ময়দান দৌড়ে ফিরে, তখন আল্লাহ তাআলা এদের কদমের চিহ্ন ও গোবরের (যা দৌড়াবার সময় করে) সমান তার জন্য সওয়ার লিখে দেন। ওই ব্যক্তি যখন এসব ঘোড়াকে পানি পান করাবার জন্য নদীর কাছে নিয়ে যায়, আর এরা নদী হতে পানি পান করে, যদি মালিকের পানি পান করাবার ইচ্ছা নাও থাকে তাহলেও আল্লাহ তাআলা ঘোড়াগুলোর পানি পান করার পরিমাণ সওয়াব ওই ব্যক্তির জন্য লিখে দেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! গাধার ব্যাপারে কি হুকুম ? তিনি বললেন গাধার ব্যাপারে আমার উপর কোন হুকুম নাযিল হয়নি। কিন্তু সকল নেক কাজের ব্যাপারে এ আয়াতটিই যথেষ্ট .... যে ব্যক্তি এক কণা পরিমাণ নেক আমল করবে তা সে দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি এক কণা পরিমাণ কোন বদ আমল করবে তাও সে দেখতে পাবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি নেক কাজ করার জন্য গাধা পালবে, সওয়াব পাবে। আর খারাপ কাজ করার জন্য পাললে গুনাহগার হবে।–মুসলিম

١٦٨٢ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ ـ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الْاٰيَةَ. رواه البخارى

১৬৮২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, আর সে ব্যক্তি সেই ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করেনি। সেই ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন মাথায় টাক পড়া সাপে পরিণত করে দেয়া হবে। এ সাপের দুই চোখের উপর দুটি কালো দাগ থাকবে (অর্থাৎ বিষাক্ত সাপ)। এরপর এ সাপ গলার মালা হয়ে ওই ব্যক্তির দুই চোয়াল আকড়ে ধরে বলবে, আমিই তোমার সম্পদ আমি তোমার সংরক্ষিত ধন-সম্পদ। এরপর তিনি এর সমর্থনে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "ওয়ালা ইয়াহসাবান্নাল্লাযীনা ইয়াবখালূনা" অর্থাৎ যারা কৃপণতা করে, তারা যেনো মনে না করে এটাই তাদের জন্য উত্তম বরং তা তাদের জন্য মন্দ। কিয়ামতের দিন অচিরেই যা নিয়ে তারা কৃপণতা করছে তা তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে দেয়া হবে—আয়াতের শেষ পর্যন্ত।–বুখারী

١٦٨٣ـ وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ رَّجُلٍ يَّكُوْنُ لَهُ اِبِلٌ اَوْ بَقَرٌ اَوْ غَنَمٌ لاَّيُؤَدِّىْ حَقَّهَا اِلاَّ اُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَاَسْمَنَهُ تَطَأُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا جَازَتْ اُخْرَهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلٰهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ ـ متفق عليه

১৬৮৩। হযরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির উট গরু ও ছাগল থাকবে, আর সেই ব্যক্তি এসবের হক (যাকাত) আদায় করবে না। কিয়ামতের দিন এসব জন্তু খুব তরুতাজা মোটা সোটা অবস্থায় আনা হবে এবং তাদের পা দিয়ে পিষবে। তাদের শিং দিয়ে গুতো মারবে। শেষ দলটি পিষে চলে যাবার পর আবার প্রথম দলটি আসবে হিসাব নিকাশ হওয়া পর্যন্ত (এভাবে চলতে থাকবে)।–বুখারী, মুসলিম

١٦٨٤- وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ - رواه مسلم

১৬৮৪। হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন যাকাত উসূলকারী আসবে, সে যেনো সন্তুষ্ট হয়ে (যাকাত উসূল করে) ফিরে যায়। আর তোমরাও সন্তুষ্ট ও খুশী থাকো।
–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামী সরকারের তরফ থেকে যাকাত উসূলকারী আসলে সাধারণ নাগরিকবৃন্দ স্বতস্ফূর্তভাবে যাকাত আদায় করে দেবে। তাতে যাকাত উসূলকারী খুশী থাকবে। অপরদিকে যাকাত উসূলকারী শরীয়াতের বিধান মতে যাকাত উসূল করলে, বাড়াবাড়ি না করলেই সাধারণ মানুষ খুশী থাকবে।

١٦٨٥-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ فُلَانٍ فَاَتَاهُ اَبِىْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى - متفق عليه وفى رواية اِذَا اَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ.

১৬৮৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো দল তাদের যাকাত নিয়ে আসলে তিনি বলতেন, আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা ফুলান অর্থাৎ হে আল্লাহ! অমুকের উপর রহমত বর্ষণ করো। এমন কি আমার পিতাও তার নিকট যাকাত নিয়ে আসলে তিনি বলেছেন, আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা আলে আবী আওফা অর্থাৎ হে আল্লাহ! আবু আওফার বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করো।–বুখারী, মুসলিম

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজের যাকাত নিয়ে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে আসতেন, তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! এ ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করো।

١٦٨٦- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَّخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَالْعَبَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَنْقِمُ

ابْنُ جَمِيْلٍ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَمَّا خَالِدٌ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاَعْتَدَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِىَ عَلَىَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَاعُمَرُ اَمَا شَعَرْتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ ـ متفق عليه

১৬৮৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) যাকাত উসূল করার জন্য ওমর রাঃ-কে পাঠালেন। কেউ এসে খবর দিলো যে, ইবনে জামিল, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ আর হযরত আব্বাস রাঃ যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, ইবনে জামিল এজন্য যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে যে, (প্রথম দিকে) গরীব ছিলো। এরপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাকে সম্পদশালী করেছেন। আর খালিদ ইবনে ওয়ালিদের ব্যাপার হলো, তোমরা তার উপর যুলুম করছো। (মূলত তার উপর যাকাত ফরয নয়। আর তার থেকে তোমরা যাকাত উসূল করতে চাচ্ছো।) কারণ সে তো তার যুদ্ধসামগ্রী (অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধে ব্যবহৃত পশু ও যুদ্ধের অন্যান্য সামগ্রী) আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিয়েছে (কাজেই তোমরা তার শুধু এ বছরই নয় বরং) এ রকম (আগামী বছর)ও। এরপর থাকে আব্বাসের বিষয়টা। তার এ বছরের যাকাত এবং এর সমপরিমাণ আমার দায়িত্বে। অতপর তিনি বললেন, হে ওমর! তুমি কি জানো না কোন ব্যক্তির চাচা তো তার পিতার মতো।

–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ইবনে জামিল প্রথমদিকে মুনাফিক ছিলো। পরে মুসলমান হয়েছে, খুবই গরীব ছিলো। সে ধনী হবার দোয়া করার জন্য রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিকট নিবেদন জানিয়েছিলো। আল্লাহ তাকে সম্পদশালী করেছেন। কিন্তু সে অকৃতজ্ঞ হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শাসিয়ে এ বাক্য উচ্চারণ করেছেন।

হযরত খালিদের কাছে যুদ্ধ সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছু ছিলো না। কাজেই তার উপর যাকাত ফরয ছিলো না। হযরত আব্বাস রাঃ রাসূলের চাচা। তিনি তার কাছ থেকে দু বছরের যাকাত এক সাথেই উসূল করে নিয়েছেন। তাই তারও (এ দু বছর) যাকাত দিতে হবে না।

আর "হে ওমর ! তুমি কি জানো না, কোন ব্যক্তির চাচা তার পিতার মতো" একথা বলে রাসূলুল্লাহ সঃ চাচাকে পিতার স্থলে মনে করতে, তাকে সম্মান দেখাতে, কোনো কষ্ট না দিতে ইঙ্গিত করেছেন।

١٦٨٧ـ وَعَنْ اَبِىْ حُمَيْدِنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِىْ فَخَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلٰى اُمُوْرٍ مِمَّا وَلاَّنِىَ اللّٰهُ فَيَاْتِىْ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ

أُهْدِيَتْ لِىْ فَهَلاَّ جَلَسَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْهِ اَوْ بَيْتِ اُمِّهِ فَيَنْظُرُ اَيُهْدٰى لَهُ اَمْ لاَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَيَاْخُذُ اَحَدٌ مِّنْهُ شَيْئًا اِلاَّ جَاءَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلٰى رَقَبَتِهٖ اِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَّهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرًا لَّهُ خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْنَا عُفْرَةَ اِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ . متفق عليه قَالَ الْخَطَّابِىُّ وَفِىْ قَوْلِهٖ هَلاَّ جَلَسَ فِىْ بَيْتِ اُمِّهٖ اَوْاَبِيْهِ فَيَنْظُرَ اَيُهْدٰى اِلَيْهِ اَمْ لاَ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ كُلَّ اَمْرٍ يُتَذَرَّعُ بِهٖ اِلٰى مَحْظُوْرٍ فَهُوَ مَحْظُوْرٌ وَكُلُّ دَخِيْلٍ فِىْ الْعُقُوْدِ يُنْظَرُ هَلْ يَكُوْنُ حُكْمُهُ عِنْدَ الْاِنْفِرَادِ كَحُكْمِهٖ عِنْدَ الْاِقْتِرَانِ اَمْ لاَ هٰكَذَا فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ.

১৬৮৭। হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী রঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজদ গোত্রের ইবনুল লুতবিয়া নামক ব্যক্তিকে যাকাত উসূল করার জন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। বস্তুত সে যখন (যাকাত উসূল করে) মদীনায় ফিরে এলেন (মুসলমানদের নিকট) বলতে লাগলেন, এতো পরিমাণ সম্পদ তোমাদের জন্য (যাকাত হিসাবে উসূল হয়েছে, তোমরা এর হকদার)। আর এ পরিমাণ সম্পদ তোহফা হিসেবে আমাকে দেয়া হয়েছে (এটা আমার হক)। রাসূলুল্লাহ সঃ (এসব কথা শুনে) লোকদের উদ্দেশ করে হামদ ও ছানা পড়ে খুতবা দিলেন। তিনি খুতবায় বললেন, তোমাদের কিছু লোককে আমি ওইসব কাজের জন্য দায়িত্ব দিয়ে নিয়োগ দিয়েছি যেসব কাজের জন্য আল্লাহ আমাকে হাকেম বানিয়েছেন। এখন তোমাদের এক ব্যক্তি এসে বলছে, এটা (যাকাত) তোমাদের জন্য, আর এটা হাদিয়া। এ হাদিয়া আমাকে দেয়া হয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করো, সে ব্যক্তি তার পিতা অথবা মাতার বাড়ীতে বসে থাকলো না কেনো ? তখন সে দেখতো (তোহফা দানকারীরা) তাকে তার বাড়ীতেই তোহফা পৌঁছে দিয়ে যেতো কিনা ? ওই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন। (স্মরণ রাখবে), তোমাদের যে ব্যক্তি যে কোনো জিনিস তছরূপ করবে তা কেয়ামতের দিন (লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হিসেবে) তার গর্দানের উপর বহন করে আসবে। যদি তা উট হয় (যা অনধিকার গ্রহণ করেছে) তাহলে তার আওয়াজ উটের আওয়াজ হবে। যদি তা গরু হয় তাহলে তার আওয়াজ গরুর আওয়াজ হবে। যদি তা বকরী হয় তাহলে তার আওয়াজ বকরীর আওয়াজ হবে। (অর্থাৎ দুনিয়ায় কোনো জিনিস নাহকভাবে গ্রহণ করলে, তা কিয়ামতের দিন তার ঘাড়ে সওয়াব হয়ে কথা বলতে থাকবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সঃ তার দুই হাত এতো উপরে উঠালেন যে, আমরা তার বোগলের নীচের উজ্জ্বলতা দেখতে পেলাম। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি যা কি বলেছো) আমি মানুষের কাছে কি তা পৌঁছে দিয়েছি ? হে আল্লাহ! আমি (তোমার কথা) মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি ?

-বুখারী, মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সঃ-এর বাণী, "তাকে জিজ্ঞেস করো। সে ব্যক্তি তার পিতা মাতার বাড়ীতে বসে থাকলো না কেনো ? তখন সে দেখতো (তোহফা দানকারীরা) তাকে তার বাড়ীতে তোহফা পৌঁছে দিয়ে যায় কিনা ?" এ সম্পর্কে খাত্তাবী রঃ বলেন, রাসূলের এ বাণী একথারই দলীল যে, কোনো হারাম কাজের জন্য যে জিনিসকে উপায় বা উসিলা বানানো হয়, সে উপায় বা উসিলাও হারাম। আরো বলা যায় যে, যদি কোনো একটি ব্যাপারকে অন্য কোনো ব্যাপারের সাথে (যেমন বেচাকেনা, বিয়েশাদী ইত্যাদি) সম্পর্কিত করা হয় ; তখন দেখা যাবে যে, সে ব্যাপারগুলোর কোনো পৃথক পৃথক হুকুম এদের এক সাথে সম্পর্কিত হুকুমের মুতাবিক কি-না। যদি হয় তাহলে জায়েয। আর না হলে না জায়েয।
–শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা ঃ কোনো পদের কারণে কেউ কাউকে কোনো তোহফা দিলে এ তোহফা গ্রহণ করা ঠিক নয়, কারণ তা পদের প্রভাব। তবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে পূর্ব পরিচিত কেউ, কোনো আত্মীয়, বন্ধু কিছু উপহার দান করলে তা গ্রহণ করা জায়েয। হাদীসে উল্লেখিত রাসূল সঃ-এর মনোনীত যাকাত উসুলকারীকে তার পদের কারণে তোহফা দেয়া হয়েছে। তাই রাসূল সঃ বলেছেন, সে তার বাপ-মায়ের বাড়ীতে বসে থাকলে কি এ তোহফা সে পেতো ? অর্থাৎ পেতো না। কাজেই এগুলো তার জন্য হালাল নয়।

١٦٨٨ـ وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مَخِيْطًا فَمَا فَوْقَه كَانَ غُلُوْلاً يَّاتِيْ بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ رواه مسلم

১৬৮৮। হযরত আদী ইবনে উমাইর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের যে কাউকে কোনো কাজের জন্য (যাকাত ইত্যাদি উসূল করার জন্য নিয়োগ করলে,) সে যদি একটি সূই সমান অথবা এর চেয়ে ছোট বড় কোনো জিনিস গোপন করে তা হবে খিয়ানত। কিয়ামতের দিন তা (তাকে লঞ্ছনা সহকারে) আনা হবে।–মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٦٨٩ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ. وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. كَبُرَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ اَنَا اُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّهُ كَبُرَ عَلٰى اَصْحَابِكَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ اِلاَّ لِيُطَيِّبَ مَابَقِيَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ وَاِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيْثَ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِتَكُوْنَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَقَالَ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِخَبْرِ مَا يَكْنِزُ

الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ اِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِذَا اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ ـ رواه ابوداؤد

১৬৮৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত, ওয়াল্লাজিনা ইয়াকনেজুনাজ জাহাবা ওয়াল ফিদ্দাতা, অর্থাৎ যেসব লোক সোনা-রূপা জমা করে রাখে—আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল হয় সাহাবীগণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। (তাদের অবস্থা দেখে) হযরত ওমর রাঃ বলেন, আমি তোমাদের এ দুশ্চিন্তাকে দূর করে দিচ্ছি। তিনি নবী করীমের নিকট চলে গেলেন। তাঁকে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ আয়াত তো আপনার সাথীদের উপর কঠিন বোঝা হয়ে গেছে। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, আল্লাহ তাআলা (যাকাত আদায়ের পর) বাকী মালগুলোকে পবিত্র করার জন্য তোমাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তাছাড়াও আল্লাহ তাআলা এজন্যই ওয়ারিস ঠিক করে দিয়েছেন। এরপর তিনি এ বাক্য উল্লেখ করলেন, যেনো তোমাদের পরের লোকেরা এ মালের মালিক হয়ে যায়। হযরত আব্বাস রাঃ বলেন, একথা শুনে হযরত ওমার (সমস্যা সমাধানের খুশীতে) আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সঃ ওমরকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি উত্তম জিনিসের কথা বলবো, যা মানুষ তার কাছে রেখে খুশী হবে ? আর তাহলো চরিত্রবান স্ত্রী। স্বামী যখন তার প্রতি তাকাবে খুশী হয়ে যাবে, সে তাকে কোনো হুকুম দিলে স্ত্রী তা পালন করবে, সে ঘরে না থাকলে স্ত্রী তার ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবীগণ সাধারণভাবে এ আয়াত থেকে ধন-সম্পদ, সোনা-রূপা জমা করাকে ভয়ের কারণ বলে মনে করেছিলেন। তাই তারা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ধন-সম্পদ ও সোনা-রূপার যাকাত দেবার পর বাকী সম্পদ পবিত্র হয়ে যায়। উত্তরাধিকারীরা এর মালিক হয়। একথা শুনে তারা নিশ্চিন্ত হন। তাদের ভয় কেটে যায়।

١٦٩٠ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيَاْتِيْكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغُضُوْنَ فَاِنْ جَاؤُكُمْ فَرَحِّبُوْا بِهِمْ وَخَلُّوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُوْنَ فَاِنْ عَدَلُوْا فَلِاَنْفُسِهِمْ وَاِنْ ظَلَمُوْا فَعَلَيْهِمْ وَاَرْضُوْهُمْ فَاِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوْا لَكُمْ ـ رواه ابوداؤد

১৬৯০। হযরত জাবির ইবনে আতিক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কাছে একটি ছোট কাফেলা (যাকাত উসূলকারী প্রশাসক) আসবেন। এরা লোকদের কাছে (প্রকৃতিগত)ভাবেই অযাচিত হবে (কারণ তারা ওদের কাছ থেকে ধন-সম্পদ নিতে আসবে।) তাই যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে তাদেরকে স্বাগত জানাবে। তাদের কাছে যাকাতের মাল এনে জমা করবে। যদি তারা যাকাত উসূলের ব্যাপারে ইনসাফ করে তা তাদের কাজে আসবে। আর যদি যুলুম করে তাহলে তার কুফল তাদের উপর বর্তাবে। তোমরা যাকাত উসূলকারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। আর তোমাদের সকল সম্পদের যাকাত আদায় করাই তাদের সন্তুষ্টি উৎপাদন করবে। যাকাত আদায়কারীদের উচিত তোমাদের জন্য দোয়া করা।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ যাকাত আদায়কারী বিভাগের লোক আগমন করলে বিরক্ত না হয়ে তাদের স্বাগত জানাবার কথা বলা হয়েছে। তারা অর্থ-সম্পদ উসূল করতে আসার কারণে স্বভাবত মন খারাপ হতে পারে। এটা ঠিক নয়। বরং যাকাত আদায়কারীদের কাছে হৃষ্টচিত্তে যাকাতের মাল এনে উপস্থিত করা উচিত।

١٦٩١ـ وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ يَعْنِيْ مِنَ الْاَعْرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّا نَاسًا مِّنَ الْمُصَدِّقِيْنَ يَاْتُوْنَّا فَيَظْلِمُوْنَا فَقَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ ظَلَمُوْنَا قَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ وَاِنْ ظُلِمْتُمْ ـ

رواه ابوداؤد

১৬৯১। হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) গ্রাম্য আরবদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে হাযির হলেন। তারা আরয করলেন, যাকাত আদায়কারী কিছু লোক আমাদের কাছে আসেন। তারা আমাদের সাথে যুলুম করেন। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, তাদেরকে খুশী রাখো। তারা আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! তারা আমাদের উপর যুলুম করলেও ? তিনি বললেন, তোমাদের সাথে যুলুম করলেও তোমরা তাদের খুশী করো।–আবু দাউদ

١٦٩٢ـ وَعَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ قُلْنَا اِنَّ اَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا اَفَنَكْتُمُ مِنْ اَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُوْنَ ؟ قَالَ لاَ ـ رواه ابو داؤد

১৬৯২। হযরত বাশীর ইবনুল খাসাসিয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম যে, যাকাত উসূলকারীরা যাকাতের ব্যাপারে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করে। (এ অবস্থায়) আমরা কি পরিমাণের চেয়ে যে মাল তারা বেশী নেয়, তা গোপন রাখতে পারি ? তিনি বললেন, না।–আবু দাউদ

١٦٩٣ـ وَعَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى بَيْتِهِ ـ

رواه ابوداؤد والترمذى.

১৬৯৩। হযরত রাফে ইবনে খাদীজ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সঠিকভাবে যাকাত উসূলকারী প্রশাসক (আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত) গাযীর মতো, যে পর্যন্ত সে ঘরে ফিরে না আসে।
–আবু দাউদ ও তিরমিযি

١٦٩٤ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَجَلَبَ وَلاَجَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ اِلاَّ فِيْ دُوْرِهِمْ ـ رواه ابوداؤد،

১৬৯৪। হযরত আমর ইবনে শুআইব রঃ তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যাকাত উসূলকারী (যাকাত উসূল করার জন্য) চতুষ্পদ পশুকে তাদের কাছে টেনে আনবে না, আর চতুষ্পদ পশুর মালিকগণও দূরে চলে যাবে না। চতুষ্পদ পশুর যাকাত তাদের অবস্থানে বসেই উসূল করবে।−আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উল্লেখিত 'জালাব' শব্দের অর্থ হলো, যাকাত উসূলকারীগণ যাকাত প্রদানকারীদের বাড়ীঘর হতে দূরে কোন জায়গায় অবস্থান করবে আর ওখানে যাকাতের পশু পৌছে দেবার জন্য নির্দেশ দিবে।

আর 'জানাব' অর্থ হলো পশুর মালিকগণ নিজের পশুসহ বাড়ী হতে দূরে কোথাও চলে যাবে। আর যাকাত উসূলকারীগণ যাকাত উসূল করার জন্য ওখানে যাবে। রাসূলুল্লাহ সঃ এসব করতে নিষেধ করেছেন। কারণ প্রথম অবস্থায় যাকাত প্রদানকারীদের কষ্ট হয় আর দ্বিতীয় অবস্থায় যাকাত উসূলকারীদের কষ্ট হয়। যাকাত উসূলকারীগণ জনবসতির নিকটেই কোথাও অবস্থান গ্রহণ করবে, যাতে যাকাত উসূল ও প্রদানের ব্যাপারে কোনো পক্ষেরই কষ্ট না হয়।

١٦٩٥ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكٰوةَ فِيْهِ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ـ رواه الترمذى وَذَكَرَجَمَاعَةً اَنَّهُمْ وَقَفُوْهُ عَلٰى بْنِ عُمَرَ.

১৬৯৫। হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ধন-সম্পদ লাভ করবে, এক বছর অতিবাহিত হবার আগে এ ধন-সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে না।−(তিরমিযী), একদল লোক বলেছেন, এ হাদীসটির সনদ ইবনে ওমর পর্যন্ত পৌছেছে, রাসূল সঃ পর্যন্ত পৌছেনি।

١٦٩٦ـ وَعَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهٗ فِيْ ذٰلِكَ ـ رواه ابوداؤد والترمذى وابن ماجة والدارمى.

১৬৯৬। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) হযরত আব্বাস রাঃ একবছর পরিপূর্ণ হবার আগে নিজের যাকাত দিতে পারা যাবে কিনা রাসূলুল্লাহ সঃ-কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে অনুমতি দিলেন।−আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, দারেমী।

নাবালেগের ধন-সম্পদের যাকাত

١٦٩٧ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اَلاَمَنْ وَلِّيَ يَتِيْمًا لَهٗ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيْهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتّٰى تَاْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ـ رواه الترمذى وَقَالَ فِيْ اِسْنَادِهٖ مَقَالٌ لِاَنَّ الْمُثَنّٰى ابْنَ الصَّبَّاحِ ضَعِيْفٌ.

১৬৯৭। হযরত আমর ইবনে শুআইব রঃ তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো ইয়াতিমের অভিভাবক হবে, (আর সে ইয়াতীমের যাকাত দেবার মতো ধন-সম্পদ হবে) সে অভিভাবক যেনো এ ধন-সম্পদকে ফেলে না রেখে ব্যবসায়ে খাটায়। যেন ব্যবসা করা ছাড়া মাল আটকে রাখার ফলে যাকাত দিতে দিতে তা শেষ হয়ে না যায়। (তিরমিযী, তিনি বলেন, এ হাদীসের সনদের ব্যাপারে কথা আছে। কারণ এর একজন বর্ণনাকারী দুর্বল)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٦٩٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوَفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ وَاسْتَخْلَفَ اَبُوْبَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِاَبِىْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَ اللّٰهِ لَوْمَنَعُوْنِىْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَاهُوَ اِلاَّ رَأَيْتُ اَنَّ اللّٰهَ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ - متفق عليه

১৬৯৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ খলীফা হলে আরবের কিছু লোক যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করলো। (হযরত আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছেন শুনে) হযরত ওমর রাঃ আবু বকর রাঃ-কে বললেন, আপনি (ঈমানদারদের সাথে) কিভাবে যুদ্ধ করবেন ? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যে পর্যন্ত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই—একথার ঘোষণা না দিবে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে,. যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বললো সে নিজের ধন-সম্পদ ও জীবন আমার থেকে নিরাপদ করে নিলো। তবে ইসলামের (অন্য কোনো) কারণে হলে ভিন্ন কথা। আর এর হিসাব আল্লাহর কাছে। তখন হযরত আবু বকর রাঃ বললেন, আল্লাহর কসম যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, আমি অবশ্য অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কারণ (যেভাবে নামায জীবনের হক তেমনি) নিসন্দেহে যাকাত সম্পদের হক। আল্লাহর কসম! তারা (যাকাত অস্বীকারকারীরা) যদি আমাকে একটি ছাগলের বাচ্চাও দিতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সময় (যাকাত হিসেবে) দিতো, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করবো। (তখন)

হযরত ওমর বললেন, আল্লাহর শপথ! যুদ্ধের এ সিদ্ধান্ত নেয়া আল্লাহর তরফ থেকে আবু বকরের অন্তরচক্ষু খুলে দেয়া ছাড়া আর কিছু বলে আমি মনে করি না।

–বুখারী, মুসলিম

١٦٩٩ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنَ كَنْزُ اَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَطْلُبُهُ حَتّٰى يُلْقِمَهُ اَصَابِعَهُ ـ رواه احمد.

১৬৯৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের ধন-সম্পদ বিষধর সাপের রূপ পরিগ্রহ করবে। মালিক এর থেকে ভেগে থাকবে, আর সে মালিককে খুঁজতে থাকবে। পরিশেষে সে মালিককে পেয়ে যাবে এবং তার আঙুল গুলোকে লুকমা বানিয়ে মুখে পুরবে।–আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ এ ধন-সম্পদ বলতে বুঝানো হয়েছে যাকাত আদায় না করা ধন-সম্পদ। যা স্তূপাকারে শুধু জমা করে রেখেছিলো। যে হাত দিয়ে মালিক ধন-সম্পদ জমা করে রেখেছিলো সেই হাত লুকমার মতো সাপের মুখে চলে যাবে।

١٧٠٠ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ رَّجُلٍ لَايُؤَدِّيْ زَكَاةَ مَالِهِ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِىْ عُنُقِهِ شُجَاعًا ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ الْاٰيَةَ ـ

رواه الترمذی والنسائی وابن ماجة

১৭০০। হযরত ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার গলায় সাপ লটকিয়ে দেবেন। তারপর তিনি কালামে পাক থেকে এ অর্থের আয়াত তিলাওয়াত করলেন, ‘ওয়ালা ইয়াহ্ সাবান্নাল্লাযীনা ইয়াবখালূনা বিমা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদ্লিহি,’ আল আয়াহ অর্থাৎ “যারা আল্লাহর দেয়া মাল ব্যয়ে কৃপণতা করে, তারা যেনো মনে না করে এ কাজ তাদের জন্য মঙ্গলজনক হয়েছে” আয়াতের শেষ পর্যন্ত।–তিরমিযী, নাসাই, ইবনু মাজাহ

١٧٠١ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَاخَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالاً قَطُّ اِلاَّ اَهْلَكَتْهُ ـ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِىْ تَارِيْخِهِ وَالْحُمَيْدِيُّ وَزَادَ قَالَ يَكُوْنُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَلاَ تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَّرٰى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ هٰكَذَا فِىْ الْمُنْتَقٰى وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِاِسْنَادِهِ اِلٰى عَائِشَةَ وَقَالَ اَحْمَدُ فِى

خَالَطَتْ تَفْسِيْرُه اَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُوْسِرٌ اَوْ غَنِىٌّ وَاِنَّمَا هِىَ لِلْفُقَرَاءِ.

১৭০১। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ধন-সম্পদের সাথে যাকাত মিলে যাবে নিশ্চয় তা তাকে ধ্বংস করে দেবে (শাফেয়ী, বুখারী, হোমাইদী)। হোমাইদী আরো বেশী বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম বুখারী বলেছেন, মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবার পর তোমরা যদি তা (হিসাব করে) বের করে আদায় না করো তাহলে এ যাকাত সম্পদের সাথে মিলে মিশে যায়। তাই হারাম মাল হালাল মালকে ধ্বংস করে দেয়। যেসব সম্মানিত ব্যক্তিগণ একথা বলেন যে, যাকাত মূল মালের সাথে সম্পর্কিত। তারা এ হাদীসকে তাদের স্বপক্ষে দলীল মনে করেন (মুনতাকা)। শোয়াবুল ঈমানে ইমাম বায়হাকী এ হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল হতে হযরত আয়েশা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত ইমাম আহমাদ রঃ এ হাদীসের শব্দ خَالَطَ ব্যাপারে এ ব্যাখা দিয়েছেন যে, কেউ ধনী ও সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও যদি যাকাত গ্রহণ করে অথচ যাকাত ফকীর মিসকীন ও অন্যান্য হকদারদের হক (তাদের জন্যও তা জায়েয)।

ব্যাখ্যা ঃ 'যাকাত' যাদের উপর ফরয তারা যাকাতের সম্পদ নিজ সম্পদ হতে বের করে যাকাত আদায় না করলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, সে নিজে যাকাত খেলো। অথচ যাকাত গরীব মিসকীনসহ আটটি খাতে খরচ হবার মতো জিনিস। যা তার জন্য হারাম এভাবে সে হালাল মালকে হারাম মালের সাথে একত্রিত করে সব ধ্বংস করে দিলো।

١- بَابُ مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوة

১-যেসব জিনিসের যাকাত দিতে হয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٧٠٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِّنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَّ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَّ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِّنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ - متفق عليه

১৭০২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে যাকাত ওয়াজিব হয় না, পাঁচ উকিয়ার কম রূপার যাকাত ওয়াজিব হয় না আর পাঁচটির কম উট থাকলেও যাকাত ওয়াজিব হয় না।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ পাঁচ 'ওয়াসাক' আমাদের দেশের হিসেবে পঁচিশ মণ সাড়ে বারো সেরের সমান। কারো মালিকানায় এর চেয়ে বেশী খেজুর উৎপাদিত হলে যাকাত দিতে হবে। কম হলে নয়। যাকাত দিতে হবে দশ ভাগের একভাগ।

এভাবে পাঁচ উকিয়া হলো আমাদের দেশের সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমান। এ পরিমাণের চেয়ে কম রূপা কারো কাছে থাকলে যাকাত দিতে হবে না। বেশী হলে দিতে হবে।

١٧٠٣ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِىْ عَبْدِهٖ وَلاَ فِىْ فَرَسِهٖ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ لَيْسَ فِىْ عَبْدِهٖ صَدَقَةٌ اِلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ـ متفق عليه.

১৭০৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, কোনো মুসলমানকে তার গোলাম ও ঘোড়ার জন্য যাকাত দিতে হবে না। আর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, গোলামের যাকাত দেয়া কোনো মুসলমানের জন্য ওয়াজিব নয়। তবে সদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব।–বুখারী, মুসলিম

١٧٠٤ـ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذِهٖ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالَّتِى اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَهٗ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِىْ اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اُنْثٰى فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّثَلاَثِيْنَ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اُنْثٰى فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّاَرْبَعِيْنَ اِلٰى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ فَاِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَّسِتِّيْنَ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّسَبْعِيْنَ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَّفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَّمَنْ لَّمْ يَكُنْ مَّعَهٗ اِلاَّ اَرْبَعٌ مِّنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيْهَا شَاةٌ وَّمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهٗ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةَ

الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَّعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَّمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَيُعْطِيْ شَاتَيْنِ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَّمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَّلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَه بِنْتُ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاصٍ وَّيُعْطِيْ مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُه بِنْتَ مَخَاضٍ وَّلَيْسَتْ عِنْدَه وَعِنْده بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرهَمًا اَوْشَاتَيْنِ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ عِنْدَه بِنْتُ مَخَاضٍ عَلٰى وَجْهِهَا وَعِنْدَه ابْنُ لَبُوْنٍ فَاِنَّه يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَه شَيْءٌ وَّفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا اِذَا كَانتْ اَرْبَعِيْنَ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةِ شَاةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا شَاتَانِ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى مِائَتَيْنِ اِلٰى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَاِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِّنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً وَّاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلا اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَلاَ تُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَّلاَ ذَاتُ عُوَارٍ وَّلاَ تَيْسٌ اِلا مَاشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَّلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ اِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا - رواه البخارى

১৭০৪। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ তাঁকে বাহরাইনের শাসনকর্তা করে পাঠাবার সময় এ নির্দেশনামাটি লিখে দিয়েছিলেন। বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। এ চিঠি ফরয সদকা অর্থাৎ যাকাতের ব্যাপারে (একটি হেদায়াতনামা।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা মুসলমানদের উপর ফরয

করেছেন এবং যা জারী করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে হুকুম দিয়েছেন। অতএব মুসলমানদের যে ব্যক্তির কাছে নিয়মানুযায়ী যাকাত চাওয়া হয় সে যেনো তা আদায় করে। আর যে ব্যক্তির নিকট নিয়মের বাইরে বেশী যাকাত চাওয়া হয় সে যেনো (বেশী যাকাত) না দেয়। (আর যাকাতের নেসাব হলো), চব্বিশ ও চব্বিশের কম উটের যাকাত, বকরী দিতে হবে। প্রতি পাঁচটা উটের জন্য একটি বকরী (যাকাত হিসেবে) দিতে হবে। (পাঁচটি উটের কম হলে যাকাত দিতে হবে না।) পাঁচ থেকে নয়টি উট পর্যন্ত একটি বকরী। দশ থেকে চৌদ্দটি পর্যন্ত দুটি বকরী। পনর হতে উনিশ পর্যন্ত তিনটি বকরী। আর বিশ হতে চব্বিশ পর্যন্ত চারটি বকরী (যাকাত দিতে হবে।) উটের সংখ্যা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত পৌছে গেলে একটি এক বছরের মাদি উট (বিনতে মাখায) যাকাত দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছত্রিশ থেকে পয়তাল্লিশ পর্যন্ত পৌছে গেলে একটি দুই বছরের মাদি উট (বিনতে লাবুন) যাকাত দিতে হবে। ছেচল্লিশ থেকে ষাটটি উট পর্যন্ত নরের সাথে মিলনের যোগ্য একটি তিন বছরের মাদী উট (হিক্কাহ) যাকাত দিতে হবে। উটের সংখ্যা একষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত পৌছে গেলে তাতে চার বছর শেষ করে পাঁচ বছরে পদার্পণ করেছে এমন একটি মাদী উট (জাযায়া) যাকাত দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর থেকে শুরু করে নব্বই পর্যন্ত পৌছে গেলে দুটি দুই বছরের উটনী (বিনতে লাবুন) যাকাত দিতে হবে। একানব্বই হতে একশত বিশ পর্যন্ত উটের সংখ্যা পৌছে গেলে তিন বছর বয়সী নরের সাথে মিলনের যোগ্য দুটি উট (হিক্কাতানে) যাকাত দিতে হবে। উটের সংখ্যা একশ' বিশের চেয়ে বেশী হয়ে গেলে প্রতি চল্লিশটা উটে দু বছরের একটা মাদি উট (বিনতে লাবুন) ও পঞ্চাশটা করে বাড়লে পুরা তিন বছর বয়সী উট যাকাত দিতে হবে। আর যার নিকট শুধু চারটি উট থাকবে তার কোন যাকাত দিতে হবে না। তবে মালিক যদি চায়, নফল সদকা হিসেবে কিছু দিতে পারে। উটের সংখ্যা পাঁচ হয়ে গেলে তার উপর একটি বকরী যাকাত দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর চার বছরের মাদী উট যাকাত দেবার মতো নেসাবে পৌছে গেলে (৬১-৭৫) এবং তা তার নিকট না থাকলে, তিন বছর বয়সী উট (অর্থাৎ একষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত উটের সংখ্যার যাকাত) দিতে হবে। সাথে সাথে আরো দুটি বকরী দিবে যদি তার জন্য তা দেয়া সহজসাধ্য হয়। অথবা বিশ দেরহাম দিয়ে দিবে। আর যে ব্যক্তির উট এমন সংখ্যায় পৌছেছে যার জন্য চার বছর পার হওয়া ও পাঁচ বছরে পর্দাপণ করা উট যাকাত দিতে হবে। কিন্তু তার কাছে তা নেই, তার কাছে আছে তিন বছর বয়সী মাদী উট। তাহলে তার থেকে তিন বছরের মাদী উটই যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যাকাত গ্রহণকারী তাকে বিশ দেরহাম অথবা দুটি বকরী ফেরত দিবে। কোনো ব্যক্তির নিকট এতো সংখ্যক উট আছে, যার জন্য দু বছরের উট যাকাত হিসেবে দিতে হবে। আর তা তার কাছে নেই। বরং আছে এক বছরের উট। তখন তার থেকে এক বছরের উটই যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হবে। যাকাত আদায়কারী এর সাথে আরো বিশ দেরহাম অথবা দুটি বকরী আদায় করবে। আর যে ব্যক্তির নিকট এমন সংখ্যক উট থাকবে, যার যাকাত হিসাবে একটি এক বছরের উট ওয়াজিব হয়, কিন্তু তার কাছে এক বছরের উট নেই। বরং দুই বছরের উট আছে। তাহলে তার থেকে দু বছরের বকরীই যাকাত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু যাকাত উসূলকারী তাকে দুটি বকরী অথবা বিশ দেরহাম ফেরত দেবেন। আর যদি যাকাত দেবার জন্য তার নিকট এক বছরেরও উট না থাকে বরং আছে দুই বছরের উট (ইবনে লাবুন), তার থেকে তাই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এ অবস্থায় আর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

আর পালিত বকরীর যাকাতের নেসাব হলো ঃ যদি বকরীর সংখ্যা চল্লিশ হতে শুরু করে একশত বিশ পর্যন্ত হয় তাহলে একটি বকরী যাকাত হিসেবে ওয়াজিব। আর একশত বিশ হতে দুইশত বকরী পর্যন্ত দুটি বকরী যাকাত দেয়া ওয়াজিব। আর দুইশত হতে তিনশত বকরীর জন্য তিনটি বকরী যাকাত দিতে হবে। আর তিন শতের বেশী হলে, প্রত্যেক একশত বকরীর জন্য একটি বকরী যাকাত দিতে হবে। যার নিকট পালিত বকরী চল্লিশ থেকে একটিও কম হবে, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে মালিক ইচ্ছা করলে নফল সদকা হিসেবে কিছু দান করে দিতে পারে। আর যাকাতের মাল যেনো (উট হোক, গরু হোক, ছাগল হোক) অতি বৃদ্ধ, ত্রুটিযুক্ত না হয়। যদি যাকাত উসূলকারী গ্রহণ করতে চায় তাহলে তা জায়েয। বিভিন্ন পশুকে এক জায়গায় একত্র না করা উচিত। আর যাকাত দেবার ভয়ে পশুকে পৃথক পৃথক করে রাখাও ঠিক নয়। যদি যাকাতের নেসাবে দুই ব্যক্তি যৌথভাবে শরীক হয়, তাহলে সমানভাবে ভাগ করে নেয়া উচিত। আর রূপার ব্যাপারে চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দেয়া ওয়াজিব। যে ব্যক্তি একশত নব্বই দেরহামের মালিক হবে (যা নেসাব হিসেবে গণ্য নয়) তার উপর কিছু ফরয হবে না। তবে নফল সদকা হিসেবে কিছু দিয়ে দিলে দিতে পারে।–বুখারী

١٧٠٥ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْكَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ـ

رواه البخاري.

১৭০৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে জায়গাকে আকাশ অথবা প্রবাহিত কূপসমূহ স্নাত করেছে অথবা যা নালা দ্বারা তরতাজা হয়েছে, তাতে 'ওশর' (দশভাগের একভাগ যাকাত হিসেবে) আদায় করতে হবে।

ব্যাখ্যা ঃ যে জায়গা জমি বৃষ্টিতে ভিজে অথবা সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে সিঞ্চিত হয়, এসব জমি হতে উৎপাদিত ফসলের যাকাত আদায় করতে হবে। আর ফসলের যাকাত হলো 'ওশর'। অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের দশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে।

١٧٠٦ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ـ متفق عليه.

১৭০৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো জানোয়ার (যেমন ঘোড়া, গরু, মহিষ ইত্যাদি) যদি কাউকে আহত করে তাহলে তা মাফ। কূপ খনন করতে কেউ মারা গেলে তা মাফ। যদি খনি খনন করতে কেউ মারা যায় তাও মাফ। আর রেকাযে এক-পঞ্চমাংশ অংশ দেয়া ওয়াজিব।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মালিক সাথে না থাকা অবস্থায় কোনো জানোয়ার কাউকে আহত করলে বা কারো ক্ষতিসাধন করলে বা কাউকে মেরে ফেললে এবং তা যদি দিনের বেলায় হয়, তাহলে এর প্রতিবিধান নেই। তা মাফ। তবে মালিক সাথে থাকলে বা জানোয়ারের উপর

আরোহী থাকলে, এ অবস্থায় জানোয়ারের এসব ক্ষতি সাধনের প্রতিবিধান হিসাবে জরিমানা ইত্যাদি করা যাবে। কেউ কূপ খনন করার সময় যদি কোনোভাবে আহত হয় অথবা কূপে পড়ে গিয়ে কেউ মারা যায় এতেও কূপ খননকারীর উপর কোনো শাস্তি বা জরিমানা আরোপ হবে না। 'রেকায' হলো ওই সোনা-রূপা যা আল্লাহ এর সৃষ্টির সময়েই এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٧٠٧- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَّلَيْسَ فِىْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . رواه الترمذى وابوداؤد وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَبِىْ دَاؤُدَ عَنِ الْحَارِثِ الْاَعْوَرِعَنْ عَلِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ اَحْسَبُهٗ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ هَاتُوْا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ درهمًا دِرْهَمٌ وَّلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتّٰى تَتِمَّ مِاَتَىْ دِرْهَمٍ فَاِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلٰى حِسَابِ ذٰلِكَ وَفِىْ الْغَنَمِ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَاِنْ زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ اِلٰى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ اِلَّا تِسْعٌ وَّثَلَاثُوْنَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيْهَا شَىْءٌ وَّفِىْ الْبَقَرِ فِىْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعٌ وَّفِىْ الْاَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ وَّلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ.

১৭০৭। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি ঘোড়া ও গোলামের ব্যাপারে যাকাত মাফ করে দিয়েছি (গোলাম যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে না হয়)। তোমরা প্রতি চল্লিশ দেরহাম রূপায় এক দেরহাম রূপা যাকাত হিসাবে আদায় করো (যদি রূপা নেসাবের পরিমাণ দুইশত দেরহাম) হয়। কেনোনা একশত নব্বই দেরহাম পর্যন্ত অর্থাৎ দুইশত দেরহামের কম) রূপার যাকাত ফরয হয় না। দুইশত দেরহাম রূপা হলে পাঁচ দেরহাম যাকাত হিসাবে দিতে হবে (তিরমিযী, আবু দাউদ)। আবু দাউদ হারেছুল আ'ওয়ার হতে হযরত আলীর এ বর্ণনাটি নকল করেছেন যে, হযরত যুহাইর বলেছেন, হযরত আলী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা নকল করেছেন, (প্রতি বছর) প্রতি চল্লিশ দেরহামে একটি দেরহাম (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ) আদায় করো। আর তোমাদের উপর দুইশত দেরহাম পুরা না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু আদায় করা ওয়াজিব নয়। দুইশত

দেরহাম পুরা হলে তার মধ্যে পাঁচ দেরহাম ওয়াজিব হবে যাকাত হিসেবে। আর যখন দুইশত দেরহামের বেশী হবে, তখন এতে এ হিসেবে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর বকরীর নেসাব হলো প্রত্যেক চল্লিশটা বকরীতে একটা বকরী যাকাত দেয়া ওয়াজিব। আর এ একটি বকরী একশত বিশটি বকরী পর্যন্ত চলবে। এর চেয়ে সংখ্যায় একটি বকরী বেড়ে গেলে দুইশত পর্যন্ত দুইটি বকরী যাকাত দেয়া ওয়াজিব। আবার দুইশত হতে একটি বকরী বেড়ে গেলে, তিনশত পর্যন্ত তিনটি বকরী যাকাত দেয়া ওয়াজিব। আর তিনশত হতে বেশী হলে (অর্থাৎ চারশ' হলে) প্রত্যেক একশত বকরীতে একটি বকরী যাকাত দেয়া ওয়াজিব। যদি তোমাদের নিকট নেসাব পরিমাণ বকরী না থাকে অর্থাৎ উনচল্লিশটি বকরী থাকে তখন কোনো যাকাত দিতে হবে না। আর গরুর যাকাতের নেসাব হলো, প্রত্যেক ত্রিশটা গরু থাকলে এক বছরের একটি গরু, আর চল্লিশটি গরুতে দুই বছর বয়সের একটি গরু যাকাত হিসেবে দেয়া ওয়াজিব। চাষাবাদ ও আরোহণের কাজে ব্যবহৃত গরুর কোনো যাকাত নেই।

١٧٠٨- وَعَنْ مُعَاذٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ اَنْ يَّاْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَّمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً -

رواه ابوداؤد والترمذى والنسائى والدارمى.

১৭০৮। হযরত মুয়ায রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রশাসক বানিয়ে ইয়েমেনে পাঠাবার সময় এ হুকুম দিয়েছিলেন, প্রত্যেক ত্রিশটা গরুতে এক বছরের একটি গরু এবং প্রত্যেক চল্লিশ গরুতে দুই বছরের একটি গরু যাকাত হিসেবে উসূল করবে।–আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারিমী।

١٧٠٩- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُعْتَدِيْ فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.

رواه ابوداؤد والترمذى.

১৭০৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (নেসাবের পরিমাণ থেকে) বেশী যাকাত গ্রহণকারী যাকাত অস্বীকারকারীর মতোই (অর্থাৎ যেভাবে যাকাত না দেয়া গুনাহ্। তেমনি যাকাত পরিমাণের চেয়ে বেশী উসূল করাও গুনাহ)।–আবু দাউদ, তিরমিযী

١٧١٠- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْ حَبٍّ وَّلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتّٰى يَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ - رواه النسائى.

১৭১০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ শষ্য ও খেজুর না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হবে না।

١٧١١- وَعَنْ مُوْسَى ابْنِ طَلْحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّمَا اَمَرَهُ اَنْ يَاخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ مُرْسَلٌ - رواه فى شرح السنة.

১৭১১। হযরত মূসা ইবনে তালহা রঃ (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে হযরত মুয়াযের ওই পবিত্র চিঠি বিদ্যমান আছে, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। বস্তুত হযরত মুয়ায বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'গম' 'যব' আঙুর ও খেজুরের যাকাত উসূল করতে হুকুম দিয়েছেন (এ হাদীসটি মুরসাল। শরহে সুন্নাতে বর্ণনা করা হয়েছে)।

١٧١٢- وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ اَسِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ زَكَاةِ الْكُرُوْمِ اَنَّهَا تَخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدّٰى زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُوَدّٰى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا -

رواه الترمذى وابوداؤد.

১৭১২। হযরত আত্তাব ইবনে আসীদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙুরের যাকাতের ব্যাপারে বলেছেন, আঙুরের ব্যাপারে এভাবে আন্দাজ অনুমান করতে হবে যেভাবে খেজুরের ব্যাপারে আন্দাজ অনুমান করা হয়। তারপর আঙুরের যাকাত ওই সময় আদায় করা হবে যখন তা শুকিয়ে যাবে। যেভাবে শুকিয়ে যাবার পর খেজুরের যাকাত আদায় করা হয়।–তিরমিযী, আবু দাউদ

١٧١٣- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ حَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوْا الثُّلُثَ فَاِنْ لَّمْ تَدْعُوْا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ -

رواه الترمذى وابوداؤد والنسائى.

১৭১৩। হযরত সাহল ইবনে আবু হাসমা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলতেন, তোমরা যখন (আঙুর অথবা খেজুরের যাকাত আন্দাজ অনুমান করবে) তখন এর থেকে (দুই-তৃতীয়াংশ) নিয়ে নিবে, আর এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিবে। যদি এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিতে না পারো তাহলে অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দিবে।–তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ

١٧١٤- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ اِلٰى يَهُوْدَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِيْنَ يَطِيْبُ قَبْلَ اَنْ يُّؤْكَلَ مِنْهُ - رواه ابوداؤد.

১৭১৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে (খায়বারের) ইহুদীদের কাছে পাঠাতেন। তিনি সেখানে গিয়ে খেজুরের পরিমাণ অনুমান করতেন। তখন এর মধ্যে মিষ্টির জন্ম হতো, কিন্তু খাবার উপযুক্ত হতো না।–আবু দাউদ

❐

মধুর যাকাত

١٧١٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْعَسْلِ فِىْ كُلِ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِيْ اِسْنَادِهٖ مَقَالٌ وَّلاَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ هٰذَا الْبَابِ كَثِيْرُ شَيْءٍ.

১৭১৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধুর যাকাত সম্পর্কে বলেছেন, প্রত্যক দশ মোশক মধুতে এক মশক (মধু) যাকাত হিসেবে দেয়া ওয়াজিব।-(তিরমিযী) ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসের সনদের ব্যাপারে কথাবার্তা আছে। তাছাড়া এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সঃ হতে উদ্ধৃত অধিকাংশ হাদীস সহীহ নয়।

١٧١٦- وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَاِنَّكُنَّ اَكْثَرُ اَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه الترمذى.

১৭১৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী হযরত যায়নাব রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, হে রমণীরকুল! তোমরা তোমাদের মালের যাকাত আদায় করো, যদি তা অলংকারও হয়ে থাকে। কেনোনা কিয়ামতের দিন তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামী হবে।-তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ অব্যবহৃত অলংকারের যাকাত দিতে হবে, এতে সকল ইমামই একমত। যে অলংকার ব্যবহার হয় তাতে ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদের মতে যাকাত নেই। ইমাম আবু হানীফার মতে, ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত উভয় প্রকার অলংকারের যাকাত দিতে হবে।

١٧١٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ امْرَأَتَيْنِ اَتَتَا رَسُوْلَ اللّٰهُ ﷺ وَفِى اَيْدِيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا تُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ قَالَتَا لاَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتُحِبَّانِ اَنْ يُّسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَّارٍ؟ قَالَتَا لاَ قَالَ فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ قَدْ رَوٰى الْمُثَنّٰى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هٰذَا وَالْمُثَنّٰى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ يُضَعَّفَانِ فِى الْحَدِيْثِ وَلاَ يُصِحُّ فِيْ هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ.

১৭১৭। হযরত আমর ইবনে শুআইব তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। (একদিন) দুজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হলেন। উভয় মহিলাই হাতে সোনার চুড়ি পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সঃ (ওই

চুড়িগুলো দেখে) বললেন, তোমরা কি এগুলোর যাকাত আদায় করছো ? তারা উভয়ে উত্তর দিলো, 'জি না'। তিনি বললেন, তোমরা কি চাও আল্লাহ্ তাআলা (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে আগুনের দুটি বালা পরাক ? তারা বললো, 'না'। তখন তিনি বললেন, তাহলে এ সোনার যাকাত আদায় করো।–তিরমিযী

তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি এভাবে হযরত মাছনা ইবনে সাবাহ্ আমর ইবনে শুআইব থেকে বর্ণনা করেছেন। আর মাছনা ইবনে সাবাহ্ এবং ইবনে লাহইয়াও (যিনি এ হাদীসের আর একজন বর্ণনাকারী) উভয়কেই (হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে) দুর্বল মনে করা হয়। আর এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কোনো সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করা হয়নি।

١٧١٨ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْبَسُ اَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ اَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ اَنْ تُوَدِّى زَكَاتُهُ فَزُكِّىَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ـ

رواه مالك وابوداؤد.

১৭১৮। হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সোনার আওযাহ্ (এক রকম অলংকারের নাম) পরিধান করতাম। একদিন আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ সোনার অলংকারও কি মাল সঞ্চয় করে রাখার মধ্যে গণ্য (যে ব্যাপারে কুরআনে ভয় দেখানো হয়েছে) ? তিনি বললেন, যে জিনিস নেসাবের সীমায় পৌঁছে যায়, আর এর যাকাত আদায় করে দেয়া হয়, তা পাক পবিত্র হয়ে যায়। তখন তা সঞ্চয় করে রাখা ধন-সম্পদের মধ্যে গণ্য নয়।–মালেক, আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الايه অর্থাৎ "যেসব লোক সোনা রূপা জমা করে রাখে আর এর থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে না (যাকাত আদায় করে না) তাদেরকে ভয়াবহ আযাবের খবর দাও।" হযরত উম্মে সালামা এ আয়াত অনুযায়ী এ দলের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়েন কিনা একথাই রাসূলের নিকট হতে জানতে চেয়েছেন। যাকাত আদায় করার পর ধন-সম্পদ পাক পবিত্র হয়ে যায়। যারা ধন-সম্পদের হক যাকাত আদায় করে তাদের জন্য এ ব্যাপারে কোনো ভয় নেই।

ব্যবসার সম্পদের উপর যাকাত

١٧١٩ـ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُنَا اَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِىْ نُعِدُّ لِلْبَيْعِ ـ رواه ابوداؤد.

১৭১৯। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ব্যবসায়ের জন্য তৈরী করা মালপত্রের যাকাত আদায় করার জন্য হুকুম দিতেন।–আবু দাউদ

খনির মালের যাকাত

١٧٢٠ـ وَعَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

اَقْطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَّاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ تُؤْخَذُ مِنْهَا الاَّ الزَّكَاةُ اِلَى الْيَوْمِ - رواه ابوداؤد.

১৭২০। হযরত রবীয়া ইবনে আবু আবদুর রহমান (তাবেয়ী) একাধিক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল ইবনে হারিস মুযানীকে 'ফারা'-এ অবস্থিত কাবালিয়া নামক স্থানটির খনিগুলো জায়গীর হিসেবে দান করেছিলেন। সেই খনিগুলো হতে এখন পর্যন্ত যাকাত ছাড়া আর কিছুই উসূল করা হয় না।-আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ শাফেয়ী মাযহাবে খনিজ সম্পদের যাকাত দিতে হয়। ইমাম আবু হানীফার মতে, খনিজ সম্পদে এক পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٧٢١- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِى الْخَضْرَاوَتِ صَدَقَةٌ وَّلاَ فِى الْعَرَايَا صَدَقَةٌ وَّلاَ فِيْ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَّلاَ فِى الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ وَّلاَ فِى الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ قَالَ الصَّقْرُ الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيْدُ - رواه الدار قطنى.

১৭২১। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তরী তরকারী ও ধার দেয়া গাছপালায় কোনো যাকাত নেই। পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণের চেয়ে কম শস্যে যাকাত নেই, কাজে কর্মে ব্যবহৃত জানোয়ারের যাকাত নেই, 'জাবহা'তেও যাকাত নেই। সাকার রঃ বলেন, 'জাবহা' দ্বারা ঘোড়া, খচ্চর ও গোলাম বুঝানো হয়েছে।-দারু কুতনী

١٧٢٢- وَعَنْ طَاؤُسٍ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اُتِيَ بِوَقَصِ الْبَقَرِ فَقَالَ لَمْ يَأْمُرْنِيْ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ - رواه الدار قطنى والشافعى وَقَالَ الْوَقَصُ مَالَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيْضَةَ.

১৭২২। হযরত তাউস রঃ (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার (ইয়েমেনের শাসক) হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাঃ-এর নিকট (যাকাত উসূল করার জন্য) ওয়াকস গাভী আনা হয়েছিলো। তিনি (তা দেখে) বললেন, এসব থেকে (যাকাত উসূলের জন্য) আমাকে আদেশ দেয়া হয়নি।-দারু কুতনী, শাফেয়ী।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, 'ওয়াকস' এসব জানোয়ারকে বলা হয়, যা প্রাথমিকভাবে যাকাতের নিসাবের সীমায় পৌঁছেনি।

٢ـ بَابُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ
২-ফিতরার বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٧٢٣ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَبِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ متفق عليه.

১৭২৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, ছোট-বড়ো সকলের উপর এক 'সা খেজুর', অথবা এক সা' যব সদকায়ে ফিতর হিসেবে ফরয করে দিয়েছেন। এ 'সদকায়ে ফিতর' ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য বের হয়ে যাবার আগে আদায় করে দেবার জন্যও তিনি হুকুম দিয়েছেন।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ গোলামের ফিতরা তার মালিক ও ছোটদের ফিতরা তার অভিভাবক আদায় করবে।

ফিতরার পরিমাণ

١٧٢٤ـ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمَرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ قِطٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ ـ متفق عليه.

১৭২৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সময়) খাবার জিনিসের এক সা অথবা এক সা' যব অথবা খেজুর অথবা এক সা' পনির অথবা এক সা' আঙুর 'সদকায়ে ফিতর' হিসেবে আদায় করতাম।–বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٧٢٥ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِىْ اٰخِرِ رَمَضَانَ اَخْرِجُوْا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِّنْ تَمَرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ ـ رواه ابوداؤد والنسائى.

১৭২৫। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। একবার তিনি রমযান মাসের শেষের দিকে লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের রোযার সাদকা আদায় কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের প্রত্যেক মুসলমান, স্বাধীন অধীন গোলাম-বাদী, পুরুষ মহিলা, ছোট বড়ো সকলের উপর এ সাদকা 'এক সা' খেজুর ও যব অথবা 'এক সা'-এর অর্ধেক গম, ফরয করে দিয়েছেন।-আবু দাউদ, নাসাঈ

١٧٢٦ـ وَعَنْهُ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ ـ رواه ابوداؤد.

১৭২৬। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাকে বেহুদা কথাবার্তা, খারাপ কথোপকথন থেকে পবিত্র করার ও গরীব মিসকীনকে খাবার দাবার দেবার জন্য সদকায়ে ফিতর ফরয করে দিয়েছেন।-আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٧٢٧ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِيْ فِجَاجِ مَكَّةَ اَلاَ اِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ اَوْ سِوَاهُ اَوْ صَاعٌ مِّنْ طَعَامٍ ـ

رواه الترمذى.

১৭২৭। হযরত আমর বিন শোআইব তার পিতা ও তার দাদা পরম্পরায় বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) মক্কায় অলি-গলিতে ঘোষণাকারী পাঠিয়ে ঘোষণা দিলেন, জেনে রেখো, প্রত্যেক মুসলমান নারী পুরুষ, আযাদ গোলাম, ছোট বড়ো, সকলের উপর দুই 'মুদ' গম বা এছাড়া অন্য কিছু বা এক সা' খাবার সদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব।-তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এক 'মুদ' পরিমাণ ওযন আমাদের দেশের সোয়া চৌদ্দ ছটাকের সমান। চার মুদে এক সা'। অন্য কিছু অর্থে হযরত ইমাম আবু হানীফা আঙুরকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে তা গম শ্রেণীভুক্ত।

١٧٢٨ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ اَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاعٌ مِّنْ بُرٍّ اَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى اَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيْهِ اللّٰهُ وَاَمَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطَاهُ ـ رواه ابوداؤد

১৭২৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা অথবা সা'লাবা ইবনে আবদুল্লাহ বিন আবু সুআইর তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক সা' গম প্রত্যেক দু' ব্যক্তির পক্ষ হতে ছোট হোক বড়ো হোক, আযাদ হোক বা গোলাম হোক, পুরুষ হোক বা নারী। তোমাদের মধ্যে যে ধনী তাকে আল্লাহ এর দ্বারা পবিত্র করবেন। কিন্তু যে গরীব তাকে আল্লাহ ফেরত দেবেন, যা সে দিয়েছিলো তার চেয়ে অধিক।–আবু দাউদ

٣- بَابُ مَنْ لاَتَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

৩-যাকাত যাদের জন্য হালাল নয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٧٢٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ لَوْلاَ اَنِّى اَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَ كَلْتُهَا - متفق عليه.

১৭২৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ একদিন পথে পড়ে থাকা একটি খেজুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ খেজুর যাকাত বা সাদকার হবার সন্দেহ না হলে আমি তা উঠিয়ে খেয়ে ফেলতাম।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতের মাল খান না। তাঁর জন্য তা হারাম। বনী হাশেমের জন্যও যাকাত হালাল নয়।

١٧٣٠- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِّنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِىْ فِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَخْ كَخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ اَمَا شَعَرْتَ اَنَّا لاَنَأْكُلُ الصَّدَقَةَ - متفق عليه.

১৭৩০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলের দৌহিত্র হাসান ইবনে আলী সাদকার খেজুর হতে একটি খেজুর উঠিয়ে মুখে পুরলেন। (তা দেখে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খেজুরটি মুখ থেকে বের করে ফেলো, বের করে ফেলো। (তিনি একথাটা এভাবে বললেন যেনো হাসান তা মুখ থেকে বের করে ফেলে দেয়)। তারপর তিনি তাঁকে বললেন, তুমি কি জানো না! আমরা (বনী হাশেম) সাদকার মাল খেতে পারি না।–বুখারী. মুসলিম

١٧٣١- وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ اِنَّمَا هِىَ اَوْسَاخُ النَّاسِ وَاِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَّلاَ لاٰلِ مُحَمَّدٍ - رواه مسلم.

১৭৩১। হযরত আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবীয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ সাদকা অর্থাৎ যাকাত মানুষের সম্পদের ময়লা বই কিছু নয়। তাই এ সাদকা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এবং তাঁর বংশধরদের জন্যও হালাল নয়।–মুসলিম

١٧٣٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ اَهَدِيَّةٌ اَمْ صَدَقَةٌ فَاِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِاَصْحَابِهِ كُلُوْا وَلَمْ يَأْكُلْ وَاِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَاَكَلَ مَعَهُمْ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৩২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন খাবার এলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, এটা কি হাদিয়া না সাদকা ? যদি বলা হতো 'সাদকা'। তিনি তাঁর সাথীদেরকে বলতেন, তোমরা খাও। তিনি নিজে খেতেন না। আর যদি বলা হতো 'হাদিয়া', তখন তিনি তাঁর হাত বাড়াতেন ও সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে খেতেন।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'সাদকা' গরীব মিসকীনদের জন্য দেয়া হয়। এসব গরীব মিসকীনের হক। সাদকার মাল গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধররা তা খেতেন না।

'হাদিয়া' হলো কোন ব্যক্তি কোন মর্যাদাবান ও সম্মানিত ব্যক্তিকে প্রফুল্য চিত্তে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ কোন কিছু দান করা। রাসূলুল্লাহ সঃ হাদিয়া গ্রহণ করতেন। নিজের বংশধরদেরকেও তা গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন।

١٧٣٣- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِىْ بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ اِحْدَى السُّنَنِ اَنَّهَا عُتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِىْ زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُوْرُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ خُبْزٌ وَّ اُدُمٌ مِّنْ اُدُمِ الْبَيْتِ فَقَالَ اَلَمْ اَرَبُرْمَةً فِيْهَا لَحْمٌ؟ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّ ذٰلِكَ لَحْمٌ تُصَدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَوَاَنْتَ لاَ تَاْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ - مُتفق عليه.

১৭৩৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা (নাম্নী ক্রীতদাসীর) ব্যাপারে তিনটি হুকুম সামনে এসেছিলো। (প্রথম হুকুম ছিলো) যখন সে স্বাধীন হবে, তার স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধন বহাল রাখা বা না রাখার ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়। (দ্বিতীয় হুকুম হলো) রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, মীরাছের হক হলো তার, যে ব্যক্তি তাকে আযাদ করেছে। (তৃতীয় হুকুম হলো একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এলেন, তখন পাতিলে গোশত পাকানো হচ্ছিলো। তাঁর সামনে ঘরে বানানো রুটি ও তরকারী আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আমি না দেখলাম একটি পাতিলে গোশত রয়েছে। নিবেদন করা হলো, জি হ্যাঁ।

কিন্তু এ গোশত বারীরাকে সাদকা হিসেবে দেয়া হয়েছে, আর আপনি তো সাদকা খান না। রাসূলুল্লাহ সঃ তখন বললেন, এ গোশত বারীরার জন্য সাদকা। আর আমাদের জন্য হাদিয়া।–বুখারী, মুসলিম

তোহফা গ্রহণ ও বিনিময় প্রদান

١٧٣٤ـ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَ يُثِيْبُ عَلَيْهَا ـ رواه البخاری.

১৭৩৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া কবুল করতেন এবং বিনিময়ে তিনি তাকেও (হাদিয়া) দিতেন।–বুখারী

١٧٣٥ـ وَعَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْدُعِيْتُ اِلٰى كُرَاعٍ لَاَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِىَ اِلَىَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ ـ رواه البخاری.

১৭৩৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে যদি বকরীর একটি খুরের জন্যও দাওয়াত দেয়া হয় আমি তা কবুল করবো। আর আমার কাছে যদি হাদিয়া হিসেবে ছাগলের একটি বাহুও আসে আমি তাও গ্রহণ করবো।–বুখারী

١٧٣٦ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِیْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِیْ لَايَجِدُ غِنًى يُّغْنِيْهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهٖ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ ـ متفق عليه.

১৭৩৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি মিসকীন নয় যে লোকের কাছে হাত পেতে বেড়ায়। আর তারা তাকে এক মুষ্টি দুই মুষ্টি অথবা একটি খেজুর কি দুটি খেজুর দান করে। বরং মিসকীন হলো ওই ব্যক্তি যে কপর্দকহীন। আর তার বাহ্যিক বেশভূষার কারণে মানুষেরা জানেও না যে, সে মুখাপেক্ষী। তাকে সদকা দেয়া যেতে পারে। আর সেও কিছু চাইবার জন্য লোকদের কাছে হাত পাততে পারে না।–বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٧٣٧ـ عَنْ اَبِیْ رَافِعٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً مِّنْ بَنِیْ مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِاَبِیْ رَافِعٍ اَصْحَبْنِیْ كَیْ مَا تُصِيْبَ مِنْهَا فَقَالَ لَاحَتّٰى اٰتِیَ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَسْاَلَهُ فَانْطَلَقَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَاَلَهُ فَقَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَتَحِلُّ لَنَا وَاِنَّ مَوَالِى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ـ رواه الترمذى وابوداؤد والنسائى.

১৭৩৭। হযরত আবু রাফে' রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মাখযুমের এক ব্যক্তিকে যাকাত উসূল করার জন্য পাঠালেন। সেই ব্যক্তি যাবার পথে হযরত আবু রাফে'কে বললো, আপনিও আমার সাথে চলুন, তাতে এর থেকে কিছু অংশ আপনিও পেয়ে যাবেন। আবু রাফে' বললেন, না, রাসূলুল্লাহ সঃ-কে জিজ্ঞেস না করে আমি যেতে পারি না। তাই তিনি তাঁর কাছে গেলেন। তাঁকে তার সাথে যাবার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাদকা আমাদের (বনু হাশিমের জন্য) হালাল নয়। আর কোনো গোত্রের দাস তাদের মধ্যেই গণ্য (তুমি তো আমাদেরই দাস)।-তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবু রাফে' রাঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদ করা গোলাম ছিলেন। বনু হাশিমের জন্য যাকাত-সাদকা গ্রহণ হালাল নয়। গোত্রের গোলাম বা আযাদকৃত গোলামও তাদের মধ্যে গণ্য হওয়ায় রাসূল সঃ হযরত আবু রাফে' রাঃ-কে যাকাত গ্রহণ করার অনুমতি দেননি।

١٧٣٨ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَحِلُّ الصَّدَقَةَ لِغَنِيٍّ وَّلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ ـ رواه الترمذى وابوداؤد والدارمى ورواه احمد والنسائى وابن ماجة عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ.

১৭৩৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকাতের মাল ধনী লোকদের জন্য হালাল নয়, সুস্থ সবলদের (খেটে খেতে সক্ষম) জন্যও হালাল নয়। (তিরমিযি, আবু দাউদ, দারিমী)। এ হাদীসটিকে আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ হযরত আবু হুরাইরা হতে বর্ণনা করেছেন।

١٧٣٩ـ وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ رَجُلاَنِ اَنَّهُمَا اَتَيَا النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاَهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِيْنَا النَّظَرَ وَخَفَضَهُ فَرَاٰنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ اِنْ شِئْتُمَا اَعْطَيْتُكُمَا وَلاَحَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَّلاَ يَقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ـ رواه ابوداؤد والنسائى.

১৭৩৯। হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খেয়ার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে দুই ব্যক্তি খবর দিয়েছেন যে, তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জে মানুষের মধ্যে যাকাতের মাল বন্টন করার সময় তার কাছে উপস্থিত ছিলেন। তারা এ (যাকাতের) মালের কিছু অংশগ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা দুজন বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ (যাকাত নেবার আগ্রহ দেখে) আমাদের মাথা থেকে পা

পর্যন্ত একবার দৃষ্টি রাখলেন। আমাদেরকে সুস্থ সবল দেখে বললেন, তোমরা যদি যাকাত গ্রহণ করতেই চাও আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেই। (কিন্তু মনে রাখবে,) সদকা ও যাকাতের সম্পদে ধনীদের কোন অংশ নেই। আর সুস্থ সবল, খেটে খেতে সক্ষম লোকদের জন্যও সাদকা যাকাত নয়।–আবু দাউদ, নাসাঈ

١٧٤٠ـ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةَ لِغَنِيٍّ اِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا اَوْ لِغَارِمٍ اَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ اَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِّسْكِيْنٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَاَهْدَى الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ ـ رواه مالك وابوداؤد. وَفِىْ رِوَايَةٍ لاَبِىْ دَاؤُدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَوْ ابْنِ السَّبِيْلِ.

১৭৩৯। হযরত আতা ইবনে ইয়াসার মুরসাল হাদীসের পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ধনী লোকের জন্য যাকাতের মাল হালাল নয়। তবে হ্যাঁ, পাঁচ অবস্থায় (ধনীদের জন্যও যাকাতের মাল হালাল)। (১) আল্লাহর পথে জিহাদকারী ধনী (যার কাছে যুদ্ধ সরঞ্জাম নেই) (২) যাকাত উসূলকারী ধনী, (৩) জরিমানার হুকুমপ্রাপ্ত ধনী ব্যক্তি (যা তাকে পরিশোধ করতে হবে। অথচ এ পরিমাণ সম্পদ তার নেই), (৪) যাকাতের মাল নিজের মালের পরিবর্তে ক্রয়কারী ধনী, (৫) আর ওই ধনীর জন্যও যাকাত গ্রহণ করা হালাল, যার প্রতিবেশী যাকাতের মাল পেয়েছে ও এ মাল থেকে প্রতিবেশী ধনী ব্যক্তিকে কিছু তোহফা হিসেবে দিয়েছে।–মালেক, আবু দাউদ। আবু দাউদের এক বর্ণনায় হযরত আবু সাঈদ হতে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে সাবীলকেও অর্থাৎ বিপদগ্রস্থ মুসাফির ধনীকেও (যাকাতের মাল দেয়া যায়)।

١٧٤١ـ وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَعْطِنِىْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِىٍّ وَّلاَ غَيْرِهٖ فِىْ الصَّدَقَاتِ حَتّٰى حَكَمَ فِيْهَا هُوَ فَجَزَّاهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ فَاِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْاَجْزَاءِ اَعْطَيْتُكَ ـ رواه ابوداؤد.

১৭৪১। হযরত যিয়াদ ইবনে হারেস আস সুদায়ী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে গেলাম। তাঁর হাতে আমি বায়আত গ্রহণ করলাম। এরপর যিয়াদ একটি বড় হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, এক ব্যক্তি রাসূলের নিকট এসে তাঁকে বলতে লাগলেন, আমাকে যাকাতের মাল থেকে কিছু দান করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ যাকাত (বণ্টন করার ব্যাপারে কাকে দেয়া যাবে) তা নবীকে বা অন্য কাউকে কোনো হুকুম দিতে রাজী হননি, বরং তিনি নিজে তা আটভাগে ভাগ করেছেন। তুমি যদি এ (আট) ভাগের কোনো ভাগে পড়ো আমি তোমাকেও যাকাত দিবো।

–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সঃ কুরআনের এ আয়াতের প্রতি ইশারা করেছেন যাতে যাকাতের মাল আটটা খাতে ব্যয় করতে বলা হয়েছে ঃ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ الخ সে আটটি খাত হলো ঃ (১) ফকীর, (২) মিসকীন, (৩) যাকাত উসূলকারী বিভাগের কর্মচারী, কর্মকর্তা, (৪) হৃদয় জয় করা, (৫) গোলাম, (৬) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বা জরিমানার নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি, (৭) আল্লাহর পথে জিহাদ ও (৮) মুসাফির।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٧٤٢ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمٍ قَالَ شَرِبَ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَاَعْجَبَهُ فَسَأَلَ الَّذِىْ سَقَاهُ مِنْ اَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ وَرَدَ عَلٰى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ فَاِذَا نَعَمٌ مِّنْ نَّعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ فَحَلَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِىْ سِقَائِىْ فَهُوَ هٰذَا فَاَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَ ـ رواه مالك والبيهقى فى شعب الايمان.

১৭৪২। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম তাবেয়ী রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাঃ দুধ পান করলেন। তার তা খুব ভালো লাগানো। দুধ পরিবেশকারীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ তুমি কোত্থেকে এনেছো ? সে একটি কূয়ার নাম উল্লেখ করে বললো, ওখানে গিয়ে যাকাতের অনেক উট দেখি, যেগুলোকে পানি পান করানো হচ্ছে। উটের মালিকগণ দুধ দোহন করলো এর থেকে সামান্য দুধ নিয়ে আমিও আমার মোশকে ঢেলে নিলাম। এ হচ্ছে সেই দুধ। একথা শুনামাত্র হযরত ওমর রাঃ নিজের হাত মুখে প্রবেশ করিয়ে বমী করে দিলেন।

–মালেক বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ যাকাতের উটের এ দুধ ঐ ব্যক্তির তরফ থেকে হাদিয়া তোহফা হিসেবে পাওয়া, হযরত ওমরের তা খাওয়া হালালই ছিলো। কিন্তু তিনি তাকওয়ার উঁচু সোপানের পরিচয় দিয়ে বমি করে তা ফেলে দেন।

٤ـ بَابُ مَنْ لَاتَحِلُّ لَهُ الْمَسَالَةُ وَمَنْ تَحِلُّ لَهُ

৪-যার জন্য কিছু চাওয়া হালাল নয় এবং যার জন্য হালাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

যাদের জন্য কিছু চাওয়া হালাল

١٧٤٣ـ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَسْأَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ اَقِمْ حَتّٰى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَلَكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ يَاقَبِيْصَةُ اِنَّ

الْمَسْأَلَةَ لَاتَحِلُّ الاَّ لِاَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَّالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبُهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ اَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أُجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبُ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ اَوْ قَالَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ وَّرَجُلٌ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتّٰى يَقُوْمَ ثَلاَثَةٌ مِّنْ ذَوِى الْحِجٰى مِنْ قَوْمِهٖ لَقَدْ اَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ اَوْ قَالَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَاقَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَّأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا - رواه مسلم

১৭৪৩। হযরত কাবীসা ইবনে মুখারিক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন এক ঋণের বোঝার যামানাত মাথায় নিলাম যা দিয়তের কারণে ছিলো। আমি রাসূলুল্লাহর কাছে আসলাম। তার কাছে ঋণ আদায়ের জন্য কিছু চাইলাম। (আমার কথা শুনে) তিনি বললেন, (কিছুদিন) অপেক্ষা করো। আমার কাছে যাকাতের মাল আসলে ওখান থেকে তোমাকে কিছু দেবার জন্য বলে দেবো। তারপর তিনি বললেন, কাবীসা! শুধু তিন ধরনের ব্যক্তির জন্য কিছু চাওয়া জায়েয। প্রথমত যে ব্যক্তি অপরের ঋণের যামিনদার। কিন্তু শর্ত হলো, বেশী যেনো না চায়। বরং যা ঋণ শোধের জন্য প্রয়োজন শুধু তাই চাইবে। এরপর আর চাইবে না। দ্বিতীয় ওই ব্যক্তি যে বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েছে (যেমন দুর্ভিক্ষ প্লাবন ইত্যাদি)। তার সব ধন-সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তারও (শুধু খাবার পোশাকের জন্য) যতটুকু প্রয়োজন তাই চাওয়া জায়েয। অথবা তিনি বলেছেন, (এ পরিমাণ চাইবে) যাতে তার প্রয়োজন দূর হয়ে যায়। তার জীবনের জন্য অবলম্বন হয়ে যায়। তৃতীয় ওই ব্যক্তি (যে ধনী, কিন্তু তার এমন কোনো কঠিন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যা মহল্লাবাসী জানে। যেমন ঘরের সব মালপত্র চুরি হয়ে গেছে। অথবা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হবার কারণে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে)। (মহল্লার) তিনজন বুদ্ধিমান সচেতন লোক এ ব্যাপারে সাক্ষ দিবে যে, সত্যিই এ ব্যক্তি মুখাপেক্ষী। তাহলে তার জন্যও এতো পরিমাণ (সাহায্য) চাওয়া জায়েয, যাতে তার প্রয়োজন মিটে যায়। অথবা তিনি বলেছেন এর দ্বারা তার মুখাপেক্ষীতা ও প্রয়োজন দূর হয়ে যায়, তার জীবনে একটা অবলম্বন আসে। হে কাবীসা! এ তিন প্রকারের 'চাওয়া' ছাড়া (আর কোনো চাওয়া) হালাল নয়। আর হারাম পন্থায় প্রাপ্ত মাল খাওয়া তার জন্য হারাম।–মুসলিম

١٧٤٤- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكْثِرْ - رواه مسلم

১৭৪৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে তাদের সম্পদ চেয়ে বেড়ায়, সে নিশ্চয় (জাহান্নামের) আগুন কামনা করে। (এটা জানার পর) সে কম চাক বা অধিক।–মুসলিম

١٧٤٥ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَلُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَيْسَ فِىْ وَجْهِهٖ مُزْعَةُ لَحْمٍ ـ متفق عليه

১৭৪৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের কাছে হাত পাতবে কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে উঠবে যে, তখন তার মুখাবয়বে কোনো গোশত থাকবে না।–বুখারী, মুসলিম

١٧٤٦ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُحْلِفُوْا فِىْ الْمَسْئَلَةِ فَوَ اللّٰهِ لاَ يَسْأَلُنِىْ اَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجُ لَهٗ مَسْأَلَتُهٗ مِنِّىْ شَيْئًا وَاَنَا لَهٗ كَارِهٌ فَيُبَارَكُ لَهٗ فِيْمَا اَعْطَيْتُهٗ ـ رواه مسلم.

১৭৪৬। হযরত মুআবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, কিছু চাইবার ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করো না। আল্লাহর কসম! তোমাদের যে ব্যক্তিই আমার কাছে (অতিরঞ্জিত করে) কিছু চায় (তখন) আমি তাকে কিছু বের করে দিয়ে দেই। (তবে) আমি তাকে কিছু দেয়া খারাপ মনে করি। এ অবস্থায় এটা কি করে সম্ভব যে, আমি তাকে যা কিছু দেই তাতে বরকত হবে ?–মুসলিম

١٧٤٧ـ وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهٗ فَيَأْتِىَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلٰى ظَهْرِهٖ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهٗ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ. رواه البخارى

১৭৪৭। হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তোমাদের কেউ একটি রশি দিয়ে এক আঁটি লাকড়ী বেঁধে তা পিঠে ফেলে বহন করে আনে এবং তা বিক্রি করে। আল্লাহ তাআলা এ কাজের দ্বারা তার ইয্যত সম্মান বহাল রাখেন (যা ভিক্ষা করার মাধ্যমে চলে যায়)। তাই এ শ্রমের কাজ মানুষের কাছে হাত পাতা অপেক্ষা তার জন্য অনেক উত্তম। মানুষ তাকে কিছু দিক অথবা না দিক। –বুখারী

١٧٤٨ـ وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَأَلْتُهٗ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَاحَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ اَخَذَهٗ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهٗ فِيْهِ وَ مَنْ اَخَذَهٗ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَادِكَ لَهٗ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهٗ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكَ لَهٗ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَرْزَأُ اَحَداً بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا. متفق عليه

১৭৪৮। হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (কিছু) চাইলাম। তিনি আমাকে কিছু দিলেন। আমি পুনরায় চাইলে তিনি আবার দিলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, হে হাকীম। এ মাল সবুজ সতেজ ও মিষ্ট (অর্থাৎ দেখতে সুন্দর, হৃদয়কে তৃপ্তি দেয়) তাই যে ব্যক্তি এ মাল হাত পাতা ও লোভ লালসা ছাড়া পায় তাতে বরকত দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি তা হাত পেতে লোভ লালসা দিয়ে অর্জন করে তাতে বরকত দান করা হয় না। তার অবস্থা ওই ব্যক্তির মতো, যে খাবার তো খায় কিন্তু তার পেট ভরে না (সম্ভবত বরকতহীনতা ও লোভ লালসার আধিক্যের জন্য এ অবস্থা হয়)। (মনে রাখবে) উপরের হাত (অর্থাৎ দানকারীর হাত) নীচের হাত (দান গ্রহণকারীর হাত) হতে অনেক উত্তম। হাকীম রাঃ বলেন, আমি (তখন) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। ওই সত্তার কসম ! যিনি আপনাকে সত্যের বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন। আজ থেকে আমি মৃত্যু পর্যন্ত কারো মাল থেকে কিছু কম করবো না (অর্থাৎ আপনার কাছে কিছু চাইবার পর) ভবিষ্যতে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো কারো কাছে কিছু চাইবো না।–বুখারী, মুসলিম

١٧٤٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسَأَلَةِ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِىَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلٰى هِىَ السَّائِلَةُ. متفق عليه.

১৭৪৯। হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ মিম্বরে উঠে সাদকা এবং (মানুষের কাছে) হাত পাতা হতে বিরত থাকার জন্য খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত হলো দানকারী আর নীচের হাত হলো দান গ্রহণকারী (ভিক্ষুক)।–বুখারী, মুসলিম

١٧٥٠- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ اِنَّ اُنَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى نَفِدَ مَا عِنْدَهٗ فَقَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهٗ عَنْكُمْ وَ مَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَّاَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ - متفق عليه.

১৭৫০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আনসারদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিকট কিছু চাইলেন। তিনি তাদেরকে কিছু দিলেন। এমন কি তাঁর কাছে যা ছিলো তা শেষ হয়ে গেলো। তারপর তিনি বললেন, আমার কাছে যে সম্পদ আসবে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে ধনের স্তূপ বানিয়ে রাখবো না। মনে রাখবে, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে কিছু চাওয়া হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে মানুষের মুখাপেক্ষী থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাকে মানুষের মুখাপেক্ষী করেন না। আর যে ব্যক্তি অপরের সম্পদের প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করে দেন। যে ব্যক্তি সবরের আকাঙ্ক্ষিত হয় ; আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের

শক্তি দান করেন। মনে রাখবে, সবরের চেয়ে বেশী উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন কিছু দান করা হয়নি।–বুখারী, মুসলিম

١٧٥١ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَأَقُوْلُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ـ متفق عليه.

১৭৫১। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সঃ আমাকে (যাকাত উসূল করার বিনিময়ে) কিছু দিতে চাইলে আমি নিবেদন করতাম, এটা অমুককে দান করুন যে আমার চেয়েও বেশী অভাবী। (একথার জবাবে) তিনি (রাসূল সঃ) বলতেন, তুমি তোমার প্রয়োজন থাকলে এটাকে তোমার মালের সাথে শামিল করে নাও। (আর যদি প্রয়োজনের বেশী হয়) তাহলে তুমি নিজে তা আল্লাহর পথে দান করে দাও। তিনি (আরো বলেন,) লোভ লালসা ও হাত পাতা ছাড়া যে জিনিস তুমি লাভ করবে, তা গ্রহণ করবে। আর যা এভাবে আসবে না (তা পাবার জন্য) পিছে লেগে থেকো না।–বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٧٥٢ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسَائِلُ كُدُوْحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقٰى عَلٰى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِيْ أَمْرٍ لَّا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ـ رواه ابوداؤد والترمذى والنسائى.

১৭৫২। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরের কাছে হাত পাতা একটি রোগ, যার দ্বারা মানুষ নিজের মুখকে রোগাক্রান্ত করে। তাই যে ব্যক্তি (নিজের মান সম্মান) অক্ষুণ্ন রাখতে চায় সে যেনো (হাত পাততে) লজ্জা অনুভব করে, (কারো কাছে হাত না পেতে) মান ইয্যত রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি (মান ইয্যত) অক্ষুণ্ন রাখতে চায় না সে যেনো মানুষের কাছে হাত পেতে নিজের মান সম্মানকে ভূলণ্ঠিত করে। (তবে হ্যাঁ যদি হাত পাততেই হয়), তাহলে মানুষ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হাত পাতবে। অথবা এমন সময়ে (কারো কাছে) কিছু চাইবে যা চাওয়া খুবই প্রয়োজন।
–আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ

١٧٥٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِيْ وَجْهِهِ خُمُوْشٌ أَوْ خُدُوْشٌ أَوْ كُدُوْحٌ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا يُغْنِيْهِ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ـ رواه ابوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى.

১৭৫৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের নিকট নিজে স্বাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও হাত পাতে, সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় উঠানো হবে যে, তার মুখের উপর তার এ চাওয়া 'খুমূশ' 'খুদূশ' অথবা 'কুদূহ' রূপে প্রকাশ পাবে। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! অমুখাপেক্ষী বানাবার উপায় কি ? তিনি বললেন, পঞ্চাশ দেরহাম অথবা এ মূল্যের সোনা।–আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই ইবনে মাজাহ, দারেমী।

ব্যাখ্যা ঃ যারা মানুষের কাছে হাত পাতে তারা কিয়ামতের দিন 'খুমূশ' খুদূশ ও 'কুদূহ' চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। এ তিনটি শব্দ প্রায় সমার্থবোধক। অর্থাৎ আহত বা রোগগ্রস্থ অবস্থা। বর্ণনাকারীর সন্দেহ ছিলো রাসূলুল্লাহ সঃ প্রকৃতপক্ষে কোন্ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাই অথবা দিয়ে এ তিনটি সমার্থবোধক শব্দ উদ্ধৃত করেছেন।

١٧٥٤ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَاِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ قَالَ النُّفَيْلِىُّ وَهُوَ اَحَدُ رُوَاتِهِ فِىْ مَوْضَعٍ اٰخَرَ وَمَا الْغِنَى الَّذِىْ لاَتَنْبَغِىْ مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ قَالَ قَدْرُ مَايُغَدِّيْهِ وَ يُعَشِّيْهِ وَقَالَ فِىْ مَوْضَعٍ اُخَرَ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ اَوْ لَيْلَةٍ وَّيَوْمٍ ـ رواه ابوداؤد.

১৭৫৪। হযরত সাহল ইবনে হানযালিয়াহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তির নিকট এমন পরিমাণ সম্পদ আছে যা তাকে অমুখাপেক্ষী রাখে। তারপরও যদি সে মানুষের কাছে হাত পাতে, তাহলে সে যেনো বেশী আগুন চায় (অর্থাৎ প্রয়োজন ছাড়া যে ব্যক্তি বেশী চেয়ে এনে সম্পদ পুঞ্জিভূত করে তাহলে সে যেনো জাহান্নামের আগুন পুঞ্জিভূত করে)। নুফাইলী, এ হাদীসের এক বর্ণনাকারী, অন্য আর এক জায়গায় বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো অমুখাপেক্ষী হবার সীমা কি যে, তাহলে আর অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, সকাল সন্ধার পরিমাণ খাদ্য মওজুদ থাকলে। নুফাইলী অন্য আর এক জায়গায় রাসূলুল্লাহর জবাব এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তার কাছে একদিন অথবা এক রাতের পরিমাণ খাদ্য মওজুদ থাকলে অথবা বর্ণনাকারীর সন্দেহ, তিনি শুধু একদিনের কথা বলেছেন।–আবু দাউদ

١٧٥٥ـ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ بَنِىْ اَسَدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ اُوْقِيَّةٌ اَوْعِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ الْحَافًا ـ

رواه مالك وابوداؤد والنسائى.

১৭৫৫। হযরত আতা ইবনে ইয়াসার বনী আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তোমাদের যে ব্যক্তি এক উকিয়া পরিমাণ (অর্থাৎ চল্লিশ দেরহাম) অথবা এর সমমূল্যের (সোনা ইত্যাদি) মালিক হবে। তারপরও সে মানুষের কাছে হাত পাতে, তাহলে সে যেনো বিনা প্রয়োজনে (মানুষের কাছে) হাত পাতলো।–মালেক, আবু দাউদ ও নাসাঈ

١٧٥٦ـ وَعَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لَاتَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَّلَالِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ اِلاَّ لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ غُرْمٍ مُّفْظِعٍ وَّمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهٖ مَالَهٗ كَانَ خُمُوْشًا فِيْ وَجْهِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضْفًا يَّاكُلُهٗ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ ـ رواه الترمذى

১৭৫৬। হযরত হুবশী ইবনে জুনাদাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, কারো কাছে কিছু চাওয়া ধনী লোক (অন্ততঃ যার একদিনের খাবার ঘরে আছে) সুস্থ সবল, ও সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন লোকের জন্য হালাল নয়। তবে হ্যাঁ ওই ফকিরের জন্য তা হালাল, যে ক্ষুৎ পিপাসার কারণে মাটিতে পড়ে গেছে। এভাবে ওই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যও হাতপাতা হালাল যে ভারী ঋণের বোঝায় জর্জরিত। মনে রাখবে যে ব্যক্তি শুধু সম্পত্তি বাড়াবার জন্য মানুষের কাছে ঋণ চায়, তার এ চাওয়া কিয়ামতের দিন আহত চিহ্নরূপে তার মুখে ভেসে উঠবে। তাছাড়াও জাহান্নামে তার খাদ্য হিসেবে গরম পাথর দেয়া হবে। কেউ কম হাত পাতুক অথবা বেশী বেশী হাত পাতুক।–তিরমিযী

١٧٥٧ـ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْاَلُهٗ فَقَالَ اَمَافِيْ بَيْتِكَ شَيْءٌ فَقَالَ بَلٰى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهٗ وَنَبْسُطُ بَعْضَه وَقَعْبٌ نَّشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ ائْتِنِيْ بِهِمَا فَاَتَاهُ بِهِمَا فَاَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ وَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِيْ هٰذَيْنِ؟ قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَّزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ؟ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا اِيَّاهُ فَاَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا الْاَنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِاَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلٰى اَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قُدُوْمًا فَاْتِنِيْ بِهٖ فَاَتَاهُ بِهٖ فَشَدَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُوْداً بِيَدِهٖ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ اَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيْعُ فَجَاءَ وَقَدْ اَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَاَشْتَرٰى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَّبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تَجِيْءَ الْمَسْاَلَةُ نُكْتَةً فِيْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لَاتَصْلُحُ اِلاَّ لِثَلَاثَةٍ لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ لِذِيْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ اَوْ لِذِيْ دَمٍ مُّوْجِعٍ ـ رواه ابوداؤد وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৭৫৭। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আনসারের এক ব্যক্তি নবী করীম সঃ-এর কাছে এসে তাঁর কাছে কিছু চাইলেন। (তার কথা শুনে) তিনি বললেন, 'তোমার ঘরে কি কোনো জিনিস নেই ?' লোকটি বললো, হ্যাঁ একটা কমদামী কম্বল আছে। এটার একাংশ আমি গায়ে দেই, আর অপর অংশ বিছিয়ে নেই। এছাড়া কাঠের একটি পেয়ালা আছে। এ দিয়ে আমি পানি পান করি।' (তার কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, এ দুটো জিনিস আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকটি এ জিনিস দুটি নিয়ে নবীর কাছে হাযির হলো। জিনিসটি নিজের হাতে নিয়ে নবীজী বললেন, এ দুটি কে কিনবে ? এক ব্যক্তি বললো, আমি এ দুটি জিনিস এক দেরহামের বিনিময়ে কিনতে তৈরী আছি। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, এ দুটিকে এক দেরহামের বেশী দিয়ে কে কিনতে চাও ? একথাটি তিনি 'দুই কি তিনবার' বললেন। (এ সময়) এক ব্যক্তি বললো, আমি এ দুটি দুই দেরহাম দিয়ে কিনবো। রাসূলুল্লাহ সঃ জিনিস দুটি তার হাতে দিয়ে দিলেন। তার থেকে দুটি দেরহাম নিয়ে আনসারীকে দিয়ে দিলেন। অতপর তাকে বললেন, এ এক দেরহাম দিয়ে খাদ্যসামগ্রী কিনে পরিবারের লোকজনকে দিবে আর দ্বিতীয় দেরহামটি দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার কাছে আসবে। সেই ব্যক্তি কুঠার কিনে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে নিয়ে এলো। তিনি নিজ হাতে কুঠারের মধ্যে একটি মযবুত হাতল লাগিয়ে তাকে বললেন, এটা নিয়ে যাও লাকড়ী কেটে তা বিক্রি করবে। এরপর আমি তোমাকে এখানে পনর দিন পর্যন্ত যেনো দেখতে না পাই। তখন লোকটি ওখান থেকে চলে গেলো। বন থেকে লাকড়ী কেটে জমা করে (বাজারে) এনে বিক্রি করতে লাগলো। (কিছু দিন পর) সে যখন রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিকট ফিরে এলো তখন সে দশ দেরহামের মালিক। এ দেরহামের কিছু দিয়ে সে কিছু কাপড় চোপড় কিনলো আর কিছু দিয়ে খাদ্যশস্য কিনলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার অবস্থার এ পরিবর্তন দেখে) বললেন, কিয়ামতের দিন তোমার ভিক্ষাবৃত্তি তোমার চেহারায় আহত চিহ্ন হয়ে ওঠার চেয়ে এ অবস্থা কি তোমার জন্য উত্তম নয় ? (মনে রাখবে), শুধু তিন ধরনের লোক হাত পাততে পারে, ভিক্ষা করতে পারে। প্রথমত, ফকীর যাকে কপর্দকহীনতা মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যে ভারী ঋণ (আদায় করতে না পারার জন্য) লাঞ্ছিত হবার উপক্রম)। তৃতীয়ত, রক্তপণ আদায়করী, যা তার যিম্মায় আছে (অথচ তার সামর্থ নেই)।–আবু দাউদ। ইবনে মাজাহ এ হাদীসটি 'ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাহ' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

١٧٥٨- وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تَسُدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ اَوْشَكَ اللّٰهُ لَهُ بِالْغِنٰى اِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ اَوْ غِنًى اٰجِلٍ - رواه ابوداؤد والترمذى.

১৭৫৮। হযরত ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কঠিন অভাবে জর্জরিত, সে মানুষের সামনে (অভাবের কথা বলে) প্রয়োজন পূরণের ইচ্ছা প্রকাশ করলো, তার এ অভাব দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি তার অভাবের কথা শুধু আল্লাহর কাছে বলে, আল্লাহ তাআলাই তার জন্য যথেষ্ট। হয় তাকে তাড়াতাড়ী মৃত্যু দিয়ে অভাব থেকে মুক্তি দিবেন অথবা তাকে কিছু দিনের মধ্যে ধনী বানিয়ে দেবেন।–আবু দাউদ, তিরমিযী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٧٥٩ـ عَنِ ابْنِ الْفَرَسِيِّ اَنَّ الْفَرَاسِيَّ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْاَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ وَاِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَسَلِ الصَّالِحِيْنَ ـ رواه ابوداؤد والنسائى.

১৭৫৯। তাবেয়ী হযরত ইবনে ফারাসী রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) হযরত ফারাসী রাঃ বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষের কাছে হাত পাততে পারি ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। (বরং সর্বাবস্থায়) আল্লাহর উপর ভরসা করবে। তবে (কোন কঠিন প্রয়োজনে) কিছু চাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়লে নেক মানুষের নিকট চাইবে।–আবু দাউদ, নাসাঈ

١٧٦٠ـ وَعَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِىْ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَاَدَّيْتُهَا اِلَيْهِ اَمَرَلِىْ بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ اِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ وَاَجْرِىْ عَلَى اللّٰهِ قَالَ خُذْ مَا اُعْطِيْتَ فَاِنِّىْ قَدْ عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَمَّلَنِىْ فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُعْطِيْتَ شَيْئًا مِّنْ غَيْرِ اَنْ تَسْاَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ ـ رواه ابوداؤد.

১৭৬০। হযরত ইবনে সায়েদী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর রাঃ আমাকে যাকাত উসূল করার জন্য নিযুক্ত করলেন। আমি যাকাত উসূলের কাজ শেষ করলাম। (উসূলকৃত) যাকাতের মাল হযরত ওমরের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে অবসর হবার পর তিনি আমাকে যাকাত আদায়ের (কাজের) বিনিময় গ্রহণ করার জন্য বললেন। (একথা শুনে) আমি বললাম, এ কাজ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য আমি করেছি। তাই এ কাজের বিনিময় (সওয়াব দেয়াও) আল্লাহর যিম্মায়। অতপর হযরত ওমর রাঃ বললেন, যা তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা গ্রহণ করো। কারণ আমিও রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সময় যাকাত উসূল করার কাজ করেছি। তিনি আমাকে এর বিনিময় দিতে চেয়েছিলেন। (সে সময়) আমিও একথাই বলেছিলাম, যা আজ তুমি বলছো। (তখন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন, যখন কোনো জিনিস চাওয়া ছাড়া তোমাকে দেয়া হবে, তা গ্রহণ করে খাবে। (আর খাবার পর যা তোমার নিকট বেঁচে থাকবে) তা আল্লাহর পথে খরচ করবে।–আবু দাউদ

١٧٦١ـ وَعَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ عَرَفَةَ رَجُلاً يَّسْاَلُ النَّاسَ فَقَالَ اَفِىْ هٰذَا الْيَوْمِ وَفِىْ هٰذَا الْمَكَانِ تَسْاَلُ مِنْ غَيْرِ اللّٰهِ فَخَفَقَهُ بِالدِّرَّةِ ـ رواه رزين.

১৭৬১। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি আরাফার দিন এক ব্যক্তিকে লোকজনের কাছে হাত পেতে কিছু চাইতে শুনলেন। তিনি তাকে বললেন, আজকের এ দিনে এ

জায়গায় তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে হাত পাতছো ? তারপর তিনি তাকে চাবুক দিয়ে মারলেন।–রাযীন

١٧٦٢ـ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ تَعْلَمُنَّ اَيُّهَا النَّاسُ اَنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ وَّاَنَّ الْاِيَاسَ غِنىً وَاَنَّ الْمَرْءَ اِذَا يَئِسَ عَنْ شَيْءٍ اِسْتَغْنٰى عَنْهُ ـ رواه رزين.

১৭৬২। হযরত ওমর ফারুক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে লোকেরা! মনে রাখবে, লোভ লালসা এক রকমের পর মুখাপেক্ষিতা। আর মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা, ধনী হবার লক্ষণ। মানুষ যখন অন্যের কাছে কোন কিছু আশা করা ত্যাগ করে, তখন সে স্বনির্ভর হয়।–রাযীন

١٧٦٣ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّكْفُلُ لِيْ اَنْ لَّاَيَسْاَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَاَتَكَفَّلُ لَهٗ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ اَنَا فَكَانَ لَايَسْاَلُ اَحَدًا شَيْئًا ـ رواه ابوداؤد

১৭৬৩। হযরত সাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বলেছেন, যে আমার সাথে এ ওয়াদা করবে যে, সে কারো কাছে ভিক্ষার হাত প্রশস্ত করবে না। আমি তার জন্য জান্নাতের ওয়াদা করতে পারি। (একথা শুনে) হযরত সাওবান বলেন, (সেদিন থেকে) আমি ওয়াদা করেছি, আমি (আর কখনো) কারো কাছে হাত পাতবো না। (বস্তুত সাওবান যতো অভাবেই পড়ুক, আর কারো কাছে কোন দিন হাত পাতেননি।)–আবু দাউদ, নাসাঈ

١٧٦٤ـ وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ اَنْ لَاتَسَالَ النَّاسَ شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَلَا سَوْطَكَ اِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتّٰى تَنْزِلَ اِلَيْهِ فَتَاْخُذَهٗ ـ رواه احمد.

১৭৬৪। হযরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) ডেকে এনে আমার উপর শর্ত আরোপ করে বললেন, তুমি কারো কাছে কোনো কিছুর জন্য হাত পাতবে না। আমি বললাম, জি হ্যাঁ, (হাত পাতবো না)। তারপর তিনি বললেন, এমন কি তোমার হাতের লাঠিটাও যদি পড়ে যায় তবু কাউকে তা উঠিয়ে দিতে বলবে না। বরং তুমি নিজে নেমে তা উঠিয়ে নেবে।–আহমাদ

٥ـ بَابُ الْاِنْفَاقِ وَكَرَاهِيَةِ الْاِمْسَاكِ

৫-দানের মর্যাদা কৃপণতার পরিণাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٧٦٥ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْكَانَ لِيْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِيْ اَنْ لَايَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ اِلَّا شَيْءٌ اُرْصِدُهٗ لِدَيْنٍ ـ رواه البخاري

১৭৬৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার কাছে যদি ওহুদ পাহাড় সমান সোনাও থাকে, ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছাড়া তা তিনদিন পর্যন্ত আমার কাছে জমা না থাকলেই আমি খুশী হবো।–বুখারী

١٧٦٦- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى ﷺ مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحْدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَّيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا - متفق عليه.

১৭৬৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিদিন ভোরে দুজন ফেরেশতা (আকাশ থেকে) নাযিল হয়। এদের একজন (দানশীলদের জন্য) এ দোয়া করে, হে আল্লাহ! দানশীলদেরকে তুমি বিনিময় দান করো। আর দ্বিতীয় ফেরেশতা (কৃপণদের জন্য) এ বদ দোয়া করে, হে আল্লাহ! কৃপণকে তুমি ক্ষতিগ্রস্থ করো।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ দানশীলদেরকে বিনিময় দেয়া অর্থ হলো, যারা বৈধ জায়গায় নিজের অর্জিত সম্পত্তি খরচ করে দান সাদকা করে, তাকে আরো ধন-সম্পদ দান করো। আর কৃপণকে ক্ষতিগ্রস্থ করার অর্থ হলো, যারা বৈধ জায়গায় নিজের ধন-সম্পদ খরচ না করে অসৎপথে, রিপুর তাড়নায় ভোগ-বিলাসের পথে খরচ করে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করো, তাদের ধন-দৌলতে বরকত দিও না।

١٧٦٧- وَعَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْفِقِىْ وَلاَ تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوْعِىْ فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ اِرْضَخِىْ مَااسْتَطَعْتِ - متفق عليه.

১৭৬৭। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেসব জায়গায় ধন-সম্পদ খরচ করলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন সেসব জায়গায় ধন-সম্পদ খরচ করতে থাকবে। (কতো খরচ করেছো তা) হিসাব করে দেখো না। (কি খরচ করেছো) আল্লাহই তার হিসাব করবেন। তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ (অভাবগ্রস্থ লোকদের থেকে) ফিরিয়ে রেখো না। (যদি রাখো) তাহলে আল্লাহ তাআলা তার ফযল রহমত তোমার থেকে ফিরিয়ে রাখবেন। অতএব যত পারো আল্লাহর পথে খরচ করো।–বুখারী, মুসলিম

١٧٦٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ - متفق عليه

১৭৬৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে বনী আদম! (আমার পথে) নিজের ধন-সম্পদ দান করো, তোমাকেও দান করা হবে।–বুখারী, মুসলিম

١٧٦٩ـ وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاابْنَ اٰدَمَ اَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌلَّكَ وَاَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّلَّكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلٰى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ ـ رواه مسلم.

১৭৬৯। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (মহান আল্লাহ বলেন ঃ) হে বনী আদম প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে ধন-সম্পদ তোমার কাছে আছে (আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য) তা খরচ করা তোমার জন্য (দুনিয়া ও আখেরাতে) হবে কল্যাণকর। আর তা (নিজের কাছে রেখে খরচ না করা) হবে তোমার জন্য অকল্যাণকর। প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পদ (জমা করায়) দোষ নেই। তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ খরচ করা নিজের পরিবার পরিজন থেকে শুরু করো।–মুসলিম

١٧٧٠ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ الرَّجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ اَيْدِيْهِمَا اِلٰى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ نِ انْبَسَطَتْ عَنْهُ وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا. متفق عليه.

১৭৭০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হলো এমন দু ব্যক্তির মতো যাদের শরীরে রয়েছে দুটি লোহার বর্ম। আর (এ বর্ম ছোট হবার কারণে) এ দুজনের হাত তাদের সিনা ও গর্দান পর্যন্ত লেগে আছে। তারপর দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে চায় তখন তার বর্ম সম্প্রসারিত হয়। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে চায়, তার বর্মের গলা সংকুচিত হয়ে প্রত্যেকটি কড়া নিজের জায়গায় একটা অপরটার সাথে মিলে যায়।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যখন দানশীল ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ থেকে দান করার ইচ্ছা করে তখন তার হৃদয় খুলে যায়, তার হাত প্রসস্ত হয়ে যায়। আল্লাহর প্রতি আবেগ অনুভূতি বেড়ে যায়।

এর বিপরীত হলো কৃপণ ব্যক্তির অবস্থা। কৃপণের মনের প্রসস্ততা বৃদ্ধি পায় না, হৃদয় খুলে না। আর তার মন দান সদকার ব্যাপারে সংকুচিত হয়, দানের জন্য মনে কোন আবেগ সৃষ্টি হয় না।

١٧٧١ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ ـ رواه مسلم.

১৭৭১। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যুলুম থেকে বেঁচে থাকবে, কারণ কিয়ামতের দিন যুলুম অন্ধকারের ন্যায় ছেয়ে থাকবে। আর কৃপণতা হতে বেঁচে থাকবে, কারণ কৃপণতা তোমাদের আগের লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। এ কৃপণতা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে রক্তপাতের দিকে। হারাম কাজকে হালাল করার দিকে।–মুসলিম

١٧٧٢ـ وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا فَانَّهُ يَاتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَّمْشِى الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْجِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلاَحَاجَةَ لِىْ بِهَا ـ متفق عليه.

১৭৭২। হযরত হারেছা ইবনে ওহাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেছেন, (আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য) নিজের ধনমাল সাদকা করো। কারণ এমনও দিন আসবে যখন এক ব্যক্তি সাদকার মাল হাতে নিয়ে বের হবে, কিন্তু এ সাদকার মাল গ্রহণ করার জন্য কোনো লোক পাওয়া যাবে না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই বলবে, তুমি যদি সাদকার এ মাল নিয়ে গতকাল আসতে তাহলে তা আমি গ্রহণ করতাম, আজ আমার এ সাদকার কোনো প্রয়োজন নেই।–বুখারী, মুসলিম

١٧٧٣ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنٰى وَلاَ تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَاَ بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ ـ متفق عليه.

১৭৭৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দান মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী বড়ো, তিনি বললেন, তুমি যখন সুস্থ সবল থাকো সম্পদের প্রতি আগ্রহ পোষণ করো, দারিদ্র হতে ভয় করে ধন-সম্পদের মালিক হবার আশা করো, তখনকার দান সবচেয়ে বেশী বড়ো। তাই তুমি তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার সময় পর্যন্ত দান করার অপেক্ষা করবে না। তখন তুমি বলতে থাকবে, এ পরিমাণ মাল অমুকের জন্য, এ পরিমাণ মাল অমুকের জন্য। অথচ তখন এ মালের মালিক অমুকই হয়ে গেছে, দানের ঘোষণার আর কি প্রয়োজন।–বুখারী, মুসলিম

١٧٧٤ـ وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَاٰنِىْ قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ ـ متفق عليه.

১৭৭৪। হযরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম। এ সময় তিনি খানায়ে কা'বার ছায়ায়

বসেছিলেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, খানায়ে কা'বার 'রবের' কসম ওইসব লোক ক্ষতিগ্রস্ত। (একথা শুনে) আমি আরয করলাম, আমার মাতা পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক, এসব লোক কারা? তিনি বললেন, যাদের ধন-সম্পদ বেশী তারা। তবে তারা এর মধ্যে গণ্য নয়, যারা এরূপ করে, এরূপ করে, এরূপ করে—অর্থাৎ নিজের আগে পিছে, ডানে বামে (মোটকথা প্রত্যেক জায়গায় প্রতি সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য) নিজের মাল খরচ করে। এমন লোকের সংখ্যা কম।–বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٧٧٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ وَلَجَاهِلُ سَخِيٌّ أَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ - رواه الترمذي.

১৭৭৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর (রহমতের) নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, জনগণের নিকটবর্তী (অর্থাৎ সকলের কাছেই দানশীল ব্যক্তি প্রিয়) এবং জাহান্নাম থেকে দূরে। কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি (যে নিজের অর্জিত ধনের হক আদায় করে না) সে আল্লাহর (রহমত) থেকে দূরে, জান্নাত হতে দূরে, জনগণ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদ কৃপণ অপেক্ষা জাহেল দানশীল ব্যক্তি অধিক প্রিয়।–তিরমিযি

١٧٧٦- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَأَنْ يَّتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِيْ حَيَاتِهٖ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهٖ - رواه أبوداود.

১৭৭৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুস্থ অবস্থায় কোন ব্যক্তির আল্লাহর পথে এক দেরহাম খরচ করা মৃত্যুর সময়ে আল্লাহর পথে একশত দেরহাম খরচ করা অপেক্ষা উত্তম।–আবু দাউদ

١٧٧٧- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِيْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهٖ أَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِيْ يُهْدِيْ اِذَا شَبِعَ - رواه احمد والنسائي والدارمي والترمذي وصححه.

১৭৭৭। হযরত আবু দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর দুয়ারে এসে দান সাদকা অথবা গোলাম আযাদ করে তার দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে কাউকে পেট ভরা অবস্থায় (তোহফা,

হাদিয়া, খাবার) দান করে।–তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ কারণ মৃত্যুর সময়ে তো দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সম্পদের মোহ এ সময় থাকে না। কাজেই যৌবন বয়সে, সুস্থ অবস্থায় দান সদকায় সওয়াব অনেক বেশী, মৃত্যুকালীন সময়ের দানের চেয়ে। যৌবন অথবা সুস্থ অবস্থায় যদি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে সে সময়ই সওয়াবের আশায় দান করে তাহলে সে সময়ের দানে সওয়াব অনেক বেশী।

١٧٧٨- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَصْلَتَانِ لاَتَجْتَمِعَانِ فِىْ مُؤْمِنٍ اَلْبُخْلُ وَسُوْءُ الْخُلُقِ - رواه الترمذى.

১৭৭৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিনের মধ্যে দুটি স্বভাব একত্রে জমা হতে পারে না। একটি কৃপণতা, আর দ্বিতীয়টি অসদাচরণ।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ কৃপণতা ও অসদাচরণ এ দুটি খারাপ স্বভাব। একজন পূর্ণ মু'মিনের মধ্যে এ দুটি দোষ একত্রিত হতে পারে না।

١٧٧٩- وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَّلاَبَخِيْلٌ وَّلاَمَنَّانٌ - رواه الترمذى.

১৭৭৯। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ধোঁকাবাজ, কৃপণ, দান করে খোটা দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।–তিরমিযী

١٧٨٠- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَرُّ مَافِىْ الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ - رواه ابوداؤد.

১৭৮০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের মধ্যে যেসব স্বভাব পাওয়া যায় তার মধ্যে দুটো স্বভাব সবচেয়ে গর্হিত। একটা হলো হৃদয় অস্থিরকারী কৃপণতা, আর দ্বিতীয়টি হলো ভীতি প্রদর্শনকারী কাপুরুষতা।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ দান করার কথা মনে হলেই কৃপণের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। আর জিহাদের নাম শুনলেই আত্কে উঠে কাপুরুষ।

١٧٨١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَيُّنَا اَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا؟ قَالَ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوْا قَصَبَةً يَذْرَعُوْنَهَا وَكَانَتْ سَوْدَةُ اَطْوَلُهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ اِنَّمَا كَانَ طُوْلُ يَدِهَا الصَّدَقَةَ وَكَانَتْ اَسْرَعُنَا لُحُوْقًا بِهِ

زَيْنَبَ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْرَعُكُنَّ لُحُوْقًا بِيْ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا قَالَتْ كَانَتْ يَتَطَاوَلْنَ اَيَّتُهُنَّ اَطْوَلُ يَدًا قَالَتْ فَكَانَتْ اَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِاَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.

১৭৮১। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কোনো স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে আপনার কোন্ স্ত্রী আপনার সাথে প্রথমে মিলিত হবেন (অর্থাৎ আপনার মৃত্যুর পর আমাদের কার সবার আগে মৃত্যু হবে) ? তিনি বললেন, যার হাত সবচেয়ে বেশী লম্বা। (হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর একথা শুনার পর) তাঁর স্ত্রীগণ বাঁশ অথবা কঞ্চির টুকরা নিয়ে নিজ নিজ হাত মাপতে লাগলেন। এদের মধ্যে রাসূলের স্ত্রী হযরত সাওদা রাঃ-এর হাত সকলের (হাতের) চেয়ে লম্বা ছিলো। কিন্তু এরপর আমরা জানতে পারলাম, হাত লম্বার অর্থ হলো দান সদকা বেশী বেশী করা। আর (রাসূলুল্লাহ সঃ-এর মৃত্যুর পর) আমাদের মধ্যে যিনি সকলের আগে তাঁর সাথে মিলিত হলেন (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করলেন) তিনি ছিলেন হযরত যায়নাব। দান সাদকা করা তিনি খুবই ভালোবাসতেন (বুখারী, মুসলিমের এক বর্ণনার হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (স্ত্রীদের প্রশ্নের জবাবে) বলেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত লম্বা সে আমার সাথে সকলের আগে মিলিত হবে। হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, (একথা শুনে) স্ত্রীগণ নিজ নিজ হাত মেপে দেখতে লাগলেন, কার হাত বেশী লম্বা। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হাত ছিলো হযরত যায়নাবের। কেননা তিনি নিজ হাতে সব কাজ করতেন এবং বেশী বেশী দান সদকা করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলের স্ত্রীদের মধ্যে হযরত যায়নাবই প্রথম মৃত্যুবরণ করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এসেছে। ইমাম বুখারী তারীখে সগীরে প্রথম মৃত্যুবরণকারী স্ত্রী হযরত মা সাওদা রাঃ-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

١٧٨٢ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ سَارِقٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى سَارِقٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى سَارِقٍ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ زَانِيَةٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى زَانِيَةٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ غَنِيٍّ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى غَنِيٍّ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ فَاُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ اَمَّا صَدَقَتُكَ عَلٰى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ اَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَاَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا اَنْ

تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِىُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللّٰهُ. متفق عليه ولفظه للبخاري.

১৭৮২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (একবার বনী ইসরাঈলের) এক ব্যক্তি (মনে মনে অথবা কোন বন্ধুর কাছে) বললো, আমি (আজ রাতে) আল্লাহর পথে কিছু মাল খরচ করবো। তাই সে ব্যক্তি (নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী) দান করার জন্য কিছু মাল নিয়ে বের হলো এবং সে মাল সে (তার অজান্তে) একটি চোরকে দিয়ে দিলো। (কোনোভাবে একথা জানতে পেরে) ভোরে লোকেরা এ সম্পর্কে বলাবলি করতে লাগলো, আজ রাতে একজন চোরকে সদকার মাল দেয়া হয়েছে। (সাদকা দানকারী একথা জানতে পেরে) বলতে লাগলো, হে আল্লাহ! সাদকার মাল একজন চোরকে (দেয়া সত্ত্বেও) সব প্রশংসা তোমার। তারপর সে বলতে লাগলো, (আজ রাতেও) আবার সাদকা দেবো (যেনো তা প্রকৃত হকদার পায়)। তাই সে সাদকা দেবার উদ্দেশ্যে আবারও কিছু মাল নিয়ে বের হলো। (এবার এ সাদকা ভুলবশত) একজন ব্যভিচারিণীকে দিয়ে দিলো। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, আজও তো সাদকার মাল একজন ব্যভিচারিণীর হাতে দিয়ে দিলো। (একথা জানতে পেরে) ওই লোকটি বললো, হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমার একজন ব্যভিচারিণীকে সাদকা দিবার জন্য। তারপর সে বলতে লাগলো, (আজ রাতেও) আমি সাদকা দিবো। তাই সে আবারও কিছু মাল নিয়ে সাদকা দেবার জন্য বের হলো। (এবারও ভুলবশত) সে সাদকা সে একজন ধনীকে দিয়ে দিলো। সকালে লোকেরা (এ নিয়ে) বলাবলি করতে লাগলো, আজ রাতেও তো একজন ধনী ব্যক্তি সাদকার মাল পেয়ে গেছে। একথা শুনে সেই ব্যক্তি বলতে লাগলো, হে আল্লাহ! সব প্রশংসাই তোমার যদিও সাদকার মাল চোর, ব্যাভিচারিণী ও ধনী ব্যক্তি পেয়ে গেছে। (সে ব্যক্তি শুয়ে গেলে) স্বপ্নে তাকে বলা হলো (তুমি যতো সাদকা দিয়েছো সবই কবুল হয়ে গেছে)। সাদকার যে মাল তুমি চোরকে দিয়েছো, তা দিয়ে সম্ভবতো সে চুরি হতে বিরত থাকবে। (আর যে সাদকা) তুমি ব্যভিচারিণীকে দিয়েছো তা দিয়ে সম্ভবত সে ব্যভিচার হতে ফিরে থাকবে। আর সদকার যে মাল তুমি ধনীকে দিয়েছো, সম্ভবত সে এ দান হতে শিক্ষাগ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে যা দিয়েছে তা থেকে খরচ করবে।–বুখারী, মুসলিম। এ হাদীসের ভাষা হলো বুখারীর।

ব্যাখ্যা ঃ দানকারী ভুল করে নাহকভাবে নাহক লোককে সাদকা দিয়ে দিলেও শুনামাত্র আল্লাহর প্রশংসা করেছে, তাঁর শোকর আদায় করেছে। তার দান করার নিয়তে কোনো কপটতা ছিলো না। বরং ছিলো স্বচ্ছ ও পবিত্র নিয়ত। তাই আল্লাহ তাআলা তার দান কবুল হবার সুসংবাদ তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে দিয়েছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কোনো নেক কাজেই নেক নিয়ত থাকলে সওয়াব পাওয়া যায়। দানপ্রাপ্ত প্রত্যেকেই সৎপথে ফিরে এসেছে। নিয়তের ওপরই সব কাজের ফল নির্ভর করে।

١٧٨٣ـ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِىْ سَحَابَةٍ : اِسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ فَتَنَحّٰى ذٰلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِىْ حَرَّةٍ

فَاذَا شَرْجَةٌ مِّنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَاذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ فُلاَنٌ الْاِسْمُ الَّذِيْ سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ لِمَ تَسْأَلُنِيْ عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِيْ هٰذَا مَاءُهُ وَيَقُوْلُ اَسْقِ حَدِيْقَةَ فُلاَنٍ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا قَالَ اَمَّا اِذْ قُلْتَ هٰذَا فَانِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى مَايَخْرُجُ مِنْهَا فَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَاٰكُلُ اَنَا وَعِيَالِيْ ثُلُثًا وَاَرُدُّ فِيْهَا ثُلُثَهُ ـ رواه مسلم.

১৭৮৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, এক ব্যক্তি এক বিরাণ মাঠে দাঁড়ানো ছিলো। এ সময় সে মেঘমালার মধ্যে একটি আওয়াজ শুনতে পেলো। কেউ মেঘমালাকে বলছে, 'অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি সিঞ্চন করো।' (একথা বলার পর) মেঘমালাটি সেদিকে সরে গেলো এবং একটি পাথরময় ভূমিতে পানি বর্ষণ করতে লাগলো। তখন দেখা গেলো, ওখানকার নালাগুলোর একটি নালা সব পানি নিজের মধ্যে পুরে নিলো। তারপর ওই ব্যক্তি ওই পানির পেছনে পেছনে চলতে লাগলো (যেনো দেখতে পায় এসব পানি যার বাগানে গিয়ে পৌছে সে ব্যক্তি কে ?) হঠাৎ করে ওই ব্যক্তি এক লোককে দেখতে পেলো, যে নিজের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে সেচনী দিয়ে (বাগানে) পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে বাগানের ওই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি ? সে ব্যক্তি জবাব দিলো আমার নাম অমুক। এ ব্যক্তি ওই নামটিই বললো, যে নামটি সে মেঘমালা থেকে শুনেছিলো। তারপর বাগানের ওই লোকটি একে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমাকে আমার নাম জিজ্ঞেস করছো কেনো? সে উত্তরে বললো, আমি তোমার নাম এজন্য জিজ্ঞেস করছি যে, এ পানি যে মেঘমালার ওই মেঘমালা থেকে আমি একটি আওয়াজ শুনেছি। কেউ (সে মেঘমালা থেকে) বলছিলো, অমুকের বাগানে পানি বর্ষণ করো। আর সেটি তোমার নাম। (এখন বলো), তুমি এ বাগান দিয়ে কি (নেক কাজ) করছো (যার দরুন তুমি এতো বড়ো মর্যাদায় অভিসিক্ত হয়েছো)। বাগানওয়ালা লোকটি বললো, "যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছো, তাই আমি বলছি, এ বাগানে যা উৎপাদিত হয় (প্রথমে) আমি তার প্রতি লক্ষ্য রাখি। তারপর উৎপাদিত (ফল-ফসলের) এক-তৃতীয়াংশ আল্লাহর পথে খরচ করি, এক-তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার পরিজন খাই, অপর এক-তৃতীয়াংশ এ বাগানেই লাগাই।–মুসলিম

١٧٨٤ـ وَعَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ ثَلاَثَةً مِّنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَبْرَصَ وَاَقْرَعَ وَاَعْمٰى فَاَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مَّلَكًا فَاَتَى الْاَبْرَصَ فَقَالَ اَيُّ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِي

النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَّجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ الْاِبِلُ اَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ اِسْحَاقُ اِلاَّ اَنَّ الاَبْرَصَ وَ الْاَقْرَعَ قَالَ اَحَدُهُمَا الْاِبِلُ وَقَالَ الْاٰخِرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا قَالَ فَأَتَى الْاَقْرَعَ فَقَالَ اَىُّ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّيْ هٰذَا الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِيَ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَالَ وَاُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَاَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ الْبَقَرُ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا قَالَ فَاَتَى الاَعْمٰى فَقَالَ اَىُّ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ اَنْ يُّرَدَّ اللّٰهُ اِلَىَّ بَصَرِىْ فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيْهِ بَصَرَه قَالَ فَاَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ الْغَنَمُ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا فَاَنْتَجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْاِبِلِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ اَتَى الْاَبْرَصَ فِىْ صَوْرَتِهِ وَ هَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّسْكِيْنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِىْ سَفَرِىْ فَلاَ بَلاَغَ لِىَ الْيَوْمَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْاَلُكَ بِالَّذِىْ اَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا اَتَبَلَّغُ بِهِ فِىْ سَفَرِىْ فَقَالَ الْحُقُوْقُ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ اِنَّهُ كَاَنِّىْ اَعْرِفُكَ اَلَمْ تَكُنْ اَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَاَعْطَاكَ اللّٰهُ مَالاً؟ فَقَالَ اِنَّمَا وُرِّثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَاكُنْتَ قَالَ وَاَتَى الْاَقْرَعَ فِىْ صُوْرَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدَّ عَلٰى هٰذَا فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَاكُنْتَ. قَالَ وَاَتَى الْاَعْمٰى فِىْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ انْقَطَعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِىْ سَفَرِىْ فَلاَ بَلاَغَ لِىَ الْيَوْمَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْاَلُكَ بِالَّذِىْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً اَتَبَلَّغُ بِهَا فِىْ سَفَرِىْ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ اَعْمٰى فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَىَّ بَصَرِىْ فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَاشِئْتَ فَوَ اللّٰهِ لاَ اَجْهَدُكَ

الْيَوْمَ بِشَيْءٍ اَخَذْتَهُ لِلّٰهِ فَقَالَ اَمْسِكْ مَالَكَ فَاِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ ـ متفق عليه.

১৭৮৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, বনী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তির একজন কুষ্ঠরোগী, দ্বিতীয়জন টাকমাথা ও তৃতীয়জন ছিলো অন্ধ। আল্লাহ তাআলা এ তিন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাই তিনি তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। সেই ফেরেশতা (প্রথম) কুষ্ঠ রোগীর কাছে আসলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোন্ জিনিস বেশী প্রিয় ? সে বললো, সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক। আর এ কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্তি যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, (একথা শুনে) ফেরেশতা কুষ্ঠ রোগীর গায়ে হাত বুলালেন। তার রোগ ভালো হয়ে গেলো। তাকে উত্তম রং ও উত্তম ত্বক দান করা হলো। তার পর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোনো ধরনের সম্পদ তোমার কাছে বেশী প্রিয় ? সেই ব্যক্তি জবাব দিলো উট, অথবা বললো, গরু (হাদীস বর্ণনাকারী একব্যক্তি) ইসহাকের সন্দেহ আছে, 'গরুর' কথা কুষ্ঠ রোগী বলেছিলো অথবা টাকমাথাওয়ালা। (মোটকথা) এদের একজন উট চেয়েছিলো। আর দ্বিতীয়জন চেয়েছিলো গরু। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, এ ব্যক্তিকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উট দান করা হলো। তারপর ফেরেশতা দোয়া করলেন, 'আল্লাহ তোমার ধন-সম্পদে বরকত দান করুন।'

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, এরপর ফেরেশতা টাকওয়ালার কাছে গেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমার কাছে বেশী প্রিয় ? টাকওয়ালা জবাব দিলো, সুন্দর চুল। আর এ টাক থেকে মুক্তি, যার জন্য লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (একথা শুনে) ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর তার টাক ভালো হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তাকে সুন্দর চুল দান করা হলো। এরপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমার কাছে কি ধনসম্পদ অধিক প্রিয় ? সে বললো, 'গরু'। তাই তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করা হলো। ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ তোমার ধন-সম্পদে বরকত দিন।

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, এরপর ফেরেশতা অন্ধ লোকটির কাছে এলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোন্ জিনিস বেশী প্রিয় ? তখন অন্ধ লোকটি বললো, আল্লাহ তাআলা আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন। তাহলে আমি তা দিয়ে লোকজনকে দেখতে পাবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (তখন) ফেরেশতা তার চোখের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তারপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমার কাছে কোন্ ধন-সম্পদ বেশী প্রিয় ? সে বললো, ভেড়া বকরী। তাই তাকে একটি গর্ভবতী বকরী দান করা হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (এর কিছু দিন পর) কুষ্ঠ রোগী ও টাকওয়ালা উট ও গাভী এবং অন্ধ লোকটি অনেক ছাগলের মালিক হয়ে গেলো। (আল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যে তাদের তিনজনকে অনেক মাল-সম্পদ দিলেন।) এমন কি কুষ্ঠ রোগীর

উটে একটি ময়দান, টাকওয়ালার গরুতে একটি ময়দান এবং অন্ধ ব্যক্তির ছাগলে একটি ময়দান ভরে গেলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (এরপর ওই) ফেরেশতা আবার ওই কুষ্ঠ রোগীর কাছে তাকে পরীক্ষা করার জন্য তার আগের রূপ ধরে এলেন। তাকে বললেন, আমি একজন মিসকীন লোক। সফরে আমার সব সম্পদ শেষ হয়ে গেছে, তাই আজ (আমার গন্তব্যে) পৌঁছা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আল্লাহর রহমত হলে এবং আমি তোমার কাছে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়ে একটি উট চাই, যে আল্লাহ তোমার গায়ের রং ও চামড়া সুন্দর করে দিয়েছেন। যদি তুমি আমাকে একটি উট দান করো তাহলে আমি সফর শেষ করে গন্তব্যে পৌঁছতে পারি। (একথা শুনে) কুষ্ঠ রোগীটি বললো, আমার উপর অনেক দায়-দায়িত্ব (অর্থাৎ সে বাহানা করে মিসকীনটিকে (ফেরেশতা) এড়িয়ে যেতে চাইলো। তাই বললো, তুমি কোনো উট পেতে পারো না। ফেরেশতা বললেন, আমি তোমাকে যেনো চিনছি, তুমি কি সেই কুষ্ঠ রোগী নও, যাকে লোকেরা ঘৃণা করতো ? তুমি ছিলে মুখাপেক্ষী ও গরীব। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে (উত্তম রং ও রূপ দিয়ে) সুস্থতা দান করেছেন, মাল দিয়েছেন। কুষ্ঠরোগী বললো, তোমার কথা ঠিক নয়। এসব অর্থ-সম্পদ তো আমি পিতৃপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যা বলে থাকো তাহলে আল্লাহ তোমাকে তোমার সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দিন যে অবস্থায় তুমি প্রথমে ছিলে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারপর ফেরেশতাটি টাকওয়ালার কাছে তার স্বরূপে অবির্ভূত হলেন। তাকেও আগের লোকটিকে যা বলেছিলেন, তাই বললেন। আর এর জবাবে টাকওয়ালাও ওই জবাবই দিলো যে জবাব কুষ্ঠ রোগীটি দিয়েছিলো। তারপর ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যা বলে থাকো তাহলে আল্লাহ তোমাকে তোমার পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নিন। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, (এরপর) ফেরেশতাটি অন্ধ লোকটির কাছে তার আগের রূপে আবির্ভূত হলেন। তাকে বললেন, আমি একজন মিসকীন ও পথিক। আমার সফরের সব জিনিস পত্র ফুরিয়ে গেছে। গন্তব্যে পৌঁছার জন্য আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কিছু নেই। আমি তোমার কাছে ওই আল্লাহর দোহাই দিয়ে একটি বকরী চাই যে আল্লাহ তোমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়ে অনেক বকরীর মালিক করেছেন, তাহলে আমি গন্তব্যে পৌঁছতে পারি। ফেরেশতার কথা শুনেই লোকটি বললো, আমি অন্ধ ছিলাম, আল্লাহ আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন (অসংখ্য বকরী দিয়েছেন)। তুমি যতো (বকরী) চাও নিয়ে যাও, আর যা ইচ্ছা (আমার জন্য) রেখে যাও। আল্লাহর কসম! (তুমি যা নিবে) তা ফেরত দেবার মতো কষ্ট আমি তোমাকে দেবো না। (অন্ধের এ জবাব শুনে) ফেরেশতাটি বললেন, তোমার মাল তোমার কাছে থাকুক, তাতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমাকে শুধু পরীক্ষা করা হয়েছিলো (তুমি কামিয়াব হয়েছো)। আল্লাহ তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তোমার অপর দুই সাথীর উপর হয়েছেন অসন্তুষ্ট।–বুখারী

١٧٨٥ـ وَعَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقِفُ عَلٰى بَابِىْ حَتّٰى اسْتَحْبِىْ فَلاَ اَجِدُ فِىْ بَيْتِىْ مَا اَدْفَعُ فِىْ يَدِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

اِدْفَعِىْ فِىْ يَدِهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحَرَّقًا ـ رواه احمد وابوداؤد والترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৭৮৫। হযরত উম্মে বুজাইদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যখন মিসকীন আমার দরজায় এসে দাঁড়ায় (এবং আমার কাছে কিছু চায়) তখন আমি খুবই লজ্জানুভব করি, কারণ তখন তার হাতে দেবার মতো আমার ঘরে কিছু পাই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তার হাতে কিছু না কিছু দিও, যদি তা আগুনে ঝলসানো একটি খুরও হয়।–আহমাদ, আবু দাউদ। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٧٨٦ـ وَعَنْ مَوْلًى لِعُثْمَانَ قَالَ أُهْدِىَ لِأُمِّ سَلَمَةَ بُضْعَةٌ مِّنْ لَحْمٍ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْجِبُهُ اللَّحْمُ فَقَالَتْ لِلْخَادِمِ ضَعِيْهِ فِى الْبَيْتِ لَعَلَّ النَّبِىَّ ﷺ يَأْكُلُهُ فَوَضَعَتْهُ فِىْ كُوَّةِ الْبَيْتِ وَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُوْا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ فَقَالُوْا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ فَذَهَبَ السَّائِلُ فَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ أَطْعَمُهُ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ لِلْخَادِمِ اذْهَبِىْ فَأْتِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ اللَّحْمِ فَذَهَبَتْ فَلَمْ تَجِدْ فِى الْكُوَّةِ اِلَّا قِطْعَةَ مَرْوَةٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِنَّ ذٰلِكَ اللَّحْمَ عَادَ مَرْوَةً لَّمَا لَمْ تُعْطُوْهُ السَّائِلَ ـ

رواه البيهقى فى دلائل النبوة.

১৭৮৬। হযরত উসমান রাঃ-এর আযাদ করা গোলাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার কাছে (রান্না করা) কিছু গোশতের টুকরা তোহফা হিসাবে এলো। রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে গোশত খুব প্রিয় (খাবার) ছিলো। তাই হযরত উম্মে সালামা তাঁর খাদেমাকে বললেন, এ গোশত ঘরে (হিফাযতে) রেখে দাও। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খাবেন। তাই চাকরানী তা রেখে দিলো। (ঘটনাক্রমে এ সময়ে) একজন ভিক্ষুক এসে দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বললো, হে ঘরের লোকেরা! আল্লাহর পথে কিছু খরচ করো, আল্লাহ তোমাদের ধন-সম্পদে বরকত দেবেন। ঘরওয়ালারা বললো, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন (অর্থাৎ মাফ করো)। ভিক্ষুকটি (একথা শুনে) চলে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ফিরে এসে বললেন, হে উম্মে সালামা! খাবার জন্য তোমার কাছে কোনো কিছু আছে? উম্মে সালামা জবাব দিলেন, হ্যাঁ আছে। (এরপর) তিনি খাদেমাকে বললেন, যাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোশত নিয়ে এসো। খাদেমা (গোশত আনতে) চলে গেলো। কিন্তু তাকের কাছে গিয়ে হতবাক। (সে দেখলো), তাকের মধ্যে একটি সাদা হাড় ছাড়া আর কিছু নেই। (এ অবস্থা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ভিক্ষুককে কিছুই দাওনি। তাই এ গোশত খণ্ডই সাদা পাথর খণ্ড হয়ে গেছে।—বায়হাকী এ বর্ণনাটি দালায়েলুন নবুওয়াত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

١٧٨٧ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلاً؟ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ الَّذِيْ يُسْئَلُ بِاللّٰهِ وَلاَيُعْطِيْ بِهٖ ـ رواه احمد.

১৭৮৭। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি কে ? তাকি আমি তোমাদেরকে বলবো না ? সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে কেউ কিছু চায়, আর সে তাকে কিছু দেয় না (সেই সবচেয়ে নিকৃষ্ট)।—আহমাদ

١٧٨٨ـ وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَنَّهٗ اسْتَاْذَنَ عَلٰى عُثْمَانَ فَاَذِنَ لَهٗ وَبِيَدِهٖ عَصَاهُ فَقَالَ عُثْمَانُ يَاكَعْبُ اِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَا تَرٰى فِيْهِ؟ فَقَالَ اِنْ كَانَ يَصِلُ فِيْهِ حَقَّ اللّٰهِ فَلاَ بَاْسَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ اَبُوْ ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْبًا وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اُحِبُّ لَوْ اَنَّ لِيْ هٰذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا اُنْفِقُهٗ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّيْ اَذَرُ خَلْفِيْ مِنْهُ سِتَّ اَوَاقِيَّ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ يَاعُثْمَانُ اَسَمِعْتَهٗ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ ـ رواه احمد.

১৭৮৮। হযরত আবু যর গিফারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি (একবার) হযরত উসমানের কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তাঁর হাতে (তখন) একটি লাঠি ছিলো। (সে সময়) হযরত উসমান রাঃ (ওখানে উপস্থিত) হযরত কা'বকে বললেন, হে কা'ব! আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাঃ ইন্তেকাল করেছেন, রেখে গেছেন অনেক ধন-সম্পদ। এ ব্যাপারে তোমার কি অভিমত ? হযরত কা'ব রাঃ বললেন, এসব ধন-সম্পদে তিনি যদি আল্লাহর হক (যাকাত) আদায় করে থাকেন, তাহলে তো আর কোন অসুবিধা নেই। (একথা শোনা মাত্র) হযরত আবু যর রাঃ হাতের লাঠি উঠিয়ে কা'বের দিকে মারলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এ (ওহোদের) পাহাড় সম সোনাও যদি আমার থাকে, আর আমি তা আল্লাহর পথে খরচ করি এবং তা কবুলও হয়ে যায়, তারপরও আমি পসন্দ করবো না আমার পরে ছয় উকিয়া (অর্থাৎ দু'শত চল্লিশ দেরহাম) আমার ঘরে সঞ্চিত থাকুক। (অর্থাৎ আমি মনে করবো না যে, এতো ধন যখন কবুল হয়েছে এ সামান্য কিছু না হয় জমা থাকুক। এবার আবু যর (হযরত উসমানকে উদ্দেশ করে বললেন,) হে উসমান! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর একথা শুনেননি ? একথা তিনি তিনবার বললেন। হযরত উসমান রাঃ বললেন, হ্যাঁ শুনেছি।—আহমাদ

١٧٨٩- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ الِى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَاَى اَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوْا مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِّنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يَّحْبِسَنِىْ فَاَمَرْتُ بِقِسْمِهِ - رواه البخارى، وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِى الْبَيْتِ تِبْرًا مِّنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُبَيِّتَهُ.

১৭৮৯। হযরত ওকবা ইবনে হারেস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে আসরের নামায পড়লাম। সালাম ফিরাবার পরপরই তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন এবং মানুষের ঘাড় টপকিয়ে নিজের কোন স্ত্রীর হুজরার দিকে চলে গেলেন। তাঁর এ তাড়াহুড়া দেখে সাহাবীগণ ঘাবড়ে গেলেন। তিনি হুজরা হতে বেরিয়ে এসে সাহাবীগণকে তাঁর তাড়াহুড়ার জন্য বিস্মিত দেখতে পেয়ে বললেন, (হঠাৎ) আমার মনে হলো ঘরে কিছু সোনা রয়ে গেছে। আর এগুলো আমাকে (আল্লাহর নৈকট্য থেকে) ফিরিয়ে রাখুক এটা আমি পসন্দ করিনি। তাই (তাৎক্ষণিকভাবে গিয়ে আমার পরিবারের সদস্যগণকে) তা বিলি-বন্টন করে দিতে আমি বলে এসেছি।–(বুখারী) বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, আমি যাকাত বাবদ প্রাপ্ত সোনার একটি পোটলা ঘরে রেখে এসেছি (যা যাকাত বিলির পর বেঁচে ছিলো) তাই আমি চাইনি তা একরাত আমার কাছে থাকুক।)

١٧٩٠- وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدِىْ فِىْ مَرَضِهِ سِتَّةُ دَنَانِيْرَ اَوْ سَبْعَةٌ فَاَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اُفَرِّقَهَا فَشَغَلَنِىْ وَجَعُ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ سَاَلَنِىْ عَنْهَا مَافَعَلَتِ السِّتَّةُ اَوِ السَّبْعَةُ قُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَ شَغَلَنِىْ وَجَعُكَ فَدَعَا بِهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فِىْ كَفِّهِ فَقَالَ مَاظَنُّ نَبِيِّ اللّٰهِ لَوْ لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهٰذِهِ عِنْدَهُ. رواه احمد.

১৭৯০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ-এর মৃত্যু শয্যায় আমার কাছে রাখা তাঁর (আরবে তখনকার প্রচলিত) ছয় কি সাতটি দীনার ছিলো। তিনি আমাকে তা বণ্টন করে দেবার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর রোগের তীব্রতার কারণে আমি ব্যস্ত থাকাতে (তা করতে পারিনি)। আবার তিনি আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, এ ছয় কি সাতটি দীনার তুমি কি করেছো ? আমি বললাম, না এখনো বণ্টন করা হয়নি। আল্লাহর কসম! আপনার রোগযন্ত্রণা আমাকে ব্যস্ত রেখেছে (তাই এখনো আমি তা বণ্টন করতে পারিনি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দীনারগুলো চেয়ে নিয়ে নিজের হাতে তা রেখে বললেন, একথা কি ধারণা করা যায়, আল্লাহর নবী আল্লাহর সাথে মিলিত হবেন অথচ সেই সময় তাঁর হাতে এ দীনারগুলো মওজুদ থেকে যাবে !–আহমাদ

١٧٩١- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى بِلاَلٍ وَعِنْدَهُ صُبْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَابِلاَلُ قَالَ شَىْءٌ اَدَّخَرْتُهُ لِغَدٍ فَقَالَ اَمَا تَخْشٰى اَنْ تَرٰى لَهُ غَدًا بُخَارًا فِىْ نَارِجَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْفِقْ بِلاَلُ وَلاَ تَخْشَ مِنْ ذِى الْعَرْشِ اِقْلاَلاً.

১৭৯১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলালের নিকট এলেন। তখন (দেখলেন) তাঁর কাছে খেজুরের বড় স্তূপ। তিনি বেলালকে জিজ্ঞেস করলেন, বেলাল এসব কি ? বেলাল বললেন, এসব আমি আগামীকালের জন্য (ভবিষ্যতের জন্য) জমা করে রেখেছি। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কাল কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে তুমি এর তাপ দেখতে পাওয়াকে কি ভয় করছো না ? (তারপর তিনি বললেন), হে বেলাল! এসব তুমি দান করে দাও। আরশের মালিকের কাছে ভূখা নাঙা থাকার ভয় করো না।

١٧٩٢- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِىْ الْجَنَّةِ فَمَنْ كَانَ سَخِيًّا اَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُصْنُ حَتّٰى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَالشُّحُّ شَجَرَةٌ فِىْ النَّارِ فَمَنْ كَانَ شَحِيْحًا اَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُصْنُ حَتّٰى يُدْخِلَهُ النَّارَ - رواهما البيهقى فى شعب الايمان

১৭৯২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে 'সাখাওয়াত' (দানশীলতা নামে) একটি বৃক্ষ আছে। (দুনিয়াতে) যে ব্যক্তি দানশীল হবে, সে (আখিরাতে) এ বৃক্ষের ডাল আঁকড়ে ধরবে। আর সে ডাল তাকে ছেড়ে দেবে না, যে পর্যন্ত তাকে জান্নাতে প্রবেশ না করাবে। (ঠিক এভাবে) জাহান্নামেও 'বুখালাত' (কৃপণতা নামে) একটি গাছ আছে। যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) কৃপণ হবে, সে (আখিরাতে) সে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরবে। এ ডাল জাহান্নামে পৌছিয়ে না দেয়া পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেবে না (এ দুটি বর্ণনা ইমাম বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে উদ্ধৃত করেছেন)।

١٧٩٣- وَعَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَادِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ الْبَلاَءَ لاَ يَتَخَطَّاهَا - رواه رزين.

১৭৯৩। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে খরচ করার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে (অর্থাৎ মৃত্যু অথবা রোগ-শোক হবার আগে)। কারণ দান সদকা করলে বালা মুসীবত বৃদ্ধি পায় না (অর্থাৎ দান সদকায় বালা মুসীবত দূর হয়)।–রাযীন

٦ـ بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

৬-সাদকার মর্যাদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٧٩٤ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمَرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَّلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلاَّ الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ ـ متفق عليه.

১৭৯৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে উপার্জিত সম্পদ থেকে একটি খেজুর সমান সাদকা করবে, (জেনে রাখবে) আল্লাহ তাআলা হালাল ছাড়া আর কিছুই কবুল করেন না। আর হালাল সম্পদ থেকে সাদকা করলে আল্লাহ তাআলা সে সাদকা ডান হাতে কবুল করেন। অতপর এ (সাদকাকে) সাদকা দানকারীর জন্য এভাবে লালন পালন করেন যেমন তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাছুর লালন পালন করে। এমন কি এ সাদকা অথবা এর সওয়াব এভাবে পাহাড়ের মতো হয়ে যায়।–বুখারী, মুসলিম

١٧٩٤ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَّمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَّمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ ـ رواه مسلم

১৭৯৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দান সাদকা ধন-সম্পদ কমায় না। যে ব্যক্তি কারো অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।–মুসলিম

١٧٩٦ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَىْءٍ مِّنَ الْاَشْيَاءِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دُعِىَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ اَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَّا عَلٰى مَنْ دُعِىَ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِّنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ ـ متفق عليه

১৭৯৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ হতে কোনো জিনিস এক জোড়া (দুই গুণ) আল্লাহর পথে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সদকা করবে, (পরকালে) জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে তাকে আহবান জানানো হবে। আর জান্নাতের অনেকগুলো (আটটি) দরজা আছে। যে ব্যক্তি নামাযী হবে, তাকে 'বাবুস সালাত' দিয়ে আহবান জানানো হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী হবে, তাকে 'বাবুল জিহাদ' দিয়ে আহবান জানানো হবে, যে ব্যক্তি দান সাদকাকারী হবে তাকে 'বাবুস সাদকা' দিয়ে আহবান জানানো হবে, যে ব্যক্তি রোযাদার হবে, তাকে 'বাবুর রাইয়্যান' দিয়ে ডাকা হবে। একথা শুনে হযরত আবু বকর রাঃ আরয করলেন, যে ব্যক্তিকে এসব দরজার কোনো একটি দরজা দিয়ে ডাকা হবে তাকে কি আর সকল দরজা দিয়ে ডাকার প্রয়োজন হবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যা! (ডাকা হবে) আর আমি আশা করি তুমি তাদের একজন হবে, (যাদের সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে)।–বুখারী

١٧٩٧ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا ؟ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا قَالَ فَمَنْ اَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا ؟ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا ؟ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اجْتَمَعْنَ فِىْ امْرِءٍ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ رواه مسلم

১৭৯৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। একদিন সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজ তোমাদের কে রোযা রেখেছো? আবু বকর রাঃ উত্তর দিলেন, আমি রোযা আছি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের কে জানাযার সাথে গিয়েছো ? আবু বকর রাঃ বললেন, আমি (গিয়েছি)। তিনি বললেন, আজ তোমাদের কে মিসকীনকে খাবার দিয়েছো ? হযরত আবু বকর রাঃ জবাব দিলেন, আমি (মিসকীনকে খাবার দিয়েছি)। তিনি বললেন, আজ তোমাদের কে অসুস্থকে দেখতে গিয়েছো ? হযরত আবু বকর রাঃ বললেন, আমি। অতপর রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, (শুনে রাখো) যে ব্যক্তির মধ্যে এতো গুণের সমাহার, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেই।
–মুসলিম

١٧٩٨ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ـ متفق عليه

১৭৯৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মুসলিম মহিলারা তোমরা এক প্রতিবেশী আর এক প্রতিবেশীকে তোহফা দেয়াকে ছোট করে দেখো না, যদি তা বকরীর খুরও হয়।
–বুখারী, মুসলিম

١٧٩٩ـ وَعَنْ جَابِرٍ وَحُذَيْفَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ ـ متفق عليه

১৭৯৯। হযরত জাবির ও হযরত হুযাইফাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক নেক কাজই সাদকা।
–বুখারী, মুসলিম

١٨٠٠ـ وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَّلَوْ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ. رواه مسلم.

১৮০০। হযরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কোনো নেক কাজকে ছোট মনে করো না, যদি তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি খুশী চেহারায় সাক্ষাত করাও হয়।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ যদি কেউ কারো সাথে সহাস্যবদনে দেখা-সাক্ষাত করে, তাহলে সে খুশী হয়। কোনো মুসলমানকে খুশী করা যেহেতু ভালো কাজ তাই এটাও একটা নেক কাজ। এ ছোট নেক কাজটাকে অবহেলা করা উচিত নয়।

١٨٠١ـ وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهٗ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ اَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِيْنُ ذَاالْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْهُ قَالَ فَيَاْمُرُ بِالْخَيْرِ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهٗ لَهٗ صَدَقَةٌ ـ متفق عليه

১৮০১। হযরত আবু মূসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (আল্লাহর নেআমতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য) প্রত্যেক মুসলমানেরই সাদকা দেয়া উচিত। (একথা শুনে) সাহাবীগণ আরয করলেন, সাদকা করার জন্য যদি কারো কাছে কিছু না থাকে ? রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, সে ব্যক্তির উচিত নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করা। তাহলে নিজেও উপকৃত হতে পারবে, আবার দান সাদকাও করতে পারবে। সাহাবীগণ বললেন, যদি সে ব্যক্তির সামর্থ না হয়, অথবা বলেছেন, নিজ হাতে কাজকর্ম করতে না পারে ? তিনি বললেন, তাহলে সে যেনো দুশ্চিন্তাগ্রস্থ পরমুখাপেক্ষী লোকের সাহায্য করে। সাহাবীগণ আরয করলেন, যদি এটিও সে করতে না পারে ? তিনি বললেন, তাহলে সে ভালো কাজের নির্দেশ দেবে। সাহাবীগণ আবার আরয করলেন, যদি এটিও সে করতে না পারে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে সে মন্দ কাজ হতে ফিরে থাকবে। এটাই তার জন্য সাদকা।–বুখারী, মুসলিম

١٨٠٢ـوَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلاَمٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلٰى دَابَّتِهٖ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا اَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَّخْطُوْهَا اِلَى الصَّلٰوةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ ـ متفق عليه

১৮০২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের শরীরের প্রতি জোড়ার জন্য প্রত্যেক দিন সাদকা দেয়া উচিত। আর দু ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়বিচার করাও সাদকা, কোনো ব্যক্তি/অথবা তার আসবাব পত্র নিজের বাহনে উঠিয়ে নেয়াও (এক প্রকার) সাদকা, কারো সাথে ভালো কথা বলাও সাদকা, নামাযের দিকে যাবার প্রতিটি কদমও সাদকা, চলাচলের পথ থেকে কষ্টদায়ক কিছু সরিয়ে ফেলাও সাদকা।–বুখারী, মুসলিম

١٨٠٣ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِّنْ بَنِىْ اٰدَمَ عَلٰى سِتِّيْنَ وَثَلاَثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَهَلَّلَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ شَوْكَةً اَوْ عَظْمًا اَوْ اَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهٰى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلاَثِ مِائَةِ فَاِنَّهُ يَمْشِىْ يَوْمَئِذٍ وَّقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ ـ رواه مسلم

১৮০৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী আদমের প্রতিটি মানুষকে তিনশ ষাটটি জোড়া দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ বলবে ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে এবং মানুষের পথের কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলবে, ভালো কাজের হুকুম করবে, খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে, আর এসব কাজ তিনশত ষাটটি জোড়ার সংখ্যা অনুসারে করবে, তাহলে সে ব্যক্তি সেদিন তার নিজকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে রেখে চলতে থাকলো।–মুসলিম

١٨٠٤ـ وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً وَّ كُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً وَّاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَّنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَّفِىْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَاْتِىْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ؟ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهِ وِزْرٌ فَكَذٰلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ. رواه مسلم.

১৮০৪। হযরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক 'তাসবীহ' অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ বলা সাদকা, প্রত্যেক 'তাকবীর' অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা সাদকা, প্রত্যেক 'তাহমীদ' অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ বলা সাদকা, প্রত্যেক 'তাহলীল' অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সাদকা, নেককাজের নির্দেশ দেয়া সাদকা, খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা সাদকা, নিজের স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে সহবাস করাও সাদকা। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ যদি নিজের কামভাব চরিতার্থ করে তাতেও কি সে সওয়াব পাবে ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে বলো, যদি কোন ব্যক্তি হারাম উপায়ে (যিনার মাধ্যমে) নিজের কামভাব চরিতার্থ করে তাহলে সে গুনাহগার হবে কিনা ? ঠিক এভাবে যে হালাল উপায়ে (স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে) কামভাব চরিতার্থ করে সে সওয়াব পাবে।–মুসলিম

١٨٠٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفِىُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِىُّ مِنْحَةً تَغْدُوْا بِاِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِاٰخَرَ - متفق عليه.

১৮০৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রচুর দুধ দানকারী উট, (এভাবে) প্রচুর দুধ দানকারী বকরী কাউকে দুধ পান করার জন্য ধার দেয়াও উত্তম সাদকা। যা সকালে পাত্র ভরে দুধ দেয় এবং বিকালেও পাত্র ভরে দুধ দেয়।–বুখারী, মুসলিম

١٨٠٦- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْيَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَتْ لَه صَدَقَةٌ - متفق عليه، وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَّمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهٗ صَدَقَةٌ.

১৮০৬। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান যে গাছ লাগায় অথবা ফসল ফলায় অতপর কোন মানুষ অথবা পশু পাখী (মালিকের বিনানুমতিতে) এর থেকে কিছু খেয়ে ফেলে, তাহলে (এ ক্ষতি) মালিকের জন্য সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে।–বুখারী। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যা চুরি হয়ে যায় তাও তার জন্য সাদকা।

١٨٠٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غُفِرَ لِاِمْرَأَةٍ مُّوْمِسَةٍ مَّرَّتْ بِكَلْبٍ عَلٰى رَأْسِ رَكِىٍّ يَّلْهَثُ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَاَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهٗ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَلَهَا بِذٰلِكَ قِيْلَ اِنَّ لَهَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا ؟ قَالَ فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ. متفق عليه

১৮০৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (একবার) একটি পতিতা মহিলাকে মাফ করে দেয়া হলো। (কারণ) মহিলাটি একবার একটি কুকুরের কাছ দিয়ে যাবার সময় দেখলো সে পিপাসায়

কাতর অবস্থায় একটি কূপের পাশে দাঁড়িয়ে জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছিলো। পিপাসায় সে মরার উপক্রম। মহিলাটি (কুকুরটির এ করুণ অবস্থা দেখে) নিজের মোজা খুলে ওড়নার সাথে বেঁধে (কূপ হতে) পানি উঠিয়ে কুকুরটিকে পান করালো। এ কাজের জন্য তাকে মাফ করে দেয়া হলো। (একথা শুনে) সাহাবীগণ আরয করলেন, পশু-পাখির সাথে ভালো ব্যবহার করার মধ্যেও কি আমাদের জন্য সওয়াব আছে ? রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, হ্যাঁ। প্রত্যেকটা প্রাণীর সাথে ভালো ব্যবহার করার মধ্যেও সওয়াব আছে।–বুখারী, মুসলিম

١٨٠٨ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ اَمْسَكَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ مِنَ الْجُوْعِ فَلَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَلاَ تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ ـ متفق عليه.

১৮০৮। হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শুধু একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে ক্ষুধার কষ্টে মেরে ফেলার কারণে একজন মহিলাকে শাস্তি দেয়া হয়েছিলো। মহিলাটি বিড়ালটিকে না খাবার দাবার দিতো, না ছেড়ে দিতো। বিড়ালটি মাটির নীচের কিছু (ইঁদুর ইত্যাদি) খেতো।–বুখারী, মুসলিম

١٨٠٩ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلٰى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ لَاُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ لاَيُؤْذِيْهِمْ فَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ. متفق عليه.

১৮০৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (একদিন) এক ব্যক্তি একটি গাছের ডালের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলো, যা পথের উপর পড়ে ছিলো (আর যা পথিকদেরকে কষ্ট দিতো)। সে ব্যক্তি মনে করলো, আমি মুসলমানদের চলার পথ থেকে এ ডালটিকে সরিয়ে ফেলবো, যাতে তাদের (পথ চলতে) কষ্ট না হয়। এ কারণে এ লোকটিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো।
–বুখারী, মুসলিম

١٨١٠ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ رَاَيْتُ رَجُلاً يَّتَقَلَّبُ فِىْ الْجَنَّةِ فِىْ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِى النَّاسَ ـ رواه مسلم.

১৮১০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম জান্নাতে একটি গাছের নীচে স্বচ্ছন্দে হাঁটছে, কারণ সে এমন একটি গাছের ডাল কেটে ফেলে দিয়েছিলো যা মানুষকে কষ্ট দিতো।–মুসলিম

١٨١١ـوَعَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَنْتَفِعُ بِهٖ قَالَ اَعْزِلِ

الاَذٰى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ عَدِىِ بْنِ حَاتِمٍ اِتَّقُوْا النَّارَ فِىْ بَابِ عَلاَمَاتِ النُّبُوَّةِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

১৮১১। হযরত আবু বারযা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু কথা শিক্ষা দান করুন, যার দ্বারা আমি (পরকালে) উপকৃত হবো। (তার কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুসলমানদের চলা-চলের পথ থেকে কষ্টদায়ক কোনো কিছু পেলে তা ফেলে দিবে।–মুসলিম। ইমাম মুসলিম বলেন, হযরত আদী বিন হাতীমের বর্ণনা ইনশাআল্লাহ আমি আলামাতুন্নবুওয়াহ-তে উল্লেখ করবো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٨١٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ جِئْتُ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهٗ عَرَفْتُ اَنَّ وَجْهَهٗ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ اَوَّلَ مَا قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلاَمَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ - رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى.

১৮১২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করার পর আমি তাঁর কাছে আসলাম। তাঁর 'চেহারা মুবারক' দেখেই আমি চিনতে পেরেছি এ চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। তারপর সর্বপ্রথম তিনি যে কথা বলেছিলেন তা ছিলো, "হে লোকেরা! তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করো, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, আত্মীয় স্বজনের সাথে সদাচরণ করো, রাতের বেলা যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকবে, তখন তাহাজ্জুদের নামায পড়ো, তাহলে তোমরা প্রশান্তচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করবে।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, দারিমী।

١٨١٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ وَاَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَاَفْشُوْا السَّلاَمَ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ - رواه الترمذى وابن ماجه

১৮১৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রহমানের (আল্লাহ তাআলার) ইবাদাত করো, (গরীবদেরকে) খাবার দাও, মুসলমানদেরকে সালাম দাও ; তোমরা সহজে জান্নাতে প্রবেশ করবে।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

١٨١٤- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ. رواه الترمذي.

১৮১৪। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্য অবশ্য সদকা আল্লাহ তাআলার রাগকে ঠাণ্ডা করে, আর খারাপ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে।–তিরমিযি

١٨١٥- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ سَوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ وَّاِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَاَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ اِنَاءِ اَخِيْكَ -
رواه أحمد، والترمذي.

১৮১৫। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক ভালো কাজই সদকা, আর তোমার নিজের কোনো ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করা এবং কোনো ভাইয়ের থালায় নিজের বালতি থেকে পানি ঢেলে দেয়াও ভালো কাজের মধ্যে গণ্য।–আহমাদ, তিরমিযী

١٨١٦- وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبَسُّمُكَ فِيْ وَجْهِ اَخِيْكَ صَدَقَةٌ وَّاَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَّنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَّاِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِيْ اَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيْءَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَّاِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَاِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ دَلْوِ اَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ - رواه الترمذي وَ قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

১৮১৬। হযরত আবু যর গিফারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার ভাইয়ের সামনে হাসি মুখে আগমন করা সাদকা, নেক কাজের নির্দেশ দেয়া সাদকা, খারাপ কথাবার্তা হতে বিরত থাকা তোমার জন্য সাদকা, পথহারা প্রান্তরে কোনো মানুষকে পথ বলে দেয়া সাদকা, কোনো অন্ধ বা দুর্বল দৃষ্টিশক্তির মানুষকে সাহায্য করা সাদকা, পথের কাঁটা বা হাড় সরিয়ে দেয়া সাদকা, নিজের বালতি থেকে অন্য কোনো ভাইয়ের বালতি পানি দিয়ে ভরে দেয়া তোমার জন্য সাদকা।–তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন এ হাদীসটি গরীব।

١٨١٧- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمَّ سَعْدٍ مَّاتَتْ فَاَىُّ صَدَقَةٍ اَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بِئْرًا وَّقَالَ هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعْدٍ - رواه أبو داؤد، والنسائي.

১৮১৭। হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উম্মে সা'দ (অর্থাৎ আমার মা) মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁর মাগফিরাতের জন্য কোন্ ধরনের দান সাদকা উত্তম? রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, "পানি" (একথা শুনে) হযরত সা'দ কূপ খনন করলেন এবং বললেন, এ কূপ উম্মে সা'দের (অর্থাৎ আমার মায়ের) জন্য সাদকা।–আবু দাউদ, নাসাঈ

١٨١٨ـ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْىٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَاءٍ سَقَاهُ اللّٰهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ ـ رواه ابوداؤد والترمذى

১৮১৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমান কোনো একজন নাঙা মুসলমানকে কাপড় পরাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। যে মুসলমান কোনো ভূখা মুসলমানকে খাবার দেবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের ফল ফলাদী খাওয়াবেন। আর যে কোনো মুসলমান কোনো পিপাসার্ত মুসলমানের পিপাসা নিবারণ করাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে 'রাহীকুল মাখতূমে'র পানীয় দিয়ে পরিতৃপ্ত করাবেন।–আবু দাউদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ 'রাহীকুল মাখতূম' হলো 'ছিপিবদ্ধ পানীয়'। এর অর্থ হলো জান্নাতের ওই পানীয় যা সীল গালা থাকে। যাতে বাইরের কোনো দূষিত পদার্থ প্রবেশ করে একে দূষিত করতে না পারে।

١٨١٩ـ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِىْ الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكٰوةِ ثُمَّ تَلاَ : لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الْاٰيَةَ ـ رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى

১৮১৯। হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই সম্পদে যাকাত ছাড়াও (গরীবের) আরো হক প্রতিষ্ঠিত আছে। তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, 'লাইসাল বেররা আন তুয়াল্লো ওজুহাকুম কেবালাল মাশরিকে ওয়াল মাগরীবে আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারিমী

١٨٢٠ـ وَعَنْ بُهَيْسَةَ عَنْ اَبِيْهَا قَالَتْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِىْ لاَيَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِىْ لاَيَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِىْ لاَيَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ اَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَّكَ ـ رواه ابوداؤد

১৮২০। মহিলা সাহাবী হযরত বুহাইসা রাঃ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করে বলছেন যে তাঁর পিতা আরয করেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কোন্ জিনিস যা দিতে অস্বীকার করা হালাল নয় ? তিনি বললেন, 'পানি'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী!

কোন্ জিনিস দিতে মানা করা হালাল নয়? তিনি বললেন, 'লবণ'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আর কোন্ জিনিস মানা করা হালাল নয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে কোনো কল্যাণের কাজ করা তোমার জন্য কল্যাণকর।—আবু দাউদ

١٨٢١- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَّيْتَةً فَلَهُ فِيْهَا اَجْرٌ وَّمَا اَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه الدارمى

১৮২১। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো অনাবাদী জমিকে আবাদ করে (অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের উপযোগী করে) তার এ কাজে তার জন্য সওয়াব আছে। যদি এ জমি ক্ষুধার্ত কিছু খায় তাহলে এটাও তার জন্য সাদকা।—দারিমী

١٨٢٢- وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَّنَحَ مِنْحَةَ لَبَنٍ اَوْ وَرِقٍ اَوْ هَدٰى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ - رواه الترمذى

১৮২২। হযরত বারাআ ইবনে আযোব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে একটি দুগ্ধবর্তী বকরী দুধ খাবার জন্য ধার দিবে অথবা রূপা (অর্থাৎ টাকা পয়সা) ধার হিসেবে দেবে অথবা পথহারা কোনো ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেবে, সে ব্যক্তি একটি গোলাম স্বাধীন করে দেবার মতো সওয়াব পাবে।—তিরমিযী

١٨٢٣- وَعَنْ اَبِىْ جُرَىٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَرَاَيْتُ رَجُلاً يَّصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَاْيِهِ لاَ يَقُوْلُ شَيْئًا اِلاَّ صَدَرُوْا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لاَتَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ. عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ قُلْتُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ فَقَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ اِنْ اَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَاِنْ اَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ اَنْبَتَهَا لَكَ وَاِذَا كُنْتَ بِاَرْضٍ قَفْرٍ اَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْك قُلْتُ اَعْهَدْ اِلَىَّ قَالَ لاَ تَسُبَّنَّ اَحَدًا قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَّلاَ عَبْدًا وَّلاَبَعِيْرًا وَّلاَ شَاةً قَالَ وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوْفِ وَاَنْ تُكَلِّمَ اَخَاكَ وَاَنْتَ مُنْبَسِطٌ اِلَيْهِ وَجْهُكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَارْفَعْ اِزَارَكَ اِلٰى نِصْفِ السَّاقِ فَاِنْ اَبَيْتَ فَاِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِيَّاكَ وَاِسْبَالَ الْاِزَارِ فَاِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ وَاِنِ امْرُءٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ

بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ فَاِنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ حَدِيْثَ السَّلاَمِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ فَيَكُوْنُ لَكَ اَجْرُ ذٰلِكَ وَ وَبَالُهُ عَلَيْهِ.

১৮২৩। হযরত আবু জুরাই জাবির ইবনে সুলাইম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মদীনায় আসলাম, দেখলাম লোকেরা এক ব্যক্তির মতামত ও জ্ঞানবুদ্ধির উপর নির্ভর করছে। সে ব্যক্তি যা বলছে, মানুষ সে অনুযায়ী কাজ করছে। (এ অবস্থা দেখে) আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে ? লোকেরা বললো, ইনি আল্লাহর রাসূল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি (তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে) দুবার বললাম, 'আলাইকাস সালাম'। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আলাইকাস সালাম' বলো না। কারণ 'আলাইকাস সালাম' হলো মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া। বরং বলো, 'আসসালামু আলাইকা'। এরপর আমি আরয করলাম, আপনি কি আল্লাহর রাসূল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি আল্লাহর রাসূল। ওই আল্লাহর, যিনি তোমাদের কোনো বিপদ আপদ হলে, তোমরা তাকে ডাকলে তিনি তা দূর করে দেন। তোমরা যদি দুর্ভিক্ষে পতিত হও, আর তাকে ডাকো, তাহলে তিনি যমীনে তোমাদের জন্য সবুজ ফসল উৎপাদন করে দেবেন। তৃণ প্রাণহীন কোনো মরুপ্রান্তরে অথবা ময়দানে থাকো এবং সেখানে তোমার বাহন হারিয়ে যায় (এ সময় যদি) তুমি তাঁকে ডাকো, তিনি তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন। হযরত জাবির রাঃ বলেন, আমি আরয করলাম, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন, কাউকে গালমন্দ করো না। আবু জুবাই বলেন, এরপর আমি আর কাউকে গালমন্দ করিনি—মুক্ত ব্যক্তিকেও নয় গোলামকেও নয়, উটকেও নয় বকরীকেও নয়। (এরপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো নেক কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। তুমি যখন তোমার কোনো ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা বলবে তখন হাসিখুশী চেহারায় কথা বলবে, এটাও নেক কাজের অংশ। তুমি তোমার পাজামা-লুঙ্গীর অর্ধেক হাঁটু পর্যন্ত উঠিয়ে পড়বে। এতটুকু উচুঁতে ওঠাতে অপসন্দ করলে টাখনু পর্যন্ত নামিয়ে পড়বে। কাপড় টাখনুর নীচে ছেড়ে হাঁটা হতে বেঁচে থাকবে, কারণ টাখনুর নীচে কাপড় পড়া অহংকারের লক্ষণ। আর আল্লাহ তাআলা অহংকার পসন্দ করেন না। কোনো লোক যদি তোমাকে গালি দেয় এবং তোমার এমন কোনো দোষের জন্য লজ্জা দেয় যা তোমার মধ্যে আছে বলে সে জানে, তখন তুমি (প্রতিশোধ নিতে) তার কোন দোষের জন্য তাকে লজ্জা দিও না, যা তুমি জানো। কারণ তার গুনাহর ভাগী সে হবে। (আবু দাউদ। তিরমিযী এ হাদীসটি প্রথমাংশ অর্থাৎ "আস্‌সালাম" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায়, 'ফাইয়াকূনু লাকা আজরু যালিকা, ওয়া ওবালুহু আলাইহি' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)।

١٨٢٤- وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُمْ ذَبَحُوْا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَابَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَتْ مَابَقِيَ اِلاَّ كَتِفُهَا قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا - رواه الترمذى وصححه

১৮২৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন, একবার সাহাবীগণ অথবা আহলে বায়তগণ) একটি বকরী যবেহ করলেন। (বকরীর গোশত বণ্টনের পর) রাসূলুল্লাহ সঃ জিজ্ঞেস করলেন, এর আর কি বাকী আছে ? হযরত আয়েশা বললেন,

একটি বাহু ছাড়া আর কিছু বাকী নেই। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, এর ওই বাহুটি ছাড়া আর সবই বাকী আছে।–তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

١٨٢٥ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ مُّسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا اِلاَّ كَانَ فِيْ حِفْظٍ مِّنَ اللّٰهِ مَادَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ ـ

رواه احمد والترمذى

১৮২৫। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি, যে মুসলিম ব্যক্তি অন্য কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে (তার প্রয়োজনে) কাপড় পরিধান করাবে। সে আল্লাহ তাআলার কঠিন হিফাযতে থাকবে যতদিন ওই কাপড়ের একটি টুকরাও তাঁর পরণে থাকবে।–আহমাদ, তিরমিযী

١٨٢٦ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَّرْفَعُهُ قَالَ ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَرَجُلٌ يَّتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ بِيَمِيْنِهِ يُخْفِيْهَا اُرَاهُ قَالَ مِنْ شِمَالِهِ وَرَجُلٌ كَانَ فِى سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ اَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ اَحَدُ رُوَاتِهِ اَبُوْ بَكْرِبْنِ عَيَّاشٍ كَثِيْرُ الغلط.

১৮২৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর নাম করে বলেন যে, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন–(১) যে ব্যক্তি রাতে উঠে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, (২) যে ব্যক্তি ডান হাতে কিছু দান করে এবং গুপ্ত রাখে তাকে—রাবী বলেন, আমি মনে করি, তিনি বলেছেন—আপন বাম হাত থেকে এবং (৩) যে ব্যক্তি সৈন্য দলে ছিল আর তার সহচরগণ পরাজিত হলো ; কিন্তু সে শত্রুর দিকে অগ্রসর হলো (এবং তাদেরকে পরাজিত করলো অথবা শহীদ হলো)।–তিরমিযী। আর তিনি একে গায়রে মাহ্ফুয বা শায বলেছেন। এর একজন বর্ণনাকারী আবু বকর ইবনে আয়াশ বেশ ভুল করতেন। (কিন্তু অপর সনদ অনুসারে এটা সহীহ।)

١٨٢٧ـ وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ يُّحِبُّهُمُ اللّٰهُ وَثَلٰثَةٌ يُّبْغِضُهُمُ اللّٰهُ فَاَمَّا الَّذِيْنَ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ فَرَجُلٌ اَتٰى قَوْمًا فَسَاَلَهُمْ بِاللّٰهِ وَلَمْ يَسْاَلْهُمْ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوْهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِاَعْيَانِهِمْ فَاَعْطَاهُ سِرًّا لاَّيَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهٖ اِلاَّ اللّٰهُ وَالَّذِيْ اَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهٖ فَوَضَعُوْا رُءُوْسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِيْ وَيَتْلُوْا اٰيَاتِيْ وَرَجُلٌ كَانَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوْا فَاَقْبَلَ

بِصَدْرِهِ حَتّٰى يُقْتَلَ اَوْ يُفْتَحَ لَهٗ وَالثَّلٰثَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ اَلشَّيْخُ الزَّانِىْ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِىُّ الظَّلُوْمُ ـ رواه الترمذى والنسائى ـ

১৮২৭। হযরত আবু যার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন প্রকার লোককে আল্লাহ ভালোবাসেন, আবার তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ শত্রুতা পোষণ করেন। যেসব লোককে আল্লাহ ভালোবাসেন, তাদের একজন ওই ব্যক্তি যে এমন এক দল লোকের কাছে এসে আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চাইলো, তাদের মধ্যকার কোনো আত্মীয়তা বা নৈকট্যের দোহাই দিলো না। এ দলটি তাকে কিছু না দিয়ে বিমুখ করে দিলো। এরপর এদের এক ব্যক্তি সকলের দৃষ্টির আড়ালে গোপনে লোকটিকে কিছু দিয়ে দিলো। আল্লাহ ও যাকে দান করা হয়েছে ওই ব্যক্তি ছাড়া এ দানের কথা আর কেউ জানলো না। আর দ্বিতীয় হলো ওই ব্যক্তি যে দলের সাথে গোটা রাত অতিবাহিত করলো। এমন কি যখন তাদের কাছে ঘুম সব জিনিস হতে বেশী প্রিয় হলো, যা ঘুমের তখন দলের সকলে ঘুমিয়ে পড়লো কিন্তু ওই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কাছে কান্নাকাটি করলো ও কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলো। আর (তৃতীয়) হলো ওই ব্যক্তি যে কোনো দলের সাথে ছিলো। শত্রুর সাথে মোকাবেলা হলে তার বাহিনী পরাজিত হয়ে গেলো। কিন্তু সে ব্যক্তি শত্রুর মোকাবেলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করলো, যতক্ষণ না শহীদ হয়ে গেলো অথবা বিজয়ী হলো। আর যে তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ শত্রুতা পোষণ করেন, (তার প্রথম হলো) বৃদ্ধ যিনাকারী, (দ্বিতীয়) অহংকারী ফকীর, (তৃতীয়) অত্যাচারী ধনী।–তিরমিযী, নাসাই

١٨٢٨ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْاَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيْدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَعَجِبَتِ الْمَلٰئِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ فَقَالُوْا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَىْءٌ اَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ قَالَ نَعَمِ الْحَدِيْدُ فَقَالُوْا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَىْءٌ اَشَدُّ مِنَ الْحَدِيْدِ قَالَ نَعَمِ النَّارُ فَقَالُوْا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَىْءٌ اَشَدُّ مِنَ النَّارِ قَالَ نَعَمِ الْمَاءُ فَقَالُوْا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ اَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ قَالَ نَعَمِ الرِّيْحُ فَقَالُوْا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَىْءٌ اَشَدُّ مِنَ الرِّيْحِ قَالَ نَعَمِ ابْنُ اٰدَمَ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِيْنِهٖ يُخْفِيْهَا مِنْ شِمَالِهٖ ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَذُكِرَ حَدِيْثُ مُعَاذٍ اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ فِىْ كِتَابِ الْاِيْمَانِ ـ

১৮২৮। হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সৃষ্টি করার পর তা দুলতে লাগলো। আল্লাহ তাআলা তখন পাহাড়গুলো সৃষ্টি করে এগুলো পৃথিবীর উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। পৃথিবী স্থির হয়ে গেলো। পাহাড়ের শক্তিমত্তা দেখে ফেরেশতাগণ বিস্মিত হয়ে গেলেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে রাব্বুল আলামীন! তোমার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের চেয়ে শক্তিধর জিনিস আর কিছু কি আছে? আল্লাহ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আছে। আর তাহলো, লোহা। তারপর ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করলেন। হে রব! তোমার সৃষ্টির মধ্যে লোহার চেয়ে শক্তিধর কি আর কোনো কিছু আছে ? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, আছে। (তাহলো) আগুন। ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করলেন, হে পরওয়ার দিগার। তোমার সৃষ্টির মধ্যে আগুনের চেয়েও বেশী শক্তিধর কোনো কিছু আছে কি ? আল্লাহ তাআলা বললেন, হ্যাঁ, আছে। (তাহলো) পানি। তারপর ফিরিশতারা জিজ্ঞেস করলেন, হে পরওয়ারদিগার! তোমার সৃষ্টির মধ্যে পানির চেয়ে শক্তিধর কোনো কিছু আছে ? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, আছে। (আর তাহলো), বাতাস। ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করলেন, হে পরওয়ারদিগার! তোমার সৃষ্টির মধ্যে বাতাসের চেয়েও বেশী শক্তিধর আর কোনো কিছু আছে কি ? আল্লাহ তাআলা বললেন, হ্যাঁ, আছে। (আর তাহলো) বনী আদমের দান খয়রাত করা। ডান হাতে দান খয়রাত (এমনভাবে করে) বাম হাত হতেও গোপন রাখে।–তিরমিযী, তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

ব্যাখ্যা ঃ বনী আদমের দান খয়রাত করাকে সবচেয়ে বেশী শক্তিধর বলার কারণ হলো ঃ গোপনে গোপনে দান করার দ্বারা নফসে আম্মারাকে দমন করা হয়। অভিশপ্ত শয়তানকে তার প্ররোচনা ও ধোঁকাবাজী হতে বিমুখ করা হয়। দান খয়রাতে প্রবৃত্তি চায় নামকাম প্রভাব প্রতিপত্তি। কিন্তু আল্লাহর যে বান্দাহ প্রবৃত্তির এ তাড়নাকে দমন করে, গোপনে এমনভাবে দান করে যে, ডান হাতের দান বাম হাতও জানতে পারে না। সে প্রবৃত্তির উপর এমন চাবুক মারলো, নফসে আম্মারাকে এমনভাবে দমন করলো যার শক্তি পাহাড়, লোহা, আগুন, পানি ও বাতাসের শক্তির চেয়ে অনেক বেশী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٨٢٩ـ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُّسْلِمٍ يُّنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَّهُ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوْهُ اِلٰى مَا عِنْدَهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ اِنْ كَانَتْ اِبِلاً فَبَعِيْرَيْنِ وَاِنْ كَانَتْ بَقَرَةً فَبَقَرَتَيْنِ ـ رواه النسائى

১৮২৯। হযরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে মুসলমান বান্দা তার ধন-সম্পদ থেকে দু দুটি করে আল্লাহর পথে খরচ করে, জান্নাতের সকল দারোয়ান তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। তাকে তাদের কাছে থাকা জিনিসের দিকে ডাকবে। হযরত আবু যর বলেন, (একথা শুনে) আমি নিবেদন করলাম, 'দু দুটি জিনিস খরচ করার অর্থ কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তাঁর কাছে উট থাকে তাহলে দু দুটি করে উট আর যদি গরু থাকে, তাহলে দু দুটি করে গরু (দান করবে)।–নাসাঈ

ব্যাখ্যা ঃ 'আল্লাহর পথে খরচ' করার অর্থ, যে পথে খরচ করলে আল্লাহ খুশী হন। যেমন হজ্জের জন্য খরচ, জ্ঞান অন্বেষণের জন্য খরচ, গরীব দুঃখী ও মিসকীনকে দান, জিহাদ ফী সাবিলিল্লায় দান। তবে জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় দান সবচেয়ে উত্তম। আল্লাহর দীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত নেই। আর পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা থাকলে সমাজ জীবনের সবকিছুই ঠিকমত চলবে। তাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান দীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দান করা।

١٨٣٠۔ وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ صَدَقَتُهٗ ۔ رواه احمد

১৮৩০। হযরত মারছাদ ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবী আমাকে এ হাদীসটি শুনিয়েছেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সঃ-কে একথা বলতে শুনেছেন, "কিয়ামতের দিন মু'মিনের ছায়া হবে তার দান সদকা।"–আহমাদ

١٨٣١۔ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَسَّعَ عَلٰى عِيَالِهٖ فِى النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهٖ قَالَ سُفْيَانُ اِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذٰلِكَ ۔ رواه رزين وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْهُ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَّجَابِرٍ وَّضَعَّفَهٗ ۔

১৮৩১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আশুরার দিন নিজের পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করতে উদার হবে আল্লাহ তাআলা গোটা বছর তাকে দান করতে উদার হবেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী বলেন, আমরা এর পরীক্ষা করেছি এবং কথার সত্যতার প্রমাণ পেয়েছি।–রাযীন। এ হাদীসটিকে ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু হুরাইরা, আবু সাঈদ ও জাবের হতে শোয়াবুল ঈমানে নকল করেছেন। তিনি এ হাদীসটি দুর্বল বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

١٨٣٢۔ وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ الصَّدَقَةَ مَاذَا هِىَ قَالَ اَضْعَافٌ مُّضَاعَفَةٌ وَّعِنْدَ اللّٰهِ الْمَزِيْدُ ۔ رواه احمد

১৮৩২। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু যার রাঃ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বলুন সাদকার সওয়াব কি ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর সওয়াব কয়েক গুণ করে। বরং আল্লাহর কাছে এর সওয়াব এর চেয়েও বেশী।–আহমাদ

٧ـ باب افضل الصدقة

৭-উত্তম সাদকার বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٨٣٣ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَحَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهرِ غِنًى وَّابْدأْ بِمَنْ تَعُوْلُ ـ رواه البخارى رواهُ مُسْلِمٍ عَنْ حَكِيْمٍ وَحْدَهُ ـ

১৮৩৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ ও হযরত হাকীম ইবনে হেযাম রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উত্তম সাদকা হলো ওই সাদকা যা সুচিন্তিতভাবে দেয়া হয়। আর সাদকা দেয়া শুরু করতে হবে ওই ব্যক্তি হতে যার ভরণ-পোষণ তোমার উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য।–বুখারী, ইমাম মুসলিম এ হাদীসটিকে শুধু হযরত হাকীম ইবনে হেযাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ 'সুচিন্তিতভাবে সাদকা' দেবার অর্থ হলো—এমনভাবে দান সাদকা করতে হবে, যাতে পরিশেষে সে নিজে আবার কাঙাল মিসকীন হয়ে না পড়ে। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও ভরণপোষণ পরিমাণ ধন-সম্পদ হাতে রেখে তারপর সাদকা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, অতিরিক্ত দান-সদকা করার কারণে তার সন্তান-সন্তুতি যেনো অভাব অনটনে পতিত না হয়।

١٨٣٤ـ وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ـ متفق عليه

১৮৩৪। হযরত আবু মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে এবং এজন্য সওয়াবের প্রত্যাশী হয়, এ খরচ তার জন্য মকবুল সাদকা হিসেবে পরিগণিত হয়।–বুখারী, মুসলিম

١٨٣٥ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ وَّدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَّدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا اَلَّذِيْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ ـ رواه مسلم

১৮৩৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক রকম দীনার (টাকা পয়সা) হলো যা তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করো। এক রকম দীনার হলো যা তুমি গোলাম আযাদ করার কাজে খরচ করো। এসব দীনারের মধ্যে সওয়াবের দিক দিয়ে সবচেয়ে মর্যাদাবান দীনার হলো যা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের (ভরণ পোষণে) জন্য খরচ করো।–মুসলিম

١٨٣٦- وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُّنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُّنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهٖ وَدِيْنَارٌ يُّنْفِقُهُ عَلٰى دَابَّتِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُّنْفِقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - رواه مسلم

১৮৩৬। হযরত ছাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উত্তম দীনার (টাকা পয়সা) হলো ওই দীনার যা কোনো ব্যক্তি পরিবার পরিজন লালন পালনের জন্য খরচ করে। উত্তম দীনার হলো ওই দীনার যা একজন মানুষ ওইসব পশু পালনে খরচ করে যেসব পশু আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য লালিত-পালিত হয়েছে। উত্তম দীনার হলো ওই দীনার যা কোনো মানুষ নিজের ওইসব বন্ধু-বান্ধবের জন্য খরচ করে যেসব বন্ধু-বান্ধব আল্লাহর পথে জিহাদ করে। –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ এ তিন খাতে অর্থ-সম্পদ খরচ করা অন্যান্য সকল খাতে খরচ করার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম।

١٨٣٧- وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِيَ اَجْرٌ اَنْ اُنْفِقَ عَلٰى بَنِيْ اَبِيْ سَلَمَةَ اِنَّمَاهُمْ بَنِيَّ فَقَالَ اَنْفِقِيْ عَلَيْهِمْ فَلَكِ اَجْرُ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ - متفق عليه

১৮৩৭। হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আবু সালামার ছেলেদের জন্য খরচ করাতে আমার কোনো সওয়াব হবে কিনা ? অথচ তারা আমারই ছেলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের জন্য খরচ করো। তাদের জন্য তুমি যা খরচ করবে তুমি তার সওয়াব পাবে।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবু সালামা একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁর সাথে হযরত উম্মে সালামার প্রথম বিয়ে হয়েছিলো। এই ঘরে তাদের কয়েকটি সন্তান ছিলো। আবু সালামার ইন্তেকাল হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। সন্তানদের লালন-পালনের জন্য উম্মে সালামা কিছু খরচপত্র দিতেন। তিনি এ খরচপত্র সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন। কেউ কেউ বলেন, আবু সালামার সন্তান অর্থ তাঁর অন্য স্ত্রীর সন্তান। অর্থাৎ সতীনের ঘরের সন্তান। উভয় অবস্থায়ই এদের জন্য খরচ করা খুবই নেক ও সওয়াবের কাজ।

١٨٣٨- وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ اِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهٖ فَاسْئَلْهُ فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ يُجْزِئُ عَنِّيْ وَاِلاَّ صَرَفْتُهَا اِلٰى غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بَلِ ائْتِيْهِ اَنْتِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ

فَاذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتِيْ حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمُهَابَةُ فَقَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبِرْهُ اَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ اَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلٰى اَزْوَاجِهِمَا وَعَلٰى اَيْتَامٍ فِيْ حُجُوْرِهِمَا وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَّحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلاَلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هُمَا قَالَ امْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُمَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ - متفق عليه

১৮৩৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ-এর স্ত্রী হযরত যায়নাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার ওয়ায নসিহত করার সময় মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে রমণীগণ! তোমরা দান খয়রাত করো। যদি তা তোমাদের অলংকারাদি হতেও হয়। হযরত যায়নাব বলেন, (একথা শুনে) আমি (রাসূলের মজলিস হতে) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে এলাম। তাঁকে বললাম, আপনি রিক্তহস্ত (গরীব) মানুষ। আর যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান সাদকা করতে বলেছেন তাই আপনি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে আসুন (আমি যদি আপনাকে ও আপনার সন্তানদের জন্য সাদকা হিসেবে খরচ করি তাহলে তা আদায় হবে কিনা ?) যদি হয়, তাহলে আমি অপনাকেই সাদকা দিয়ে দেবো। আর না হলে আপনি ছাড়া আমি অন্য কাউকে সাদকা দেবো। হযরত যায়নাব বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (একথা শুনে) আমাকে বললেন, "তুমিই যাও (আর তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো) তাই আমি নিজেই তাঁর কাছে গেলাম। আমি এখানে গিয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহর ঘরের দরজায় আনসারের এক মহিলাও দাঁড়িয়ে আছে। আমার (এখানে আসার) প্রয়োজন ও তার প্রয়োজন একই। হযরত যায়নাব বলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহর ব্যক্তিত্বের কারণে (তাঁর নিকট যাবার সাহস আমাদের হলো না) এ সময় বেলাল আমাদের কাছে এলে আমরা তাঁকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহর নিকট গিয়ে খবর দিন যে, দুজন মহিলা দরজায় আপনার কাছ থেকে জানতে চায়, তারা যদি তাদের (গরীব) স্বামী, অথবা তাদের পোষ্য ইয়াতিম সন্তানদেরকে দান-খয়রাত করে তাতে কি সাদকা আদায় হবে ? রাসূলুল্লাহকে আমাদের পরিচয় দেবেন না। অতএব হযরত বেলাল রাসূলুল্লাহর কাছে গেলেন। তাঁকে তাদের প্রশ্ন সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলেন। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ বললেন, তারা কারা ? হযরত বেলাল বললেন, একজন আনসার মহিলা, অপরজন যায়নাব। রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যায়নাব ? হযরত বেলাল বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তারপর রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, তাদের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। এক গুণ হলো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার হক আদায়ের জন্য আর এক গুণ হলো দান-খয়রাতের জন্য।–বুখারী, মুসলিম

١٨٣٩۔ وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَوْ اَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لاَجْرِكِ ۔ متفق عليه

১৮৩৯। উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা বিনতে হারেছ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দাসী আযাদ করেন। তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর কাছে উল্লেখ করলেন, তিনি বললেন, তুমি যদি এ দাসীটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে তোমার বেশী সওয়াব হতো।–বুখারী, মুসলিম

١٨٤٠۔وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِىْ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا ۔ رواه البخارى

১৮৪০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার দুজন প্রতিবেশী আছে। এ দুজনের কাকে আমি হাদিয়া দেবো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ দুজনের যার ঘরের দরজা তোমার বেশী কাছে।–বুখারী

١٨٤١۔وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَ هَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ ۔ رواه مسلم

১৮৪১। হযরত আবু যার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন তরকারী পাক করো, পানি একটু বেশী করে দিও এবং প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রেখো।–মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٨٤٢۔عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ ۔ رواه ابو داؤد

১৮৪২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! কোন্ সাদকা বেশী উত্তম ? তিনি বললেন, কম সম্পদশালীর বেশী (কষ্টশিষ্ট করে) সাদকা দেয়া। আর সাদকা দেয়া শুরু করবে তাদের থেকে যাদের দেখাশুনা তোমার উপর বর্তায়।–আবু দাউদ

١٨٤٣۔ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَّهِىَ عَلٰى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَّصِلَةٌ ۔ رواه احمد والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى

১৮৪৩। হযরত সুলাইমান ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মিসকীনকে সাদকা করা এক রকম সাদকা। আর নিকটাত্মীয়ের কাউকে সাদকা দেয়া দু রকম সওয়াব পাবার কারণ হয়। এক রকম সওয়াব নিকটাত্মীয়ের হক আদায় করার জন্য অন্য রকম সওয়াব সাদকা করার জন্য।–আহমাদ, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

١٨٤٤ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عِنْدِىْ دِيْنَارٌ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرَ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰى اَهْلِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ اَنْتَ اَعْلَمُ ـ

رواه ابو داؤد والسنائى

১৮৪৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ সঃ-এর খেদমতে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। সে বললো, (হে আল্লাহর রাসূল!) আমার কাছে একটি দীনার আছে। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দীনারটি তুমি তোমার সন্তানের কাজে খরচ করো। সে বললো, আমার আরো একটি দীনার আছে। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, এটি তুমি তোমার পরিবারের কাজে খরচ করো। লোকটি বললো, আমার আরো একটি দীনার আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তুমি তোমার খাদেমের জন্য খরচ করো। তারপর সে বললো, আমার আরো একটি দীনার আছে। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, (এবার) তুমি এ ব্যাপারে বেশী জ্ঞাত (কাকে দেবে)।–আবু দাউদ, নাসাই

١٨٤٥ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ رَجُلٌ مُّمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِالَّذِىْ يَتْلُوْهُ رَجُلٌ مُّعْتَزِلٌ فِىْ غُنَيْمَةٍ لَّهٗ يُؤَدِّىْ حَقَّ اللّٰهِ فِيْهَا اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ رَجُلٌ يُّسْئَلُ بِاللّٰهِ وَلاَ يُعْطِىْ بِهٖ ـ رواه الترمذى والنسائى والدارمى

১৮৪৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষ কে তা বলবো না? সে ব্যক্তি হলো, যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কি তোমাদেরকে জানাবো ওই ব্যক্তি কে, যে উক্ত ব্যক্তির মর্যাদার কাছাকাছি? ওই ব্যক্তি হলো সে যে তার কিছু বকরী নিয়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে ও ওর থেকে আল্লাহর হক আদায় করতে থাকে। আমি কি তোমাদেরকে খারাপ লোক সম্পর্কে জানাবো? সেই খারাপ ব্যক্তি হলো ওই ব্যক্তি যার কাছে আল্লাহর কসম দিয়ে দিয়ে চাওয়া হয়। কিন্তু তাকে কিছু দেয়া হয় না।–তিরমিযী, নাসাঈ, দারিমী

١٨٤٦ـ وَعَنْ اُمِّ بُجَيْدٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُّحْرَقٍ ـ

رواه مالك والنسائى وروى الترمذىُّ وابو داؤد معناه

১৮৪৬। হযরত উম্মে বুজাইদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাচনাকারীকে কিছু দিয়ে বিদায় করবে। যদি তা আগুনে ঝলসানো একটি খুরও হয় মালিক, নাসাঈ, তিরমিযী এবং আবু দাউদ এ হাদীসের সমার্থবোধক বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ 'ঝলসানো খুর' দান করার মূল অর্থ হলো যতো সামান্যই হোক কিছু দিও। কিছু চাইলে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিও না।

١٨٤٧-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنْكُمْ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ فَاَعْطُوْهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاَجِيْبُوْهُ وَمَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْآ مَاتُكَافِئُوْهُ فَادْعُوْا لَهٗ حَتّٰى تُرَوْا اَنْ قَدْ كَافَاْتُمُوْهُ -

رواه احمد وابو داؤد والنسائي

১৮৪৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দান করবে। আর যে ব্যক্তি তোমার কাছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চায়, তাকে কিছু দিবে। আর যে ব্যক্তি তোমাকে দাওয়াত দেয় তার দাওয়াত কবুল করো। যে ব্যক্তি তোমার উপর ইহসান করে, তার বিনিময় দান করো। যদি বিনিময় আদায়ের জন্য কোনো কিছু না থাকে, তাহলে তার জন্য দোয়া করো, যতো দিন পর্যন্ত তুমি না বুঝো যে তার ইহসানের বিনিময় আদায় হয়েছে।–আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ

١٨٤٨- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُسْأَلُ بِوَجْهِ اللّٰهِ اِلاَّ الْجَنَّةَ -

رواه ابو داؤد

১৮৪৮। হযরত যাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর জাতের দোহাই দিয়ে জান্নাত ছাড়া আর কিছু চেয়ো না।–আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٨٤٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِّنْ نَّخْلٍ وَّكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ مَالِيْ اِلَيَّ بَيْرَحَاءُ وَاِنَّهَا

صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْجُوْا بِرَّهَا وَزُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرٰكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخْ بَخْ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّىْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِىْ اَقَارِبِهٖ وَبَنِىْ عَمِّهٖ ـ متفق عليه

১৮৪৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু তাল্হা মদীনার আনসারদের মধ্যে খেজুর বাগানের মালিক হিসাবে সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী ছিলেন। আর (এই খেজুরের বাগানের মধ্যে) সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিলো তাঁর কাছে মসজিদে নববীর সংলগ্ন সামনের 'বিরে হা' (নামক বাগানটি)। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাগানটিতে প্রায় প্রবেশ করতেন ও এর পবিত্র পানি পান করতেন। হযরত আনাস বলেন, যখন 'লান্ তানালুল বিররা হাত্তা তুনফেকূ মিম্মা তুহিব্বূনা' অর্থাৎ তোমরা ওই পর্যন্ত জান্নাতে অবশ্যই পৌছতে পারবেনা, যে পর্যন্ত তোমাদের অধিক প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে খরচ না করবে—এ আয়াত নাযিল হলো ; তখন হযরত তালহা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন, 'লান্তানালুল বেররা হাত্তা তুনকেকুনা মিম্মা তুহেব্বুনা' তাই আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ 'বিরে হা' (নামক খেজুর বাগানটি) আল্লাহর নামে সাদকা করলাম। আমি আশা করবো আমি এর বিনিময় ও সওয়াব আল্লাহর কাছে পাবো। হে আল্লাহর রাসূল! অপনি তা কবুল করুন। যে কাজে আল্লাহ চান সেই কাজে আপনি তা কাজে লাগান। (এ ঘোষণা শুনে) আল্লাহর রাসূল সাবাশ! সাবাশ!! বলে উঠলেন। (তিনি বললেন) এ সম্পদ খুবই কল্যাণ কর হবে। তুমি যে ঘোষণা দিয়েছো, আমি তা শুনেছি। এ বাগানটি তুমি তোমার গরীব নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দাও। আবু তালহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই করবো। অতপর আবু তালহা খেজুর বাগানটিকে তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।–বুখারী, মুসলিম

١٨٥٠ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا ـ

رواه البيهقى فى شعب الايمان

১৮৫০। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ভূখানাঙা জীবকে পেট ভরে খাওয়ানোও উত্তম সাদকার মধ্যে গণ্য।–বায়হাকী

٨ ـ باب صدقة المرأة من مال الزوج

৮-স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীর সাদকা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٨٥١ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَايَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ـ متفق عليه

১৮৫১। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন স্ত্রী তার ঘরের কোনো খাবার দাবার সাদকা বা খরচ করে এবং তা যদি বাহুল্য না হয় তাহলে তার এ সাদকা করার জন্য সে সওয়াব পাবে। আর তার স্বামীও তা কামাই করে আনার জন্য সওয়াব পাবে। রক্ষণাবেক্ষণ কারীরও ঠিক সম পরিমাণ সওয়াব, কারো সওয়াব কারো সওয়াবকে কিছুমাত্র কমিয়ে দেবে না।
–বুখারী, মুসলিম

١٨٥٢ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ اَجْرِ ـ متفق عليه

১৮৫২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্ত্রী তার স্বামীর অর্জিত ধন-সম্পদ হতে তার অনুমতি ছাড়া দান খয়রাত করলে এ নেক কাজের সওয়াব সে (স্ত্রী) অর্ধেক পাবে।–বুখারী, মুসলিম

মুনীবের নির্দেশে সদকাকারী খাদেমের সওয়াব

١٨٥٣ـ وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُعْطِىْ مَا اُمِرَبِهٖ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهٖ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَ لَهُ بِهٖ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ ـ متفق عليه

১৮৫৩। হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমানতদার মুসলমান খাদেম বা পাহারাদার, মালিকের নির্দেশ অনুসারে কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি ছাড়া পূর্ণ হৃষ্টচিত্তে ওই ব্যক্তিকে সদকা করে, যাকে সদকা করার জন্য মালিক বলে দিয়েছে তা হলে সে দুজন সদকাকারীর একজন।–বুখারী, মুসলিম

١٨٥٤ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اُمِّىْ اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ ـ متفق عليه

১৮৫৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে বললো, আমার মা আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার মনে হয় তিনি যদি কথা বলতে পারতেন সদকা করতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকা করি তার সওয়াব কি তিনি পাবেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ পাবে।–বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٨٥٥- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ فِىْ خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لاَتُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِّنْ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ذٰلِكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِنَا - رواه الترمذى

১৮৫৫। হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, কোনো মহিলা যেনো তার স্বামীর ঘরের কোনো কিছু স্বামীর হুকুম ছাড়া খরচ না করে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্য সামগ্রী খরচ করতে পারবে না ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খাদ্যদ্রব্য আমাদের উত্তম ধন-সম্পদ।–তিরমিযী

١٨٥٦- وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيْلَةٌ كَاَنَّهَا مِنْ نِّسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّا كَلٌّ عَلٰى اٰبَائِنَا وَاَبْنَائِنَا وَاَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ اَمْوَالِهِمْ قَالَ الرَّطْبُ تَاْكُلْنَهُ وَتُهْدِيْنَهُ - رواه ابو دؤاد

১৮৫৬। হযরত সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করার সময় একজন মর্যাদাবান মহিলা উঠে দাঁড়ালো। তাকে 'মুদার গোত্রের' মহিলা বলে মনে হচ্ছিলো। সে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমাদের সকলে পিতার, সন্তানের ও স্বামীদের উপর নির্ভরশীল। তাদের ধন-সম্পদ হতে খরচ করা কি আমাদের জন্য হালাল ? তিনি বললেন, পঁচনশীল মাল খাও এবং তোহফা হিসাবে দাও।–আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মালিকের অনুমতি ছাড়া খরচ করা ঠিক না

١٨٥٧- عَنْ عُمَيْرٍ مَّوْلٰى اَبِى اللَّحْمِ قَالَ اَمَرَنِىْ مَوْلاَىَ اَنْ اُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَ نِىْ مِسْكِيْنٌ فَاَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذٰلِكَ مَوْلاَىَ فَضَرَبَنِىْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ قَالَ يُعْطِىْ طَعَامِىْ بِغَيْرِ اَنْ اٰمُرَهُ فَقَالَ الْاَجْرُ بَيْنَكُمَا وَفِىْ رِوَايَةٍ

قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَصَدَّقُ مِنْ مَّالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ ـ رواه مسلم

১৮৫৭। হযরত আবুল লাহামের রাঃ আযাদ করা গোলাম হযরত ওমাইর রাঃ বলেন, আমার মুনিব গোশ্‌ত টুক্‌রা টুক্‌রা করার জন্য আমাকে হুকুম দিলেন। এমন সময় একজন মিসকীন আসলো। আমি তাকে ওখান থেকে কিছু গোশত খেতে দিলাম। আমার মনীব একথা জানতে পারলেন। তিনি (এজন্য) আমাকে মারলেন। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। এ ঘটনা তাঁর কাছে বললাম। তিনি আমার মুনীবকে ডেকে পাঠালেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেনো ওমাইরকে মেরেছো ? তিনি বললেন, সে আমার খাবার আমার অনুমতি ছাড়া (মিসকীনকে) দিয়ে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর সওয়াব তোমাদের দুজনেরই হতো। অন্য এক বর্ণনায় আছে, ওমাইর বলেছেন আমি গোলাম। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার মুনীবের ধন-সম্পদ থেকে কোনো কিছু সদকা করতে পারবো কিনা ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পারবে। এর সওয়াব তোমরা দুজন অর্ধেক অর্ধেক করে পাবে।–মুসলিম

٩ـ باب من لايعود فى الصدقة

৯-দান করে দান ফেরত না নেবার বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٨٥٨ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَضَاعَهُ الَّذِيْ كَانَ عِنْدَهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَاتَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِيْ صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَاتَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِيْ صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ ـ متفق عليه

১৮৫৮। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমি এক ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে সওয়ার হবার জন্য ঘোড়া দান করলাম। সে তার কাছে থাকা এ ঘোড়াটি নষ্ট করে ফেললো। আমি ঘোড়াটিকে খরিদ করার ইচ্ছা করলাম। আমার ধারণা ছিলো, সে কম দামে ঘোড়াটি বিক্রি করে দেবে। ব্যাপারটি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তুমি তা খরিদ করো না। আর দান করা জিনিসও ফেরত নিও না। সে যদি তোমাকে তা এক দেরহামের বিনিময়েও দেয়। কারণ সাদকা দিয়ে তা ফেরত নেয়া ব্যক্তি ঐ কুকুরের সমতুল্য, যে

নিজের বমি নিজে চেটে খায়। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজের দান করা সাদকা ফেরত নেয়া ব্যক্তি ওই ব্যক্তির মতো, যে বমি করে এবং তা চেটে খায়।–বুখারী, মুসলিম

১৮৫৯- وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ اَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّيْ بِجَارِيَةٍ وَاِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَاصُوْمُ عَنْهَا قَالَ صُوْمِيْ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ اَفَاَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّيْ عَنْهَا - رواه مسلم

১৮৫৯। হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একবার) রাসূলুল্লাহর দরবারে বসেছিলাম। এ সময় একটি মহিলা তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলো। সে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বাঁদী আমার মা-কে সাদকা হিসাবে দান করেছিলাম। এখন আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (সাদকা দেবার কারণে তো) তোমার সওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন উত্তরাধিকার (আইন) তোমাকে বাঁদিটি ফেরত দিয়েছে। মহিলাটি আবার নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মায়ের উপর এক মাসের রোযা (ফরয) ছিলো। আমি কি এ রোযা তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেবো ? তিনি বলেন, তার পক্ষ থেকে রোযা আদায় করে দাও। মহিলাটি আবার আরয করলো, আমার মা কখনো হজ্জ পালন করেননি। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দেবো ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দাও।–মুসলিম

❒

كتاب الصوم

(রোযা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٨٦٠۔ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ۔ متفق عليه

১৮৬০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাহে রমযান শুরু হলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়'।–বুখারী, মুসলিম

١٨٦١۔ وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ مِّنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَيَدْخُلُهُ الاَّ الصَّائِمُوْنَ ۔ متفق عليه

১৮৬১। হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের আটটি দরজা। এ দরজাগুলোর মধ্যে একটি দরজা আছে, যার নাম 'রাইয়্যান'। এ দরজা দিয়ে রোযাদারগণ ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।–বুখারী, মুসলিম।

١٨٦٢۔ وعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ۔ متفق عليه

১৮৬২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতেসাব সহকারে রোযা রেখেছে, তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতেসাব সহকারে নামায পড়েছে তারও আগের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। সে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমান ও ইহতেসাব সহকারে (রাতে) নামায পড়েছে তারও আগের সব গুনাহ্ খাতা মাফ করে দেয়া হবে।–বুখারী, মুসলিম

١٨٦٣۔وعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ

اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلاَّ الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفِثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُءٌ صَائِمٌ۔ متفق عليه

১৮৬৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী আদমের প্রত্যেকটি নেক আমল দশগুণ থেকে সত্তরগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম। রোযা আমার জন্য এবং আমিই এর বিনিময় দান করি। (কারণ) রোযাদার প্রবৃত্তির তাড়নাও নিজের খাবার দাবার শুধু আমার জন্য পরিহার করে। রোযাদারের জন্য দুটি খুশী। একটি খুশী ইফতার করার সময় আর দ্বিতীয় খুশী আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার সময়। মনে রাখবে রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তাআলার নিকট মেশকের গন্ধের চেয়েও বেশী পবিত্র ও পসন্দনীয়। রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেদিন রোযাদার হবে যেনো ফাহেশা কথাবার্তা না বলে আর অনাহূত উচ্চবাক্য না করে। যদি কেউ তাকে গালি গালাজ অথবা তার সাথে ঝগড়া ফাসাদ করতে চায়, সে যেনো বলে দেয়, 'আমি রোযাদার'।–বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٨٦٤۔ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَّفُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَّيُنَادِىْ مُنَادٍ يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ اَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ۔ رواه الترمذى وابن ماجة ورواه احمد عَنْ رَجُلٍ وَّقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ۔

১৮৬৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযান মাসের প্রথম রাত যখন আসে, শয়তানগুলো ও বিদ্রোহী জিনদেরকে বন্দী করে ফেলা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হয়। একটি দরজাও এর খোলা রাখা হয় না। এদিকে জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়। এর একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। একজন ঘোষণাকারী (ফেরেশতা) ঘোষণা দেন, হে কল্যাণের অন্বেষণকারী! আল্লাহর দিকে ফিরো। হে অকল্যাণ ও অনিষ্টের অন্বেষণকারী! অনিষ্ট হতে ফিরে আসো। আল্লাহতাআলাই মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করেন। এবং এ ঘোষণা (রমযান মাসের) প্রত্যেক রাতেই হতে থাকে (তিরমিযী ও ইবনে

মাজাহ)। ইমাম আহমাদও এ হাদীসটিকে এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٨٦٥۔ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَّنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ ـ

رواه احمد والنسائى

১৮৬৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের জন্য রমযানের মুবারক মাস এসে পড়েছে। এ মাসে রোযা রাখা আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। এ মাসে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং বন্ধ করে দেয়া হয় এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো। এ মাসে বিদ্রোহী শয়তানগুলোকে বন্দি করে ফেলা হয়। এ মাসে একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়েছে ; সে অবশ্য অবশ্যই প্রত্যেক কল্যাণ হতেই বঞ্চিত রইলো।–আহমাদ, নাসাঈ

١٨٦٦۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ ـ

رواه البيهقى فى شعب الايمان ـ

১৮৬৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সিয়াম এবং কুরআন (উভয়ে) বান্দাহর জন্য শাফায়াত করে। সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনে খাবার দাবার করতে ও প্রবৃত্তির তাড়না মিটাতে নিষেধ করেছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার শাফায়াত কবুল করো। কুরআন বলবে, হে বর! আমি তাকে রাতে ঘুম যেতে নিষেধ করেছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। বস্তুত উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।–বায়হাকী

١٨٦٧۔ وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَّنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلاَّ كُلُّ مَحْرُوْمٍ ـ رواه ابن ماجة

১৮৬৭। হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাস এলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ রমযান মাস তোমাদের কাছে উপস্থিত। এ মাসে এমন এক রাত আছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। অতএব যে ব্যক্তি এ রাতের (কল্যাণ লাভ হতে) বঞ্চিত রয়েছে ; সে এর সকল কল্যাণ হতে বঞ্চিত রয়েছে। এ রাতের কল্যাণ লাভ হতে শুধু হতভাগ্যরাই বঞ্চিত থাকে।–ইবনে মাজাহ

١٨٦٨- وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَّقِيَامَ لَيْلِهٖ تَطَوُّعًا مَّنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُّزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهٗ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهٖ وَعِتْقَ رَقَبَتِهٖ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْتَقِصَ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْءٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَانُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِى اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ اَوْ تَمْرَةٍ اَوْ شَرْبَةٍ مِّنْ مَّاءٍ وَّمَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِىْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهٗ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهٗ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهٗ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَّمْلُوْكِهٖ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ وَاَعْتَقَهٗ مِنَ النَّارِ ـ

১৮৬৮। হযরত সালমান ফারসি রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাবান মাসের শেষ দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন। তিনি বলতেন, হে লোক সকল! একটি মহিমান্বিত মাস তোমাদেরকে ছায়া হয়ে ঘিরে ধরেছে। এ মাস একটি মুবারক মাস। এ মাসটি এমন এক মাস, যার মধ্যে একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ এ মাসের রোযাকে ফরয করে দিয়েছেন আর নফল করে দিয়েছেন এ মাসে রাতের কিয়াম (নামায)-কে। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি নফল কাজ করবে, সে যেনো অন্য মাসের একটি ফরয আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আদায় করলো, সে যেনো অন্য মাসের সত্তরটি ফরয কাজ আদায় করলো। আর এ মাস হলো সবরের মাস ; সবরের সওয়াব হলো জান্নাত। এ মাস হলো সহমর্মিতার মাস। এ মাস এমন মাস যে মাসে মু'মিনের রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, এ ইফতার তার গুনাহর মাগফিরাতের কারণ হবে, হবে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির উপায়। আর তার সওয়াব হবে রোযাদারের সমপরিমাণ। অথচ রোযাদারের সওয়াব একটুও কমিয়ে দেয়া হবে না। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সকলে তো

রোযাদারের ইফতারীর ইন্তেজাম করতে সমর্থ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সওয়াব আল্লাহ তাআলা ওই ইফতার পরিবেশনকারীকেও প্রদান করে থাকেন, যিনি একজন রোযাদারকে এক চুমুক দুধ অথবা একটি খেজুর, অথবা এক চুমুক পানি দিয়ে ইফতার করান। আর যে ব্যক্তি একজন রোযাদারকে পেট ভরে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করান, আল্লাহ তাআলা তাকে আমার হাউজে কাউসার থেকে এভাবে পানি খাইয়ে পরিতৃপ্ত করাবেন, যার পর সে জান্নাতে আর পিপাসার্ত হবে না। এমন কি সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ মাসটা এমন এক মাস যার প্রথম অংশ (প্রথম দশ দিন) রহমত। মধ্য অংশ (দ্বিতীয় দশ দিন) মাগফিরাত, শেষাংশ (তৃতীয় দশ দিন) জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাতের মাস। যে ব্যক্তি এ মাসে তার অধিনস্তদের উপর থেকে ভার-বোঝা সহজ করে দেবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত দেবেন।

١٨٦٩- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ اَطْلَقَ كُلَّ اَسِيْرٍ وَاَعْطٰى كُلَّ سَائِلٍ-

১৮৬৯। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাস শুরু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বন্দীকে মুক্তি দিয়ে দিতেন এবং প্রত্যেক সাহায্যপ্রার্থীকে দান করতেন।

١٨٧٠- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْجَنَّةَ تُزَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَّأْسِ الْحَوْلِ اِلٰى حَوْلٍ قَابِلٍ قَالَ فَاِذَا اَوَّلُ يَوْمٍ مِّنْ رَمَضَانِ هَبَّتْ رِيْحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَيَقُلْنَ يَا رَبِّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ عِبَادِكَ اَزْوَاجًا تَقِرُّبِهِمْ اَعْيُنُنَا وَتَقِرُّ اَعْيُنُهُمْ بِنَا - روى البيهقى الاحاديث الثلثة فى شعب الايمان

১৮৭০। হযরত ইনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযানকে স্বাগত জানাবার জন্য বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জান্নাত নিজকে সাজাতে গুছাতে থাকে। তিনি বলেন, বস্তুত যখন রমযানের প্রথম দিন শুরু হয়, আরশের নীচে জান্নাতের গাছপালার পাতাগুলো হতে 'হুরে ইনে'র মাথার উপর বাতাস বইতে শুরু করে। তারপর 'হুরে ইন' বলতে থাকে, হে আমাদের রব! তোমার বান্দাদেরকে আমাদের স্বামী বানিয়ে দাও। তাদের সাহচর্যে আমাদের আঁখি যুগল ঠাণ্ডা হোক আর তাদের চোখ আমাদের সাহচর্যে শীতল হোক।–বায়হাকী

١٨٧١- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يُغْفَرُ لِاُمَّتِهٖ فِىْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ فِىْ رَمَضَانَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَهِىَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ اِنَّمَا يُوَفّٰى اَجْرَهٗ اِذَا قَضٰى عَمَلَهٗ - رواه احمد

১৮৭১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তার উম্মতকে রমযান মাসের শেষ রাতে মাফ করে দেয়া হয়। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তা কি লাইলাতুল কদরের রাত ? তিনি বললেন, না। বরং আমলকারী যখন নিজের কাজ করে ফেলে সেই সময়ই তার বিনিময় তাকে চুকিয়ে দেয়া হয়।–আহমাদ

١- باب رؤية الهلال

১-চাঁদ দেখার বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٨٧٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ لَيْلَةً فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلٰثِيْنَ - متفق عليه

১৮৭২। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখবে না এবং তা না দেখা পর্যন্ত রোযা শেষ করবে না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় তোমরা যদি চাঁদ না দেখো তাহলে (শাবান) মাস তিরিশ দিন পূর্ণ করো (অর্থাৎ এ মাসকে ত্রিশ দিন হিসেবে গণ্য করো)। অপর বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাস উনত্রিশ রাতেও হয়। তাই চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখবে না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে (চাঁদ দেখা না যায়) তাহলে মাসের তিরিশ দিন পূর্ণ করো।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ না দেখবে অথবা নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর মাধ্যমে চাঁদ দেখা যাওয়া প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রোযা রাখবেও না আর ছাড়বেও না।

١٨٧٣- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ - متفق عليه

১৮৭৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রোযা রাখো চাঁদ দেখে এবং রোযা ছাড়ো চাঁদ দেখে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।
–বুখারী, মুসলিম

١٨٧٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لاَنَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ

الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَعَقَدَ الْاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ ثُمَّ قَالَ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِىْ تَمَامَ الثَّلٰثِيْنَ يَعْنِىْ مَرَّةً تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلٰثِيْنَ ـ متفق عليه

১৮৭৪। হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমরা উম্মি জাতি। হিসাব-কিতাব জানি না, কোনো মাস কতো, কতো, কতো (অর্থাৎ কোনো মাস এভাবে বা এভাবে এভাবে হয়।) তিনি তৃতীয় বারে মাধ্যমা বন্ধ করলেন। তারপর বললেন, মাস এতো দিনে, এতো দিনে, এবং এতো দিনে অর্থাৎ পুরা ত্রিশ দিনে হয়। অর্থাৎ কখনো মাস উনত্রিশ দিনে হয় আবার কখনো ত্রিশ দিনে হয়।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম এভাবে শব্দটি তিনবার বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু' হাতের আঙুলগুলো দু' বার বন্ধ করলেন। তারপর আবার খুললেন। তৃতীয়বার তিনি হাতের আঙুলগুলো বন্ধ করে আবার নয়টি আঙুল খুলে দিলেন কিন্তু মধ্যমা বন্ধ করে রাখলেন। যার অর্থ হলো, কখনো মাসে একদিন কম হয় অর্থাৎ মাস উনত্রিশ দিনে হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার বললেন, মাস এতো, এতো এবং এতো। এবার তিনি ত্রিশ দিনে সংখ্যা বলার জন্য আগের বারের মতো তৃতীয়বার মধ্যমা আঙুলটি বন্ধ করলেন না। অর্থাৎ মাস পুরা ত্রিশ দিনে হয়। একথা বলার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হলো, মাস কখনো উনত্রিশ দিনে হয়। আবার কখনো ত্রিশ দিনে হয়। অতএব চাঁদ দেখে রোযা রাখতে হবে। আবার চাঁদ দেখে রোযা ছাড়তে হবে। এতে কোন মাসে রোযা উনত্রিশটি হবে। আবার কোনো মাসে ত্রিশটি হবে।

এ কারণে একই বছর পৃথিবীর এক এক দেশে মাসের মধ্যে দিনের তারতম্য হয়ে যায়। যেহেতু এক দেশ হতে আর এক দেশের দূরত্বের ব্যবধানে সময়েরও যথেষ্ট ব্যবধান হয়ে যায়। তাই চাঁদ বা সূর্য উঠতেও সময়ের ব্যবধান হতে বাধ্য। এজন্য একই বছর কোনো দেশে রমযান মাস ত্রিশ দিনে হতে পারে। কোন দেশে আবার হতে পারে উনত্রিশ দিনে। এ একই কারণে পৃথিবীর মুসলমানরা দিনে পাঁচ বেলা নামাযও এক এক দেশে এক এক ওয়াক্তে আদায় করেন। কারণ মূল হিসাব চাঁদ আর সূর্যের উদয়-অস্তের সাথে সম্পর্কিত। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমেরিকায় যে সময় সন্ধা হয়, বাংলাদেশে সে সময় ভোর হয়। অর্থাৎ আমেরিকায় যখন ফজরের নামাযের ওয়াক্ত তখন বাংলাদেশে মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত। গোটা মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র খানায়ে কা'বায় প্রতি ওয়াক্তের নামায অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে। জাপান, চীন অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর ৬/৭ ঘণ্টা পরে খানায়ে কা'বায় নামাযের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়।

এ থেকে অনায়াসে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহর বাণী, 'চাঁদ দেখে রোযা রাখবে, চাঁদ দেখে রোযা ছাড়বে' কতো বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিগ্রাহ্য এবং মানুষের জন্য কতো সুবিধাজনক। আমাদের এ দেশে, অন্যান্য দেশেও আছে কিনা জানি না, যারা সৌদী আরব বা অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশের চাঁদ দেখার সাথে তাল মিলিয়ে রোযা রাখে বা ঈদ করে তারা কতো ভুলে আছে তা এ হাদীস থেকে অনুমেয়। রোযা বা ঈদের ব্যাপারে তারা যদি সৌদী আরব বা অন্য কোনো দেশের চাঁদ দেখার সাথে যুক্তি দেখায়, তাহলে এ একই যুক্তিতে

তারা নামাযও সৌদী আরবের সাথে মিলিয়ে পড়ুক। এবার দেখি তাদের নামাযের সময় বাংলাদেশের বা পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর মুসলমানদের নামাযের সাথে এক সময়ে হয় কিনা।

কাজেই আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের প্রাকৃতিক বিধানের মধ্য অনর্থক কারো নাক গলানো উচিত নয়। আল্লাহর এ বিধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝেছেন ততটুকু দুনিয়ার আর কোনো মানুষ বুঝবে না। তাই সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সঃ বিশ্বের মুসলমানদের নামায রোযার ব্যাপারটি চাঁদ ও সূর্য দেখার সাথে সম্পর্কিত করে কিয়ামত পর্যন্ত এর সমাধান করে দিয়েছেন। আল্লাহর প্রাকৃতিক রাজ্যের রহস্য বুঝা মানুষের জন্য দুঃসাধ্য।

কাজেই গোটা বিশ্বের 'ঈদ ও নামায' ইউনিফরম একই টাইমে আদায় করার প্রস্তাব অবাস্তব অবৈজ্ঞানিক অপ্রাকৃতিক ও বালক সুলভ কথা। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের মধ্যেই সব সমাধান নিহিত।

١٨٧٥۔ وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرَا عِيْدٍ لاَيَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ ۔ متفق عليه

১৮৭৫। হযরত আবু বাক্‌রা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈদের দু মাস, রমযান ও জিলহজ্জ কম হয় না।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, একই বছর রমযান ও জিলহজ্জ এ উভয় মাস ঊনত্রিশ দিন করে হয় না। এক মাস ঊনত্রিশ দিনে হলে অপরটি ত্রিশ দিনে হবে। আর এ একদিন কম হবার কারণে কোনো মাসেরই মর্যাদা ও ফযিলত কমে না।

রমযান মাস আসার এক দুই দিন আগে রোযা রাখা নিষেধ

١٨٧٦۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ الاَّ اَنْ يَّكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ ۔ متفق عليه

১৮৭৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ রমযান মাস আসার এক কি দুইদিন আগে থেকে যেনো রোযা না রাখে। তবে যে ব্যক্তি রোযা রাখতে অভ্যস্ত সে ওই সব দিনে রোযা রাখতে পারে।–বুখারী, মুসলিম

١٨٧٧۔ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُوْمُوْا-رواه ابو داؤد والترمذى وابن ماجة والدارمى

১৮৭৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শাবান মাসের অর্ধেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে তোমরা রোযা রাখবে না।–আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারিমি।

١٨٧٨- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْصُوْا هِلاَلَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ - رواه الترمذى

১৮৭৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযান মাসের (সঠিক হিসাব ও স্মরণের জন্য) শাবান মাসের (চাঁদ উদয়ের ও পরের দিনগুলোর) হিসাব রেখো।–তিরমিযী

١٨٧٩- وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ - رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة

১৮৭৯। হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাবান ও রমযান ছাড়া একাধারে রোযা রাখতে দেখিনি।–আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ শাবান ও রমযান মাসে এক সাথে একাধারে রোযা রাখতে দেখেছি।

١٨٨٠- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ - رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى

১৮৮০। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি 'ইয়াওমুশ শাক-এ' (অর্থাৎ সন্দেহের দিন) রোযা রাখে সে আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নাফরমানী করলো।–আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারিমী।

ব্যাখ্যা ঃ শাবান মাসের ত্রিশতম রাত অর্থাৎ উনত্রিশ তারিখে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কারণে চাঁদ দেখা যায়নি। এক ব্যক্তি চাঁদ দেখার সাক্ষ দিলো, কিন্তু তার সাক্ষ গ্রহণ করা হয়নি। এভাবে দু'জন ফাসেক লোক চাঁদ দেখার সাক্ষ প্রদান করলো। কিন্তু তাদের সাক্ষও গ্রহণ করা হয়নি। পরদিনের ভোর বেলা অর্থাৎ ত্রিশ তারিখই হলো ইয়াওমুশ শাক। এ দিনের ব্যাপারে সম্ভাবনা থাকে যে রমযান শুরু হয়েও যেতে পারে। আবার নাও হতে পারে। তাই এ দিনকে ইয়াওমুশ শাক বা সন্দেহের দিন বলা হয়।

চাঁদ দেখার সাক্ষ

١٨٨١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ رَأَيْتُ الْهِلاَلَ يَعْنِىْ هِلاَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلاَلُ اَذِّنْ فِى النَّاسِ اَنْ يَّصُوْمُوْا غَدًا - رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى

১৮৮১। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য আরব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো এবং বললো, আমি চাঁদ দেখেছি অর্থাৎ, রমযানের চাঁদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি কি সাক্ষ দিচ্ছো যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সে বললো, জি, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি সাক্ষ দিচ্ছো যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ? সে বললো, জি, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বেলাল লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, আগামী কাল যেনো রোযা রাখে।–আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারিমী।

ব্যাখ্যা ঃ অপরিচিত লোক যার ফাসেক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কোনো কিছু জানা নেই ; তার সাক্ষও গ্রহণযোগ্য। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অপরিচিত লোকের সাক্ষ অনুযায়ী রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

١٨٨٢۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَ النَّاسُ الْهِلاَلَ فَاَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ رَاَيْتُهُ فَصَامَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ۔ رواه ابو داؤد والدارمى

১৮৮২। হযরত ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) চাঁদ দেখার জন্য লোকেরা একত্রিত হলো। (এ সময়) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখলেন এবং লোকদেরকেও রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন।–আবু দাউদ, নাসাঈ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ সাঃ শা'বান মাসে বড় সতর্ক থাকতেন

١٨٨٣۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَالاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ ۔ رواه ابو داؤد

১৮৮৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে যেরূপ সতর্ক অবস্থায় কাটাতেন অন্য মাসে এতো সতর্কতা অবলম্বন করতেন না। তারপর তিনি রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখতেন। (শাবানের উনত্রিশ তারিখে) আকাশ মেঘলা থাকলে (চাঁদ দেখার প্রমাণ না পেলে) তিনি ত্রিশ দিন পুরা করার পর রোযা রাখা শুরু করতেন।–আবু দাউদ

١٨٨٤۔ وَعَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ تَرَاَيْنَا الْهِلاَلَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَلَقِيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ

فَقُلْنَا اِنَّا رَأَيْنَا الْهِلاَلَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلْثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ اَىَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوْهُ قُلْنَا لَيْلَةً كذا وكَذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَدَّه لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوْهُ وَفِى رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ اَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَاَرْسَلْنَا رَجُلاً اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ أُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ـ رواه مسلم ـ

১৮৮৪। হযরত আবুল বাখ্‌তারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমরা 'ওমরা' করার জন্য (কূফা হতে) বের হলাম। লোকেরা বাতনে নাখলা নামক (মক্কা আর তায়েফের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম) স্থানে পৌঁছার পর চাঁদ দেখার জন্য এক জায়গায় একত্রিত হলো। (চাঁদ দেখার পর) কিছু লোক বললো, এই চাঁদ তৃতীয় রাতের (তৃতীয়ার), অন্য কিছু লোক বললো, এ চাঁদ দু' রাতের (দ্বিতীয়ার) চাঁদ। এরপর আমরা ইবনে আব্বাসের সাক্ষাত পেলাম। আমরা তাঁকে বললাম, আমরা চাঁদ দেখেছি। আমাদের কেউ কেউ বলেন, এ চাঁদ তৃতীয়ার চাঁদ। আবার কেউ বলেন, দ্বিতীয়ার চাঁদ। (একথা শুনে) হযরত ইবনে আব্বাস জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন রাতে চাঁদ দেখেছো ? আমরা বললাম, অমুক অমুক রাতে। তখন ইবনে আব্বাস রাঃ বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের সময়কে চাঁদ দেখার উপর নির্দিষ্ট করেছেন। অতএব এ চাঁদ সেই রাতের যে রাতে তোমরা দেখেছো।

এ বর্ণনাকারী হতেই অন্য একটি বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমরা 'যাতে ইরক' নামক স্থানে (বাতনে নাখলার কাছাকাছি একটি স্থান) রমযানের চাঁদ দেখলাম। অতএব আমরা হযরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করার জন্য একজন লোক পাঠালাম। তখন হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা চাঁদ দেখাকে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যদি তোমাদের উপর আকাশ মেঘলা থাকে, তাহলে গণনা পূর্ণ করো অর্থাৎ (শাবান মাসের সময় ত্রিশ দিন পূর্ণ করো)।–মুসলিম

❐

٢ - بَابُ فِىْ مَسَائِلِ مُتَفَرِّقَةٌ مِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ

২-রোযার বিভিন্ন মাসআলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাহরী খাবার হুকুম

١٨٨٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً -

متفق عليه

১৮৮৫। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা 'সাহরী' খাবে। সাহরী খাওয়াতে বরকত আছে।
–বুখারী, মুসলিম

١٨٨٦- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ - رواه مسلم

১৮৮৬। হযরত ওমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবদের (ইহুদী ও খৃষ্টান) রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরীর।–মুসলিম

١٨٨٧- وَعَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَاعَجَّلُوا الْفِطْرَ -

متفق عليه

১৮৮৭। হযরত সাহ্‌ল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত মানুষ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, তারা ভালো থাকবে।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আহলে কিতাবরা ইফতার করতেও দেরী করতো।

١٨٨٨- وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ - متفق عليه

১৮৮৮। হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ও দিক থেকে রাত (পূর্বদিক হতে রাতের কালো রেখা) নেমে আসে, আর এদিক থেকে (পশ্চিম) দিন চলে যাবে এবং সূর্য ডুবে যাবে, তখনই রোযাদার ইফতার করে।–বুখারী, মুসলিম

সাওমে বেসাল বা একাধারে রোযা রাখা

١٨٨٩۔ وَعَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ نَهٰی رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوَصَالِ فِی الصَّوْمِ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ اِنَّكَ تُوَاصِلُ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَیُّكُمْ مِثْلِیْ اِنِّیْ اَبِیْتُ یُطْعِمُنِیْ رَبِّیْ وَیَسْقِیْنِیْ ۔ متفق علیه

১৮৮৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বেসাল (অর্থাৎ একাধারে রোযা রাখতে) নিষেধ করেছেন। তখন তাঁকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো একাধারে রোযা রাখেন। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, তোমরা আমার মতো ? আমি তো এভাবে রাত কাটাই যে, আমার রব আমাকে খাওয়ান ও আমাকে পরিতৃপ্ত করেন।–বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٨٩٠۔ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ یُجْمِعِ الصِّیَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِیَامَ لَهٗ ۔ رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی والدارمی وَقَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَقَفَهٗ عَلٰی حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزُّبَیْدِیُّ وَابْنُ عُیَیْنَةَ وَیُوْنُسُ الْاَیْلِیُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِیِّ ۔

১৮৯০। হযরত হাফ্সা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের আগে রোযার নিয়ত করবে না তার রোযা (পরিপূর্ণ) হবে না। তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারিমী। ইমাম আবু দাউদ বলেন, মা'মার যুবাইদী, ইবনে ওআইনা এবং ইউনুস আইলী সহ সকলে এ বর্ণনাটিকে ইমাম যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন এবং এ বর্ণনাটি হযরত হাফসার কথা বলে বলেছেন)।

١٨٠١۔ وَعَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِنَاءُ فِیْ یَدِهٖ فَلاَ یَضَعْهُ حَتّٰی یَقْضِیَ حَاجَتَهٗ مِنْهُ ۔ رواه ابو داؤد

১৮৯১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (সাহরীর খাবারের সময়) তোমাদের কেউ ফজরের আযানের ধ্বনী শুনলে, সে যেনো হাতের প্লেট রেখে না দেয়। বরং নিজের প্রয়োজন সেরে নেবে।–আবু দাউদ

١٨٩٢۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَحَبُّ عِبَادِیْ اِلَیَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا ۔ رواه الترمذی

১৮৯২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার সে বান্দা আমার কাছে বেশী প্রিয় যে (সময় হয়ে যাবার সাথে সাথে) ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করে।–তিরমিযী

١٨٩٣- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ فَاِنَّهٗ بَرَكَةٌ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى مَاءٍ فَاِنَّهٗ طَهُوْرٌ - رواه احمد والترمذى وابو داؤد وابن ماجاة والدارمى وَلَمْ يَذْكُرْ فَاِنَّهٗ بَرَكَةٌ غَيْرُ التِّرْمِذِىْ فِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى

১৮৯৩। হযরত সালমান ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ইফতার করবে সে যেনো খেজুর দিয়ে ইফতার (শুরু) করে। কারণ খেজুর বরকতময়। যদি কেউ খেজুর না পায়, সে যেনো পানি দিয়ে ইফতার তরে। কেননা পানি পবিত্র জিনিস। তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারিমী। 'ফাইন্নাহু বরাকাতুন' ইমাম তিরমিযী ছাড়া আর কেউ উল্লেখ করেননি।

রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর ইফতার

١٨٩٤- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّىَ عَلٰى رُطَبَاتٍ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ - رواه الترمذى وابو داؤد وَقَالَ الترمذى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ -

১৮৯৪। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরিবের) নামাযের আগে কিছু তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না পেতেন, শুকনা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি শুকনা খেজুরও না পেতেন, কয়েক চুমুক পানি পান করে নিতেন।–তিরমিযী, আবু দাউদ। আর তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

ইফতারকারী রোযাদারের সমান সওয়াব পায়

١٨٩٥- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا اَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ - رواه البيهقى فى شعب الايمان وَمُحْىُ السُّنَّةِ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ صَحِيْحٌ -

১৮৯৫। হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করাবে অথবা কোনো গাযীর আসবাব পত্র ঠিক করে দেবে সে তাদের (রোযাদার ও গাযীর) সম

পরিমাণ সওয়াব পাবে।–বায়হাকী শুয়াবুল ঈমানে আর মহীউস্ সুন্নাহ শরহে সুন্নায় এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি সহীহ।

١٨٩٦ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ رواه ابو داؤد

১৮৯৬। হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার করার সময় বলতেন, পিপাসা চলে গেছে, (শরীরের) রগগুলো সতেজ হয়েছে। আল্লাহ চাহেত সওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।–আবু দাউদ

ইফতারের দোয়া

١٨٩٧ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ـ رواه ابو داؤد مسرلا

১৮৯৭। হযরত মুয়ায ইবনে যোহ্রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার করার সময় বলতেন, "আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু, ওয়া আলা রিযকিকা আফতারতু" (অর্থাৎ হে আল্লাহ তোমার জন্য রোযা রেখে, তোমার (দান) রিযিক দিয়ে ইফতার করছি।–আবু দাউদ, হাদীসটি মুরসাল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٨٩٨ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لاَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ ـ رواه ابو داؤد وابن ماجة

১৮৯৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দীন সব সময় বিজয়ী থাকবে, যতোদিন পর্যন্ত মানুষ ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কারণ ইহুদী ও খৃস্টানরা ইফতার করতে বিলম্ব করে।
–আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

١٨٩٩ـ وَعَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلٰوةَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلٰوةَ قَالَتْ اَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلٰوةَ قُلْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ هٰكَذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ مُوْسٰى ـ رواه مسلم

১৮৯৯। হযরত আবু আতিয়াহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক উভয়ে (একদিন) হযরত আয়েশার কাছে গেলাম ও আরয করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'জন সাথী আছেন। তাদের একজন

তাড়াতাড়ি ইফতার করেন, তাড়াতাড়ি নামায আদায় করেন, আর দ্বিতীয়জন দেরীতে ইফতার করেন ও দেরী করে নামায আদায় করেন। হযরত আয়েশা রাঃ জিজ্ঞেস করলেন তাড়াতাড়ি করে ইফতার করেন ও নামায পড়েন কে ? আমরা বললাম, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। হযরত আয়েশা রাঃ বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করতেন। আর অপর ব্যক্তি যিনি ইফতার করতে ও নামায পড়তে দেরী করতেন, তিনি ছিলেন হযরত আবু মূসা।–মুসলিম

١٩٠٠۔ وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى السَّحُوْرِ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ ۔ رواه ابو داؤد والنسائى

১৯০০। হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) আমাকে রমযানের সাহরী খাবার জন্য ডাকলেন এবং বললেন, বরকতপূর্ণ খাবার খেতে এসো।–আবু দাউদ ও নাসাঈ

١٩٠١۔ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمَرُ ۔ رواه ابو داؤد

১৯০১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিনের জন্য সাহরীর উত্তম খাবার হলো খেজুর।
–আবু দাউদ

٣۔ باب تنزية الصوم

৩-রোযা পবিত্র করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٩٠٢۔ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ ۔ رواه البخارى

১৯০২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (রোযাদার অবস্থায়) মিথ্যা কথা বলা ও এর উপর আমল করা পরিত্যাগ না করে, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ ঈমান আনার পর আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে শারীরিক ইবাদাতের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করার ব্যবস্থা করেছেন। নামাযের পর রোযাই হলো মানুষকে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত বা প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকদের উপর সমাজ পরিচালনার কোনো দায়িত্ব এলে তারা কখনো নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যা বলতে পারবে না। কাউকে ধোঁকা দিয়ে নিজে লাভবান হতে

পারবে না, বাজেকথা বলে পরিবেশ নষ্ট করবে না। এ কারণে আল্লাহর রাসূল সঃ এ হাদীসে বলে দিয়েছেন, রোযা রেখে যদি মিথ্যাচার, চালবাজী, ধোঁকা ইত্যাদির মতো খারাপ কাজগুলো ত্যাগ না কর তাহলে এ শুধু শুধু পানাহর ত্যাগ করার মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। তাই শুধু শুধু এ পানাহার ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন আল্লাহর নেই। রোযার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাই মানুষের মধ্যে নৈতিকতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে হবে। এসব ইবাদাতের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পেয়ে সাহাবীগণ দুনিয়ায় সাড়া জাগানো চরিত্রের অধিকারী হয়ে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তাদের নৈতিকতা দেখে দলে দলে অমুসলিমগণ ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

١٩٠٣۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرْبِهِ ۔ متفق عليه

১৯০৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখে (নিজের স্ত্রীদেরকে) চুমু খেতেন এবং (তাদের) নিজের শরীরের সাথে মিশিয়ে ধরতেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে প্রয়োজনে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ ছিলেন।–বুখারী, মুসলিম

অপবিত্র অবস্থায় রোযার নিয়ত করা

١٩٠٤۔ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِيْ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ ۔ متفق عليه

১৯০৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতেই এ হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে ভোর পর্যন্ত অপবিত্র অবস্থায় থাকতেন। এ অপবিত্রতা স্বপ্নদোষের কারণে নয়। এরপর তিনি গোসল করতেন ও রোযা রাখতেন।
–বুখারী, মুসলিম

١٩٠٥۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ۔ متفق عليه

১৯০৫। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রাম অবস্থায় শিঙা লাগিয়েছেন। ঠিক এভাবে তিনি রোযা থাকা অবস্থায় শিঙা লাগিয়েছেন।–বুখারী, মুসলিম

١٩٠٦۔ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ ۔ متفق عليه

১৯০৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়ে বা পান করে

ফেলে, সে যেনো রোযা পূর্ণ করে। কেননা এ খাওয়ানো ও পান করানো আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে।–বুখারী, মুসলিম

١٩٠٧- وَعَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ مَالَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِيْ وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ هَلْ تَجِدُ اِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ اجْلِسْ وَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ قَالَ اَنَا قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعَلَى اَفْقَرَ مِنِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِيْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ - متفق عليه

১৯০৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসেছিলাম। হঠাৎ করে এক ব্যক্তি (সালমাহ বিন ফখরুল আনসারী আল বিয়াযী) তাঁর কাছে হাযির হলো ও বলতে লাগলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি ! তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে ? সে ব্যক্তি বললো, আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে বসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি কোনো গোলাম আছে যাকে তুমি মুক্ত করে দিতে পারো ? লোকটি বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি একাধারে দু' মাস রোযা রাখতে পারবে ? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে ? সে বললো, না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বসো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এখানে কিছুক্ষণ অবস্থান গ্রহণ করলেন। ঠিক এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি 'আরাক' আসলো। এতে ছিলো খেজুর। 'আরাক' একটি বড় ভাণ্ড বা গাইটকে বলা হয় (যা খেজুরের পাতা দিয়ে তৈরী করা হয়। এতে ষাট থেকে আশি সের পর্যন্ত খেজুর ধরে)। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রশ্নকারী কোথায় ? লোকটি বললো, আমি। তিনি বললেন, এটি নিয়ে নাও। এগুলো সাদকা করে দাও। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি এগুলো আমার চেয়েও গরীবকে দান করবো ? আল্লাহর কসম, মদীনার উভয় প্রান্তে এমন কোন পরিবার নেই, যারা আমার পরিবারের চেয়ে বেশী অভাবী। আর মদীনার উভয় প্রান্ত বলতে সে দুটি পাহাড়কে বুঝিয়েছে। (তার কথা শুনে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন। এমন কি তাঁর সামনের পাটীর দাঁতগুলো দেখা গেলো। তারপর তিনি বললেন, আচ্ছা এ খেজুরগুলো তোমার পরিবার পরিজনকে খাওয়াও।–বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٩٠٨ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمَصُّ لِسَانَهَا ـ
رواه ابو داؤد

১৯০৮। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রোযা অবস্থায় চুমু খেতেন। তাঁর মুখ তার ঠোঁট স্পর্শ করতো।–আবু দাউদ

١٩٠٩ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهٗ وَاَتَاهُ اٰخَرُ فَسَاَلَهٗ فَنَهَاهُ فَاِذَا الَّذِىْ رُخِّصَ لَهٗ شَيْخٌ وَاِذَا الَّذِىْ نَهَاهُ شَابٌّ ـ
رواه ابو داؤد

১৯০৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা করার অনুমতি দিলেন। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। এ ব্যক্তিকে তিনি তা করতে নিষেধ করে দিলেন। যাকে তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন সে ছিলো বুড়ো লোক। আর যাকে নিষেধ করেছিলেন সে ছিলো যুবক।–আবু দাউদ

١٩١٠ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ ـ رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة والدارمى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهٗ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِى الْبُخَارِيَّ لاَاُرَاهُ مَحْفُوْظًا ـ

১৯১০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির রোযা অবস্থায় (অনিচ্ছায়) বমী হবে তার রোযা কাযা করতে হবে না। আর যে ব্যক্তি গলার ভিতর আঙুল বা অন্য কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে ইচ্ছাকৃত বমী করবে তাকে তার রোযার কাযা আদায় করতে হবে। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারামী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কারণ ঈসা ইবনে ইউনুস ছাড়া এ হাদীসটি আর কারো বর্ণনায় আসেনি। ইমাম বুখারীও এ হাদীসটিকে মাহফুজা মনে করেন না। অর্থাৎ হাদীসটি মুনকার।)

١٩١١ـ وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ اَنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاءَ فَاَفْطَرَ قَالَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاءَ فَاَفْطَرَ قَالَ صَدَقَ وَاَنَا صَبَبْتُ لَهٗ وَضُوْءَهٗ ـ رواه ابو داؤد والترمذى والدارمى

১৯১১। হযরত মা'দান ইবনে তালহা রাঃ হতে বর্ণিত। হযরত আবু দারদা তাকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রোযা অবস্থায়) বমি করেছেন। এরপর তিনি রোযা ভেঙে ফেলেছেন। হযরত মা'দান বলেন, এরপর আমি (দামেশকের মসজিদে) হযরত সাওবানের সাথে মিলিত হই। তাকে আমি বলি যে, হযরত আবুদ দারদা আমাকে এ হাদীসটি শুনিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) বমি করেছেন। এরপর তিনি রোযা ভেঙে ফেলেছেন। হযরত সাওবান (একথা শুনে) বললেন, আবুদ দারদা একেবারেই সত্য কথা বলেছেন। আর সে সময় আমিই তাঁর জন্য ওযু করার পানির ব্যবস্থা করেছিলাম।

–আবু দাউদ, তিরমিযী, দারিমী।

١٩١٢- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لاَ اُحْصِيْ يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ- رواه الترمذى وابو داؤد

১৯১২। হযরত আমের ইবনে রাবীয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযা অবস্থায় এতেবার মিসওয়াক করতে দেখেছি, যা আমি হিসাব করতে পারি না।–তিরমিযী, আবু দাউদ।

١٩١٣- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اشْتَكَيْتُ عَيْنَيَّ اَفَاَكْتَحِلُ وَاَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ- رواه الترمذى وَقَالَ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَاَبُوْ عَاتِكَةَ الرَّاوِيْ يُضَعَّفُ

১৯১৩। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, আমার চোখে অসুখ। এ কারণে আমি কি রোযা অবস্থায় চোখে সুরমা লাগাতে পারি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।–(তিরমিযী) তিনি বলেছেন, এ হাদীসের সনদ মযবুত নয়। আর এক বর্ণনাকারী আবু আতেকাকে দুর্বল মনে করা হয়।

١٩١٤- وَعَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِّنَ الْعَطَشِ اَوْ مِنَ الْحَرِّ- رواه مالك وابو داؤد

১৯১৪। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু সাহাবী হতে বর্ণিত। একজন সাহাবী বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (মক্কা মদীনার মাঝখানে একটি জায়গার নাম) আরাজে রোযা অবস্থায় পিপাসা দমনের জন্য অথবা গরম কমানোর জন্য মাথায় পানি ঢালতে দেখেছি।-মালেক ও আবু দাউদ

١٩١٥- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى رَجُلاً بِالْبَقِيْعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِيْ لِثَمَانِيْ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ- رواه ابو داؤد وابن ماجة والدرامى قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحْيُ السُّنَّةِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَتَاَوَّلَهُ بَعْضُ مَنْ

رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ اَىْ تَعَرُّضًا لِلاِفْطَارِ الْمَحْجُوْمُ لِلضُّعْفِ وَالْحَاجِمُ لاَنَّهُ لاَيَاْمَنُ مِنْ اَنْ يَّصِلَ شَيْءٌ اِلٰى جَوْفِهِ بِمَصِّ الْمَلاَزِمِ -

১৯১৫। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসের আঠারো তারিখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনার কবরস্থান) জান্নাতুল বাকী'তে এমন এক লোকের কাছে আসলেন, যে শিঙা লাগাচ্ছিলো। এ সময় তিনি আমার হাত ধরেছিলেন। তিনি বললেন, যে শিঙা লাগায় ও যে শিঙা দেয় উভয়েই নিজেদের রোযা ভেঙে ফেলেছে।–আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী।

١٩١٦- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِّنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَّلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَاِنْ صَامَهُ - رواه احمد والترمذى وابو داؤد وابن ماجة وَالْبُخَارِىُّ فِىْ تَرْجَمَةِ بَابٍ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِى الْبُخَارِىَّ يَقُوْلُ اَبُو الْمُطَوِّسِ الرَّاوِىْ لاَاَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ

১৯১৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো শরয়ী কারণ ছাড়া কোনো অসুখ ছাড়া রমযানের কোনোদিন ইচ্ছা করে রোযা না রাখে, তাহলে সারা জীবন রোযা রেখেও তার কাযা আদায় হবে না।–আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারিমী, তারজামাতুল বাব, বুখারী। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি মুহাম্মাদ অর্থাৎ ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, আবুল মোতাওয়িস নামক রাবীকে এ হাদীস ছাড়া অন্য কোনো হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

١٩١٧- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمْ مِّنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلاَّ الظَّمَاُ وَكَمْ مِّنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلاَّ السَّهْرُ - رواه الدارمى -

১৯১৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অনেক রোযাদার ব্যক্তি এমন আছে যারা তাদের রোযা দ্বারা 'ক্ষুধার্ত থাকা ছাড়া' আর কোনো ফল লাভ করতে পারে না। আবার এমন অনেক রোযাদার আছে যারা তাদের রাতে কিয়াম দ্বারা রাত জাগরণ ছাড়া আর কোনো ফল লাভ করতে পারে না।–দারিমী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিঙা, বমি ও স্বপ্নদোষে রোযা ভাঙে না

١٩١٨- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ لاَيُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ

وَالْقَيْءُ وَالْاِحْتِلاَمُ ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الرَّاوِىْ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ ـ

১৯১৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি জিনিস রোযাদারের রোযা ভংগ করে না। শিঙা, বমী ও স্বপ্নদোষ।–তিরমিযী, তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি ত্রুটিমুক্ত নয়। এর একজন বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনে যায়েদকে হাদীস সম্পর্কে দুর্বল হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৯১৯ـ وَعَنْ ثَابِتٍ نِ الْبُنَانِيِّ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ اِلاَّ مِنْ اَجْلِ الضُّعْفِ ـ رواه البخارى

১৯১৯। হযরত সাবিতুল বানানী রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালিককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে রোযাদারকে শিঙা দেয়া মাকরূহ মনে করতেন ? তিনি বলেন, না ; তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ শিঙা দিলে যদি দুর্বল হয়ে যাবার আশংকা না থাকে তাহলে শিঙা লাগানো খারাপ মনে করা হতো না। এ কারণে নয় যে, শিঙা লাগালে রোযা ভেঙে যাবে।

১৯২০ـ وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ ـ

১৯২০। হযরত ইমাম বুখারী হাদীসের তালীক পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে ওমর (প্রথম প্রথম) রোযা অবস্থায় (শরীরে) শিঙা লাগাতেন। কিন্তু পরে তিনি তা বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে রাতের বেলা তিনি শিঙা লাগাতেন।

১৯২১ـ وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ اِنْ مَضْمَضَ ثُمَّ اَفْرَغَ مَا فِىْ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ لاَيَضِيْرُهُ اَنْ يَزْدَرِدَ رِيْقَهُ وَمَا بَقِيَ فِىْ فِيْهِ وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَاِنْ اَزْدَرَدَ رِيْقَ الْعِلْكِ لاَ اَقُوْلُ اِنَّهُ يُفْطِرُ وَلٰكِنْ يُّنْهٰى عَنْهُ ـ رواه البخارى فِىْ تَرجَمَةِ باب

১৯২১। হযরত আতা (তাবেয়ী) রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোযাদার ব্যক্তি কুলী করে মুখ থেকে পানি ফেলে দিলে, এ কাজের দ্বারা রোযার ক্ষতি হয় না। সে মুখের থুথু অথবা যা মুখের ভিতরে বাকী থাকে তা যদি গিলে ফেলে আর রোযাদার মুচতাগী পরিমাণ কোনো কিছু না চিবায়। এমন কি রোযাদার মুচতাগী চিবিয়ে তার থুথু গিলে ফেললেও আমি মনে করি রোযা নষ্ট হবে না। কিন্তু একাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

–বুখারী তরজমাতুল বাব

ব্যাখ্যা ঃ 'আলাক' শব্দের অর্থ মুচতাগী। এটা এক রকমের দাঁতের ঔষধ। আগের লোকেরা দাঁতের মযবুতীর জন্য তা মুখে পুরে রাখতো। এসব মুখের ভিতর না যায় সে দিকে লক্ষ রাখা উত্তম।

٤ـ باب صوم المسافر
৪-মুসাফিরের রোযা
প্রথম পরিচ্ছেদ

١٩٢٢ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو نِ الْاَسْلَمِىَّ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَصُوْمُ فِى السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ ـ متفق عليه

১৯২২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা ইবনে আমর আসলামী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন, আমি কি সফরের সময় রোযা রাখবো ? হামযা খুব বেশী রোযা রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। চাও তো রাখো, না চাও তো না রাখো।−বুখারী, মুসলিম

١٩٢٣ـ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِسِتَّ عَشَرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ اَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ـ رواه مسلم

১৯২৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুদ্ধে রওনা হলাম। সে সময় রমযান মাসের ষোল তারিখ ছিলো। আমাদের কেউ (এ সময়) রোযা রেখেছে, আবার কেউ রাখেনি। রোযাদারগণ বেরোযাদারদেরকে খারাপ জানেনি আবার বেরোযাদারগণও রোযাদারদেরকে খারাপ মনে করেনি।−মুসলিম

বৃদ্ধ ও কষ্ট হলে সফরে রোযা না রাখাই উত্তম

١٩٢٤ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَرَاٰى زِحَامًا وَّرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ ـ متفق عليه

১৯২৪। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক সফরে ছিলেন। এক জায়গায় তিনি কিছু লোকের সমাগম ও এক বক্তিকে দেখলেন। (রোদের তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য) ওই লোকটির উপর ছায়া দিয়ে রাখা হয়েছে। (এ দৃশ্য দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে কি হয়েছে ? লোকেরা বললো, এ ব্যক্তি রোযাদার (দুর্বলতার কারণে ঘুরে পড়ে গেছে।) একথা শুনে তিনি বললেন, সফর অবস্থায় রোযা রাখা নেক কাজ নয়।−বুখারী, মুসলিম

١٩٢٥ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ

فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِيْ يَوْمٍ حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّوَّامُوْنَ وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ فَضَرَبُوْا الْاَبْنِيَةَ وَسَقُوا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ - متفق عليه •

১৯২৫। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা (একবার) নবী করীমের সাথে তাঁর সফর সঙ্গী ছিলাম। আমাদের কেউ রোযাদার ছিলেন। আবার কেউ রোযা রাখেননি। আমরা এক মঞ্জিলে পৌঁছলাম। এ সময় খুব রোদ ছিলো। (রোদের প্রখরতায়) রোযাদার ব্যক্তিগণ (মাটিতে) ঘুরে পড়লো। যারা রোযা ছিলো না, ঠিক রইলো। তারা তাবু বানালো, উটকে পানি পান করালো। (এ দৃশ্য দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বেরোযাদারগণ আজ সওয়াবের ময়দান জিতে নিলো।–বুখারী, মুসলিম

١٩٢٦ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَاَفْطَرَ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدْ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ - متفق عليه وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ شَرِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ -

১৯২৬। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মক্কা বিজয়ের বছর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা হতে মক্কার দিকে রওনা হলেন। (এই সফরে) তিনি রোযা রেখেছেন। তিনি যখন (মক্কা হতে দু' মঞ্জিল দূরে) 'আসফান' (নামক ঐতিহাসিক স্থানে) পৌঁছলেন। পানি চেয়ে আনালেন। এরপর তা হাতে ধরে অনেক উঁচুতে উঠালেন। যাতে লোকেরা পানি দেখতে পায়। এরপর তিনি রোযা ভাঙলেন। এভাবে তিনি মক্কায় এসে পৌঁছলেন। এ সফর হয়েছিলো রমযান মাসে। হযরত ইবনে আব্বাস বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রোযা রেখেছেন, আবার ভেঙেছেন। অতএব যার খুশী রোযা রাখবে (যদি কষ্ট না হয়)। আর যার ইচ্ছা রোয়া না রাখবে। (বুখারী, মুসলিম)। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিরের পর পানি পান করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٩٢٧ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ نِ الْكَعْبِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلٰى - رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة

১৯২৭। হযরত আনাস ইবনে মালেক কা'বী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা মুসাফির থেকে অর্ধেক নামায

কমিয়ে দিয়েছেন। এভাবে মুসাফির, দুগ্ধবতী মা ও গর্ভবতী নারীদের থেকে রোযা মাফ করে দিয়েছেন।—আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ।

١٩٢٨۔ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهٗ حَمُوْلَةٌ تَاْوِىْ اِلٰى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ اَدْرَكَهٗ ۔ رواه ابو داؤد

১৯২৮। হযরত সালামা ইবনে মুহাব্বাক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (সফরের সময়) যে ব্যক্তির কাছে এমন সওয়ারী থাকবে, যা তাকে তার গন্তব্য পর্যন্ত অনায়াসে ও আরামে পৌছে দিতে পারে (অর্থাৎ সফরে কষ্ট না হয়); যে জায়গায়ই রমযান মাস আসুক সে ব্যক্তি যেনো রোযা রাখে।—আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٩٢٩۔ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ اِلٰى مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَّاءٍ فَرَفَعَهٗ حَتّٰى نَظَرَ النَّاسُ اِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيْلَ لَهٗ بَعْدَ ذٰلِكَ اِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ ۔ رواه مسلم

১৯২৯। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে (মদীনা হতে) মদীনা অভিমুখে রওনা হলেন। তিনি (মক্কা মদীনার মধ্যবর্তী স্থান আস্‌ফানের কাছে) কুরাআল গানীম (নামক স্থানে) পৌছা পর্যন্ত রোযা রাখলেন। অন্যান্য লোকেরাও রোযা ছিলেন। (এখানে পৌছার পর) তিনি পেয়ালায় করে পানি চেয়ে আনলেন। পেয়ালাটিকে (হাতে উঠিয়ে এতো) উঁচুতে তুলে ধরলেন যে, মানুষেরা এর দিকে তাকালো। তারপর তিনি পানি পান করলেন। এরপর কিছু লোক আরজ করলো যে, (এখনো) কিছু লোক রোযা রেখেছে (অর্থাৎ রাসূলের অনুসরণে রোযা ভাঙেনি)। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসব লোক পাক্কা গুনাহগার, এসব লোক পাক্কা গুনাহগার।—মুসলিম

١٩٣٠۔ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَائِمُ رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِى الْحَضَرِ ۔ رواه ابن ماجة

১৯৩০। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসের সফরের রোযাদার, নিজের বাসস্থানের বেরোযাদারের মতো।—ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ মুকীম অবস্থায় নিজ বাসস্থানে অবস্থান করে রোযা না রাখা যেমন গুনাহ, তেমনি সফর অবস্থায় রোযা রাখাও গুনাহ।

١٩٣١- وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو نِ الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انِّىْ اَجِدُ بِىْ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ قَالَ هِىَ رُخْصَةٌ مِّنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ اَخَذَبِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ - رواه مسلم

১৯৩১। হযরত হামযা ইবনে আমরুল আসলামী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সফর অবস্থায় আমি রোযা রাখতে সমর্থ। (রোযা রাখা কি না রাখা অবস্থায়) আমার কি কোনো গুনাহ হবে? তিনি বললেন, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ আযযাওয়া জাল্লা তোমাকে অবকাশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ অবকাশ গ্রহণ করবে, সে উত্তম কাজ করবে। আর যে ব্যক্তি রোযা রাখা পসন্দ করবে (সে রোযা রাখবে), তার কোনো গুনাহ হবে না।–মুসলিম

٥- باب القضاء
৫-রোযা কাযা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٩٣٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقْضِىَ الاَّ فِىْ شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ تَعْنِى الشُّغْلَ مِنَ النَّبِيِّ اَوْ بِالنَّبِيِّ ﷺ - متفق عليه

১৯৩২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসের রোযার কাযা আমি শুধু শাবান মাসেই করতে পারি। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে ব্যস্ত থাকায় অথবা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতের ব্যস্ততা হযরত আয়েশাকে (শাবান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে) কাযা রোযা রাখার সুযোগ দিতো না।–বুখারী, মুসলিম

١٩٣٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَحِلُّ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ الاَّ بِاِذْنِهٖ وَلاَ تَاْذَنُ فِىْ بَيْتِهٖ الاَّ بِاِذْنِهٖ - رواه مسلم

১৯৩৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো নারীর তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা ঠিক নয়। ঠিক এভাবে কোনো নারীর জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া অনুচিত।–মুসলিম

١٩٣٤- وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ اَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِىْ الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلٰوةَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ يُصِيْبُنَا ذٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلٰوةِ - رواه مسلم

১৯৩৪। হযরত মুআযাতাল আদাবিয়া রঃ যার কুনিয়াত হলো উম্মুস সুহবা। তাঁর (একজন মর্যাদাবান মহিলা তাবেয়ী) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঋতুমতী মহিলাদের রোযা কাযা করতে হয়, অথচ নামায কাযা করতে হয় না, এটার কারণ কি ? হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কালে আমাদের যখন মাসিক হতো, আমাদের রোযা কাযা করার হুকুম দেয়া হতো। কিন্তু নামায কাযা করার হুকুম দেয়া হতো না।—মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মহিলা তাবেয়ীর মূল প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মা আয়েশা রোযা নামাযের কাযার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের যুক্তিতে তো নামাযের কাযার বিধান থাকা, 'রোযা কাযার' বিধানের চেয়ে সহজ ছিলো।

কিন্তু যেহেতু শরীআত প্রণেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কারণ অবগত করানো ছাড়াই (কারণ তো অবশ্যই আছে, যা সাধারণ মানুষের বোধগম্যের বাইরে) রোযা নামায আদায়ের এ নির্দেশ দিয়েছেন। তখন কারণ উদঘাটনের গবেষণা ছাড়াই 'নস'-এর (কুরআন ও হাদীসের দলীল) উপর আমল করে যেতে হবে প্রশ্নাতীতভাবে। অন্য রকম কোনো যুক্তিবুদ্ধি দেখাবার কোন অবকাশ নেই এসব ক্ষেত্রে। মা আয়েশাও এ দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছেন। কারণ বর্ণনায় তিনি যাননি। রাসূলের নির্দেশ বলে দিয়েছেন।

١٩٣٥۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ۔ متفق عليه

১৯৩৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে অথচ তার উপর রোযা (কাযা করার দায়িত্ব) ছিলো, এ অবস্থায় তার ওয়ারিসগণ রোযা কাযা (এর এ দায়িত্ব পালন) করে দেবে।—বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٩٣٦۔ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ ۔ رواه الترمذى وَقَالَ وَالصَّحِيْحُ اَنَّه مَوْقُوْفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ۔

১৯৩৬। হযরত নাফে' হযরত ইবনে ওমর হতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে অথচ তার উপর রোযা (কাযা করার দায়িত্ব) ছিলো। তাহলে তার তরফ থেকে (তার ওয়ারিসগণকে) প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে

খাবার খাইয়ে দিতে হবে।–(তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটির ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, এটি হযরত ইবনে ওমর পর্যন্ত মওকুফ। এটি তাঁর কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা নয়)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٩٣٧ـ عَنْ مَّالِكٍ بَلَغَهُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْئَلُ هَلْ يَصُوْمُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ اَوْ يُصَلِّى اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ فَقَالَ لاَيَصُوْمُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ وَلاَ يُصَلِّىْ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ ـ رواه فى الموطا

১৯৩৭। হযরত মালেক রহঃ হতে বর্ণিত। তাঁর কাছে পর্যন্ত এ বর্ণনাটি এসে পৌছেছে যে, হযরত ওমর রাঃ-কে জিজ্ঞেস করা হতো যে, কোনো ব্যক্তি কি কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে নামায পড়ে দিতে পারে, কিংবা রোযা রেখে দিতে পারে ? এ প্রশ্নের জবাবে হযরত ওমর বলতেন, কোনো লোক কোনো লোকের পক্ষ থেকে না নামায পড়তে পারে আর না কেউ কারো পক্ষে রোযা রাখতে পারে।–মুয়াত্তা

٦ـ باب صيام التطوع
৬-নফল রোযা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٩٣٨ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَيَصُوْمُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ الاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِىْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِىْ شَعْبَانَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ الاَّ قَلِيْلاً ـ متفق عليه

১৯৩৮। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (নফল) রোযা রাখা শুরু করতেন, আমি বলতাম, আপনি এখন কি রোযা বন্ধ করবেন না। আবার তিনি যখন রোযা রাখা ছেড়ে দিতেন আমি বলতাম, এখন অপনি কি আর রোযা রাখবেন না। রমযান মাস ছাড়া আর কোনো মাসে তাঁকে গোটা মাস রোযা রাখতে আমি দেখিনি। আর শাবান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে তাকে আমি এতো বেশী রোযা রাখতে দেখিনি। আর একটি রেওয়ায়াতের ভাষা হলো হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু দিন ছাড়া শাবানের গোটা মাস রোযা রাখতেন।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ব্যাপারটা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নফল রোযা রাখা শুরু করতেন, একাধারে কয়েকদিন রোযা রাখতেন। সাহাবীদের কাছে মনে হতো

তিনি বুঝি আর রোযা রাখা বন্ধ করবেন না। ঠিক এভাবে আবার যখন রোযা রাখা বন্ধ করতেন, মনে হতো তিনি বুঝি আর রোযা রাখবেন না। মূলকথা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে বেশ কিছু দিন নফল রোযা রাখতেন। আবার একাধারে বেশ কিছুদিন রোযা রাখতেন না।

١٩٣٩۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ اِلاَّ رَمَضَانَ وَلاَ اَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتّٰى يَصُوْمَ مِنْهُ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ ۔ رواه مسلم

১৯৩৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক রঃ (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাঃ-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি গোটা মাস রোযা রাখতেন ? হযরত আয়েশা রাঃ বললেন, আমি জানি না, তিনি রমযান মাস ছাড়া আর অন্য কোনো মাস পুরা রোযা রেখেছেন কিনা ? আর আমি এমন কোনো মাসের কথাও জানি না যে মাসে তিনি মোটেও রোযা রাখেননি। তিনি প্রতি মাসেই কিছু দিন রোযা রাখতেন। এ নিয়মেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলেছেন।–মুসলিম

١٩٤٠۔ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سَاَلَهُ اَوْ سَاَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا اَبَا فُلاَنٍ اَمَا صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ لاَ قَالَ فَاِذَا اَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ ۔

متفق عليه

১৯৪০। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইমরানকে জিজ্ঞেস করেছেন অথবা অন্য কোনো লোককে জিজ্ঞেস করেছেন, আর ইমরান তা শুনছিলো যে, হে অমুক ব্যক্তির পিতা ! তুমি কি শাবান মাসের শেষ দিনগুলোর রোযা রাখো না ? তিনি বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তুমি রমযান মাসের রোযা পালন শেষে (শাবান মাসে) দুটি রোযা রাখবে।–বুখারী, মুসলিম

١٩٤١۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلٰوةُ اللَّيْلِ ۔ رواه مسلم

১৯৪১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযান মাসের রোযার পরে উত্তম রোযা হলো আল্লাহর মাস, 'মহররম মাসের' আশুরার রোযা। আর ফরয নামাযের পরে সবচেয়ে উত্তম নামায হলো রাতের নামায (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায)।–মুসলিম

١٩٤٢۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَحَرّٰى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلٰى غَيْرِهِ اِلاَّ هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِىْ شَهْرَ رَمَضَانَ ۔ متفق عليه

১৯৪২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখার ইচ্ছা করলে আশুরার দিনের রোযা ছাড়া অন্য কোনো দিনের রোযাকে এবং এ মাস (অর্থাৎ) রমযানের মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসের রোযাকে বেশী মর্যাদা দিতে দেখিনি।–বুখারী, মুসলিম

١٩٤٣۔ وَعَنْهُ قَالَ حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَئِنْ بَقِيْتُ اِلٰى قَابِلٍ لَاَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ ۔ رواه مسلم

১৯৪৩। হযরত ইবনে আব্বাস হতেই (এ হাদীসটি) বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন রোযা রেখেছেন; আর সাহাবীদেরকেও এ দিনের রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবীগণ আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ দিন তো ওইদিন, যে দিন ইহুদী ও খৃস্টানদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ (আর যেহেতু ইহুদী-খৃস্টানদের আমরা বিরোধিতা করি তাই আমরা রোযা রেখে তো এ দিনের গুরুত্ব প্রদানের ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা করছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমি আগামী বছর জীবিত থাকি, তাহলে আমি অবশ্য অবশ্যই নয় তারিখেও রোযা রাখবো।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হিজরত করে মদীনায় যাবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদেরকে আশুরার দিন রোযা রাখতে দেখলেন। এ দিনের বৈশিষ্ট কি তিনি তা জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, এ দিন বড় গুরুত্বপূর্ণ দিন। এ দিন মূসা আলাইহিস সালামকে ফিরাউন থেকে আল্লাহ মুক্তি দিয়েছেন। ফিরাউনকে এ দিন নীল নদে তিনি ডুবিয়ে দিয়েছেন। হযরত মূসা আঃ শোকর আদায় করার জন্য এ দিন রোযা রেখেছেন। তাই আমরাও এ দিন রোযা রাখি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আদর্শিকভাবে আমরা তোমাদের চেয়ে হযরত মূসার বেশী কাছের। ওই সময় থেকে তিনি আশুরার রোযা রাখা শুরু করেন। সাহাবীদেরকেও রোযা রাখার হুকুম দেন। তবে নফল হিসেবে ওয়াজিব হিসেবে নয়। ইহুদী জাতি আশুরার একদিন রোযা রাখে। আর মুসলমানরা রাসূলের নির্দেশে আশুরার দিনসহ আগের ও পরের দুই দিন মোট তিন দিন সাধারণত রোযা রাখে। তাই ইহুদীদের আমলের অনুকরণ আর থাকলো না।

١٩٤٤۔ وَعَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيْرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ ۔ متفق عليه

১৯৪৪। হযরত উম্মুল ফযল বিনতে হারেস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আরাফার দিন আমার সামনে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোযা সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করছিলো। কেউ বলছিলো, তিনি আজ রোযা আছেন। আর কেউ বলছিলো, না, তিনি আজ রোযা রাখেননি। (তাদের এ তর্কবিতর্ক দেখে আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক কাপ দুধ পাঠালাম। তিনি তখন আরাফাতের ময়দানে নিজের উটের উপর বসা ছিলেন। তিনি (পেয়ালা হাতে নিয়ে) দুধ পান করে নিলেন।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হযরত উম্মুল ফযল রাঃ হযরত আব্বাস রাঃ-এর স্ত্রী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচী ছিলেন। এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো আরাফার দিন রোযা রাখা মাসনূন পদ্ধতি নয়।

١٩٤٥۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَائِمًا فِى الْعَشْرِ قَطُّ ۔ رواه مسلم

১৯৪৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো 'আশারায়' রোযা রাখতে দেখিনি।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আশারা অর্থ যিলহজ্জ মাসের (হজ্জের মাস) প্রথম দিন থেকে শুরু করে দশ তারিখ পর্যন্ত সময়। এ হাদীস আরাফার দিন রোযা না রাখার প্রমাণ।

١٩٤٦۔ وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ تَصُوْمُ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَاٰى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهٖ فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هٰذَا الْكَلاَمَ حَتّٰى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ مَنْ يَّصُوْمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لاَصَامَ وَلاَ اَفْطَرَ اَوْقَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَّصُوْمُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيْقُ ذٰلِكَ اَحَدٌ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَّيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذٰلِكَ صَوْمُ دَاؤُدَ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَّيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ اَنِّىْ طُوِّقْتُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثٌ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَّرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهٖ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهٗ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهٗ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهٗ ۔ رواه مسلم

১৯৪৬। হযরত আবু কাতাদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কিভাবে রোযা রাখেন ? তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হলেন। হযরত ওমর রাঃ তাঁর রাগ দেখে বলে উঠলেন, "রাদিনা বিল্লাহি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলামে দ্বীনান' ওয়া বিমুহাম্মাদীন নাবিয়্যা। নাউজুবিল্লাহি মিন গাদাবিল্লাহি ওয়া গাদাবে রাসূলিহী (অর্থাৎ আমরা রব হিসাবে আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। দীন হিসাবে ইসলামের উপর সন্তুষ্ট। আর নবী হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সন্তুষ্ট। আমরা আল্লাহর গযব ও আল্লাহর রাসূলের গযব হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।) হযরত ওমর রাঃ এ বাক্যগুলো বার বার আওড়াতে থাকেন। এমন কি এতে

রাসূলের রাগ প্রশমিত হলো। এরপর হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি একাধারে রোযা রাখে তার কি হুকুম ? তিনি বললেন, সে ব্যক্তি না রোযা রেখেছে, আর না সে রোযা ছেড়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, না রোযা রেখেছে আর না রোযা ছাড়া থেকেছে। অর্থাৎ এখানে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রাসূলুল্লাহ কি لَاصَامَ وَلَا اَفْطَرَ বলেছেন, না কি لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ বলেছেন)। তারপর হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, ওই বক্তির ব্যাপারে কি হুকুম, যে দু' দিন তো রোযা রাখে আর একদিন রোযা ছাড়া থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেউ কি এমন শক্তি রাখে ? তারপর হযরত ওমর রাঃ বললেন, ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কি হুকুম, যে একদিন রোযা রাখে আর একদিন রোযা রাখে না ? এবার তিনি বললেন, এটা হলো হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের রোযা। এরপর হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কি নির্দেশ যে একদিন রোযা রাখে আর দু'দিন রোযা রাখে না। তিনি বললেন, আমি এটা পসন্দ করি যে, এতটুকু শক্তি আমার সংগ্রহ হোক। এরপর তিনি বললেন, এক রমযান থেকে আর এক রমযান পর্যন্ত প্রতি মাসের তিনটি রোযা একাধারে রোযা (সাওমে বেসাল) রাখার সমান। আরাফার দিনের রোযার ব্যাপারে আমি আশাকরি আল্লাহ এর আগের ও পরের বছরের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর আশুরার দিনের রোযার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমার প্রত্যাশা, আল্লাহ এর দ্বারা আগের বছরের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ প্রশ্নকারীর প্রশ্নের পদ্ধতি ঠিক হয়নি। তার উচিত ছিলো সে কিভাবে নফল রোযা রাখবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা। তা না করে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোযা রাখার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বসেছিলো। এটা শানে নবুওয়াতের খেলাপ। নবীর ইবাদাতের সাথে তো কারো ইবাদাতের তুলনা হয় না। তার প্রশ্নটা অনেকটা বেআদবীর পর্যায়ে পড়ে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারায় রাগের ছায়া পড়েছিলো। এরপর হযরত ওমরের প্রশ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল রোযার পদ্ধতি বলে বলে প্রকারান্তরে ওই লোকটিরই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন।

١٩٤٧- وَعَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُّ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَيَّ - رواه مسلم

১৯৪৭। হযরত আবু কাতাদাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবারে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এ দিনে আমার উপর (কুরআন) নাযিল করা হয়েছে।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দেননি। বরং তিনি দিনটির মর্যাদা ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। এ দিনে তাঁর জন্ম হয়েছে, এ দিন তার মৃত্যু হয়েছে, এ দিন কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন। কাজেই এ দিন নফল রোযা রাখা যায় বলে জবাব থেকে বুঝা যায়।

١٩٤٨- وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا مِنْ اَيِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِيْ مِنْ اَيِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُوْمُ . رواه مسلم

১৯৪৮। হযরত মুআযাহ আদাবিয়া হতে বর্ণিত। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিনটি করে (নফল রোযা) রাখতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আবার আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোন্ দিনগুলোতে তিনি রোযা রাখতেন ? তিনি বললেন, মাসের বিশেষ কোনো দিনের রোযার প্রতি লক্ষ্যারোপ করতেন না।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো, প্রতি মাসে তিনটি নফল রোযা রাখলেই চলে। মাসের যে কোনো তারিখে হোক। বিশেষ কোনো দিন নির্বাচন করার প্রয়োজন নেই।

١٩٤٩- وَعَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ . رواه مسلم

১৯৪৯। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখবে। এরপর সে শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযাও রাখে তাহলে সে একাধারে রোযা পালনকারীর মতো (গণ্য) হবে।–মুসলিম

নিষিদ্ধ রোযা

١٩٥٠- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ . متفق عليه

১৯৫০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। –বুখারী, মুসলিম

١٩٥١- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاصَوْمَ فِيْ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى . متفق عليه

১৯৫১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই দিন রোযা নেই। একদিন হলো ঈদুল ফিতর আর অপরদিন হলো ঈদুল আযহা।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ঈদ হিসেবে ঈদুল আযহাকে একদিন ধরলেও ঈদুল আযহার সময় যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ থেকে তেরো তারিখ পর্যন্ত এ চারদিনই রোযা রাখা নিষেধ।

١٩٥٢- وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ وَّذِكْرِ اللّٰهِ ـ رواه مسلم

১৯৫২। হযরত নুবাইশাহ হুয্‌লী রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আইয়্যামুত তাশরীক' হলো খাবার দাবার ও পান করার এবং আল্লাহর যিকির করার দিন।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আইয়্যামুত তাশরীক হলো তিন দিন। যিলহজ্জ মাসের এগারো, বারো ও তেরো তারিখ। ঈদুল আযহার দশম দিনও খাবার দাবারের দিন। বরং ওই দিনই তো খাবার দাবারের দিন। এ তিন দিন ওই দিনের অনুসরণকারী।

١٩٥٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَصُوْمُ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ اَنْ يَّصُوْمَ قَبْلَهُ اَوْ يَصُوْمَ بَعْدَهُ ـ متفق عليه

১৯৫৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যেনো জুমআর দিন রোযা না রাখে। হ্যাঁ, জুমআর আগের দিন অথবা জুমআর পরের দিনসহ রোযা রাখতে পারে।
–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ শুধু জুমআর দিনকে নির্দিষ্ট করে একদিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। বরং জুমআর রোযার সাথে বৃহস্পতিবার ও শনিবারও যেনো রোযা রাখে। তাহলে মোট রোযা হলো তিন দিন। আর এখানে নিষেধ অর্থ হারাম নয়। নাহীয়ে মাকরূহ তান্‌যীহ।

١٩٥٤- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِّنْ بَيْنِ اللَّيَالِىْ وَلاَ تَخْتَصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّنْ بَيْنِ الْاَيَّامِ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ فِىْ صَوْمٍ يَّصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ ـ رواه مسلم

১৯৫৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অন্যান্য রাতগুলোর মধ্যে লাইলাতুল জুমআকে (জুমআর রাত) ইবাদাত বন্দেগী করার জন্য নির্দিষ্ট করো না। আর ইয়াওমুল জুমআকেও (জুমআর দিন) অন্যান্য দিনগুলোর মধ্যে রোযার জন্য খাস করে নিও না। তবে তোমাদের কেউ যদি আগে থেকেই রোযা রাখতে অভ্যস্ত হয়, আর এ জুমআ ওর মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে জুমআর দিন রোযা রাখতে অসুবিধা নেই।

ব্যাখ্যা ঃ ইহুদী জাতি শনিবার ও খৃস্টান জাতি রোববারকে সম্মান দেখাতো। এ দিনকে তারা ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু জাতির ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করে মুসলমানদেরকে শুধু জুমআর দিন ইবাদাতের জন্য খাস করে নিতে বারণ করেছেন। তাদের সাথে যেনো মুসলিম উম্মাহর

কোনো সাদৃশ্য (মোশাবাহ) না হয়ে যায়। আল্লাহকে স্মরণ ও তাঁর ইবাদাত সবসময়ই চলবে। কোনো নির্দিষ্ট সময় ইবাদাত করে অন্য সময়ে বল্গাহীন হতে পারবে না, যা তারা করতো।

١٩٥٥ـ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَعَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ـ متفق عليه

১৯৫৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একদিন আল্লাহর পথে (অর্থাৎ জিহাদ ফী সাবীল্লাহর সময় খালেসভাবে আল্লাহর জন্য) রোযা রাখে। আল্লাহ তাআলা তার মুখাবয়বকে (অর্থাৎ তাকে) জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরুত্বে রাখবেন। —বুখারী, মুসলিম

١٩٥٦ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَلَمْ أُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا لاَصَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ـ صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَاقْرَا الْقُرْاٰنَ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ اِنِّىْ أُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ اَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاؤُدَ صِيَامَ يَوْمٍ وَاَفْطَارَ يَوْمٍ وَاقْرَاْ فِىْ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً وَلاَ تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ ـ متفق عليه

১৯৫৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবদুল্লাহ! আমি জানতে পেরেছি, তুমি দিনে রোযা রাখো ও রাত জেগে নামায পড়ো। আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, (এরূপ) করো না। রোযা রাখবে, আবার ছেড়ে দেবে। নামায পড়বে, আবার ঘুমও যাবে। অবশ্য অবশ্যই তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার চোখের উপর তোমার হক আছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে। তোমার মেহমানদেরও তোমার উপর হক আছে। যে সবসময় রোযা রাখে সে (যেনো) রোযা রাখলো না। অবশ্য প্রতি মাসে তিনটি রোযা সবসময়ে রোযা রাখার সমান। অতএব প্রতি মাসে (আইয়ামে বীযে অথবা যে কোনো দিনে তিন দিন রোযা রাখো। এভাবে প্রতি মাসে কুরআন পড়বে। আমি নিবেদন করলাম, আমি তো এর চেয়ে বেশী করার সামর্থ রাখি। তিনি বললেন, তাহলে উত্তম রোযা, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের রাখো। (সে রোযার নিয়ম হলো) একদিন রোযা রাখবে, আর একদিন রোযা ছেড়ে দেবে। আর সাত রাতে একবার কুরআন খতম করবে। এতে আর মাত্রা বাড়াবে না।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ সবসময় রোযা রাখতে ও গোটা রাত নামায পড়তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, মাঝে মাঝে রোযা রাখবে। আবার মাঝে মাঝে রোযা রাখবেও না। রাতে ঘুমও যাবে, আবার উঠে উঠে নামাযও পড়বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন চলার পথে একটা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার ব্যবস্থা শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে। কাজেই শরীরের উপর বেশী কষ্ট আরোপ করো না। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারো। তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে। তাই রাতে ঘুমও যেতে হবে। যাতে চোখ আরাম পায়। তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে। তার সাথে রাত যাপন করো। তোমার উপর তোমার মেহমানদের হক আছে। তাদের সাথে কর্তাবার্তা বলো, খোজ খবর নাও, মেহমানদারী করো, এক সাথে খাওয়া দাওয়া করো। গোটা বিশ্বের শিক্ষক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতো ভারসাম্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল মানব সমাজের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন এ হাদীসে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٩٥٧۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ الْاَثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ ۔

رواه الترمذی والنسائی

১৯৫৭। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারে (নফল) রোযা রাখতেন।–তিরমিযী, নাসাঈ

١٩٥٨۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَاُحِبُّ اَنْ يُّعْرَضَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ ۔ رواه الترمذی

১৯৫৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবারে (আল্লাহর দরবারে বান্দার) আমল পেশ করা হয়। তাই আমি চাই আমার আমল পেশ করার সময় আমি রোযা অবস্থায় থাকি।–তিরমিযী

١٩٥٩۔ وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَصُمْ ثَلٰثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ ۔ رواه الترمذی والنسائی

১৯৫৯। হযরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবু যর! তুমি যখন কোনো মাসে তিন দিন রোযা রাখতে চাও, তাহলে তেরো, চৌদ্দ ও পনর তারিখে রোযা রাখবে।–তিরমিযী ও নাসাঈ

١٩٦٠۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ۔ رواه الترمذی والنسائی وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ

১৯৬০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনো) মাসের প্রথম তিন দিন রোযা রাখতেন। আর খুব কম দিনই তিনি জুমআর দিন রোযা ছাড়তেন (তিরমিযী, নাসাঈ। আর ইমাম আবু দাউদ এ হাদীসটি اِلٰى ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)।

١٩٦١- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْاَحَدَ وَالْاِثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْاٰخِرِ الثُّلٰثَاءَ وَالْاَرْبَعَاءَ وَالْخَمِيْسَ - رواه الترمذى

১৯৬১। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মাসে শনি, রবি, সোমবার দিন আবার কোনো মাসে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার দিন রোযা রাখতেন।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ আগের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন রোযা রাখার কথা বলেছেন। এ হাদীসে বাকী ছয় দিন অর্থাৎ শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার কথা বলেছেন। মোটকথা তিনি সব দিনই রোযা রাখতেন। সবই আল্লাহর সৃষ্ট দিন। তাই কোনো দিনকে কোনো দিনের উপর তিনি বেশী মর্যাদা দেননি।

١٩٦٢- وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنِىْ اَنْ اَصُوْمَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوَّلُهَا الْاِثْنَيْنُ وَالْخَمِيْسُ - رواه ابو داؤد والنسائى

১৯৬২। হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। (আর এই রোযার) শুরু সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার থেকে করতে বলেছেন।

–আবু দাউদ, নাসাঈ

١٩٦٣- وَعَنْ مُسْلِمِ نِ الْقُرَشِيِّ قَالَ سَاَلْتُ اَوْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ اِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ وَكُلَّ اَرْبَعَاءَ وَخَمِيْسٍ فَاِذَا اَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ - رواه ابو داؤد والترمذى

১৯৬৩। হযরত মুসলিম কুরাইশী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবসময়ে রোযা রাখার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছে। তখন তিনি বলেছেন, তোমার উপর তোমার পরিবার পরিজনের হক আছে। রমযান মাসের রোযা রাখো। আর রমযান মাসের সাথের দিনগুলোতে রোযা রাখো। অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের পরের দিন থেকে ছয়টি রোযা রাখো। আর প্রত্যেক বুধ, বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে পারো। যদি তুমি এ দিনগুলো রোযা রাখো তাহলে মনে করবে যে তুমি সব সময়ই রোযা রেখেছো।–আবু দাউদ, তিরমিযী

١٩٦٤- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ - رواه ابو داؤد

১৯৬৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিন আরাফাতের ময়দানে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। –আবু দাউদ

١٩٦٥۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ ۔ رواه احمد وابو داؤد والترمذى وابن ماجة والدارمى

১৯৬৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ তার বোন সাম্মা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা শনিবার দিন একান্ত প্রয়োজন না হলে রোযা রেখো না। (আর ইফতারের সময়) যদি কিছু না পাও তাহলে অন্ততঃ গাছের ছাল অথবা ডালপালা চিবিয়ে হলেও ইফতার করবে।–আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারিমী।

١٩٦٦۔وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۔ رواه الترمذى

১৯৬৬। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার ও জাহান্নামের মধ্যে এমন একটা পরিখা আড় হিসেবে বানিয়ে দেবেন যা আসমান ও যমীনের মধ্যে দূরত্বের সমান হবে।–তিরমিযী

١٩٦٧۔ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ ۔ رواه احمد والترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ فِيْ بَابِ الْأُضْحِيَّةِ ۔

১৯৬৭। হযরত আমের ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠাণ্ডা গনীমত (অর্থাৎ বিনা কায়-ক্লেশে সওয়াব পাওয়া) শীতের দিনে রোযা রাখার মতো।–আহমদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি মুরসাল। কারণ কারো কারো নিকট আমের ইবনে মাসউদ সাহাবী না, বরং তাবেয়ী। আর হযরত আবু হুরাইরার বর্ণনা কুরবানীর অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٩٦٨۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ تَصُوْمُوْنَهُ فَقَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ

عَظِيْمٌ اَنْجَى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهٗ فَصَامَهٗ مُوْسٰى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَحْنُ اَحَقُّ وَاَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَ بِصِيَامِهٖ ـ متفق عليه

১৯৬৮। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় গমন করার পর দেখলেন ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এ দিনটার বৈশিষ্ট কি যে, তোমরা এ দিনে রোযা রাখো ? তারা বললো, এটা একটা গুরুত্ববহ দিন। এদিনে আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। আর ফিরাউন ও তার জাতিকে (নীলনদে) ডুবিয়ে দিয়েছেন। শুকরিয়া হিসাবে এ দিন হযরত মুসা আঃ রোযা রেখেছেন। অতএব তাঁর অনুসরণে আমরাও এ দিন রোযা রাখি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দীনের দিক দিয়ে আমরা তোমাদের চেয়ে হযরত মূসার বেশী নিকটে আর তার তরফ থেকে শুকরিয়া আদায়ের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমরা বেশী হকদার। বস্তুত আশুরার দিন তিনি নিজেও রোযা রেখেছেন অন্যদেরকেও রোযা রাখার হুকুম দিয়েছেন।–বুখারী, মুসলিম

١٩٦٩ـ وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْاَحَدِ اَكْثَرَ مَا يَصُوْمُ مِنَ الْاَيَّامِ وَيَقُوْلُ اِنَّهُمَا يَوْمَا عِيْدٍ لِّلْمُشْرِكِيْنَ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اُخَالِفَهُمْ ـ رواه احمد

১৯৬৯। হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য দিন রোযা রাখার চেয়ে শনি ও রবিবার দিন বেশী রোযা রাখতেন। তিনি বলতেন, এ দু দিন মুশরিকদের ঈদের দিন। তাই আমি ওদের বিপরীত কাজ করতে ভালোবাসি।–আহমাদ

١٩٧٠ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهٗ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَاْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهٗ ـ رواه مسلم

১৯৭০। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম প্রথম আমাদেরকে আশুরার দিন রোযা রাখার হুকুম দিয়েছেন। এর প্রতি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন ; এ দিন আসার সময় আমাদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন। কিন্তু রমযানের রোযা ফরয হবার পর তিনি আর আমাদেরকে এ দিনের রোযা রাখতে না হুকুম দিয়েছেন, না নিষেধ করেছেন। আর এ দিন আসলে আমাদের না কোনো খোঁজ খবর নিয়েছেন।–মুসলিম

١٩٧١- وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ اَرْبَعٌ لَمْ تَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ صِيَامُ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرِ وَثَلْثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ - رواه النسائى

১৯৭১। হযরত হাফসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারটি জিনিস এমন আছে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরক করতেন না। ১. আশুরার রোযা। ২. যিলহজ্জ মাসের প্রথম নয় দিনের রোযা। ৩. প্রতি মাসের তিন দিন রোযা। ৪. আর ফজরের (ফরযের) আগের দু রাকআত (সুন্নাত) নামায।—নাসাঈ

١٩٧٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُفْطِرُ اَيَّامَ الْبَيْضِ فِىْ حَضَرٍ وَّلاَ سَفَرٍ - رواه النسائى

১৯৭২। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আইয়ামে বীযে' সফরে থাকতেন অথবা মুকীম থাকতেন, রোযা ছাড়া থাকতেন না।—নাসাঈ

ব্যাখ্যা ঃ 'আইয়ামে বীয' অর্থ চাঁদনী রাতের দিনগুলো। প্রত্যেক চন্দ্র মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনর তারিখকে আইয়ামে বীয বলা হয়। 'বীয' অর্থই হলো, সাদা, আলোকিত, উজ্জল। এসব রাতের চাঁদ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই আকাশে থাকে। গোটা রাত আলোয় ঝলমল থাকে। এসব দিনের রোযা মানুষকে গুনাহ হতে মুক্ত করে আলোয় ঝলমল করে দেয়।

١٩٧٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ شَىْءٍ زَكٰوةٌ وَزَكٰوةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ - رواه ابن ماجة

১৯৭৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসেরই যাকাত আছে। শরীরের যাকাত হলো রোযা।—ইবনে মাজাহ

١٩٧٤- وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تَصُوْمُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَقَالَ اِنَّ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ يَغْفِرُ اللّٰهُ فِيْهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ اِلاَّ ذَا هَاجِرَيْنِ يَقُوْلُ دَعْهُمَا حَتّٰى يَصْطَلِحَا - رواه احمد وابن ماجة

১৯৭৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তাঁর কাছে আরয করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অধিকাংশ সময়ই সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন। তিনি বললেন, সোম ও বৃহস্পতিবার হলো ওই দিন, যে দিন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানকে মাফ করে দেন। কিন্তু ওদেরকে মাফ করে দেন না যারা সম্পর্কচ্ছেদ করে রাখে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, ওদেরকে ছেড়ে দাও যে

পর্যন্ত তারা পরস্পর সম্পর্ক ঠিক করে নেয় (এরপর তাদেরকে মাফ করে দেয়া হবে)।–আহমাদ ইবনে মাজাহ

١٩٧٥ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ بَعَّدَهُ اللّٰهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَّهُوَ فَرَخٌ حَتّٰى مَاتَ هَرِمًا ـ رواه احمد وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ـ

১৯৭৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় রোযা রাখে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে, ওই উড়তে থাকা কাকের দূরত্বের পরিমাণ দূরে রাখবেন, যে কাক বাচ্চা অবস্থায় উড়তে শুরু করে বৃদ্ধ অবস্থায় মারা যায়।–আহমদ, বায়হাকী, সালমা ইবনে কায়েস হতে শোআবুল ঈমানে এটি বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ কাক দীর্ঘ বয়স পায়। এমন কি হাজার হাজার বছর পর্যন্ত তারা বাঁচে বলে বর্ণিত আছে। তাই নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে রোযা রাখে তাকে জাহান্নাম থেকে কতো দূরে রাখা হবে, তা এ হাদীস থেকে বুঝা যায়। কারণ হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকা কোনো কাক ছোট কাল থেকে শুরু করে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত কতদূর উড়ে যায় তা আল্লাহই ভালো জানেন। হাদীসে কাকের 'ওড়ার' দূরত্বের কথা প্রতীকী হিসাবে উল্লেখ করে খাটি রোযাদারকে জান্নাতে নিবেন, জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবেন—একথার অকাট্যতা বুঝানোই উদ্দেশ্য।

٧ـ باب فى الإفطار من التطوع

৭-নফল রোযার ইফতারের বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٩٧٦ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَانِّيْ اِذًا صَائِمٌ ثُمَّ اَتَانَا يَوْمًا اُخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ اَرِيْنِيْهِ فَلَقَدْ اَصْبَحْتُ صَائِمًا فَاَكَلَ ـ رواه مسلم

১৯৭৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি (খাবার) কিছু আছে ? আমি বললাম, না (কিছুতো নেই)। তিনি বললেন, (কি করা যায়) আমি তো এখন রোযা রেখেছি। তারপর আর একদিন তিনি আমার কাছে আসলেন। (জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি খাবার কিছু আছে ?) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য হাদিয়া হিসেবে 'হায়েস' এসেছে। তিনি বললেন, আনো, আমাকে দেখাও। আমি সকাল থেকে রোযা রেখেছি। তারপর তিনি 'হায়েস' খেয়ে নিলেন।

–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আমি এখন রোযা রেখেছি অর্থাৎ রোযার নিয়ত করেছি। 'হায়েস' এক প্রকার খাবার যা খেজুর ঘি ইত্যাদি দিয়ে বানানো হয়।

١٩٧٧- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ علىٰ اُمِّ سُلَيْمٍ فَاَتَتْهُ بِتَمرٍ وَّسَمْنٍ فَقَالَ اَعِيْدُوْا سَمْنَكُمْ فِيْ سِقَائِهٖ وَتَمرَكُمْ فِيْ وِعَائِهٖ فَاِنِّيْ صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ اِلىٰ نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَصَلّٰى غَيْرَ الْمَكْتُوْبَةِ فَدَعَا لِاُمِّ سُلَيْمٍ وَاَهْلِ بَيْتِهَا - رواه البخارى

১৯৭৭। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হযরত উম্মে সুলাইমের কাছে গেলেন। সে রাসূলের জন্য ঘি ও খেজুর আনলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার ঘি পাত্রে ঢেলে রাখো, আর খেজুরগুলোকে থালায় রেখে দাও। আমি রোযাদার। এরপর তিনি ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ফরয নামায ছাড়া (নফল) নামায পড়তে লাগলেন। অতপর উম্মে সুলাইম ও তাঁর পরিবারের জন্য দোয়া করলেন।–বুখারী

١٩٧٨- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلىٰ طَعَامٍ وَّهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ صَائِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ - رواه مسلم

১৯৭৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কাউকে যদি খাবার জন্য দাওয়াত দেয়া হয়, আর সে ব্যক্তি হয় রোযাদার, তখন তার বলা উচিত, 'আমি রোযাদার'। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেয়া হলে তার উচিত দাওয়াত কবুল করা। সে যদি রোযাদার হয়, তাহলে দু' রাকআত (নফল) নামায পড়বে। আর রোযাদার না হলে খাবারে অংশ নেবে।–মুসলিম

١٩٧٩- عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَلىٰ يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَّمِيْنِهٖ فَجَاءَتِ الْوَلِيْدَةُ بِاِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهٗ اُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ اَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا اَكُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَلاَ يَضُرُّكِ اِنْ كَانَ تَطَوُّعًا - رواه ابو داؤد والترمذى والدارمى وَفِيْ رِوَايَةٍ لِاَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيْ نَحْوَهٗ وَفِيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا اِنِّيْ كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ اَمِيْرُ نَفْسِهٖ اِنْ شَاءَ صَامَ وَاِنْ شَاءَ اَفْطَرَ -

১৯৭৯। হযরত উম্মে হানী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত ফাতিমা আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাম পাশে গেলেন। আর উম্মে হানী তাঁর ডান পাশে বসা ছিলেন। এ সময় একটি দাসী হাতে একটি পাত্র নিয়ে আসলো। এতে পান করার মত কিছু ছিলো। দাসীটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে পান পাত্রটি রাখলো। তিনি সেখান থেকে কিছু পান করে তা উম্মে হানীকে দিলেন। উম্মে হানীও ওই পাত্র হতে কিছু পান করার পর বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো ইফতার করে ফেলেছি। অথচ আমি রোযাদার ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রমযান মাসের কোনো রোযা বা মান্নত কাযা করছিলে ? উম্মে হানী বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, নফল রোযা হলে কোনো অসুবিধা নেই।–আবু দাউদ, তিরমিযী, দারিমী। ইমাম আহমদ ও তিরমিযীর এক বর্ণনায়, এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আর এতে আরো আছে, তখন উম্মে হানী বললেন, আপনার জানা থাকতে পারে যে, আমি রোযাদার। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, নফল রোযাদার নিজের নফসের মালিক (সে রোযা রাখতেও পারে ভাঙতেও পারে)।

١٩٨٠۔ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامُ اِشْتَهَيْنَاهُ فَاكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اِشْتَهَيْنَاهُ فَاكَلْنَا مِنْهُ قَالَ اَقْضِيَا يَوْمًا اٰخَرَ مَكَنَهُ ۔ رواه الترمذى وَذَكَرَ جَمَاعَةً مِّنَ الْحُفَّاظِ رَوَوْا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ وَهٰذَا اَصَحُّ وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ عَنْ زُمَيْلٍ مَوْلٰى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ۔

১৯৮০। হযরত যুহরী হযরত উরওয়াহ হতে এবং হযরত উরওয়াহ হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণনা করেন। হযরত আয়েশা বলেন, আমি ও হাফসা দু'জনেই রোযা ছিলাম। আমাদের সামনে খাবার আনা হলো। খাবারের প্রতি আমাদের লোভ হলো। আমরা খাবার খেয়ে নিলাম। অতপর হাফসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা রোযা ছিলাম। আমাদের সামনে খাবার আনা হলে খাবারের প্রতি আমাদের লোভ হলো। তাই খাবার খেয়ে ফেললাম (আমাদের ব্যাপারে এখন হুকুম কি ?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অন্য একদিন তা কাযা করে দিও।–তিরমিযী, আর (হাদীসের) হাফেযদের একদল যুহরী হতে, যুহরী আয়েশা রাঃ হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাতে উরওয়াহ হতে উল্লেখ করা হয়নি।) এটাই বেশী সহীহ। আর হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ জুমাইল হতে উদ্ধৃত করেছেন। আর জুমাইল ছিলেন উরওয়ার আযাদ করা গোলাম। জুমাইল উরওয়াহ হতে, আর উরওয়াহ হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন।

١٩٨١۔ وَعَنْ اُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ

لَهَا كُلِيْ فَقَالَتْ اِنِّيْ صَائِمَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الصَّائِمَ اِذَا اُكِلَ عِنْدَهٗ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى يَفْرُغُوْا ـ رواه احمد والترمذى وابن ماجة والدرمى

১৯৮১। হযরত উম্মে আম্মারা বিনতে কা'ব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে আম্মারার ওখানে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার আনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে আম্মারাকে বললেন, তুমিও খাও। উম্মে আম্মারা বললেন, আমি তো রোযা আছি। তিনি বললেন, যখন কোনো রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হয় (তখন তারও খেতে লোভ হয়। রোযা রাখা তার জন্য কষ্ট হয়ে যায়) তখন, যতক্ষণ পর্যন্ত খাবার গ্রহণকারী খাবার শেষ না করে ততক্ষণ ফেরেশতা তার উপর রহমত বর্ষণ করতে থাকে।–আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারিমী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٩٨٢ـ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ دَخَلَ بِلَالٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَتَغَدّٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغَدَاءَ يَا بِلَالُ قَالَ اِنِّيْ صَائِمٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاْكُلُ رِزْقَنَا وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِى الْجَنَّةِ اَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ اَنَّ الصَّائِمَ يُسَبِّحُ عِظَامُهٗ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا اُكِلَ عِنْدَهٗ ـ رواه البيهقى فى شعب الايمان

১৯৮২। হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেলাল রাঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এলেন। এ সময় তিনি সকালের খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি বেলালকে বললেন, হে বেলাল! এসো খাবার খাও। হযরত বেলাল বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি রোযা আছি। তিনি বললেন, আমরা তো (এখানে অর্থাৎ দুনিয়ায়) আমাদের রিযিক খাচ্ছি। আর বিলালের উত্তম খাবার হবে জান্নাতে। হে বেলাল! তুমি কি জানো ? (রোযাদারের সামনে যখন খাবার খাওয়া হয় তখন) রোযাদারের হাড় আল্লাহর তাসবীহ করে। যতক্ষণ তার সামনে খাওয়া চলতে থাকে। তার জন্য আল্লাহর ফেরেশতাগণ মাগফিরাত কামনা করতে থাকে।–বায়হাকী, শুআবিল ঈমান

٨ ـ بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

৮-লাইলাতুল কদর

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٩٨٣ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ـ رواه البخارى

১৯৮৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শবে কদরকে রমযান মাসের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতে তালাশ করো।–বুখারী

١٩٨٤ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ رِجَالاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَئَتْ فِي السَّبْعِ لْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ ـ متفق عليه

১৯৮৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথীদের কয়েক ব্যক্তিকে শবে কদর (রমযান মাসের) শেষ সাত দিনে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখছি তোমাদের সকলের স্বপ্ন শেষ সাত রাতের ব্যাপারে এক। তাই তোমাদের যে ব্যক্তি শবে কদর পেতে চাও সে যেনো (রমযান মাসের) শেষ সাত রাতে তা খুঁজে।–বুখারী, মুসলিম

١٩٨٥ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقٰى فِيْ سَابِعَةٍ تَبْقٰى فِيْ خَامِسَةٍ تَبْقٰى ـ رواه البخارى

১৯৮৫। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযান মাসের শেষ দশ দিনে তালাশ করো। লাইলাতুল কদর হলো নয় রাতে (অর্থাৎ একুশতম রাতে), বাকী দিন হলো সপ্তম রাতে (সেটা হলো তেইশতম রাত), আর বাকী রাত হলো পঞ্চম রাতে (আর তা হলো পঁচিশতম) রাত।–বুখারী

١٩٨٦ـ وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فِيْ قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ ثُمَّ اَطْلَعَ رَأْسَهٗ فَقَالَ اِنِّيْ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْاَوَّلَ اَلْتَمِسُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ ثُمَّ اُتِيْتُ فَقِيْلَ لِيْ اِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيْ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ فَقَدْ اُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ اَسْجُدُ فِيْ مَاءٍ وَطِيْنٍ مِّنْ صَبِيْحَتِهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوْهَا فِيْ كُلِّ وِتْرٍ قَالَ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلٰى عَرِيْشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى جَبْهَتِهٖ اَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صَبِيْحَةِ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ ـ متفق عليه فِي الْمَعْنٰى وَاللَّفْظُ

لِمُسْلِمٍ اِلٰى قَوْلِهٖ فَقِيْلَ لِيْ اِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَالْبَاقِيْ لِلْبُخَارِيِّ وَفِيْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اُنَيْسٍ قَالَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ ـ رواه مسلم

১৯৮৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের প্রথম দশ দিনে ই'তেকাফ করেছেন। তারপর তিনি ই'তেকাফ করেছেন একটি তুর্কী ছোট তাঁবুতে মধ্যের দশ দিন। এরপর তিনি তাঁর মাথা (তাবুর বাইরে) বের করে বলেছেন, আমি 'শবে কদর' তালাশ করার জন্য প্রথম দিনে ই'তেকাফ করেছি। তারপর মধ্যম দশ দিনে ই'তেকাফ করেছি। তারপর আমার কাছে ফেরেশতা এসেছেন। ফেরেশতা আমাকে বলেছেন, 'শবে কদর' রযমানের শেষ দশ দিনে আসে। অতএব যে ব্যক্তি আমার সাথে 'ই'তেকাফ' করতে চাও সে যেনো শেষ দশ দিনে ই'তেকাফ করে। আমাকে স্বপ্নে 'শবে কদর' নির্দিষ্ট করে দেখিয়েছেন। তারপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল আমাকে বললেন, অমুক রাতে শবে কদর। তারপর তা কোন্ রাত আমি ভুলে গিয়েছি) আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখলাম, আমি এর ভোরে (অর্থাৎ লাইলাতুল কদরের ভোরে) কাদামাটিতে সিজদা করছি। যেহেতু আমি ভুলে গিয়েছি যে সেটা কোন্ রাত ছিলো। তাই এ রাতকে (রমযানের) শেষ দশ দিনের মধ্যে তালাশ করো। তাছাড়াও লাইলাতুল কদরকে বেজোড় রাতে অর্থাৎ শেষ দশের বেজোড় রাতে তালাশ করো। বর্ণনাকারী বলেন, (যে রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন) সেই রাতে বৃষ্টি হয়েছিলো। যেহেতু মসজিদের ছাদ খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরি হয়েছিলো তাই ছাদ টপকে পানি পড়ছিলো। আমার চোখ দেখেছে একুশতম রাতের সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপালে পানি ও মাটির চিহ্ন ছিলো। এ হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে অর্থের দিক দিয়ে বুখারী ও মুসলিম একমত। অবশ্য এ পর্যন্ত বর্ণনার শব্দগুলো তো ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন। আর রেওয়ায়াতের বাকী শব্দগুলো ইমাম বুখারী উদ্ধৃত করেছেন। যে রেওয়ায়াতটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস হতে বর্ণিত সে বর্ণনা একুশতম রাতের সকালের জায়গায় তেইশতম রাতের সকালে, শব্দটি আছে। এ রেওয়ায়াতটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

١٩٨٧ـ وَعَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَاَلْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ اِنَّ اَخَاكَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ مَنْ يَّقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَرَادَ اَنْ لَّاَيَتَّكِلَ النَّاسُ اَمَا اِنَّهٗ قَدْ عَلِمَ اَنَّهَا فِيْ رَمَضَانَ وَاَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَاَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ حَلَفَ لَايَسْتَثْنِيْ اَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَقُلْتُ بِاَيِّ شَيْءٍ تَقُوْلُ ذٰلِكَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلَامَةِ اَوْ بِالْاٰيَةِ الَّتِيْ اَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَاشُعَاعَ لَهَا ـ
رواه مسلم

১৯৮৭। হযরত যির ইবনে হুবাইশ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার (দীনী) ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন, যে ব্যক্তি গোটা বছর ইবাদাত করার জন্য শববেদারী (রাত জাগরণ) করবে, সে 'শবে কদর'

পাবে। হযরত উবাই ইবনে কা'ব বললেন, আল্লাহ তাআলা ইবনে মাসউদের উপর রহম করুন। তিনি একথাটা এজন্য বলেছেন, যেনো মানুষ ভরসা করে বসে না থাকে। নতুবা তিনি তো জানেন যে, 'শবে কদর' রমযান মাসেই আসে। আর রমযান মাসের শেষ দশ দিনের এক রাতে শবে কদর হয়। আর সে রাতটা সাতাইশতম রাত। এদিকে উবাই ইবনে কা'ব কসম করেছেন এবং 'ইনশাআল্লাহ' বলা ছাড়াই বলেছেন, 'নিসন্দেহে শবে কদর (রমযানের) সাতাইশতম রাত'। আমি আরয করলাম, হে আবুল মুনযির (উবাইর ডাক নাম)! কিসের ভিত্তিতে আপনি একথা বলেছেন ? তিনি বললেন, ওই আলামত ও আয়াতের ভিত্তিতে, যা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। (তিনি বলেছেন), ওই রাতের সকালে সূর্য উদয় হবে, কিন্তু এতে কিরণ বা আলো থাকবে না।-মুসলিম

١٩٨٨ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَا لَايَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهٖ ـ رواه مسلم

১৯৮৮। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশ দিনে যতো ইবাদাত বন্দেগী (মুজাহাদা) করতেন এতো ইবাদাত বন্দেগী আর কোনো মাসে করতেন না।–মুসলিম

١٩٨٩ـ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِيْزَرَهٗ وَاَحْيٰى لَيْلَهٗ وَاَيْقَظَ اَهْلَهٗ ـ متفق عليه

১৯৮৯। হযরত আয়েশা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশ দিন আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদাতের জন্য শক্ত প্রস্তুতি নিতেন। রাত জেগে থাকতেন, নিজের পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।–বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٩٩٠ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَىُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا اَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ ـ رواه احمد وابن ماجة والترمذى وَصَحَّحَهٗ

১৯৯০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বলে দিন, যদি আমি 'শবে কদর' পাই, এতে আমি কি দোয়া করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলবে, "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুওউন, তুহেব্বুল আফওয়া, কাফু আন্নি" (অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমিই মাফকারী। আর মাফ করাকে তুমি পসন্দ করো। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও।)–আহমদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী।

١٩٩١ـ وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْتَمِسُوْهَا يَعْنِىْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى تِسْعٍ يَّبْقَيْنَ اَوْ فِىْ سَبْعٍ يَّبْقَيْنَ اَوْ فِىْ خَمْسٍ يَّبْقَيْنَ اَوْ ثَلاَثٍ اَوْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ ـ رواه الترمذى

১৯৯১। হযরত আবু বাক্‌রাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা শবে কদরকে (রমযান মাসের) অবশিষ্ট নবম রাতে অর্থাৎ উনতিরিশতম রাতে অথবা অবশিষ্ট সপ্তম রাতে অর্থাৎ সাতাইশতম রাতে অথবা অবশিষ্ট পঞ্চম রাতে অর্থাৎ পঁচিশতম রাতে অথবা অবশিষ্ট তৃতীয় রাতে অর্থাৎ তেইশতম রাতে অথবা শেষ রাতে খোঁজ করো।–তিরমিযী

١٩٩٢ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ هِىَ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ ـ رواه ابو داؤد وَقَالَ رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ مَوْقُوْفًا عَلٰى ابْنِ عُمَرَ

১৯৯২। হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, তিনি বলেন, তা প্রত্যেক রমযানে আসে।–আবু দাউদ ; ইমাম আবু দাউদ বলেন, হযরত সুফিয়ান ও শো'বা আবু ইসহাক হতে, তিনি মওকূফ হিসেবে এ হাদীসটি ইবনে ওমর হতে বর্ণনা করেছেন।

١٩٩٣ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ بَادِيَةً اَكُوْنُ فِيْهَا وَاَنَا اُصَلِّىْ فِيْهَا بِحَمْدِ اللّٰهِ فَمُرْنِىْ بِلَيْلَةٍ اَنْزِلُهَا اِلٰى هٰذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَنْزِلْ لَيْلَةَ ثَلٰثٍ وَّعِشْرِيْنَ قِيْلَ لاِبْنِهٖ كَيْفَ كَانَ اَبُوْكَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ اِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتّٰى يُصَلِّىَ الصُّبْحَ فَاِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهٗ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِبَادِيَتِهٖ ـ رواه ابو داؤد

১৯৯৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাঃ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! গ্রামেগঞ্জে আমার বাড়ী। ওখানেই আমি বসবাস করি। আলহামদুলিল্লাহ ওখানেই নামাযও আদায় করি। অতএব রমযানের একটি নির্দিষ্ট রাতের কথা বলে দিন, (যে রাতে আমি কদরের রাত খুঁজতে) আপনার এ মসজিদে আসতে পারি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা তুমি তবে (রমযান মাসের) তেইশ তারিখ দিবাগত রাতে আসো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর কেউ তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার পিতা তখন কি করতেন ? ছেলে উত্তরে বললো, তিনি আসরের নামায পড়ার সময় মসজিদে প্রবেশ করতেন ফজরের নামায পড়ার আগে (প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া) কোনো কাজে বের হতেন না। ফজরের নামায পড়ার পর মসজিদের দরজায় নিজের বাহনটি প্রস্তুত পেতেন। এরপর বাহনটিতে বসতেন এবং নিজের গ্রামে চলে যেতেন।–আহমাদ, আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আসরের নামাযের সময় মসজিদে প্রবেশ করতেন। আসর পড়তেন। পরের দিন ফজর পর্যন্ত ই'তেকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করতেন।

١٩٩٤. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحٰى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحٰى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحٰى فُلاَنٌ وَّفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا لَّكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ . رواه البخارى

১৯৯৪। হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদেরকে লাইলাতুল কদরের খবর দেবার জন্য (মসজিদে নববীর হুজরা থেকে) বের হলেন। এ সময় মুসলমানদের দুই ব্যক্তি (এ নিয়ে) ঝগড়া শুরু করলো। (এ অবস্থা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে খবর দিতে বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হলো। ফলে (লাইলাতুল কদরের খবর আমার মন হতে) উঠিয়ে নেয়া হলো। বোধ হয় (ব্যাপারটি) তোমাদের জন্য কল্যাণকর হয়েছে। তাই তোমরা লাইলাতুল কদরকে (রমযানের) উনত্রিশ, সাতাশ কিংবা পঁচিশের রাতে খোজ করবে।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বের এক হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদরের তারিখ স্বপ্নে দেখেছিলেন। পরে তা তিনি ভুলে যান। এ হাদীসের মর্মও তাই। এতে বুঝা যাচ্ছে, কদরের রাতের নির্দিষ্ট তারিখ অজানা রাখাই আল্লাহর ইচ্ছা। এতে বান্দারা এ রাতের অনুসন্ধানে প্রচুর ইবাদাত বন্দেগী করার সুযোগ পাবে। এটা মু'মিনের জন্য একটা পরীক্ষাও বটে।

এ হাদীস হতে আরো একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়েছে যে, কলহ ঝগড়া বিবাদ মানুষের জন্য একটা অভিশাপ। অনেক অকল্যাণের মূল হলো এ ঝগড়া বিবাদ। তাই ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত না হওয়া উচিত।

١٩٩٥. وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِىْ كُبْكُبَةٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِىْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهٰى بِهِمْ مَلاَئِكَتَهٗ فَقَالَ يَا مَلاَئِكَتِىْ مَا جَزَاءُ اَجِيْرٍ وَّفّٰى عَمَلَهٗ قَالُوْا رَبَّنَا جَزَاؤُهٗ اَنْ يُّوَفّٰى اَجْرُهٗ قَالَ مَلاَئِكَتِىْ عَبِيْدِىْ وَاِمَائِىْ قَضَوْا فَرِيْضَتِىْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوْا يَعُجُّوْنَ اِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِىْ وَجَلاَلِىْ وَكَرَمِىْ وَعُلُوِّىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لاُجِيْبَنَّهُمْ فَيَقُوْلُ ارْجِعُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْرًا لَّهُمْ . رواه البيهقى فى شعب الايمان

১৯৯৫। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লাইলাতুল কদর' শুরু হলে হযরত জিবরাঈল আমীন ফেরেশতাদের দলবলসহ (পৃথিবীতে) নেমে আসেন। তাঁরা দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা আল্লাহর স্মরণকারী আল্লাহর প্রত্যেক বান্দার জন্য দোয়া করতে থাকেন। এরপর ঈদুল ফিতরের দিন আসলে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের কাছে তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, হে আমার ফেরেশতারা! বলো দেখি সেই প্রেমিকের কি পুরস্কার হতে পারে যে নিজ কাজ সম্পাদন করেছে ? ফেরেশতারা বলেন, হে আমাদের রব! তার পারিশ্রমিক পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেয়াই হচ্ছে তার পুরস্কার। তখন আল্লাহ বলেন, আমার ফেরেশতাগণ! আমার বান্দা ও বান্দীগণ তাদের উপর আমার অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। আজ (ঈদের দিন) আমার নিকট দোয়ার ধ্বনী দিতে দিতে ঈদগাহের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমার ইয্যতের, বড়ত্বের, উঁচু শানের কসম! জেনে রাখো তাদের দোয়া আমি নিশ্চয়ই কবুল করবো। এরপর আল্লাহ বলেন, আমার (বান্দাহগণ)! আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সকল অপরাধ মাফ করে দিলাম। তোমাদের গুনাহখাতাগুলোকে নেক কাজে পরিবর্তন করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতপর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যায়।–বায়হাকী, শুআবুল ঈমান

٩- باب الاعتكاف
৯-ই'তেকাফ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআনে পাকে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَعَهِدْنَآ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۔

البقرة : ١٢٥

"অর্থাৎ আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম ইবরাহীম ও তার পুত্র ইসমাঈল থেকে যে, তোমরা তাওয়াফকারী, ই'তেকাফকারী ও রুকূ' সেজদাকারীদের জন্য আমার এ ঘর কা'বাকে পাক পবিত্র রাখো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২৫

ই'তেকাফ হলো কোনো বিশেষ স্থানে বিশেষ সময়ে নিজেকে আবদ্ধ রেখে সব ত্যাগ করে একান্তভাবে আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকা। এজন্য মসজিদই হলো সবচেয়ে উত্তম স্থান। আর রমযানের শেষ দশ দিনই হলো সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো নিম্নরূপ ঃ

١٩٩٦۔ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُه مِنْ بَعْدِه ۔ متفق عليه

১৯৯৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সবসময়ই মাসের শেষ দশ দিন 'ই'তেকাফ' করেছেন, তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তেকাফ করেছেন।–বুখারী, মুসলিম

১৯৯৭۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ كَانَ جِبْرَئِيْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِيْ رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرَئِيْلُ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ ۔ متفق عليه

১৯৯৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কল্যাণকর কাজের ব্যাপারে (দান খয়রাত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। আর তাঁর হৃদয়ের এ প্রশস্ততা রমযান মাসে বেড়ে যেতো সবচেয়ে বেশী। রমযান মাসে প্রতি রাতে হযরত জিবরাঈল আমীন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। তিনি (নবী করীম সঃ) তাঁকে কুরআন শুনাতেন। জিবরাঈল আমীনের সাক্ষাতের সময় তাঁর দান প্রবাহিত বাতাসের বেগের চেয়েও বেশী বেড়ে যেতো।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটিকে ই'তেকাফ অধ্যায়ে আনা হয়েছে। জিবরাঈল আমীন ই'তেকাফ অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন শুনাতেন।

১৯৯৮۔ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْاٰنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِيْ قُبِضَ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ فِي الْعَامِ الَّذِيْ قُبِضَ ۔ رواه البخاری

১৯৯৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতি বছর (রমযানে) একবার কুরআন শরীফ পড়ে শুনানো হতো। তাঁর মৃতুবরণের বছর কুরআন শুনানো হয়েছিলো (দুবার)। তিনি প্রতি বছর (রমযান মাসে) দশ দিন ই'তেকাফ করতেন। কিন্তু ইন্তেকালের বছর তিনি ই'তেকাফ করেছেন বিশ দিন।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে দু'বার কুরআন পড়ে শুনানোর কথা উল্লেখ হয়েছে। আগের হাদীসে একবার। সম্ভবত পরের হাদীসে একবার জিবরাঈলকে শুনিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়েছেন জিবরাঈল আমীনকে। অতএব দুই হাদীসে কোনো বিরোধ নেই।

১৯৯৯۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اعْتَكَفَ اَدْنٰى اِلَيَّ رَاْسَهٗ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَاُرَجِّلُهٗ وَكَانَ لَايَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ ۔ متفق عليه

১৯৯৯। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তেকাফ করার সময় মসজিদ থেকে আমার দিকে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন। আমি তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া কখনো ঘরে আসতেন না।–বুখারী, মুসলিম

٢٠٠٠ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَاَوْفِ بِنَذْرِكَ ـ متفق عليه

২০০০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন) একবার হযরত ওমর রাঃ নবী করীম সঃ-কে জিজ্ঞেস করলেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) জাহেলিয়াতের যুগে আমি এক রাতে মসজিদে হারামে ই'তেকাফ করার মান্নত করেছিলাম। তিনি বললেন, তোমার মান্নত পুরা করো।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে কেউ কোনো ভালো কাজের মান্নত করলে, ইসলাম কবুল করার পর সে মান্নত আদায় করা উত্তম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٠٠١ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ ـ رواه الترمذى وَرَوٰى اَبُوْ دَاؤُدَ وَابْنَ مَاجَةَ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ـ

২০০১। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রমযান মাসের শেষ দশকে ই'তেকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর তিনি তা করতে পারলেন না। এর পরের বছর তিনি বিশ দিন 'ই'তেকাফ' করলেন।–তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ–উবাই বিন কা'ব হতে।

٢٠٠٢ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِيْ مُعْتَكِفِه ـ رواه ابو داؤد وابن ماجة

২০০২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ই'তেকাফ' করার নিয়ত করলে (প্রথম) ফজরের নামায পড়তেন। তারপর 'ই'তেকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন।–আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

ব্যাখ্যা ঃ ই'তেকাফের স্থান বলতে ইমাম আওযায়ী ও ইমাম লাইস রহঃ 'মসজিদ' বুঝিয়েছেন। তাই তাঁদের মতে, ই'তেকাফ শুরু হবে একুশ তারিখের ফজরের নামাযের পর থেকে।

এদিকে ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদের নিকট এর অর্থ হলো মসজিদে ই'তেকাফের জন্য ঘেরাও করা স্থান। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করতেন বিশ তারিখ সূর্য ডোবার আগে। কিন্তু ওই ঘেরাও করা স্থানে ঢুকতেন রাত শেষে ফজর নামাযের পরে। তাই তাঁদের মতে ই'তেকাফের সময় শুরু হয় বিশ তারিখ সূর্য ডোবার পর হতেই।

٢٠٠٣ـ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلاَ يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ ـ رواه ابو داؤد وابن ماجة

২০০৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তেকাফ অবস্থায় হাটতে হাটতে পথের এদিক সেদিক না গিয়ে ও না দাঁড়িয়ে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন।–আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ঃ ই'তেকাফকারী প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে এদিক ওদিক না গিয়ে ও না দাঁড়িয়ে রোগীর খোজ খবর নেয়া যায়। নামাযে জানাযা দাঁড়িয়ে গেছে দেখলে তাতেও শরীক হওয়া যায়।

٢٠٠٤ـ وَعَنْهَا قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لاَّيَعُوْدَ مَرِيْضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ الْمَرْاَةَ وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ اِلاَّ لِمَا لاَبُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ اِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ اِلاَّ فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ ـ رواه ابو داؤد

২০০৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ই'তেকাফকারীর জন্য এ নিয়ম পালন করা জরুরি (১) সে যেনো কোনো রোগী দেখতে না যায়। (২) কোনো জানাযায় শরীক না হয়। (৩) স্ত্রী সহবাস না করে। (৪) স্ত্রীর সাথে ঘেষাঘেষী না করে। (৫) প্রয়োজন ছাড়া কোনো কাজে বের না হয়। (৬) রোযা ছাড়া ই'তেকাফ না করে এবং (৭) জামে মসজিদ ছাড়া যেনো অন্য কোথাও ই'তেকাফে না বসে।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ সুন্নত ও ওয়াজিব ই'তেকাফ রমযান মাসে করতে হয়। তবে নফল ই'তেকাফ রমযান ছাড়াও করা যায়।

জামে মসজিদ বলতে ওই সব মসজিদ, যেখানে নিয়মিত জামায়াতে নামায আদায় করা হয়। তাই পাঞ্জেগানা মসজিদেও ই'তেকাফ করা যায়। নিয়মিত জামায়াত না হলে তাতে ই'তেকাফ জায়েয নয়। জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব ই'তেকাফ অপেক্ষা অনেক বেশী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٠٠٥ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ اَوْ يُوْضَعُ لَهُ سَرِيْرُهُ وَرَاءَ اُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ ـ رواه ابن ماجة

২০০৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তেকাফ করার সময় তাঁর জন্য মসজিদে বিছানা পাতা হতো। সেখানে তাঁর জন্য 'তাওবার' খুঁটির পেছনে খাট লাগানো হতো।–ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় মসজিদে নববী কাঁচা ছিলো। তখনো তা পাকা করা হয়নি। তাই ই'তেকাফের সময় সবসময় মসজিদে থাকতেন বলে খাট ও বিছানা পাতা হতো।

'উস্তুওয়ানায়ে তাওবা' বা অনুতাপের খুঁটি হলো মসজিদে নববীর ভেতরের একটি খুঁটি। তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অপরাধে সাহাবী হযরত আবু লুবাবা রাঃ অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা গ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত এ খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে দিন রাত কান্নাকাটি করেন। পরে এ খুঁটির নাম হয়েছিলো উস্তুওয়ানায়ে তাওবা।

٢٠٠٦ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوْبَ وَيُجْزٰى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا ـ رواه ابن ماجة

২০০৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তেকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন যে, ই'তেকাফকারী ওই ব্যক্তির ন্যায় যে বাইরে থেকে সকল নেক কাজ করে, গুনাহ হতে বেঁচে থাকে—তার জন্য নেকী লেখা হয়।–ইবনে মাজাহ

❐

কুরআনের মর্যাদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

২০০৭- عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ -

رواه البخارى

২০০৭। হযরত ওসমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে কুরআন শিখেছে এবং তা (মানুষকে) শিখিয়েছে।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামী জীবন বিধানের মূল উৎসই হলো আল কুরআন। মানব জাতির জন্য আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ এ আল কুরআন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। প্রিয়নবী সঃ তাঁর উপর অবতীর্ণ এ আল কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই উম্মাতে মুসলিমাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর কালের বিশ্বের তৈরি পরাশক্তি রোম ও পারস্যকে কুরআনের বিধানের কাছে মাথা নত করিয়েছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কুরআন শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারীকে মুসলিম উম্মাহর উত্তম ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছেন।

জগতের বৈষয়িক সকল শিক্ষার উপর আল কুরআনের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমরা যদি ইহজগতের বিষয়াদী যেমন রসায়ন, পদার্থ, অর্থনীতি, চিকিৎসা শাস্ত্রসহ সকল কঠিন কঠিন বিষয় আয়ত্ত্ব করে বড় বড় উপাধী অর্জন করতে পারি তাহলে কুরআন অধ্যয়ন করে এর অন্তরনিহিত বিধান, আল্লাহর দেয়া নেয়ামত কেনো বুঝবো না বা বুঝার চেষ্টা করবো না। অথচ এর সাথে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার সম্পর্ক। এ হাদীসের আলোকে আমাদেরকে অবশ্যই কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

২০০৮- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَّغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ اِلٰى بُطْحَانَ اَوِ الْعَقِيْقِ فَيَاْتِىْ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِىْ غَيْرِ اِثْمٍ وَّلَا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّنَا نُحِبُّ ذٰلِكَ قَالَ اَفَلَا يَغْدُوْا اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ اَوْ يَقْرَاُ اٰيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ نَّاقَتَيْنِ وَثَلٰثٌ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ ثَلٰثٍ وَاَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَرْبَعٍ وَّمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ - رواه مسلم

২০০৮। হযরত উকবা ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একদিন) মসজিদের প্রাঙ্গনে বসেছিলাম। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আসলেন ও (আমাদেরকে) বললেন, তোমাদের কেউ প্রত্যহ সকালে 'বুহতান' অথবা 'আকীক' বাজারে গিয়ে দুটি বড় কুঁজওয়ালা উটনী কোনো অপরাধ সংঘটন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছেদ করা ছাড়া নিয়ে আসতে পসন্দ করবে ? একথা শুনে আমরা

বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রত্যেকেই এ কাজ করতে পসন্দ করবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তা-ই হয় তাহলে তোমাদের কেউ কোনো মসজিদে গিয়ে সকালে আল্লাহর কিতাবের দুটি আয়াত (মানুষকে) শিক্ষা দেয় না বা (নিজে) শিক্ষাগ্রহণ করে না কেন ? অথচ এ দুটি আয়াত শিক্ষা দেয়া তার জন্য দুটি উটনী অথবা তিনটি আয়াত শিক্ষা দেয়া তার জন্য তিনটি উটনী অথবা চারটি আয়াত শিক্ষা দেয়া তার জন্য চারটি উটনীর চেয়েও উত্তম। সারকথা কুরআনের যে কোনো সংখ্যক আয়াত, একই সংখ্যক উটনীর চেয়ে উত্তম।–মুসলিম

٢٠٠٩. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ اَنْ يَّجِدَ فِيْهِ ثَلٰثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلٰثُ اٰيَاتٍ يَّقْرَؤُبِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ ثَلٰثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ . رواه مسلم

২০০৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ কি বাড়ী ফিরে গিয়ে মোটাতাজা গর্ভবতী তিনটি উটনী পেতে ভালোবাসো ? আমরা বললাম, (হে আল্লাহর রাসূল!) নিশ্চয়ই আমরা তা পেতে ভালোবাসি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের কেউ যেনো তার নামাযে তিনটি আয়াত পড়ে। এ তিনটি আয়াত তার জন্য তিনটি মোটাতাজা গর্ভবতী উটনী অপেক্ষা উত্তম।–মুসলিম

٢٠١٠. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَّهٗ اَجْرَانِ . متفق عليه

২০১০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআন অধ্যয়নে পারদর্শী ব্যক্তি মর্যাদাবান লিপিকার ফেরেশতাদের সাথে থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে ও যে এতে আটকে যায় এবং কুরআন তার জন্য কষ্টদায়ক হয়, তাহলে তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে।–বুখারী, মুসলিম

٢٠١١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاحَسَدَ اِلاَّ عَلٰى اثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ . متفق عليه

২০১১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুটি বিষয় ছাড়া আর কোনো বিষয়ে ঈর্ষা করাতে যায় না। প্রথম হলো, সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের (শিক্ষা) দান করেছেন, আর সে তা দিন-রাত অধ্যয়ন করে আর দ্বিতীয় হলো ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন, আর সে তা সকাল সন্ধায় দান করে।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ বেশি বেশি কুরআন অধ্যয়নকারী ও বেশি বেশি দান সাদকাকারীর সাথে ঈর্ষা করে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত ও দান সদকা করার মতো ঈর্ষা করা,

কোনো দোষ নেই। এ ছাড়া আর কোনো বিষয়ে হিংসা বা ঈর্ষা করা ঠিক নয়। অর্থাৎ কেউ অন্যের নেক কাজ করা দেখে ঈর্ষা করে নিজের নেক কাজ বাড়ালে, এতে দোষ নেই।

٢٠١٢ـ وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الْاُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَّطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لاَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لاَرِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَّمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لاَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَّطَعْمُهَا مُرٌّ وَّمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ مَثَلَ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ـ متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَيَعْمَلُ بِهٖ كَالْاُتْرُجَّةِ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِىْ لاَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَيَعْمَلُ بِهٖ كَالتَّمْرَةِ ـ

২০১২। হযরত আবু মূসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মু'মিন কুরআন পড়ে, তার দৃষ্টান্ত হলো কমলা লেবুর মতো। যার গন্ধ ভালো, স্বাদও উত্তম। আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না, তার দৃষ্টান্ত হলো খেজুরের মতো। যার কোনো গন্ধ নেই, কিন্তু উত্তম স্বাদ আছে। আর সেই মুনাফিকের উপমা, যে কুরআন পড়ে না তিতা ফলের মতো, যার কোনো গন্ধ নেই অথচ এর স্বাদ তিতা। আর ওই মুনাফিক যে কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হলো ওই ফুলের মতো, যার গন্ধ আছে কিন্তু স্বাদ তিতা।–(বুখারী, মুসলিম)। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সেই মুমিন, যে কুরআন পড়ে ও সে অনুযায়ী আমল করে তার তুলনা কমলা লেবুর মতো। আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না, কিন্তু এর উপর আমল করে সে খেজুরের মতো।

٢٠١٣ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتٰبِ اَقْوَامًا وَّيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ ـ رواه مسلم

২০১৩। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এ কিতাব তথা কুরআনের মাধ্যমে কোনো কোনো জাতিকে নিয়ে যান উন্নতির দিকে। আবার অন্যদেরকে করেন অবনত।–মুসলিম

٢٠١٤ـ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَاُ مِنَ اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهٗ مَرْبُوْطَةٌ عِنْدَهٗ اِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ فَقَرَاَ فَجَالَتْ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ ثُمَّ قَرَاَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهٗ يَحْيٰى قَرِيْبًا مِّنْهَا فَاَشْفَقَ اَنْ تُصِيْبَهٗ وَلَمَّا اَخَّرَهٗ رَفَعَ رَأْسَهٗ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَلَمَّا اَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِقْرَاْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اِقْرَاْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَاَشْفَقْتُ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ تَطَأَ يَحْيٰى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَانْصَرَفْتُ اِلَيْهِ وَرَفَعْتُ رَأْسِيْ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَخَرَجْتُ حَتّٰى لَاَاَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِيْ مَاذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلٰئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَاَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ اِلَيْهَا لَاتَتَوَارٰى مِنْهُمْ ـ متفق عليه وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَفِيْ مُسْلِمٍ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ بَدَلَ فَخَرَجْتُ عَلٰى صِيْغَةِ الْمُتَكَلِّمِ ـ

২০১৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। সাহাবী উসাইদ ইবনে হুযাইর বললেন, এক রাতে তিনি সূরা বাকারা পড়ছিলেন, তাঁর ঘোড়া তখন তাঁর কাছে বাঁধা ছিলো। হঠাৎ ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠলো। তিনি ঘোড়াটিকে চুপ করালেন। ঘোড়াটি চুপ হলো। এরপর তিনি আবার পড়তে লাগলেন। ঘোড়াটি আবার লাফিয়ে উঠলো। তিনি ঘোড়াটিকে শান্ত করালেন। আবার তিনি পড়তে লাগলেন। আবার ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠলো। এবার তিনি বিরত রইলেন। কারণ তখন তাঁর ছেলে ইয়াহ্ইয়া ঘোড়াটির কাছে ছিলো। তিনি আশংকা করলেন তার কোনো ক্ষতি হবার। তারপর তিনি তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে মাথা উঠালেন। দেখলেন, (আকাশে) সামিয়ানার মতো (কি একটা ঝুলছে)। আর এতে অনেক বাতির মতো আছে। ভোরে উঠে তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। (ঘটনা) শুনে তিনি বললেন, তুমি পড়তে থাকলে না কেনো ইবনে হুযাইর ? তুমি পড়তে থাকলে না কেনো ? ইবনে হুযাইর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমার ভয় হচ্ছিলো পাছে আবার ঘোড়া না ইয়াহ্ইয়াকে মাড়ায়। সে ছিলো ঘোড়াটির কাছাকাছি। তাই পড়া ক্ষান্ত করে তার কাছে গেলাম। আবার আকাশের দিকে মাথা উঠালাম। দেখলাম, সামিয়ানার মতো, এতে বাতিসমূহের মতো কিছু আছে। তারপর আমি ওখান থেকে বের হলাম। আর তা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলো। (এসব) শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসব কি ছিলো জানো ? হযরত উসাইদ বললেন, জি না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, এটা ছিলো ফেরেশতাদের দল। তাঁরা তোমার (কুরআন পড়ার) আওয়াজ শুনে তোমার নিকটবর্তী হচ্ছিলেন। তুমি যদি কুরআন পড়তে থাকতে, ভোর পর্যন্ত তাঁরা ওখানে থাকতেন। আর মানুষ তাঁদেরকে দেখতে পেতো। মানুষ হতে তাঁরা লুকিয়ে থাকতো না।–(বুখারী মুসলিম)। তবে মতন বুখারীর। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, 'সামিয়ানা শূন্যে উঠে গেলো,' 'আমি বের হলাম' এর স্থলে।

٢٠١٥ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَاِلٰى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَّرْبُوْطٌ بِشَطْنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوْا وَتَدْنُوْا وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْاٰنِ ـ متفق عليه

২০১৫। হযরত বারা ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা 'কাহ্ফ' পড়ছিলো। তার পাশে তার ঘোড়া ছিলো দুটি রশি দিয়ে বাঁধা। এমন সময় এক

খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে নিলো। মেঘখণ্ডটি ধীরে ধীরে তার নিকটতর হতে লাগলো। আর তার ঘোড়াটি লাফাতে লাগলো। সে ভোরে উঠে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ঘটনা তাঁকে জানালো। (তিনি ঘটনা শুনে) বললেন, এটা ছিলো রহমত, যা কুরআনের কারণে নেমে এসেছিলো।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কুরআনের মর্যাদার কারণে তিলাওয়াতের সময় আল্লাহর রহমত ও প্রশান্তি আকাশ থেকে নেমে আসছিলো।

٢٠١٦۔ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ فَدَعَانِىْ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ اُجِبْهُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ قَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُعَلِّمُكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَلَمَّا اَرَدْنَا اَنْ نَّخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتَ لَاُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهٗ ۔ رواه البخارى

২০১৬। হযরত আবু সাঈদ ইবনে মুআল্লাহ রাঃ বলেন, মসজিদে আমি নামায পড়ছিলাম। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। আমি নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত উত্তর দিলাম না। এরপর আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি নামায পড়ছিলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ কি একথা বলেননি যে, যখন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ডাকেন তখন তাঁদের ডাকের জবাব দাও ? অতপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে মসজিদ হতে বের হবার আগে (পড়ার জন্য) শ্রেষ্ঠতর সূরা কোন্টা তা শিখাবো না ? এরপর তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর আমরা মসজিদ হতে বের হবার ইচ্ছা করলে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি তো বলেছিলেন, "আমি কি তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠ সূরা শিখাবো না ?" তিনি বললেন, এ সূরা হলো সূরা "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" এ সূরাই সেই সাতটি বার বার আসা আয়াত (সাবউল মাসানী) ও মহা কুরআন, যা আমাকে দেয়া হয়েছে।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন কারীমে বলা হয়েছে وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ অর্থাৎ আমি তোমাকে সাতটি পুনরাবৃত্তিকৃত আয়াত এবং মহাগ্রন্থ আল কুরআন দান করেছি। হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাত আয়াত অর্থে কুরআন এখানে সূরা আল ফাতেহাকেই বুঝিয়েছে। এতে সাতটি আয়াত রয়েছে। এ সূরা নামাযে প্রতি রাকআতে বার বার পড়া হয়ে থাকে। তাই এর নাম 'সাবউম মাসানী' এবং মহা কুরআন অর্থেও বলা হয়েছে।

বলা হয়ে থাকে, সকল আসমানী কিতাবে যা আছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে তা আছে। আর মহাগ্রন্থ আল কুরআনে যা আছে সূরা আল ফাতিহায় তা আছে।

٢٠١٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُقْرَاُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ - رواه مسلم

২০১৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না। (এগুলোতে কুরআন তিলাওয়াত করো) কারণ যে সব ঘরে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয় সেই ঘর হতে শয়তান ভেগে যায়।–মুসলিম

٢٠١٨- وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِه اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ فَاِنَّهُمَا تَاْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ غَيَايَتَانِ اَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَّلاَ يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ - رواه مسلم

২০১৮। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআন পড়বে। কারণ কুরআন পাঠ কিয়ামতের দিন কুরআন পাঠকারীর জন্য সুপারিশকারী রূপে আসবে। তোমরা দু উজ্জ্বল সূরা সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পড়বে। কেনোনা কিয়ামতের দিন এ দু সূরা দুটি মেঘখণ্ড অথবা দুটি সামিয়ানা অথবা দুটি পক্ষ প্রসারিত পাখির ঝাক রূপে আসবে। এ দু সূরার পাঠকদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। বিশেষ করে তোমরা সূরা আল বাকারা পড়বে। কারণ সূরা আল বাকারা পড়া হচ্ছে বরকত আর তা না পড়া হচ্ছে আক্ষেপ। এ সূরা দুটি পড়তে পারবে না অলস বিমূঢ়রা।–মুসলিম

٢٠١٩- وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يُؤْتٰى بِالْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهٖ تَقْدُمُهٗ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلُ عِمْرَانَ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ اَوْ كَاَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا - رواه مسلم

২০১৯। হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কুরআন ও কুরআন পাঠকদের যারা কুরআন অনুযায়ী আমল করতো (তাদের) কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে। তাদের সামনে দুটি মেঘখণ্ড অথবা দুটি কালো ছায়া রূপে থাকবে সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরান। এদের মাঝখানে থাকবে দীপ্তি। অথবা থাকবে দুটি পালক প্রসারিত পাখির ঝাঁক। তারা আল্লাহর নিকট কুরআন পাঠকের পক্ষে সুপারিশ করবে।–মুসলিম

আয়াতুল কুরসীর মর্যাদা

٢٠٢٠۔ وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعَكَ اَعْظَمُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعَكَ اَعْظَمُ قُلْتُ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ قَالَ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ ۔ رواه مسلم

২০২০। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি কি বলতে পারো তোমার জানা আল্লাহর কিতাবের কোন্ আয়াতটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলই ভালো জানেন। (এরপর) তিনি আবার বললেন, হে আবুল মুনযির! তুমি বলতে পারো কি তোমার জানা আল্লাহর কিতাবের কোন্ আয়াতটি শ্রেষ্ঠতর? এবার আমি বললাম, "আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম।" হযরত উবাই বলেন, এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে হাত মেরে বললেন, হে আবুল মুনযির! জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তোমার জন্য মুবারক হোক।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীস হতে বুঝা গেলো কুরআন পাকের সূরাসমূহের মধ্যে সূরা ফাতেহাই শ্রেষ্ঠ। আর আয়াতসমূহের মধ্যে আয়াতুল কুরসীই শ্রেষ্ঠ। আর তা-ই হলো, "আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম থেকে আলিয়্যুল আযীম পর্যন্ত।

٢٠٢١۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكٰوةِ رَمَضَانَ فَاَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ وَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَّعَلَىَّ عِيَالٌ وَّلِىَ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكٰى حَاجَةً شَدِيْدَةً وَّعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ اَمَا اِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُّهُ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعْنِىْ فَاِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَّعَلَىَّ عِيَالٌ لَاَعُوْدُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَافَعَلَ اَسِيْرُكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكٰى حَاجَةً شَدِيْدَةً وَّعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُّهُ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهٰذَا اٰخِرُ ثَلٰثِ مَرَّاتٍ اِنَّكَ تَزْعُمُ لَاتَعُوْدُ ثُمَّ

تَعُوْدُ قَالَ دَعْنِيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ فَاِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَّلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ قُلْتُ زَعَمَ اَنَّهُ يُعَلِّمُنِيْ كَلِمَاتٍ يَّنْفَعُنِيَ اللّٰهُ بِهَا قَالَ اَمَا اِنَّهُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ وَّتَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلٰثِ لَيَالٍ قُلْتُ لاَ قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ ـ

رواه البخارى

২০২১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফিতরার মাল পাহারায় নিযুক্ত করলেন। এমন সময় আমার নিকট এক ব্যক্তি আসলো। (ফিতরার মাল থেকে) সে অঞ্জলি ভরে খাদ্যশস্য উঠাতে লাগলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম। বললাম, তোমাকে আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিকট নিয়ো যাবো। (সে বললো, আমি একজন অভাবী লোক। আমার পোষ্য অনেক। আমি নিদারুণ অভাবে। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, আমি তখন তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোরে আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে) গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, আবু হুরাইরা তোমার হাতে গত রাতের বন্দীকৃত লোকটির কি হলো ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! বন্দীটি তার নিদারুণ অভাব ও তার বহু পোষ্যের অভিযোগ করলো। তাই আমি তার উপর দয়া করলাম। তাকে ছেড়ে দিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, শুনো! সে তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। সে আবার আসবে। (আবু হুরাইরা রাঃ বলেন) আমি রাসূলের বলার কারণে বুঝলাম, অবশ্যই সে আবার আসবে। তাই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। (ঠিকই) সে আবার আসলো। দু হাতের কোষ ভরে খাদ্যশস্য উঠাতে লাগলো। আমি তাকে এ সময় ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে যাবো। সে বললো, তুমি আমাকে এবারও ছেড়ে দাও। আমি বড্ড অভাবী মানুষ। আমার পোষ্যও অনেক। আমি আর আসবো না। (হযরত আবু হুরাইরা বলেন) এবারও আমি তার উপর দয়া করলাম। তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবু হুরাইরা! তোমরা বন্দীর কি হলো ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে খুবই অভাবী। বহু পোষ্যের অভিযোগ করলো। তাই আমি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলাম। তাকে ছেড়ে দিলাম। নবী করীম সঃ তখন বললেন, শোনো তোমার কাছে সে মিথ্যা বলেছে। আবারও যে আসবে। (বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা বলেন,) আমি বুঝলাম, সে আবারও আসবে। তাই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে আবার আসলো এবং হাতের কোষ ভর্তি করে খাদ্যশস্য নিতে লাগলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, তোমাকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে যাবো। এটা তিনবারের শেষ বার। তুমি ওয়াদা করেছিলে আর আসবে না। এরপরও তুমি এসেছো। সে বললো, এবারও আমাকে ছাড়ো। আমি তোমাকে এমন কয়টি বাক্য শিখাবো, যে বাক্যের দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন

আর তা হলো তুমি শোবার জন্য বিছানায় গেলে আয়াতুল কুরসী পড়বে, "আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম" আয়াতের শেষ (আলীয়্যুল আযীম) পর্যন্ত। তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে সব সময় তোমার জন্য একজন রক্ষী থাকবে, ভোর হওয়া পর্যন্ত তোমার ধারে কাছে শয়তান ঘেষতে পারবে না। এবারও তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তোমার বন্দীর কি হলো ? আমি বললাম, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) সে বললো, সে আমাকে এমন কয়টি বাক্য শিখাবে, যার দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শোনো! এবার সে তোমার কাছে সত্য কথা বলেছে অথচ সে খুবই মিথ্যুক। তুমি কি জানো, তুমি এ তিন রাত কার সাথে কথা বলেছো ? আমি বললাম, জি-না। তখন তিনি বললেন, এ ছিলো একটা শয়তান।–বুখারী

সূরা আল ফাতিহা ও সূরা আল বাকারার মর্যাদা

٢٠٢٢ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيْضًا مِّنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ الاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ الَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ الاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ فَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِّنْهُمَا الاَّ أُعْطِيْتَهُ ـ رواه مسلم

২০২২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত জিবরাঈল আমীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলেন। এ সময় উপরের দিক হতে দরজা খোলার মতো একটি শব্দ তিনি [জিবরাঈল আঃ] শুনলেন। তিনি উপরের দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, আসমানের এ দরজাটি আজ খোলা হলো। আজকের আগে আর কখনো তা খোলা হয়নি। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,) এ দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা নামলেন। তখন জিবরাঈল বললেন, যে ফেরেশতা (আজ) যমীনে নামলেন, আজকের এ দিন ছাড়া আর কখনো তিনি যমীনে নামেননি। (রাসূল সাঃ বলেন,) তিনি সালাম করলেন। তারপর আমাকে বললেন, আপনি দুটি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনার আগে আর কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। (তাহলো) সূরা আল ফাতিহা ও সূরা আল বাকারার শেষাংশ। অপনি এ দুটি সূরার যে কোনো বাক্যই পাঠ করুন না কেনো নিশ্চয়ই আপনাকে তা দেয়া হবে।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আল ফাতিহা ও সূরা আল বাকারার শেষাংশ হলো আল্লাহর শিখানো বান্দাহর জন্য কতিপয় দোয়া। হাদীসের মর্মবাণী হলো, এ দোয়াগুলোর যেটিই আপনি করবেন তা কবুল করা হবে। সূরা আল বাকারার শেষাংশ হলো—'আমানার রাসূলু' হতে শেষ পর্যন্ত।

হাদীসে সূরা আল ফাতিহা ও সূরা আল বাকারা শেষ আয়াতগুলোকে নূর হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ কিয়ামতের দিন এ আয়াতগুলো নূরের রূপ ধারণ করে পাঠকারীর সামনে সামনে চলবে।

٢٠٢٣۔ وَعَنْ اَبِیْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَبِهِمَا فِیْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ۔ متفق عليه

২০২৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা আল বাকারার শেষ দুটি আয়াত অর্থাৎ 'আমানার রাসূলু' হতে শেষ পর্যন্ত পড়ে তাহলে তার জন্য তা-ই যথেষ্ট।–বুখারী, মুসলিম

٢٠٢٤۔ وَعَنْ اَبِی الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ ۔ رواه مسلم

২০২৪। হযরত আবু দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা আল কাহ্‌ফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্ত করবে তাকে দাজ্জালের অনিষ্ট হতে নিরাপদ রাখা হবে।–মুসলিম

সূরা ইখলাসের মর্যাদা

٢٠٢٥۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّقْرَأَ فِیْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ قَالُوْا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يَّعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ ۔ رواه مسلم وَرَوَاهُ الْبُخَارِیُّ عَنْ اَبِیْ سَعِيْدٍ ۔

২০২৫। হযরত আবু দারদা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে সক্ষম ? সাহাবীগণ বললেন, প্রতি রাতে কি করে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়বে ? তিনি বললেন, সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।–মুসলিম, বুখারী আবু সাঈদ হতে

ব্যাখ্যা ঃ সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। একথার তাৎপর্য সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, কুরআনে প্রধানত তিনটি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। (১) আহ্‌কাম অর্থাৎ বিধানাবলী। এতে রয়েছে কি করতে হবে অর্থাৎ আদেশ বা আমর, কি করা যাবে না। অর্থাৎ নিষেধ বা নাহী। (২) ঘটনাবলী অর্থাৎ নবী রাসূলদের ইতিহাস ও তাঁদের সাথে তৎকালের লোকদের আচার আচরণের বর্ণনা। (৩) তাওহীদ। আর এ সূরাতে তাওহীদের সারমর্ম রয়েছে। তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করাই হলো দীনের মূলকথা। তাই এ সূরা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

٢٠٢٦- وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِاَصْحَابِهِ فِي صَلٰوتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَسَاَلُوْهُ فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَاَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ - متفق عليه

২০২৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি সেনা দলের সেনাপতি করে পাঠালেন। সে তার সঙ্গীদের নামায পড়াতো এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' দিয়ে তাদের নামায শেষ করতো। তারা মদীনায় ফেরার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একথার উল্লেখ করেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করো কি কারণে সে তা করে। সে বললো, এর কারণ এতে আল্লাহর গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। আর আমি আল্লাহর গুণাবলী পড়তে ভালোবাসি। তার উত্তর শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাআলাও তাকে ভালোবাসেন।–বুখারী, মুসলিম

٢٠٢٧- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ اُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَالَ اِنَّ حُبَّكَ اِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ - رواه الترمذى وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مَعْنَاهُ

২০২৭। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরাকে ভালোবাসি। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, তোমার এ সূরার প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবে।
–তিরমিযী, এ একই অর্থের একটি হাদীস ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

٢٠٢٨- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - رواه مسلم

২০২৮। হযরত ওকবা ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আজ রাতে এমন কিছু আশ্চর্যজনক আয়াত নাযিল হয়েছে (আশ্রয় প্রার্থনা করার ব্যাপারে) যার আগে এরকম কোনো আয়াত (নাযিল) হতে দেখা যায়নি। (আর তাহলো) 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস'।–মুসলিম

٢٠٢٩- وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَاَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَّقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَاُ بِهِمَا عَلٰى رَاْسِهٖ وَوَجْهِهٖ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ

جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ متفق عليه وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لَمَّا أُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَابِ الْمِعْرَاجِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

২০২৯। **হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত।** তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে (ঘুমাবার জন্য) বিছানায় যাবার সময় দু' হাতের তালু একত্র করতেন। তারপর এতে 'কুলহুআল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' পড়ে ফুঁক দিতেন। এরপর এ দু' হাত দিয়ে তিনি তার শরীরের উপর যতটুকু সম্ভব হতো মুছে দিতেন। শুরু করতেন মাথা ও চেহারা এবং শরীরের সম্মুখ ভাগ হতে। এভাবে তিনি তিনবার করতেন।–বুখারী, মুসলিম। হযরত ইবনে মাসউদের হাদীস لَمَّا اَسْرِىْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ আমরা 'মে'রাজ' অধ্যায়ে অচিরেই বর্ণনা করবো (ইনশাআল্লাহ)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٠٣٠ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَلْقُرْاٰنُ يَحَاجُّ الْعِبَادَ لَهُ ظَهْرٌ وَّبَطْنٌ وَّالْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِىْ اَلاَ مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ ـ رواه فى شرح السنة

২০৩০। **হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাঃ হতে বর্ণিত।** তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এরশাদ করেছেন, তিন জিনিস কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নীচে থাকবে। (১) কুরআন, এ কুরআন বান্দাদের (পক্ষে বিপক্ষে) আর্জি পেশ করবে। এর যাহের ও বাতেন দুই রয়েছে। (২) আমানাত ও (৩) আত্মীয়তার বন্ধন। (এ তিনটি জিনিসের প্রত্যেকে—ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ! যে আমাকে রক্ষা করেছে তুমি (আল্লাহ) তাকে রক্ষা করো। যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আল্লাহ তাকে ছিন্ন করুন।–ইমাম বাগবী শরহুস সুন্নাহ।

ব্যাখ্যা ঃ "এতে যাহের বাতেন দুই-ই রয়েছে" অর্থ হলো 'যাহের' অর্থ শব্দ বা পঠন-পাঠনগত দিক। আর 'বাতেন' অর্থ অনুধাবন বা মর্মগত দিক। তাই কুরআন না বুঝে শুধু তিলাওয়াত করলেও সওয়াব পাওয়া যাবে। পরকালে এর সাহায্য পাওয়া যাবে। তবে বাতেনী দিক অর্থাৎ বুঝে পড়াই হলো সবচেয়ে উত্তম। কারণ কুরআন তার আলোকে দুনিয়ার সব কাজ বাস্তবায়ন করার নাম। বুঝলেই এ কাজ করা সম্ভব। এটাই দীনের দাবী।

٢٠٣١ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُهَا ـ رواه احمد والترمذى وابو داؤد والنسائى

২০৩১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআন পাঠকারীকে কিয়ামতের দিন বলা হবে, পাঠ করতে থাকো আর উপরে উঠতে থাকো। অক্ষরে অক্ষরে ও শব্দে শব্দে সুস্পষ্টভাবে পাঠ করতে থাকো যেভাবে দুনিয়াতে স্পষ্টভাবে পাঠ করতে। কারণ তোমার স্থান যা তুমি পাঠ করবে এর শেষ আয়াতের নিকটে।–আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ

ব্যাখ্যা ঃ এখানে কুরআন পাঠকারীর অর্থ যে ব্যক্তি সবসময় কুরআন তিলাওয়াত করে। আবার তা বুঝে শুনে এর উপর আমলও করে।

পাঠ করতে থাকো আর উঠতে থাকো। মর্ম হলো জান্নাতে অনেক ধাপ আছে। যত্তো বেশি কুরআন পড়বে ততো বেশি জান্নাতের এসব ধাপ অতিক্রম করতে পারবে। তাই বলা হয়েছে, পড়তে থাকো, আর ধাপ বেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকো।

٢٠٣٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهٖ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ - رواه الترمذى والدارمى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

২০৩২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে পেটে কুরআনের কিছু নেই তা শূন্য ঘরের মতো।–তিরমিযী ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী বলছেন হাদীসটি সহীহ।

٢٠٣٣- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِيْ وَمَسْئَلَتِيْ اَعْطَيْتُهٗ اَفْضَلَ مَا اُعْطِيَ السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهٖ - رواه الترمذى والدارمى والبيهقى فى شعب الايمان وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ -

২০৩৩। হযরত আবু সাঈদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, কুরআন যাকে আমার যিকর ও আমার কাছে কিছু চাওয়া হতে বিরত রেখেছে, আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়ে বেশি দান করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেনোনা আল্লাহর কালামের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য সব কালামের উপর ; যেমন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সৃষ্টির উপর।–তিরমিযী ও দারিমী। বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢٠٣٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَاَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَّالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ اَلِفٌ حَرْفٌ وَّلَامٌ حَرْفٌ وَّمِيْمٌ حَرْفٌ - رواه الترمذى والدارمى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا -

২০৩৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের কোনো একটি অক্ষর পাঠ করেছে, এজন্য সে নেকী পাবে। আর নেকী হচ্ছে আমলের দশ গুণ। আমি বলছি না যে, 'আলিফ লাম মীম' (الـم) একটি অক্ষর। বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর ও 'মীম' একটি অক্ষর। (তাই আলিফ লাম ও মীম বললেই ত্রিশটি নেকী পাবে)।–তিরমিযী, দারিমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কিন্তু সনদের দিক দিয়ে গরীব।

٢٠٣٥- وَعَنِ الْحَارِثِ الْاَعْوَرِ قَالَ مَرَرْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَاِذَا النَّاسُ يَخُوضُوْنَ فِى الْاَحَادِيْثِ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَوَ قَدْ فَعَلُوْهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَمَا اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ قُلْتُ مَاالْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَابَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّٰهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدٰى فِىْ غَيْرِهٖ اَضَلَّهُ اللّٰهُ وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الَّذِىْ لاَتَزِيْغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلاَ يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ يَنْقَضِىْ عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِىْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذَا سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ مَنْ قَالَ بِهٖ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهٖ اُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهٖ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا اَلَيْهِ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - رواه الترمذى والدارمى وَقَالَ التِّرْمِذِىْ هٰذَا حَدِيْثٌ اِسْنَادُهُ مَجْهُوْلٌ وَّفِى الْحَارِثِ مَقَالٌ -

২০৩৫। তাবেয়ী হযরত হারেস আ'ওয়ার বলেন, আমি (একদিন কূফার) মসজিদে বসা লোকজনের কাছে গেলাম। দেখলাম, লোকেরা আজে-বাজে কথায় ব্যস্ত। এরপর আমি হযরত আলীর কাছে গিয়ে তাঁকে এ খবর বললাম। তিনি বললেন, তারা এরূপ করছে? আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, (তবে) শোনো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হুশিয়ার! শীঘ্রই পৃথিবীতে কলহ-ফাসাদ আরম্ভ হবে। [আমি আলী রাঃ] বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এর থেকে বাঁচার উপায় কি? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, এতে তোমাদের আগের ও পরের খবর রয়েছে। তোমাদের ভিতরকার বিতর্কের মিমাংসার পদ্ধতিও রয়েছে। এ কিতাবে সত্য মিথ্যার পার্থক্যও আছে। এটা কোনো নিরর্থক কিতাব নয়। যে অহংকারী ব্যক্তি এ কুরআন ত্যাগ করবে, আল্লাহ তাআলা তার অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি এ কুরআনের বাইরে

হেদায়াতের সন্ধান করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। এ কুরআন হলো আল্লাহর মজবুত রশি। যিকর ও সত্য সরল পথ। এ কুরআন অবলম্বন করে বিপথগামী হয় না কোনো প্রবৃত্তি। কষ্ট হয় না এর দ্বারা যবানের। বিতৃষ্ণ হয় না এর দ্বারা প্রজ্ঞাবানগণ। বার বার পাঠ করার দ্বারা পুরাতন হয় না এ কুরআন। এ কুরআনের বিস্ময়কর তথ্যসমূহের শেষ নেই। এ কুরআন শুনে স্থির থাকতে পারেনি জ্বিনজাতি। এমন কি তারা এ কুরআন শুনে বলে উঠেছিলো, "শুনেছি আমরা এমন এক বিস্ময়কর কুরআন। যা সন্ধান দেয় সত্য পথের। অতএব ঈমান এনেছি আমরা এর উপর।" যে এ কুরআনের কথা বলে, সত্য বলে। যে ব্যক্তি এর উপর আমল করে, পুরস্কার পাবে। যে এর দ্বারা বিচার-ফায়সালা করে, ন্যায়বিচার করে। যে (মানুষকে) এর দিকে ডাকে, সত্য সরল পথের দিকে ডাকে। (তাই এরূপ কুরআন ছেড়ে তারা কেনো অন্য আলোচনায় বিভোর হচ্ছে ?)-(তিরমিযী ও দারিমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসের সনদ মজহুল। আর হারেস আ'ওয়ারের ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে।

٢٠٣٦- وَعَنْ مُّعَاذِ نِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَّوْمَ الْقِيمَةِ ضَوْءُهُ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا - رواه احمد وابو داؤد

২০৩৬। হযরত মুআয জুহানী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে এবং এর মধ্যে যেসব হুকুম আহকাম আছে তার উপর আমল করেছে, তার মাতাপিতাকে কিয়ামতের দিন একটি তাজ পরানো হবে। এ তাজের কিরণ সূর্যের কিরণ হতেও প্রখর হবে, যদি সূর্য তোমাদের দুনিয়ার ঘরে তোমাদের মধ্যে থাকতো। যে ব্যক্তি এ কুরআনের উপর আমল করেছে তার ব্যাপারে এখন তোমাদের কি ধারণা ?-আহমাদ, আবু দাউদ।

٢٠٣٧- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ جُعِلَ الْقُرْاٰنُ فِىْ اِهَابٍ ثُمَّ اُلْقِىَ فِى النَّارِ مَا احْتَرَقَ - رواه الدارمى

২০৩৭। হযরত উকবা ইবনে আমের রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কুরআন করীম যদি চামড়ায় রাখা হয় তারপর যদি এতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তা পুড়বে না।-দারিমী

ব্যাখ্যা ঃ এটা কুরআন শরীফের মর্যাদার বরকত। চামড়ায় লেখা কুরআন শরীফ যদি আগুনে না জ্বলে, তাহলে যে মানুষের বুকে কুরআন হেফ্য থাকবে সে ব্যক্তি কি করে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। কেউ বলেন, চামড়ায় লিখা কুরআনে আগুন না লাগার মু'জিযা শুধু রাসূলের যামানারই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এর পরেরও অনেক ঘটনা আছে, ঘর পুড়ে ভস্ম হয়েছে কিন্তু চামড়ার জিলদ করা কুরআনে আগুন ধরেনি। আগুনের ভাঁপে সামান্য লালচে দাগ পড়েছে।

কাজেই এটা কুরআনের চিরন্তন বরকত হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়।

٢٠٣٨- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلاَلَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهٗ فِيْ عَشْرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ - رواه احمد والترمذى وابن ماجة والدارمى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَحَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّاوِيْ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ

২০৩৮। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে ও একে মুখস্ত করেছে, এরপর (এর মধ্যে বর্ণিত বিষয়) হালালকে হালাল জেনেছে। হারামকে হারাম মেনেছে, তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তির জন্য তার সুপারিশ (আল্লাহ) কবুল করবেন, যারা প্রত্যেকেই অবধারিতভাবে জাহান্নামে যেতো।–আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী। কিন্তু ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। এর একজন বর্ণনাকারী হাফ্স ইবনে সুলায়মান হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

٢٠٣٩- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَيْفَ تَقْرَأُ فِى الصَّلٰوةِ اُمَّ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا اُنْزِلَتْ فِى التَّوْرٰةِ وَلاَ فِى الْاِنْجِيْلِ وَلاَ فِى الزَّبُوْرِ وَلاَ فِى الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَاِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ اُعْطِيْتُهٗ - رواه الترمذى وَرَوَى الدَّارِمِيُّ مِنْ قَوْلِهٖ مَا اُنْزِلَتْ وَلَمْ يَذْكُرْ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ -

২০৩৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নামাযে কিভাবে কুরআন পড়ো ? একথা শুনে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা ফাতিহা পড়ে শুনালেন। তিনি (তাঁর পড়া শুনে) বললেন, আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! এর মতো কোন সূরা না তাওরাতে নাযিল হয়েছে, না ইনজীলে, না যাবুরে আর না এ কুরআনে। এ সূরা হলো সাবউল মাসানী (পুনরাবৃত্ত সাতটি আয়াত) ও মহান কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে। –তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। দারিমী বর্ণনা করেছেন, এর মতো কোন সূরা নাযিল হয়নি পর্যন্ত। তাঁর বর্ণনা হাদীসের শেষের দিক ও উপরের বর্ণিত উবাইর ঘটনা বর্ণনা করেননি।

٢٠٤٠۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ فَاقْرَءُوْهُ فَاِنَّ مَثَلَ الْقُرْاٰنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَأَ وَقَامَ بِهٖ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَّحْشُوٍّ مِّسْكًا تَفُوْحُ رِيْحُهٗ كُلَّ مَكَانٍ وَّمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهٗ فَرَقَدَ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهٖ كَمَثَلِ جِرَابٍ اُوْكِيَ عَلٰى مِسْكٍ ۔ رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة

২০৪০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআন শিখো ও তা পড়তে থাকো। যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং কুরআন নিয়ে রাতে নামাযে দাঁড়ায় তার দৃষ্টান্ত হলো মেশ্ক ভর্তি থলির মতো যা চারদিকে সুগন্ধি ছড়ায়। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে আর তা পেটে নিয়ে রাতে ঘুমায়, তার দৃষ্টান্ত হলো ওই মিশ্ক পূর্ণ থলির মতো যার মুখ ঢাকনি দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে।–তিরিমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।

٢٠٤١۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حٰمٓ اَلْمُؤْمِنَ اِلٰى اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ وَاٰيَةَ الْكُرْسِيِّ حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتّٰى يُمْسِيَ وَمَنْ قَرَأَ بِهِمَا حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ بِهِمَا حَتّٰى يُصْبِحَ ۔ رواه الترمذى والدارمى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২০৪১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা হা-মীম আল মু'মিন—ইলাইহিল মাসীর পর্যন্ত ও আয়াতুল কুরসী পড়বে এর দ্বারা তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হিফাযতে রাখা হবে। আর যে ব্যক্তি তা সন্ধ্যায় পড়বে তাকে সকাল পর্যন্ত নিরাপদে রাখা হবে।–তিরমিযী ও দারেমী)। কিন্তু ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

٢٠٤٢۔ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِاَلْفَيْ عَامٍ اَنْزَلَ مِنْهُ اٰيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا تُقْرَاٰنِ فِيْ دَارٍ ثَلٰثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا الشَّيْطَانُ ۔ رواه الترمذى والدارمى وقال الترمذى هذا حديث غريب ۔

২০৪২। হযরত নু'মান ইবনে বশীর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দু' হাজার বছর আগে আল্লাহ তাআলা একটি কিতাব লিখেছেন। এ কিতাব হতে পরে দুটি আয়াত নাযিল করে এর দ্বারা সূরা আল বাকারা শেষ করেছেন। কোন ঘরে তা তিন রাত পড়া হবে, আর এরপরও এ ঘরের কাছে শয়তান যাবে, এমন (ঘটনা) হতে পারে না।–তিরমিযী ও দারিমী। কিন্তু ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

٢٠٤٣- وَعَنْ اَبِیْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ ثَلٰثَ اٰيَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ - رواه الترمذی وَقَالَ هذا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২০৪৩। হযরত আবু দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দিকের তিনটি আয়াত পড়বে, তাকে দাজ্জালের ফিতনা হতে নিরাপদ রাখা হবে (তিরমিযী)। তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٠٤٤- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ شَیْءٍ قَلْبًا وَّقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰس وَمَنْ قَرَأَ يٰس كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِقِرَاءَ تِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ - رواه الترمذی والدارمی وَقَالَ التِّرْمِذِیُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২০৪৪। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের 'কালব' (হৃদয়) আছে। আর কুরআনের 'কালব' হলো, 'সূরা ইয়াসীন'। যে ব্যক্তি এ সূরা একবার পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার এ একবার পড়ার কারণে তার জন্য দশবার কুরআন পড়ার সওয়াব লিখবেন।–তিরমিযী, দারিমী, ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

٢٠٤٥- وَعَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی قَرَأَ طٰهٰ وَيٰس قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِاَلْفِ عَامٍ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلٰئِكَةُ الْقُرْاٰنَ قَالَتْ طُوْبٰی لِاُمَّةٍ يُّنْزَلُ هٰذَا عَلَيْهَا وَطُوْبٰی لِاَجْوَافٍ تَحْمِلُ هٰذَا وَطُوْبٰی لِاَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهٰذَا -

رواه الدارمی

২০৪৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আসমান যমীন সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে সূরা ত্বা-হা ও সূরা ইয়াসীন পাঠ করলেন। ফেরেশতাগণ তা শুনে বললেন, ধন্য সেই জাতি যাদের উপর এ সূরা নাযিল হবে। ধন্য সেই পেট যে এ সূরা ধারণ করবে। ধন্য সেই মুখ, যে তা উচ্চারণ করবে।–দারেমী

٢٠٤٦- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حٰمٓ الدُّخَانَ فِیْ لَيْلَةٍ اَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهٗ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ - رواه الترمذی وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَّعَمْرُو بْنُ اَبِیْ خَثْعَمِ نِ الرَّاوِیْ يُضَعَّفُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِی الْبُخَارِیَّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ -

২০৪৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা 'হা-মীম দুখান' (সূরা আদ দুখান) পড়ে। তার সকাল হয় এভাবে যে সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহর নিকট তার জন্য

মাগফিরাত কামনা করতে থাকেন।-(তিরমিযী) তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব। একজন বর্ণনাকারী আমর ইবনে আবু খাসআম যয়ীফ। ইমাম বুখারী বলেছেন, আমর একজন মুনকার রাবী)।

٢٠٤٧- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حٰمٓ اَلدُّخَانُ فِىْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَّهِشَامُ اَبُوْ الْمِقْدَامِ الرَّاوِىْ يُضَعَّفُ -

২০৪৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর রাতে সূরা 'হা-মীম দুখান' (সূরা আদ দুখান) পড়বে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। তিরিমিযী। তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। এর রাবী আবু মিকদাম হিশামকে দুর্বল বলা হয়েছে।

٢٠٤٨- وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَنْ يَّرْقُدَ يَقُوْلُ اِنَّ فِيْهِنَّ اٰيَةً خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ اٰيَةٍ - رواه الترمذى وابو داؤد وَرَوَاهُ الدَّارِمِىُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانٍ مُّرْسَلاً وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ -

২০৪৮। হযরত ইরবাস ইবনে সারিয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়নের আগে 'মুসাব্বিহাত' পাঠ করতেন। তিনি বলতেন, ওই আয়াতসমূহের মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াতের চেয়েও উত্তম।-তিরমিযী, আবু দাউদ, এ রাবী হতে। দারিমী মুরসাল হাদীস হিসেবে 'খালেদ ইবনে মা'দান' হতে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব কিন্তু হাসান।

ব্যাখ্যা ঃ 'মুসাব্বিহাত' বলা হয় ওইসব সূরাকে যেসব সূরার শুরু হয়েছে 'সাব্বাহা' 'ইউসাব্বিহু' অথবা 'সাব্বেহ' শব্দ দ্বারা। এসব সূরা হলো, সূরা হাদীদ, হাশর, সফ, জুমআ ও তাগাবুন।

٢٠٤٩- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ سُوْرَةً فِى الْقُرْاٰنِ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَلَهُ وَهِىَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ - رواه احمد والترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة

২০৪৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআনে পাকে তিরিশ আয়াতের একটি সূরা আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে। ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। সেই সূরাটি হচ্ছে, 'তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুল্‌ক'।-আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।

ব্যাখ্যা ঃ এ সূরা ওই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করার পর তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতে পেরেছেন। অথবা তিনি মে'রাজে তা প্রত্যক্ষ করেছেন।

٢٠٥٠ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خِبَاءَهُ عَلٰى قَبْرٍ وَهُوَ لَايَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَاِذَا فِيْهِ اِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ حَتّٰى خَتَمَهَا فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২০৫০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো এক সাহাবী কোনো একটি কবরের উপর নিজের তাবু খাটালেন। তিনি জানতেন না যে এটা কবর। তিনি হঠাৎ দেখেন, এ কবরে এক ব্যক্তি সূরা 'তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুল্‌ক' পড়ছে এমন কি তা শেষ করে ফেলেছে। এরপর ওই সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন ও তাঁকে এ খবর জানালেন। তিনি বললেন, এটা হচ্ছে (আযাব হতে) বাধাদানকারী এবং মুক্তিদানকারী। যা পাঠককে আল্লাহ তাআলার আযাব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে।–তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

٢٠٥١ـ وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَايَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ـ رواه احمد والدارمى وَقَالَ التِّرْمِذِيْ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَكَذَا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِي الْمَصَابِيْحِ غَرِيْبٌ

২০৫১। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘুমানোর জন্য বিছানায় শোবার পর) যে পর্যন্ত সূরা 'আলিফ লাম মীম তানযীল' ও সূরা 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক' পড়ে শেষ না করতেন ঘুমাতেন না।–আহমাদ, তিরমিযী ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। শরহুস সুন্নায় এরূপ রয়েছে মাসাবীহ এ হাদীসকে গরীব বলেছেন।

٢٠٥٢ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْاٰنِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْاٰنِ ـ رواه الترمذى

২০৫২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ ও হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (সওয়াবের দিক দিয়ে) সূরা 'ইযা যুলযিলাত' কুরআনের অর্ধেকের সমান, 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' (কুরআনের) এক-তৃতীয়াংশের সমান, 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরুন' এক-চতুর্থাংশের সমান।–তিরমিযী

٢٠٥٣ـ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ

بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَرَأَ ثَلٰثَ اٰيَاتٍ مِّنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يُّصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى يُمْسِيَ وَاِنْ مَّاتَ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا وَّمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ـ رواه الترمذى والدارمى وَقَالَ الترمذى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২০৫৩। হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম থেকে) উঠে তিনবার বলবে, 'আউযু বিল্লাহিস সামীয়িল আলীমি মিনাশ শাইতানির রাজীম'। তারপর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে। আল্লাহ তাআলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন। যারা তার জন্য সন্ধা পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন। আর সে যদি এ দিন মারা যায়, তার মৃত্যু হবে শহীদ হিসাবে। যে ব্যক্তি এ দোয়া সন্ধার সময় পড়বে, সেও এ একই মর্যাদার মালিক হবে।–তিরমিযী, দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে বলে দেয়া দোয়াটি—'আউযু বিল্লাহি' এর অর্থ হলো—আমি আল্লাহ তাআলার কাছে বিতাড়িত শয়তানের (সব অনিষ্ট হতে) আশ্রয় চাচ্ছি যিনি সব শুনেন ও জানেন।

٢٠٥٤. وَعَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِّائَتَيْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مُّحِيَ عَنْهُ ذُنُوْبُ خَمْسِيْنَ سَنَةً اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ـ رواه الترمذى والدارمى وَفِيْ رِوَايَتِهٖ خَمْسِيْنَ مَرَّةً وَلَمْ يَذْكُرْ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ـ

২০৫৪। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন দু শ বার সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে তার পঞ্চাশ বছরের গোনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। যদি তার উপর কোনো ঋণের বোঝা না থাকে।–তিরমিযী ও দারিমী। কিন্তু দারিমীর বর্ণনায় (দু শ বারের জায়গায়) পঞ্চাশ বারের কথা উল্লেখ হয়েছে। তিনি ঋণের কথা উল্লেখ করেননি।

٢٠٥٥. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ عَلٰى فِرَاشِهٖ فَنَامَ عَلٰى يَمِيْنِهٖ ثُمَّ قَرَأَمِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِيْ ادْخُلْ عَلٰى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ ـ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

২০৫৫। হযরত আনাস রাঃ হতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ঘুমাবার জন্য বিছানায় যাবে এবং ডান পাশের উপর শুবে। এরপর এক শ বার সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে, কিয়ামতের দিন

প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, হে আমার বান্দাহ! তুমি তোমার ডান দিকের জান্নাতে প্রবেশ করো।–তিরমিযী, তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান তবে গরীব।

٢٠٥٦- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَقَالَ وَجَبَتْ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ قَالَ الْجَنَّةُ - رواه والترمذى والنسائى

২০৫৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনে বললেন, সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। আমি (একথা) শুনে বললাম, কি সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে হে আল্লাহর রাসূল ? উত্তরে তিনি বললেন 'জান্নাত'।–মালেক, তিরমিযী ও নাসাঈ

٢٠٥٧- وَعَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَقُوْلُهُ اِذَا اَوَيْتُ اِلٰى فِرَاشِىْ فَقَالَ اقْرَأْ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ فَاِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ - رواه الترمذى وابو داؤد والدارمى

২০৫৭। হযরত ফারওয়া ইবনে নাওফাল তাবেয়ী তার পিতা নাওফাল হতে বর্ণনা করেছেন, একদা নাওফেল বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমন একটি বিষয় আমাকে শিখিয়ে দিন যা আমি শুতে গিয়ে পড়তে পারি। তখন তিনি বললেন, সূরা 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরূন' পড়ো। কেননা এ সূরা শিরক হতে পবিত্র।–তিরমিযী, আবু দাউদ, দারিমী।

٢٠٥٨-وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْجُحْفَةَ وَالْاَبْوَاءِ اِذَا غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَّظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِاَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَاَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا - رواه ابو داؤد

২০৫৮। হযরত ওকবা ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জুহফা ও আবওয়া (নামক স্থানের) মধ্যবর্তী জায়গায় চলছিলাম। এ সময় প্রবল ঝড় ও ঘোর অন্ধকার আমাদেরকে ঢেকে ফেললো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'সূরা কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' পড়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইলেন। তিনি বললেন, হে ওক্বা! এ দুটি সূরা দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় চাও। কারণ এ দু সূরার মতো অন্য কোন সূরা দিয়ে কোন প্রার্থনাকারীই আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারেনি।–আবু দাউদ

٢٠٥٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ قَالَ خَرَجْنَا فِىْ لَيْلَةِ مَطَرٍ وَّظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ قُلْ قُلْتُ مَا اَقُوْلُ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ

تُصْبِحُ وَحِيْنَ تُمْسِيْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔

رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى

২০৫৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার ঝড়-বৃষ্টি ও ঘনঘোর অন্ধকারময় রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খোঁজে বের হলাম এবং তাঁকে খুঁজে পেলাম। (তিনি আমাদেরকে দেখে) তখন বললেন, পড়ো! আমি বললাম, কি পড়বো (হে আল্লাহর রাসূল!) তিনি বললেন, সকালে সন্ধায় তিনবার কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস পড়বে। এ সূরাগুলো সকল বিপদাপদের মুকাবিলায় তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।–তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ।

٢٠٦٠۔ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرَأُ سُوْرَةَ هُوْدٍ اَوْ سُوْرَةَ يُوْسُفَ قَالَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا اَبْلَغَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔

رواه احمد والنسائى والدارمى

২০৬০। হযরত ওকবা ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (বিপদাপদে পড়লে) আমি কি 'সূরা হুদ' পড়বো, না 'সূরা ইউসুফ'। তিনি উত্তরে বললেন, এসব ব্যাপারে তুমি আল্লাহর কাছে কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাকের চেয়ে উত্তম কোনো সূরা পড়তে পারবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٠٦١۔ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْرِبُوا الْقُرْاٰنَ وَاتَّبِعُوْا غَرَائِبَهٗ وَغَرَائِبُهٗ فَرَائِضُهٗ وَحُدُوْدُهٗ۔

২০৬১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআনকে স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে পড়ো। কুরআনের 'গারায়েব' অনুসরণ করো। আর কুরআনের 'গারায়েব' হলো এর ফারায়েয ও হুদুদ।

ব্যাখ্যা ঃ কুরআনের 'গারায়েব' হলো, কুরআনে বর্ণিত ফরযসমূহ ও এতে নির্দেশিত হুদুদ। আর ফারায়েয ও হুদুদ হলো কুরআনে বর্ণিত আদেশ ও নিষেধসমূহ। যা করতে কুরআন নির্দেশ দিয়েছে তা করা আর যা করতে নিষেধ করেছে তা না করা। এটাই হলো কুরআন অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

٢٠٦٢۔ وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ فِى الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِيْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ فِيْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيْحِ

وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّسْبِيْحُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ ـ

২০৬২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে কুরআন পড়া নামাযের বাইরে কুরআন পড়ার চেয়ে উত্তম। নামাযের বাইরে কুরআন পড়া, তাসবীহ ও তাকবীর পড়ার চেয়ে উত্তম। আর তাসবীহ পড়া দান করা হতে উত্তম। দান করা (নফল) রোযা হতে উত্তম। আর রোযা হলো জাহান্নাম (থেকে বাঁচার) ঢাল।

٢٠٦٣ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسِ نِ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِرَاءَةُ الرَّجُلِ الْقُرْاٰنَ فِيْ غَيْرِ الْمَصْحَفِ اَلْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَاءَتُهُ فِي الْمَصْحَفِ تُضَعَّفُ عَلٰى ذٰلِكَ اِلٰى اَلْفَيْ دَرَجَةٍ ـ

২০৬৩। তাবেয়ী হযরত ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওস সাকাফী তাঁর দাদা সাহাবী হযরত আওস রাঃ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তির মাসহাফ ছাড়া (অর্থাৎ কুরআন দেখা ছাড়া) মুখস্ত কুরআন পড়া এক হাজার মর্যাদা রাখে। আর কুরআন মাসহাফে পড়া (অর্থাৎ কুরআন খুলে দেখে দেখে পড়া) মুখস্ত পড়ার দু' গুণ থেকে দু' হাজার পর্যন্ত মর্যাদা রাখে।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন কালে 'কুরআন শরীফ' এক জায়গায় একত্রে বর্তমান কালের মত কাগজে জিলদ আকারে লিপিবদ্ধ ছিলো না। পরে হযরত আবু বকর ও হযরত ওসমানের খেলাফতকালে বিভিন্ন সূত্র হতে সব এক জায়গায় এনে একত্রে জিলদ বানানো হয়। এটাকেই মাসহাফ বলা হয়।

٢٠٦٤ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَاُ كَمَا يَصْدَاُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جِلاَؤُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلاَوَةُ الْقُرْاٰنِ ـ روى البيهقى الاحاديث الاربعة فى شعب الايمان

২০৬৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এসব হৃদয়সমূহে মরিচা ধরে, যেভাবে পানি লাগলে লোহায় মরিচা ধরে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ মরিচা দূর করার উপায় কি ? তিনি বললেন, বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা ও (বেশি বেশি) কুরআন তিলাওয়াত করা। উপরে উল্লেখিত এ চারটি হাদীস শোআবুল ঈমানে ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

٢٠٦٥ـ وَعَنْ اَيْفَعَ بْنِ عَبْدِ الْكِلاَعِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ سُوْرَةِ الْقُرْاٰنِ اَعْظَمُ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَالَ فَاَيُّ اٰيَةٍ فِي الْقُرْاٰنِ اَعْظَمُ قَالَ اٰيَةُ الْكُرْسِيِّ اَللّٰهُ لاَ

اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ قَالَ فَاَىُّ اٰيَةٍ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ تُحِبُّ اَنْ تُصِيْبَكَ وَاُمَّتَكَ قَالَ خَاتِمَةُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاِنَّهَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ تَحْتِ عَرْشِهٖ اَعْطَاهَا هٰذِهِ الْاُمَّةَ لَمْ تَتْرُكْ خَيْرًا مِّنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلاَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ـ رواه الدارمى

২০৬৫। হযরত আইফা ইবনে আবদিল কালায়ী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কুরআনের কোন সূরা বেশি মর্যাদাশালী ? উত্তরে তিনি বললেন, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলো, কুরআনের কোন আয়াত বেশি মর্যাদাবান ? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসী–"আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম।" সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর নবী! কুরআনের কোন আয়াত এমন, যার বরকত আপনার ও আপনার উম্মতের কাছে পৌছতে আপনি ভালোবাসেন ? তিনি বললেন, সূরা বাকারার শেষাংশ। কেনোনা আল্লাহ তাআলা তাঁর আরশের নীচের ভাণ্ডার হতে তা এ উম্মতকে দান করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোন কল্যাণ নেই যা এতে নেই।–দারিমী

٢٠٦٦ـ وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ ـ رواه الدارمى والبيهقى فى شعب الايمان

২০৬৬। হযরত আবদুল মালেক (তাবেয়ী) ইবনে ওমায়ের রহঃ হতে মুরসাল হাদীস রূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরা ফাতিহার মধ্যে সকল রোগের শেফা রয়েছে।–দারিমী

٢٠٦٧ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ مَنْ قَرَاَ اٰخِرَ اٰلِ عِمْرَانَ فِىْ لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهٗ قِيَامُ لَيْلَةٍ

২০৬৭। হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা আলে ইমরানের শেষের অংশ পড়বে, তার গোটা রাত নামাযে অতিবাহিত হবার সওয়াব লিখা হবে।

٢٠٦٨ـ وَعَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلٰئِكَةُ اِلَى اللَّيْلِ ـ رواهما الدارمى

২০৬৮। তাবেয়ী হযরত মাকহুল রহঃ বলেছেন, যে লোক জুমাবারে সূরা আলে ইমরান পড়বে ফেরেশতাগণ, তার জন্য রাত পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন (উপরের এ দুটি হাদীস ইমাম দারিমী বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ নিশ্চয়ই এ তাবেয়ী সূরার এ মর্যাদার কথা রাসূলের সূত্র হতেই জেনেছেন।

٢٠٦٩ـ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَتَمَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ بِاٰيَتَيْنِ اُعْطِيْتُهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِىْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوْهُنَّ وَعَلِّمُوْهُنَّ نِسَاءَ كُمْ فَاِنَّهَا صَلٰوةٌ وَّقُرْبَانٌ وَّدُعَاءٌ ـ رواه الدارمى مرسلا

২০৬৯। হযরত যুবায়ের ইবনে নুফায়ের (তাবেয়ী) রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরা আল বাকারাকে আল্লাহ তাআলা এমন দুটি আয়াত দ্বারা শেষ করেছেন, যা আমাকে আল্লাহর আরশের নীচের ভাণ্ডার হতে দান করা হয়েছে। তাই তোমরা এ আয়াতগুলোকে শিখবে। তোমাদের রমণীকুলকেও শিখাবে। কারণ এ আয়াতগুলো হচ্ছে রহমত। (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের উপায়। (দীন দুনিয়ার সকল) কল্যাণলাভের দোয়া।–মুরসালরূপে দারিমী।

٢٠٧٠ـ وَعَنْ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اقْرَءُوْا سُوْرَةَ هُوْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ رواه الدارمى

২০৭০। হযরত কা'ব ইবনে মালেক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমুআর দিনে সূরা হূদ পড়বে।–দারিমী

٢٠٧١ـ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ لَهُ النُّوْرَ مَابَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ـ رواه البيهقى فى الدعوات الكبير

২০৭১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমাবারে সূরা কাহ্ফ পড়বে, তার (ঈমানের) নূর এ জুমআ হতে আগামী জুমআ পর্যন্ত চমকাতে থাকবে।–বায়হাকী, দাওয়াতুল কবীর।

٢٠٧٢ـ وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ اقْرَءُوا الْمُنْجِيَةَ وَهِىَ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ فَاِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّ رَجُلاً كَانَ يَقْرَأُهَا مَايَقْرَأُ شَيْئًا غَيْرَهَا وَكَانَ كَثِيْرَ الْخَطَايَا فَنَشَرَتْ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ قَالَتْ رَبِّ اغْفِرْ لَهُ فَاِنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ قِرَاءَتِىْ فَشَفَّعَهَا الرَّبُّ تَعَالٰى فِيْهِ وَقَالَ اكْتُبُوْا لَهُ بِكُلِّ خَطِيْئَةٍ حَسَنَةً وَارْفَعُوْا لَهُ دَرَجَةً وَقَالَ اَيْضًا اِنَّهَا تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فِى الْقَبْرِ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ مِنْ كِتَابِكَ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَاِنْ لَّمْ اَكُنْ مِنْ كِتَابِكَ فَامْحُنِىْ عَنْهُ وَاِنَّهَا تَكُوْنُ كَالطَّيْرِ تَجْعَلُ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ فَتَشْفَعُ لَهُ فَتَمْنَعُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَالَ فِىْ تَبَارَكَ مِثْلَهُ وَكَانَ خَالِدٌ لَاَيَبِيْتُ حَتّٰى يَقْرَأَهُمَا وَقَالَ طَاءُوْسٌ فُضِّلَتَا عَلٰى كُلِّ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ بِسِتِّيْنَ حَسَنَةً ـ رواه الدارمى

২০৭২। তাবেয়ী হযরত খালিদ ইবনে মা'দান রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা মুক্তিদানকারী সূরা, যা হলো 'আলিফ লাম মিম তানযীল' (সূরা আস সাজদা) পড়ো। কেনোনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে একথা আমার নিকট পৌছেছে যে, এক ব্যক্তি এ সূরা পড়তো, এছাড়া আর কোন সূরা পড়তো না। সে ছিলো বড় পাপী মানুষ। এ সূরা তার উপর ডানা মেলে বলতে থাকতো, হে রব! তাকে মাফ করে দাও। কারণ সে আমাকে বেশি বেশি তিলাওয়াত করতো। তাই আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে এ সূরার সুপারিশ গ্রহণ করেন ও

বলে দেন যে, তার প্রত্যেক গোনাহর বদলে একটি করে নেকী লিখে নাও। তার মর্যাদা বৃদ্ধি করো। তিনি আরো বলেন, উক্ত সূরা কবরে এর পাঠকের জন্য আল্লাহর নিকট নিবেদন করবে, হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার কিতাবের অংশ হয়ে থাকি, তুমি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। আর যদি আমি তোমার কিতাবের অংশ না হয়ে থাকি, আমাকে তোমার কিতাব হতে মুছে ফেলো। (অন্য বর্ণনায় আছে) তিনি বলেন, এ সূরা পাখীর রূপ ধারণ করে এর পাঠকারীর উপর নিজের পাখা মেলে ধরবে ও তার জন্য সুপারিশ করবে। এর ফলে কবর আযাব হতে হিফাযত করা হবে। বর্ণনাকারী 'সূরা তাবারাকাল্লাযী' সম্পর্কেও এ একই বর্ণনা করেছেন। হযরত খালিদ এ সূরা দুটি না পড়ে ঘুমাতেন না। তাবেয়ী হযরত তাউস বলেন, এ দুটি সূরাকে কুরআনের অন্য সব সূরা হতে ষাটগুণ অধিক নেক অর্জনের মর্যাদা দান করা হয়েছে।–দারিমী মুরসাল হাদীস হিসাবে।

ব্যাখ্যা ঃ এসব কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত বাণী। হযরত খালিদ কোনো সাহাবী হতে শুনে একথাগুলো বলেছেন।

২০৭৩- وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَاَ يٰسٓ فِى صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهٗ ـ رواه الدارمى مرسلا

২০৭৩। হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ তাবেয়ী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমার কাছে একথা এসে পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথম অংশে সূরা ইয়াসীন পড়বে, তার সব প্রয়োজন পূর্ণ হবে।–দারিমী

২০৭৪- وَعَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارِ نِ الْمُزَنِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَاَ يٰسٓ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ فَاقْرَءُوْهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ ـ

رواه البيهقى فى شعب الايمان

২০৭৪। হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার মুযানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসীন পড়বে, তার আগের গোনাহসমূহ (সগীরা) মাফ করে দেয়া হবে। তাই তোমরা তোমাদের মৃত্যু (আসন্ন) ব্যক্তিদের কাছে এ সূরা পড়বে।–বায়হাকী শোআবুল ঈমান।

২০৭৫- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ قَالَ اِنَّ لِكُلِّ شَىْءٍ سَنَامًا وَاِنَّ سَنَامَ الْقُرْاٰنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاِنَّ لِكُلِّ شَىْءٍ لُبَابًا وَاِنَّ لُبَابَ الْقُرْاٰنِ الْمُفَصَّلُ ـ رواه الدارمى

২০৭৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি বস্তুর একটি শীর্ষস্থান রয়েছে। কুরআনের শীর্ষস্থান হলো সূরা আল বাকারা। প্রত্যেক বস্তুরই একটি 'সার' রয়েছে। কুরআনের সার হলো মুফাস্সাল সূরাগুলো।–দারিমী

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আল হুজুরাত থেকে শুরু করে কুরআনের শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে মুফাস্সাল সূরা বলা হয়।

٢٠٧٦ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوْسٌ وَعَرُوْسُ الْقُرْاٰنِ الرَّحْمٰنُ ـ

২০৭৬। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেকটি জিনিসের একটা সৌন্দর্য রয়েছে। কুরআনের সৌন্দর্য হলো সূরা আর রহমান।

ব্যাখ্যা ঃ মূল হাদীসে 'আরুস' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরুসের বাংলা অর্থ হলো দুলহান বা কনে। কনেকে সাজিয়ে গুছিয়ে অলংকার পড়িয়ে সুশোভিত করে রাখা হয়। তার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে সূরা আর রহমানকে। সূরা আর রহমান পড়লে এর সুর লহরী তাই বলে দেয়।

٢٠٧٧ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَاْمُرُ بَنَاتِهِ يَقْرَاْنَ بِهَا فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ ـ رواهما البيهقى فى شعب الايمان

২০৭৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে 'সূরা আল ওয়াকেয়া' তিলাওয়াত করবে, সে কখনো অভাব অনটনে পড়বে না। বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাঁর কন্যাদেরকে প্রত্যেক রাতে এ 'সূরা আল ওয়াকেয়া' তিলাওয়াত করতে বলতেন।–এ দুটি হাদীস ইমাম বায়হাকী শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন করীম মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির উপায়। এ হাদীসগুলো হতে একথাই বুঝা যায়।

٢٠٧٨ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ـ رواه احمد

২০৭৮। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরা 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' ভালোবাসতেন।–আহমাদ

٢٠٧٩ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَتٰى رَجُلٌ نِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَقْرِأْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اقْرَأْ ثَلٰثًا مِّنْ ذَوَاتِ الرَّا فَقَالَ كَبُرَتْ سِنِّيْ وَاشْتَدَّ قَلْبِيْ وَغَلُظَ لِسَانِيْ قَالَ فَاقْرَأْ ثَلٰثًا مِّنْ ذَوَاتِ حٰمٓ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ قَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرِئْنِيْ سُوْرَةً جَامِعَةً فَاَقْرَأَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا زُلْزِلَتْ حَتّٰى فَرَغَ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ

بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهِ اَبَدًا ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ مَرَّتَيْنِ ـ

رواه احمد وابو داؤد

২০৭৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, আলিফ-লাম-রা সম্পন্ন সূরাগুলোর তিনটি সূরা পড়বে। সে ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার 'কালব' কঠিন ও 'জিহ্বা' শক্ত হয়ে গেছে (অর্থাৎ আমার মুখস্ত হয় না)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি হা-মীম-সম্পন্ন সূরাগুলোর তিনটি সূরা পড়বে। আবার সে ব্যক্তি আগের জবাবের মতো জবাব দিলো। তারপর বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আপনি পরিপূর্ণ অর্থবহ একটি সূরা শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে 'সূরা ইযা যুলযিলাত' শেষ পর্যন্ত পড়িয়ে দিলেন। এবার সে ব্যক্তি বললো, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ, আমি (আপনার শিখানো) সূরার উপর কখনো আর কিছু বাড়াবো না। এরপর লোকটি ওখান থেকে চলে গেলো। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুবার বললেন, লোকটি সফলতা লাভ করলো, লোকটি সফলতা লাভ করলো।–আহমাদ ও আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ যে পাঁচটি সূরার প্রথমে 'আলিফ-লাম-রা' রয়েছে সে সূরাগুলো হলো, সূরা ইউনুস, সূরা হুদ, ইউসুফ, ইবরাহীম ও সূরা হিজর। এ সূরাগুলোকে 'যাওয়াতুর রা' বা 'রা ওয়ালা সূরা বলা হয়। আর যে সাতটি সূরার প্রথমে 'হা-মীম' রয়েছে, সে সূরাগুলো হলো, সূরা গাফের, সূরা ফুসসিলাত, জুখরুফ, দুখান, জাসিয়া ও আহকাফ। এ সূরাগুলোকে যাওয়াতু হা-মীম বা হা-মীম ওয়ালা সূরা বলা হয়। সূরা 'ইযা যুল যিলাত'কে জামে বা পরিপূর্ণ সূরা বলার কারণ হলো, এতে একটি আয়াত আছে—فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ـ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ অর্থাৎ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভালো খারাপ আমল কণা কণা পরিমাণও দেখতে পাবে পরকালে। কল্যাণের সব কাজ করার হুকুম দেয়া হয়েছে এ আয়াতগুলোতে। তাই এটা পরিপূর্ণ অর্থবহ সূরা।

٢٠٨٠ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ يَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّقْرَاَ اَلْفَ اٰيَةٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ قَالُوْا وَمَنْ يَّسْتَطِيْعُ اَنْ يَّقْرَاَ اَلْفَ اٰيَةٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا يَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّقْرَاَ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ـ رواه البيهقى فى شعب الايمان

২০৮০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন, তোমাদের কেউ কি দৈনিক (কুরআনের) এক হাজার আয়াত করে পড়তে পারে না? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, কে দৈনিক (কুরআনের) এক হাজার আয়াত করে পড়তে পারবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তাহলে তোমাদের কেউ কি প্রত্যহ 'সূরা আল হা-কুমুত্ তাকাসুর' পড়তে পারে না?–বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যদি কেউ এ সূরা 'আত তাকাসুর' দৈনিক একবার করে পড়ে তাহলে সে কুরআনের এক হাজার আয়াত পড়ার সওয়াব পাবে। কারণ এ সূরায় দুনিয়ার প্রতি আসক্তি হ্রাস ও আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানো হয়েছে।

২০৮১- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَ عِشْرِيْنَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلٰثِيْنَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا ثَلٰثَةُ قُصُوْرٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذاً لَنُكْثِرَنَّ قُصُوْرَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ اَوْسَعُ مِنْ ذٰلِكَ - رواه الدارمى

২০৮১। হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যেব মুরসাল হাদীসরূপে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি 'সূরা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' দশ বার পড়বে, এর বদলে তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে। যে ব্যক্তি বিশ বার পড়বে তার জন্য জান্নাতে দুটি 'প্রাসাদ' তৈরি করা হবে। আর যে ব্যক্তি তিরিশ বার পড়বে তার জন্য জান্নাতে তিনটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে। একথা শুনে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ বললেন, আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তা-ই হয় তাহলে তো আমরা অনেক প্রাসাদ লাভ করবো। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর রহমত এর চেয়েও অধিক প্রশস্ত (এতে বিস্ময়ের কিছু নেই হে ওমর!)।–দারিমী

২০৮২- وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ مِائَةَ اٰيَةٍ لَمْ يُحَاجَّهُ الْقُرْاٰنُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ مِّائَتَيْ اٰيَةً كُتِبَ لَهُ قُنُوْتُ لَيْلَةٍ وَّمَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ خَمْسَ مِائَةٍ اِلَى الْاَلْفِ اَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ مِّنَ الْاَجْرِ قَالُوْا وَمَا الْقِنْطَارُ قَالَ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا - رواه الدارمى

২০৮২। তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী মুরসাল হাদীসরূপে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে (কুরআনের) একশতটি আয়াত পড়বে, ওই রাতে কুরআন তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে দু'শত আয়াত কুরআন পড়বে, তার জন্য লিখা হবে এক রাতের ইবাদাত। আর যে ব্যক্তি রাতে পাঁচ শ হতে এক হাজার আয়াত পর্যন্ত পড়বে ভোরে উঠে সে এক 'কিন্তার' সওয়াব দেখবে। তারা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এক কিন্তার কি ? তিনি জবাব দিলেন, বারো হাজার দীনার সমান ওযন।–দারিমী

١ـ بَابُ اٰدَابُ التِّلَاوَةُ وَدُرُوْسُ الْقُرْاٰنِ

১-কুরআনের প্রতি লক্ষ রাখা ও কুরআন পাঠের নিয়মাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٠٨٣ـ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنَ الْاِبِلِ فِىْ عُقُلِهَا ـ متفق عليه

২০৮৩। হযরত আবু মূসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআনের প্রতি তোমরা সবসময় লক্ষ্য রাখবে। যাঁর হাতে আমার জীবন নিহিত, তাঁর শপথ, নিশ্চয় কুরআন সিনা হতে এতো তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায় যে, উটও এতো তাড়াতাড়ি নিজের রশি ছিড়ে বের হয়ে যেতে পারে না।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ উটের মালিক যদি উটের দিকে খেয়াল না করে তাহলে উট রশি ছিড়ে পালিয়ে যায়। ঠিক এভাবে কুরআনে করীম পড়ার প্রতিও খেয়াল করতে হবে। সবসময় কুরআন পড়া চালু রাখতে হবে। তা না হলে কুরআনও রশি ছেড়া উটের মতো পালিয়ে যাবে। অর্থাৎ কুরআন ভুলে যাবে। কুরআন মুখস্ত করা অনেক সওয়াব। কিন্তু অন্ততঃ ফরয নামায পড়ার প্রয়োজনীয় সূরার অতিরিক্ত মুখস্ত না করা গুনাহ নয়। কিন্তু মুখস্ত করে ভুলে যাওয়া গুনাহ।

٢٠٨٤ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَ مَا لِاَحَدِهِمْ اَنْ يَّقُوْلَ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّىَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ ـ متفق عليه وَزَادَ مُسْلِمٌ بِعُقُلِهَا ـ

২০৮৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তির জন্য একথা বলা খুবই খারাপ যে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং সে যেনো বলে, তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা বার বার কুরআন পড়তে থাকবে। কারণ কুরআন মানুষের মন হতে চার পা জন্তু অপেক্ষাও দ্রুত পালিয়ে যায়।–বুখারী, মুসলিম। ইমাম মুসলিম, 'রশিতে বাঁধা চার পা জন্তু' বাড়িয়ে বলেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে কুরআন ভুলে গেলে কিভাবে তা প্রকাশ করবে, তার আদব শিখানো হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন, 'ভুলে গিয়েছি' একথা বলবে না। বরং বলা উচিত, আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

٢٠٨٥ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ ـ متفق عليه

২০৮৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআন স্মৃতিতে ধরে রাখা কুরআনের ধারকদের দৃষ্টান্ত হলো রশিতে বাঁধা উটের মতো। উটের প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখলে তাঁকে বেঁধে রাখা যেতে পারে। আর লক্ষ্য না রাখলে সে রশি ছিড়ে পালিয়ে যায়।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কুরআন শরীফ সবসময় না পড়লে, এর হিফাযত না করলে তা মুখস্ত থাকে না। ভুলে যায়। কাজেই সবসময় কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকতে হবে।

٢٠٨٦- وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ - متفق عليه

২০৮৬। হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মনের আগ্রহ থাকা পর্যন্ত কুরআন পড়বে। মনের ভাব অন্য রকম হয়ে গেলে অর্থাৎ আগ্রহ কমে গেলে তা ছেড়ে উঠে যাবে।
–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ ব্যাপারটা সকল কাজের বেলাই প্রযোজ্য। কোনো কাজ মনের আগ্রহ থাকা পর্যন্ত করাই উত্তম। আগ্রহে ভাটা পড়লে তা ছেড়ে দেয়া উচিত। কুরআন পড়ার ব্যাপারেও একথা প্রযোজ্য। তবে কুরআন পড়ার অভ্যাস জারী রাখলে ও কুরআন বুঝলে তেলাওয়াতের সময় সহজে এ অনাগ্রহ বা ক্লান্তি আসে না। এটা কুরআনের বরকত। তারপরও প্রতিটা কাজেই একটা সীমা থাকা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই এ হাদীসে শিক্ষা দিয়েছেন।

٢٠٨٧- وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللّٰهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ -

رواه البخاری

২০৮৭। তাবেয়ী হযরত আবু কাতাদা রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আনাস রাঃ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরআন পাঠ কেমন ছিলো ? তিনি বললেন, তাঁর কুরআন পাঠ ছিলো টানা টানা। তারপর হযরত আনাস রাঃ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়লেন। তিনি 'বিস্‌মিল্লাহি' টানলেন। 'রাহ্‌মানি' টানলেন এবং 'রাহীমে' টানলেন।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টেনে টেনে কুরআন পড়তেন। এর অর্থ হলো যেখানে, 'মদের' অক্ষর সেখানে তিনি নিয়মানুযায়ী টানতেন। যেমন আল্লাহ শব্দের 'লাম' অক্ষরে, রহমান শব্দের 'মীম' অক্ষরে ও রাহীম শব্দের 'হা' অক্ষরে মদ রয়েছে।

٢٠٨٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَذِنَ اللّٰهُ بِشَىْءٍ مَّا اَذِنَ لِنَبِىٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ - متفق عليه

২০৮৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যতো কান পেতে শুনেন একজন নবীর সুর করে কুরআন পড়াকে ; এতো কান পেতে শুনেন না আর কোন কথাকে।
—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কান পেতে শোনা অর্থ হলো মুগ্ধ হয়ে শোনা। সুর করে পড়া অর্থ তাজবিদের সাথে নিয়মানুযায়ী সুন্দর করে পড়া। যাতে মন বিগলিত হয়। তা হলো আরবী ভাষাভাষীদের স্বাভাবিক সুরে পড়া। যা খুবই চমৎকার। যারা হজ্জে যান তারা খানায়ে কা'বার নামাযে তা বুঝতে পারেন।

٢٠٨٩- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَّا اَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهٖ - متفق عليه

২০৮৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কোন নবীর মধুর স্বরে সুরেলা কণ্ঠের স্বরবে কুরআন পড়াকে যতো পসন্দ করেন, ততো পসন্দ করেন না আর কোন স্বরকে।—বুখারী, মুসলিম

٢٠٩٠- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ - رواه البخارى

২০৯০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সুর করে কুরআন পড়ে না সে আমাদের দলের অন্তর্গত নয়।

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম হলো কুরআন মজীদকে সুবচনে সুরেলা কণ্ঠে পড়া উচিত। শর্ত হলো অক্ষরে হরকতে মদে তাশদীদে বা এ ধরনের আর কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তন না হওয়া। গানের সুরেও যেনো পড়া না হয়।

٢٠٩١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ اِنِّيْ أُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى اَتَيْتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاءِ شَهِيْدًا قَالَ حَسْبُكَ الْاٰنَ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - متفق عليه

২০৯১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সঃ মিম্বরে বসে আমাকে বললেন, তুমি আমার সামনে কুরআন পড়ো (আমি তোমার কুরআন পড়া শুনবো)। (তাঁর কথা শুনে) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সামনে আমি কুরআন পড়বো। অথচ এ কুরআন আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। (তার একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, কুরআন আমি অন্যের মুখে শুনতে পসন্দ করি।

অতপর আমি (তাঁর সামনে) সূরা নিসা পড়তে শুরু করলাম। "তবে কেমন হবে আমি যখন প্রত্যেক উম্মাতের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং আপনাকেও সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করবো এদের বিরুদ্ধে" আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌছলে তিনি বললেন, এখন বন্ধ করো। এ সময় আমি তাঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম তাঁর দু' চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।–বুখারী, মুসলিম

٢٠٩٢ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ اللّٰهُ سَمَّانِىْ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ نَعَمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ وَسَمَّانِىْ قَالَ نَعَمْ فَبَكٰى ـ متفق عليه

২০৯২। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ একদিন উবাই ইবনে কাআব রাঃ-কে বললেন, তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাতে আল্লাহ আমাকে হুকুম দিয়েছেন। উবাই জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কি আমার নাম ধরে আপনাকে একথা বলেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এবার উবাই বললেন, রাব্বুল আলামীনের কাছে আমি কি উল্লেখিত হয়েছি ? রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, হ্যাঁ। একথা শুনে উবাইর দু' চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, "আমাকে আল্লাহ তাআলা তোমাকে 'লাম ইয়াকুনিল্লাজিনা কাফারু' সূরা পড়ে শুনাতে হুকুম দিয়েছেন। উবাই তখন বললেন, আল্লাহ কি আমার নাম ধরে বলেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এতে উবাই কেঁদে ফেললেন।–বুখারী, মুসলিম

٢٠٩٣ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّسَافِرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ ـ متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لاَتُسَافِرُوْا بِالْقُرْاٰنِ فَاِنِّىْ لاَاٰمَنُ اَنْ يَّنَالَهُ الْعَدُوُّ ـ

২০৯৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর দেশে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। –বুখারী, মুসলিম। (ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, কুরআন নিয়ে সফরে বের হয়ো না। কারণ কুরআন শত্রুর হাতে পড়ে যাওয়া হতে আমি নিরাপদ মনে করি না)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٠٩٤ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسْتُ فِىْ عِصَابَةٍ مِّنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِّنَ الْعُرْىِ وَقَارِئٌ يَّقْرَأُ عَلَيْنَا اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قُلْنَا كُنَّا نَسْتَمِعُ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ اُمِرْتُ اَنْ

اَصْبِرَ نَفْسِيْ مَعَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِيْنَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا فَتَحَلَّقُوْا وَبَرَزَتْ وُجُوْهُهُمْ لَهُ فَقَالَ اَبْشِرُوْا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَّذٰلِكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ ـ

رواه ابو داؤد

২০৯৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার দরিদ্র মুহাজিরদের একদলের মধ্যে বসলাম। তারা নিজেদের নগ্নতার (কারণে লজ্জা ঢাকার) জন্য একে অন্যের সাথে মিশে মিশে বসেছিলেন। এ সময় একজন পাঠক আমাদের সামনে কুরআন পাঠ করছিলো। এ সময় হঠাৎ এখানে রাসূলুল্লাহ সঃ এসে উপস্থিত হলেন এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সঃ এসে দাঁড়ালে কুরআন পাঠক খামুশ হয়ে গেলো। তিনি তখন আমাদেরকে সালাম করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কি করছিলে তোমরা ? জবাবে আমরা বললাম, আল্লাহর কিতাব শুনছিলাম আমরা। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, আল্লাহ তাআলার শোকর, যিনি আমার উম্মাতের মধ্যে এ ধরনের লোক সৃষ্টি করে দিয়েছেন; যাদের সাথে আমাকে শরীক করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী বলেন, এরপর তিনি আমাদের মধ্যে বসে গেলেন এবং নিজেকে আমাদের মধ্যে শামিল করে নেন। এরপর তিনি তাঁর হাত দিয়ে বললেন, তোমরা গোল হয়ে বসো। (বর্ণনাকারী বলেন একথা শুনে) তারা গোল হয়ে বসলেন। তাদের চেহারা রাসূলের দিকে হয়ে গেলো। তখন তিনি বললেন, হে গরীব মুহাজিরের দল, তোমাদের জন্য সুখবর! পূর্ণ জ্যোতির কেয়ামাতের দিনে তোমরা ধনীদের অধা দিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এ অধা দিনের (পরিমাণ) হলো পাঁচ শত বছর।
–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন করীমে বলা হয়েছে, "তোমরা নিজেকে তাদের মধ্যে শামিল রাখবে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে। তারা তাদের রবের সন্তোষ চায়.......।" আয়াতের শেষ পর্যন্ত. এ আয়াতের মর্মানুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাঃ তাদের সাথে বসে গেলেন।

কুরআন মজিদে বর্ণিত আছে, وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ "তোমার রবের নিকট একদিন তোমাদের এক হাজার বছরের সমান।"(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪৭) তাই আধা দিন হলো পাঁচ শ' বছরের সমান। পাঠকের কুরআন পাঠের সময় রাসূল তাদেরকে সালাম দেননি। চুপ করার পর সালাম দিয়েছেন। এতে বুঝা গেলো কুরআন পাঠকালে সালাম নিষেধ। এ সময় সালাম করলে জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়।

٢٠٩٥ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ ـ

رواه احمد وابو داؤد وابن ماجة والدارمى ـ

২০৯৫। হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, 'তোমাদের মিষ্টি স্বর দিয়ে কুরআনকে সুন্দর করো।–আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী

٢٠٩٦- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ الاَّ لَقِيَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَجْذَمَ - رواه ابو داؤد والدارمى

২০৯৬। হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শিখে তা ভুলে গিয়েছে। সে কিয়ামাতের দিন অঙ্গহানী অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।–আবু দাউদ, দারিমী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে 'আজযাম' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ শব্দের অর্থ, কুষ্ঠ-রোগী, অঙ্গহানী ব্যক্তি। হাদীসে প্রথম অর্থটিও হতে পারে। কুরআন ভুলে যাওয়া অমনোযোগিতার লক্ষণ। মুখস্ত করে কুরআন ভুলে যাওয়া গুনাহ।

٢٠٩٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِيْ اَقَلَّ مِنْ ثَلٰثٍ - رواه الترمذى وابو داؤد والدارمى -

২০৯৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন পড়েছে, সে ব্যক্তি কুরআন বুঝে নি।–তিরমিযী, আবু দাউদ, দারিমী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো, কুরআন বুঝে পড়তে হবে। কুরআন মজীদ তিন দিনের কমে পড়ে শেষ করা ঠিক নয়। এতে কুরআন বুঝার হক আদায় হয় না। আবার কুরআন খতমে চল্লিশ দিনের বেশি সময় লাগানোও ঠিক নয়। আলেমদের মতে সাত দিন হতে তিরিশ দিনের মধ্যে কুরআন খতম করার মানসম্মত সময়।

٢٠٩٨- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ - رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ -

২০৯৮। হযরত ওকবা ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, উচ্চস্বরে কুররআন পড়া উচ্চস্বরে ভিক্ষা করার মতো। আর চুপে চুপে কুরআন পড়া চুপে চুপে ভিক্ষা করার মতো।–তিরমিযী, আবু দাউদ, ও নাসাঈ। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

ব্যাখ্যা ঃ প্রকাশ্যে নফল ইবাদাত না করাই উত্তম। এতে রিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। যদি প্রকাশ্যে করার কোন সঙ্গত কারণ না থাকে।

٢٠٩٩- وَعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ - رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ -

২০৯৯। হযরত সুহাইব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে লোক কুরআনে বর্ণিত হারামকে হালাল মনে করেছে সে কুরআনের উপর ঈমান আনেনি। -তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এ হাদীসের সনদ দুর্বল।

ব্যাখ্যা ঃ যে লোক কুরআনে নির্দেশিত হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম মনে করে সে মুসলমান নয়। নিশ্চিতই কাফের। কাজেই হাদিসের সনদ দুর্বল হলেও এর মর্ম সঠিক।

٢١٠٠ـ وَعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِیْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَّعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَأَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِیِّ ﷺ فَاِذَا هِیَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُّفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا ـ رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی

২১০০। তাবেয়ী হযরত লাইস ইবনে সা'দ তাবেয়ী হযরত ইবনে আবু মুলাইকা হতে, তিনি তাবেয়ী ইয়ালা ইবনে মামলাক রহঃ হতে বর্ণনা করেছেন, যে ইয়ালা একদিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমাকে নবী করীম সঃ-এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উম্মে সালমা রাঃ দেখা গেলো, রাসূলের কুরআন পাঠ অক্ষর অক্ষর পৃথক করে প্রকাশ করেছেন।-তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ

٢١٠١ـ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِیْ مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَطِّعُ قِرَائَتَهُ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُوْلُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ ـ رواه الترمذی وَقَالَ لَيْسَ اِسْنَادُهٗ بِمُتَّصِلٍ لِاَنَّ اللَّيْثَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ اَبِیْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَّعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيْثُ اللَّيْثِ اَصَحُّ

২১০১। তাবেয়ী হযরত ইবনে জুরাইজ তাবেয়ী ইবনে আবু মুলাইকা হতে, তিনি উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা রাঃ হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উম্মে সালমা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সঃ বাক্যের মধ্যে পূর্ণ থেমে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি বলতেন, 'আলহামদু লিল্লাহি র‍াব্বিল আলামীন', এরপর থামতেন। তারপর বলতেন, 'আররাহমানির রাহীম', তারপর বিরতি দিতেন।-তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। কারণ আগের হাদীসে লাইস-একে ইবনে আবু মুলাইকা হতে এবং তিনি ইয়ালা ইবনে মামলাক হতে আর ইয়ালা হযরত উম্মে সালমা রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। (অথচ এখানে ইয়ালার উল্লেখ নেই) তাই উপরের লাইসের বর্ণনাটি অধিক নির্ভরযোগ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢١٠٢ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَفِيْنَا الْاَعْرَابِیُّ

وَالْعَجَمِيُّ فَقَالَ اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَّسَيَجِيْءُ اَقْوَامٌ يُّقِيْمُوْنَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُوْنَهُ وَلاَ يَتَاجَّلُوْنَهُ ـ رواه ابو داؤد والبيهقى فى شعب الايمان

২১০২। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সঃ আমাদের কাছে এলেন। আমরা তখন কুরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের এ পাঠের মধ্যে আরব অনারব সবই ছিলো (যারা কুরআন পাঠে ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারছিলো না) তারপরও রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, পড়তে থাকো। প্রত্যেকেই ভালো পড়ছো। (মনে রাখবে) অচিরেই এমন কিছু দল আসবে যারা ঠিক মতো কুরআন পাঠ করবে, যেভাবে তীর সোজা করে ঠিক করা হয়। তারা (দুনিয়াতেই) তাড়াতাড়ি এর ফল চাইবে। আখিরাতের জন্য অপেক্ষা করবে না।–আবু দাউদ, বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান।

٢١٠٣ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَاَصْوَاتِهَا وَاِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وسَيَجِيْءُ بَعْدِىْ قَوْمٌ يُرَجِّعُوْنَ بِالْقُرْاٰنِ تَرْجِيْعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُوْنَةٌ قُلُوْبُهُمْ وَقُلُوْبُ الَّذِيْنَ يُعْجِبُهُمْ شَاْنُهُمْ ـ رواه البيهقى فى شعب الايمان وَرَزِيْنٌ فِىْ كِتَابِهٖ

২১০৩। হযরত হুযায়ফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, কুরআন পড়ো আরবদের স্বরে ও সূরে। আর দূরে থাকো আহলে এশ্‌ক ও আহলে কিতাবদের পদ্ধতি হতে। আমার পর খুব তাড়াতাড়ি এমন কিছু লোকের আগমন ঘটবে, যারা কুরআন পাঠে গান ও বিলাপজারীর সূর ধরবে। কুরআন মজীদ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে অন্তরের দিকে যাবে না। তাদের অন্তর হবে দুনিয়ার মোহগ্রস্থ। এভাবে তাদের অন্তরও মোহগ্রস্থ হবে যারা তাদের পদ্ধতি ও সূরে কুরআন পড়বে।–বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান, রাযীন তাঁর কিতাবে।

ব্যাখ্যা ঃ 'আহলে এশ্‌ক' বলে বুঝায়েছে তাদেরকে যারা কবিতা, গান গজলের সূর লহরী ধরে গেয়ে গেয়ে মানুষকে প্রেমের ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করে। বিরহ ব্যথার গান গেয়ে গেয়ে শ্রোতাদের মধ্যে বিরহ ব্যথার চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সূরের মুর্ছনা তুলে প্রেমাষ্পদে আহুতা যোগায়। এটা করতে নিষেধ করা হয়েছে কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে। আহলে কিতাব হলো ইহুদী খৃষ্টানরা। তারাও ওইভাবে তাদের কিতাব পড়তো। বুঝে বুঝে হৃদয়গ্রাহী করে কুরআন পড়তে হবে।

٢١٠٤ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حَسِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ فَاِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْاٰنَ حُسْنًا ـ رواه الدارمى

২১০৪। হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি। তোমরা কুরআনকে তোমাদের কণ্ঠস্বরের মধুর আওয়াজ দিয়ে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে পড়বে। কারণ সুমিষ্টি স্বর কুরআনের সৌন্দর্য বাড়ায়।–দারিমী

٢١٠٥- وَعَنْ طَاؤُسٍ مُرْسَلاً قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَىُّ النَّاسِ اَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرْاٰنِ وَاَحْسَنُ قِرَاءَةً قَالَ مَنْ اِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ اُرِيْتَ اَنَّهُ يَخْشَى اللّٰهَ قَالَ طَاؤُسٌ وَكَانَ طَلْقُ كَذٰلِكَ - رواه الدارمى

২১০৫। তাবেয়ী হযরত তাউস ইয়ামানী রহঃ হতে মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সঃ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, (হে আল্লাহর নবী!) কুরআনে স্বর প্রয়োগ ও উত্তম তিলাওয়াতের দিক দিয়ে সব চেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যার কুরআন তিলাওয়াত শুনে তোমার কাছে মনে হয়, তিলাওয়াতকারী আল্লাহকে ভয় করছে। বর্ণনাকারী তাউস বলছেন, তাবেয়ী তাল্ক এরূপ তিলাওয়াতকারী ছিলেন।−দারিমী

٢١٠٦- وَعَنْ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ لاَتَتَوَسَّدُوا الْقُرْاٰنَ وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَفْشُوْهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَلاَ تُعَجِّلُوْا ثَوَابَهُ فَاِنَّ لَهُ ثَوَابًا - رواه البيهقى فى شعب الايمان

২১০৬। হযরত উবাইদা মুলাইকী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সহচর। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, হে কুরআনের বাহকগণ! কুরআনকে তোমরা বালিশ বানাবে না। বরং তা তোমরা রাত দিন তিলাওয়াত করার মতো তিলাওয়াত করবে। কুরআনকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে সূর করে পড়বে কুরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে করে পড়বে। তাহলেই তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে। দুনিয়ায় এর প্রতিফল তাড়াতাড়ি পাবার জন্য তাড়াহুড়া করো না। কারণ আখিরাতে এর উত্তম প্রতিফল রয়েছে।−বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান।

ব্যাখ্যা ঃ 'বালিশ বানাবে না' কথাটির অর্থ হলো, কুরআন অধ্যয়নে এর হক আদায় করার ব্যাপারে অলসতা প্রকাশ করবে না। বরং বুঝে শুনে গভীর মনোযোগ দিয়ে বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে পড়বে।

٢ - بَابُ اِخْتِلَافِ الْقِرَأَةِ وَجَمْعِ الْقُرْاٰنِ

২-কারায়াতের ভিন্নতা ও কুরআন সংকলন

কুরআন সংকলন

কুরআন কারীম আল্লাহর নিকট লাওহে মাহ্ফুযে এক নির্দিষ্ট নিয়মে সাজানো রয়েছে। তা থেকে তেইশ বছরে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আবশ্যক অনুসারে অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে। যখনই তার যে আয়াত বা আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে, তখনই হযরত জিবরাঈল আঃ তা লাওহে মাহ্ফুজের নিয়ম অনুসারে কোন্ সূরায় কোন্ আয়াতের আগে বা পরে বসবে তা বলে দিয়েছেন এবং সে অনুসারে রাসূল সঃ সাথে সাথে তা মুখস্থ করে নিয়েছেন এবং ওহীর লেখক সাহাবীগণ দ্বারা তা হাড়, চামড়া ও খেজুর ডালা ইত্যাদির উপর লিখিয়ে নিয়েছেন। এছাড়া তিনি তা সর্বদা নামাযে পড়েছেন এবং প্রত্যেক রমযানে পূর্ব অবতীর্ণ সম্যক কুরআন হযরত জিবরাঈল আঃ-কে পড়ে শুনিয়েছেন। সাহাবীগণ নামাযে পড়ার এবং আল্লাহর কালামকে রক্ষা করার জন্য কেউ আংশিক আর কেউ পূর্ণ কুরআন সাথে সাথে হেফয করে নিয়েছেন। মোটকথা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জীবনকালেই সমস্ত কুরআন লিখিয়ে নিয়েছেন এবং কোনো কোনো সাহাবীও নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য তা লিখে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর জীবনকালে বরাবর তা অবতীর্ণ হতে থাকায় লিখিত সমস্ত অংশ একত্র করে কিতাব আকারে সাজানো সম্ভবপর হয়নি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের অব্যবহিত পরেই ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে বহু কুরআনের আলেম ও হাফেয সাহাবী শহীদ হন। এটা দেখে হযরত ওমর রাঃ খলীফা হযরত আবু বকর রাঃ-কে কুরআন কারীমের লিখিত আয়াতগুলোকে হাফেযদের সাক্ষাতে একত্র করে 'মাসহাফ' বা কিতাবরূপে সাজাতে অনুরোধ করেন। সে অনুসারে খলীফা আবু বকর রাঃ ওহীর লেখক ও কুরআনের হাফেয এবং কারী সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত আনসারীকে হযরত ওমরের সহযোগিতায় তা সাজাবার দায়িত্ব দেন। যায়েদ হাড়গোড়ে লিখিত আয়াতকে অন্তত দুজন সাহাবীর সাক্ষাতে ও তাঁদের উপস্থিতিতে কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন এবং সাহাবীদের মধ্যে যাঁদের কাছে যা হেফয বা লিখিত ছিল, তার সাথেও তা মিলিয়ে দেখেন।

এভাবে কুরআন কারীম কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পর তার খণ্ডসমূহ খলীফা হযরত আবু বকর, অতপর খলীফা হযরত ওমর, তাঁর পর তাঁর কন্যা ও রাসূলের সহধর্মিণী বিবি হাফসার নিকট রক্ষিত থাকে এবং তা থেকে জনসাধারণ আপন আপন পাঠের জন্য অনুলিপি করতে থাকে। কিন্তু অনুলিপিকালে কেউ কেউ কোনো কোনো শব্দে আপন আপন গোত্রীয় রীতির অনুসরণ করে, আর এ গোত্রীয় রীতিতে কুরআন পাঠের অনুমতি তাদেরকে রাসূলের যমানায় দেয়া হয়েছিল। ফলে বিভিন্ন গোত্রে কুরআন পাকের বিভিন্ন পাঠ প্রচলিত হয়ে পড়ে।

খলীফা হযরত ওসমান গনীর খেলাফতের প্রথম দিকে আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান যুদ্ধ চলাকালে হেজায ও শামের বিভিন্ন গোত্রের মুসলমানদের মধ্যে কুরআন পাকের বিভিন্ন পাঠ দেখে এবং এর ভাবী পরিণাম চিন্তা করে দূরদর্শী সাহাবী হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং মদীনায় এসে কুরআন কারীমের এক পাঠে সকলকে বাধ্য করার জন্য খলীফাকে অনুরোধ করেন। খলীফা পঞ্চাশ হাজার সাহাবীকে একত্র করে এ ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করে। অতপর বিবি হাফসার কাছ থেকে কুরআন কারীমের সেই আসল কপি সংগ্রহ করে নেন এবং সেই হযরত যায়েদ বিন সাবেত আনসারীকে তিনজন কুরাইশী সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনুল আস ও আবদুর রহমান ইবনে হারেস সমভিব্যাহারে এর বিভিন্ন অনুলিপি প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন এবং কুরাইশী তিনজনকে বলে দেন যে, "যখন আপনাদের এবং যায়েদের মধ্যে কোনো শব্দের উচ্চারণ বা বানানে মতভেদ দেখা দিবে, আপনারা তা কুরাইশদের রীতিতেই লিপিবদ্ধ করবেন। কেননা, কুরআন তাদের ভাষায়, তাদের রীতিতেই নাযিল হয়েছে।"

এ রূপে কুরআন কারীমের ছয় আর কারো মতে সাত কপি অনুলিপি তৈরী হয়। খলীফা এর এক কপি মদীনায় রেখে বাকী কপিসমূহের এক এক কপি মক্কা, শাম, ইয়ামন, বসরা ও কূফায় আর কারো মতে সপ্তম কপি বাহরাইনে প্রেরণ করেন এবং এর হুবহু অনুকরণ করতে লোকদেরকে নির্দেশ দেন। এছাড়া পূর্বের লেখা যার নিকট কুরআনের যে কপি ছিল তা জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দেন এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীকে কুরআন পাঠে মতভেদ হতে চিরতরে রক্ষা করেন। আল্লাহ তাঁকে ও হযরত হুযাইফাকে সমস্ত উম্মাতের পক্ষ থেকে মহান পুরস্কার দান করুন। এ কারণেই তিনি 'জামেউল কুরআন' বা কুরআন একত্রকারী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন—যদিও আসলে তিনি কুরআন একত্রকারী নন ; বরং এক পাঠের পক্ষে লোকদেরকে একত্রকারী। এটা ২৫ হিজরী সন অর্থাৎ হযরত ওসমানের খেলাফত লাভের তৃতীয় এবং রাসূলের ওফাতের পনরতম বছরের ঘটনা।

বর্তমানে আমাদের মধ্যে যে কুরআন প্রচলিত রয়েছে, তা সেই মাসহাফে ওসমানীরই অবিকল নকল। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে কুরআন নাযিল হয়েছে অবিকল তাই। একটি মাত্র অক্ষরেরও কম-বেশী নেই। এমনকি তৎকালে আরবী লিপিশিল্প প্রাথমিক স্তরে থাকার কারণে মাসহাফে ওসমানীতে যে কয়টি শব্দ বর্তমান লিপি-পদ্ধতির ব্যতিক্রম লেখা হয়েছে, অদ্যাবধি তারই অনুকরণ করা হয়েছে, যথা—'রহমত' শব্দ বর্তমান লিপি পদ্ধতি অনুসারে গোল 'তা' দ্বারা رحمة, লেখা হয়, কিন্তু মাসহাফে ওসমানীতে তা চার স্থলে লম্বা 'তা' দ্বারা رحمت, লেখা হয়েছে। এখন আমাদের কুরআনেও এরূপই রয়েছে। এরূপ আরও শব্দের উদাহরণ রয়েছে। পরে উমাইয়া খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান কুরআন কারীমে যের-যবর দেয়ার ব্যবস্থা করেন, যাতে অনারবরা তা ভুল না পড়ে। এতে কোনো শব্দের আকার বা অর্থের পার্থক্য ঘটেনি। অতপর কেউ কেউ কুরআন কারীমের সমস্ত আয়াত, শব্দ, অক্ষর এমনকি নোকতা বা বিন্দুসমূহ পর্যন্ত হিসাব করে রেখেছেন। কুরআন কারীমে মোট একশত চৌদ্দটি সূরা এবং হযরত ইবনে আব্বাসের গণনা অনুসারে ছয় হাজার ছয়শত ষোলটি বাক্য, পঁচাত্তর হাজার নয় শত চৌত্রিশটি শব্দ এবং তিন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ছয় শত একত্রিশটি অক্ষর রয়েছে।

পরবর্তীতে এক হাদীসের ইঙ্গিত অনুসারে সপ্তাহে একবার পড়ার জন্য তাকে সাত মনজিল, মাসে একবার পড়ার জন্য ত্রিশ পারায় ভাগ করেছেন। রমযানের তাবারীতে সাতাইশ তারিখে শবে কদরের রাতে খতম করার উদ্দেশ্যে তাকে পাঁচ শত চল্লিশ রুকূ'তে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিদিন ২০ রাকআত করে ২৭ দিনে ৫৪০ রাকআত হয়। আয়াত ও সূরাসমূহের বিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ২১১৮নং হাদীসের ব্যাখ্যায় দেখুন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢١٠٧۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَأُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَأَنِيْهَا فَكِدْتُّ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتّٰى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهٖ فَجِئْتُ بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَأْتَنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسِلْهُ اِقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِيْ اِقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ ـ متفق عليه وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

২১০৭. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযামকে 'সূরা ফুরকান' পাঠ করতে শুনলাম। আমি যেভাবে (কুরআন) পড়ি, তা হতে (তার পড়া) ভিন্ন ধরনের। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আমাকে এই সূরা পড়ায়েছেন। তাই আমি এর উপর ঝাপিয়ে পড়তে উদ্যত হলাম। (তখন সে নামায পড়ছিলো। তাই) নামায শেষ করা পর্যন্ত তাকে সুযোগ দিলাম। নামায শেষ হবার পরই আমি তাকে তার চাদর গলায় পেঁচিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে যেভাবে 'সূরা ফুরকান' পড়িয়েছেন তার থেকে ভিন্নরূপে আমি হিশামকে 'সূরা ফুরকান' পড়তে শুনলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ওমরকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশামকে বললেন, হিশাম! তুমি 'সূরা ফুরকান' পড়ো তো দেখি। তখন হিশাম এ সূরাটিকে আমি তাকে যেভাবে পড়তে শুনেছি সেভাবেই পড়লো। তার পড়া শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এভাবেও এ সূরা নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বললেন, এখন তুমিও পড়ো দেখি! তাই আমিও সূরাটি পড়লাম। আমার পড়া শুনে তিনি বললেন, এ সূরাটি এভাবেও নাযিল হয়েছে। বস্তুত এ কুরআন সাত রীতিতে নাযিল করা হয়েছে। তাই তোমাদের যার জন্য যে কারাআত সহজ হয় সেভাবেই তোমরা পড়বে।-বুখারী, মুসলিম, কিন্তু পাঠ মুসলিমের।

ব্যাখ্যা ঃ একই দেশের এক এক অঞ্চলের ভাষা এক এক ধরনের হয়ে থাকে। আরবী ভাষায়ও অঞ্চল ভেদে কুরআনের পাঠে ভিন্নতা ছিলো এখনো আছে। নিরক্ষর ও বুড়ো মানুষের পাঠের সুবিধার জন্য রাসূলের কালে কুরআন তিলাওয়াতে বিভিন্ন পদ্ধতির অনুমোদন করা হয়েছে।

٢١٠٨۔ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ خِلاَفَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقَالَ كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا ۔ رواه البخاري

২১০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক লোককে কুরআন পড়তে শুনলাম। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যভাবে এ কুরআন পড়তে শুনেছি। তাই আমি তাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলাম। তাঁকে এখবর জানালাম। আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারায় বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের দু' জনই শুদ্ধ পড়েছো। অতএব এ নিয়ে তোমরা কলহ-বিবাদ করো না। তোমাদের আগের লোকেরা কলহ-বিবাদে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছেন।–বুখারী

٢١٠٩۔ وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُّصَلِّيْ فَقَرَأَ قِرَاءَةً اَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ اٰخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوٰى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلٰوةَ دَخَلْنَا جَمِيْعًا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّ هٰذَا قَرَأَ قِرءَةً اَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ اٰخَرُ فَقَرَأَ سِوٰى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَاَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ فَحَسَّنَ شَانَهُمَا فَسُقِطَ فِيْ نَفْسِيْ مِنَ التَّكْذِيْبِ وَلاَ اِذْ كُنْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَدْ غَشِيَنِيْ ضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ فَفَضْتُ عَرَقًا وَكَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلَى اللّٰهِ فَرَقًا فَقَالَ لِيْ يَا اُبَيُّ اُرْسِلَ اِلَيَّ اَنْ اَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ فَرَدَدْتُّ اِلَيْهِ اَنْ هَوِّنْ عَلٰى اُمَّتِيْ فَرُدَّ اِلَيَّ الثَّانِيَةَ اِقْرَأْهُ عَلٰى حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتُّ اِلَيْهِ اَنْ هَوِّنْ عَلٰى اُمَّتِيْ فَرُدَّ اِلَيَّ الثَّالِثَةَ اِقْرَأْهُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُّكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيْهَا فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لاُمَّتِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لاُمَّتِيْ وَاَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَّرْغَبُ اِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتّٰى اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ۔ رواه مسلم

২১০৯. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে উপস্থিত, এমন সময় এক লোক মসজিদে এসে নামায পড়তে শুরু করলো। সে এমন পদ্ধতিতে কারাআত পড়লো যা আমার জানা ছিলো না। এরপর আর একজন লোক আসলো। সে প্রথম ব্যক্তির কারাআত পড়ার ধরনের ভিন্ন ধরণে কারাআত পড়লো। নামায শেষে আমরা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি নামাযে এভাবে*কারাআত পড়েছে, যা আমার জানা নেই। আবার দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে ওই ব্যক্তির চেয়ে অন্য রকম করে কারাআত পড়লো। এসব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হুকুম দিলেন, আবার কুরআন পড়তে। তারা আবার কুরআন পড়লো। তাদের পড়া শুনে তিনি উভয়ের পড়াকেই ঠিক বললেন। একথা শুনে আমার মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন এক সন্দেহের জন্ম নিলো যা আমার মনে জাহেলিয়াতের সময়েও ছিল না। আমাকে সন্দেহের ছায়া আচ্ছন্ন করে ফেলেছে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সিনার উপর হাত মারলেন। এতে আমি ঘামে ভিজে গেলাম। আমি এতোই ভীত হয়ে পড়লাম, যেনো আমি আল্লাহকে দেখছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে উবাই! আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছিলো যে কুরআন এক পঠন রীতিতে পড়ো। কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট আবেদন করলাম। (হে আল্লাহ!) তুমি আমার উম্মাতের জন্য কুরআন পাঠ পদ্ধতি সহজ করে দাও। আল্লাহ দ্বিতীয়বার বললেন, তবে দু' পাঠ রীতিতে কুরআন পড়ো। আমি আবার নিবেদন করলাম, (হে আল্লাহ!) আপনি আমার উম্মতের জন্য কুরআন পাঠ আরো সহজ করে দাও। তিনি তৃতীয়বার আমাকে বলে দিলেন, তাহলে সাত রীতিতে কুরআন পড়ো। কিন্তু তোমার প্রতিটি নিবেদনের পরিবর্তে আমি তোমাকে যা দিয়েছি এর বাইরেও আরো নিবেদন অধিকার আমার কাছে তোমার রইলো। তুমি তা চাইতে পারো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্ আপনি আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। আর তৃতীয় আবেদনটি আমি এমন এক দিনের জন্য পিছিয়ে রাখলাম যে দিন সব সৃষ্টি আমার সুপারিশের দিকে চেয়ে থাকবে। এমন কি হযরত ইবরাহীমও।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ সন্দেহের জন্ম নিলো অর্থাৎ কুরআন এক তার পাঠ রীতিও এক হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ রাসূল দুই রীতিকেই ঠিক বলাতেই রাসূলের একথার সত্য মিথ্যার ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলো। তা অবশ্য রাসূলের পরবর্তী কথায় দূর হয়েছে। আল্লাহর নিকট উম্মাতের জন্য দুটি নিবেদন করেছেন তিনি। আর একটি করেছেন সমগ্র সৃষ্টির জন্য। নিজ পরিবার পরিজনের জন্য কোনো নিবেদন করেনি। এটাই তার 'রহমাতাল লিল আলামিন' হবার প্রমাণ।

٢١١٠ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَأَنِىْ جِبْرَئِيْلُ عَلٰى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ اَزَلْ اَسْتَزِيْدُهُ وَيَزِيْدُنِىْ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِىْ اَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْاَحْرُفَ اِنَّمَا هِىَ فِى الْاَمْرِ تَكُوْنُ وَاحِدًا لَاتَخْتَلِفُ فِىْ حَلَالٍ وَّلَا حَرَامٍ ـ متفق عليه

২১১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিবরাঈল আমাকে এক রীতিতে কুরআন পড়ালেন। আমি তাকে এর পাঠ রীতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে আনতে আল্লাহর নিকট ফেরত পাঠালাম। আল্লাহ আমার জন্য এ রীতি বৃদ্ধি করতে লাগলেন। অতপর এ পাঠ সাত রীতিতে গিয়ে পৌছলো। বর্ণনাকারী ইবনে শেহাব যুহরী বলেন, বিশ্বস্ত সূত্রে আমার নিকট খবর পৌছেছে যে, এ সাত রীতি অর্থের দিক দিয়ে একই। এর দ্বারা হালাল হারামে কোনো পার্থক্য পড়েনি।–বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢١١١ـ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ لَقِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جِبْرَئِيْلَ فَقَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اِنِّيْ بُعِثْتُ اِلٰى أُمَّةٍ أُمِّيِّيْنَ مِنْهُمُ الْعَجُوْزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ الْقُرْاٰنَ أُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ ـ رواه الترمذى وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَحْمَدَ وَاَبِيْ دَاؤدَ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا اِلاَّ شَافٍ كَافٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِى قَالَ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ اَتَيَانِيْ فَقَعَدَ جِبْرَئِيْلُ عَنْ يَمِيْنِيْ وَمِيْكَائِيْلُ عَنْ يَسَارِيْ فَقَالَ جِبْرَئِيْلُ اِقْرَأِ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ قَالَ مِيْكَائِيْلُ اسْتَزِدْهُ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعَةَ اَحْرُفٍ فَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ ـ

২১১১. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈলের সাথে দেখা করলেন। তিনি বললেন, হে জিবরাঈল! আমি একটি নিরক্ষর উম্মাতের কাছে প্রেরিত হয়েছি। এদের মধ্যে আছে প্রবীণা বৃদ্ধা, প্রবীণ বৃদ্ধ। কিশোর-কিশোরী। এমন ব্যক্তিও আছে যে কখনো লেখা পড়া করেনি। জিবরাঈল বললেন, হে মুহাম্মাদ! (এতে ভয় নেই) কুরআন সাত রীতিতে (পড়ার অনুমতি নিয়ে) নাযিল হয়েছে।–তিরমিযী। আহমাদ ও আবু দাউদের এক বর্ণনায় আরো আছে, "এদের প্রত্যেক রাতেই (অন্তর রোগের জন্য) নিরাময় দানকারী ও যথেষ্ট। কিন্তু নাসাইর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিবরাঈল ও মিকাইল আমার নিকট আসলেন। জিবরাঈল আমার ডানদিকে ও মীকাইল বাম দিকে বসলেন। জিবরাঈল বললেন, আপনি আমার কাছ থেকে কুরআন পড়ার রীতি শিখে নিন। তখন মিকাইল বললেন, আপনি তার নিকট কুরআন পড়ার রীতি বৃদ্ধির আবেদন করুন। আমি তা করলাম। অতপর এ রীতি সাত পর্যন্ত পৌছলো। তাই এ সাত রীতির প্রত্যেকটাই আরোগ্য দানকারী ও যথেষ্ট।

٢١١٢ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُ مَرَّ عَلٰى قَاصٍّ يَّقْرَأُ ثُمَّ يَسْاَلُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَلْيَسْئَلِ اللّٰهَ بِهٖ فَاِنَّهٗ سَيَجِيْءُ اَقْوَامٌ يَّقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَسْأَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ - رواه احمد والترمذى

২১১২. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি ওয়ায়েজ বা গল্পকারের নিকট গেলেন। তিনি দেখলেন, সে গল্পকার কুরআন পড়ছে। আর মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইছে। (এ দৃশ্য দেখে) তিনি দুঃখে 'ইন্নালিল্লাহি' পড়লেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে সে যেনো এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছে কিছু চায়। খুব তাড়াতাড়ি এমন কিছু লোকের আগমন ঘটবে যারা কুরআন পড়ে এর বিনিময়ে মানুষের কাছে হাত পাতবে।–আহমাদ ও তিরমিযী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢١١٣- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ يَتَاَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَوَجْهُهٗ عَظْمٌ لَّيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ - رواه البيهقى فى شعيب الايمان

২১১৩. হযরত বুরাইদা আসলামী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে মানুষের কাছে খাবার চাইবে। কিয়ামতের দিন সে এমন এক অবস্থায় উপনীত হবে যে তার চেহারায় হাড় থাকবে, কিন্তু এতে গোশত থাকবে না।–বায়হাকী শোআবুল ঈমান

٢١١٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَعْرِفُ فَصْلَ السُّوْرَةِ حَتّٰى يَنْزِلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - رواه ابو داؤد

২১১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নাযিল না হওয়া পর্যন্ত সূরাগুলোর মধ্যে পার্থক্য বুঝে উঠতে পারতেন না।–আবু দাউদ

٢١١٥- وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ رَجُل ما هٰكَذَا اُنْزِلَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَرَأْتُهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنْتَ فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهٗ اِذْ وَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ فَقَالَ اَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ - متفق عليه

২১১৫. তাবেয়ী হযরত আলকামা রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হেম্‌স শহরে ছিলাম। ওই সময় একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ সূরা ইউসুফ পড়লেন।

তখন এক লোক বলে উঠলো, এ সূরা এভাবে নাযিল হয়নি। (একথা শুনে) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এ সূরা পড়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে বলেছেন, বেশ ভালো পড়েছো। আলকামা বলেন, সে তাঁর সাথে কথা বলছিলো এ সময় তার মুখ থেকে মদের গন্ধ পাওয়া গেলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ তখন বললেন, মদ খাও আর আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা বানাও। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ মদ পানের অপরাধে তাকে শাস্তি প্রদান করলেন।–বুখারী, মুসলিম

٢١١٦- وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ اَرْسَلَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكْرٍ مَّقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَاذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهٗ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ عُمَرَ اَتَانِىْ فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ وَاِنِّىْ اَخْشٰى اِنِ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيْرٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَاِنِّىْ اَرٰى اَنْ تَاْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْاٰنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ هٰذَا وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِىْ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ لِذٰلِكَ وَرَاَيْتُ فِىْ ذٰلِكَ الَّذِىْ رَاٰى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَانَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفُوْنِىْ نَقْلَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ اَثْقَلَ عَلَىَّ مِمَّا اَمَرَنِىْ بِهٖ مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ اَبُوْ بَكْرٍ يُرَاجِعُنِىْ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ لِلَّذِىْ شَرَحَ لَهٗ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهٗ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ حَتّٰى وَجَدْتُّ اٰخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ مَعَ اَبِىْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِىْ لَمْ اَجِدْهَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهٖ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ حَتّٰى خَاتِمَةَ بَرَاءَةَ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ اَبِىْ بَكْرٍ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيٰوتَهٗ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ -

رواه البخارى

২১১৬. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের পর পর খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর রাঃ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গেলাম। দেখলাম হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর কাছে বসা। হযরত আবু বকর রাঃ বললেন, ওমর আমার কাছে এসে খবর দিলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক কুরআনের হাফেজ শহীদ

হয়ে গেছেন। আমার আশংকা হয়, বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে এভাবে কুরআনের হাফেজ শহীদ হতে থাকলে কুরআনের অনেক অংশ লোপ পেয়ে যাবে। তাই আমি সঙ্গত মনে করি আপনি কুরআনকে মাসহাফ বা কিতাব আকারে একত্র করতে হুকুম দেবেন। হযরত আবু বকর রাঃ বলেন, আমি ওমরকে বললাম, এমন কাজ কিভাবে আপনি করবেন, যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি। ওমর উত্তরে বললেন, আল্লাহর শপথ। এটা হবে একটা উত্তম কাজ। ওমর এভাবে আমাকে বার বার বলতে লাগলেন। অতপর আল্লাহ একাজের গুরুত্ব বুঝার জন্য আমার হৃদয় খুলে দিলেন। এবং আমিও একাজ করা সঙ্গত মনে করলাম যা ওমর সঙ্গত মনে করেছেন।

হযরত যায়েদ রাঃ বলেন, হযরত আবু বকর রাঃ আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক যার উপর কোনো সন্দেহ সংশয় নেই আমাদের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওহীও তুমি লিখতে। তাই তুমিই কুরআনের আয়াতগুলো তালাশ করো এবং এগুলো গ্রন্থাকারে (মাসহাফ) একত্র করো। হযরত যায়দ রাঃ বলেন, তারা যদি আমাকে পাহাড়গুলোর একটি পাহাড়কে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যাবার দায়িত্ব অর্পণ করতেন তাহলে তা-ও আমার জন্য কুরআন একত্র করার অর্পিত দায়িত্ব অপেক্ষা অধিক দুঃসাধ্য হতো না। যায়েদ রাঃ বলেন, আমি বললাম, যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, এমন কাজ আপনারা কি করে করবেন ? হযরত আবু বকর রাঃ বললেন, আল্লাহর কসম। এ কাজ বড়ো উত্তম কাজ। মোটকথা, এভাবে হযরত আবু বকর রাঃ আমাকে বার বার বলতে লাগলেন। সর্বশেষ আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়কেও এ গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য খুলে দিলেন। যে কাজের জন্য হযরত আবু বকর ও ওমরের হৃদয়কেও খুলে দিয়েছিলেন। অতএব খেজুরের ডালা, সাদা পাথর, পশুর হাড়, মানুষের (হাফেজদের) অন্তর ও স্মৃতি হতে আমি কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করতে লাগলাম। সর্বশেষ আমি সূরা তাওবার শেষাংশ, 'লাকাদ যায়াকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম' হতে সূরার শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করলাম হযরত আবু খুযাইমা আনসারীর কাছ থেকে। এ অংশ আমি তার কাছ ছাড়া আর কারো কাছে পাইনি। হযরত যায়দ বলেন, এ লিখিত সহীফাগুলো হযরত আবু বকরের কাছে ছিলো যে পর্যন্ত আল্লাহ তাকে মৃত্যু দেননি। তারপর ছিলো হযরত ওমরের কাছে। তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত। তারপর ছিলো তার কন্যা হযরত হাফসার কাছে।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পরপরই ইয়ামামার যুদ্ধ বাঁধে মিথ্যা নবী দাবীদারদের বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধেই 'মুসাইলাতামুল কায্যাব' মারা যায়। এ যুদ্ধেই কারো মতে সাতশ' কারো মতে বার'শ হাফেজে কুরআন শহীদ হন। এ অবস্থায় হযরত ওমরের দুরদৃষ্টি সম্পন্ন পরামর্শ হযরত আবু বকরের অন্তর চোখ খুলে দেয়। কিয়ামাত আদ্য পান্ত কুরআন সংরক্ষণ করে রাখার জন্য এ সিদ্ধান্ত যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বরং এমন সিদ্ধান্তের জন্য আল্লাহর তরফ হতেই এলহাম হয়ে থাকে। যা হযরত ওমর ও আবু বকরের উপর হয়েছিলো।

২১১৭- وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلٰى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِىْ اَهْلَ الشَّامِ فِىْ فَتْحِ اَرْمِيْنِيَّةَ وَاٰذَرْ بَيْجَانَ مَعَ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَاَفْزَعَ حُذَيْفَةَ

اخْتِلاَفُهُمْ فِى الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَدْرِكْ هٰذِهِ الْاُمَّةَ قَبْلَ اَنْ يَّخْتَلِفُوْا فِى الْكِتَابِ اخْتِلاَفَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى فَاَرْسَلَ عُثْمَانُ اِلٰى حَفْصَةَ اَنْ اَرْسِلِىْ اِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِى الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا اِلَيْكِ فَاَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ اِلٰى عُثْمَانَ فَاَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَّعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوْهَا فِى الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلاَثِ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَاِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا حَتّٰى اِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ اِلٰى حَفْصَةَ وَاَرْسَلَ اِلٰى كُلِّ اُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِّمَّا نَسَخُوْا وَاَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرَانِ فِىْ كُلِّ صَحِيْفَةٍ اَوْ مُصْحَفٍ اَنْ يُّحْرَقَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُّ اٰيَةً مِّنَ الْاَحْزَابِ حِيْنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُبِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنٰهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ الْاَنْصَارِىِّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَاَلْحَقْنَاهَا فِىْ سُوْرَتِهَا فِى الْمُصْحَفِ ـ

رواه البخارى

২১১৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান, খলীফা ওসমান রাঃ-এর কাছে মদীনায় আগমন করলেন। তখন হুযাইফা ইরাকীদের সাথে থেকে আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান জয় করার জন্য শামবাসীদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। এখানে লোকদের বিভিন্ন রাতেই কুরআন তিলাওয়াত তাকে উদ্বিগ্ন করে তুললো। তিনি হযরত ওসমান রাঃ-কে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইহুদী-খৃস্টানদের মতো আল্লাহর কিতাবে বিভিন্নতা আসার আগে আপনি এ জাতিকে রক্ষা করুন। তাই হযরত ওসমান উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার নিকট রক্ষিত মাসহাফ (কুরআন শরীফ) তার নিকট পাঠিয়ে দেবার জন্য খবর পাঠালেন। তিনি বললেন, আমরা বিভিন্ন মাসহাফকে অনুলিপি করে আবার আপনার নিকট তা পাঠিয়ে দিবো। বিবি হাফসা সেই সহীফা হযরত ওসমানের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হযরত ওসমান রাঃ সাহাবী হযরত যায়দ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনে আস ও আবদুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে হেশামকে এ সহীফা কপি করতে নির্দেশ দিলেন। তারা হুকুম মতো এ সহীফার অনেক কপি করে নিলেন। সে সময় হযরত ওসমান কুরাইশী তিন ব্যক্তিকে

বলে দিয়েছিলেন, কুরআনের কোন জায়গায় যায়েদের সাথে আপনাদের মতভেদ হলে আপনারা তা কুরাইশদের রীতিতে লিখে নিবেন। কারণ কুরআন মূলত তাদের রীতিতেই নাযিল হয়েছে। তারা নির্দেশ মতো কাজ করলেন। সর্বশেষ সমস্ত সহীফা বিভিন্ন মাসহাফে কপি করে নেবার পর হযরত ওসমান মূল সহীফা বিবি হাফসার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তাদের কপি করা সহীফাসমূহের এক এক কপি রাজ্যের এক এক এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন। এ কপি ছাড়া অন্য সব আগের সহীফায় লেখা কুরআনকে জ্বালিয়ে ফেলতে নির্দেশ জারী করেছিলেন।

ইবনে শিহাব যুহরী বলেন, যায়েদ ইবনে সাবেতের ছেলে খারেজা আমাকে জানিয়েছেন, তিনি তাঁর পিতা যায়েদ ইবনে সাবিতকে বলতে শুনেছেন, আমরা যখন কুরআন নকল করি, সূরা আহযাবের একটি আয়াত খুঁজে পেলাম না। এ আয়াতটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়তে শুনেছি। তাই আমরা তা তালাশ করতে লাগলাম। খুজাইমা ইবনে সাবেত আনসারীর নিকট অবশেষে আমরা তা পেলাম। এরপর আমরা তা সূরায় মাসহাফে সংযোজন করে নিলাম। আর সে আয়াতটি হলো, "মিনাল মু'মিনীনা রিজালুন সাদাকু মা আহাদুল্লাহা আলাইহি।"–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হলো ব্যবহারের অযোগ্য হলে কুরআনের কপি জ্বালিয়ে ফেলাই উত্তম। তবে পরবর্তী কালের আলেমগণ জ্বালিয়ে দেবার চেয়ে পানিতে ধুয়ে অক্ষর মুছে ফেলাকে উত্তম মনে করেছেন। তৎকালের হাতের লেখা কুরআন এরূপ করা সম্ভব ছিলো। আজকালকের কালি সেভাবে উঠিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তাই জ্বালিয়ে ফেলা অথবা কবরস্থানে পুঁতে ফেলাই সর্বোত্তম।

٢١١٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى اَنْ عَمَدْتُمْ اِلَى الْاَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِيْ وَاِلَى بَرَاءَةٍ وَّهِيَ مِنَ الْمِئِيْنَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوْا سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعْتُمُوْهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا يَاْتِيْ عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ وَكَانَ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُوْلُ ضَعُوْا هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ فِي السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا فَاِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْاٰيَةُ فَيَقُوْلُ ضَعُوْا هٰذِهِ الْاٰيَةَ فِي السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتِ الْاَنْفَالُ مِنْ اَوَائِلِ مَا نَزَلَتْ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِّنْ اٰخِرِ الْقُرْاٰنِ نُزُوْلًا وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيْهَةً بِقِصَّتِهَا فَقُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا اَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ اَكْتُبْ سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ - رواه احمد والترمذى وابو داؤد

২১১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার খলীফা হযরত ওসমানকে বললাম, কোন্ জিনিস আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলো সূরা আনফাল, যা সূরা 'মাসানীর' অন্তর্ভুক্ত, সূরা বারাআত যা 'মেয়ীনের' অন্তর্ভুক্ত। এ উভয় সূরাকে এক স্থানে একত্র করে দিলেন। এ দু সূরার মাঝে আবার 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লাইনও লিখলেন না। আর এগুলোকে জায়গা দিলেন 'সাবয়ে তেওয়ালের মধ্যে ? কি কারণ আপনাদেরকে একাজ করতে উজ্জীবিত করলো ? (এ প্রশ্ন) শুনে হযরত ওসমান জবাবে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হবার অবস্থা ছিলো, কোনো কোনো সময় দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হতো (তাঁর উপর কোনো সূরা নাযিল হতো না) আবার কোনো কোনো সময় তাঁর উপর বিভিন্ন সূরা (একত্রে) নাযিল হতো। তাঁর উপর কুরআনের কিছু নাযিল হলে তিনি তাঁর কোনো না কোনো সাহাবী, ওহী লেখককে (কাতেবে ওহী) ডেকে বলতেন, এ আয়াতগুলোকে অমুক সূরার অন্তর্ভুক্ত করো। যেসব আয়াতে অমুক অমুক বর্ণনা রয়েছে–এর আর অন্য কোনো আয়াত নাযিল হলে তিনি বলতেন, এ আয়াতকে অমুক সূরায় স্থান দাও যাতে অমুক অমুক বর্ণনা রয়েছে। মদীনায় প্রথম নাযিল হওয়া সূরাসমূহের মধ্যে সূরা 'আনফাল' গণ্য। আর সূরা 'বারাআত' মদীনায় অবতীর্ণ হবার দিক দিয়ে শেষ সূরাগুলোর অন্তর্গত। অথচ এ দুটি সূরার বিষয়বস্তু প্রায় এক। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের কারণে তিনি আমাদেরকে বলে যেতে পারেননি সূরা বারায়াত, সূরা আনফালের অন্তর্ভুক্ত কিনা। তাই (অর্থাৎ উভয় সূরা মাদানী ও বিষয়বস্তুর মিল থাকার কারণে) আমি এ দু' সূরাকে একত্রে মিলিয়ে দিয়েছি। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লাইনও (এ দু' সূরার মধ্যে) লিখিনি। এবং এ কারণেই এটাকে 'সাবয়ে তেওয়ালের অন্তর্গত করে নিয়েছি।–আহমাদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে কুরআনের আয়াত ও সূরা বিন্যাসের উপর মৃদু আপত্তি তুলে হযরত ইবনে আব্বাস খলীফা হযরত ওসমানকে একটি কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। এর জবাবে হযরত ওসমান যে জবাব দিয়েছিলেন তা-ই এ হাদীসের মূলকথা। রাসূলের উপর ওহী নাযিল হবার পর তিনি তাঁর কাতেবে ওহী বা ওহী লেখকদেরকে বলে দিতেন, 'এ আয়াতকে অমুক সূরার অমুক জায়গায় স্থান দাও। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত বিন্যস্ত করার ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন স্বয়ং জিবরাঈল আঃ।

তবে সূরা 'বারাআত' সম্পর্কে রাসূলের নির্দেশ কি ছিলো তা জানা যায়নি। তিনি এ সূরা নাযিলের অল্প কিছু দিনের মধ্যে ইন্তিকাল করেছিলেন। এ সূরাটিও মদিনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর শেষের দিকের সূরা। বিষয় বস্তুর মিলের কারণে দুটি সূরাকে এক স্থানে এক জায়গায় বিন্যস্ত ও মাঝে পার্থক্য রেখা হিসাবে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখা হয়নি বলে হযরত ওসমান রাঃ জানিয়েছেন।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমারী আত তাবরিযী